তাঁর সর্বোচ্চের জন্য আমার সর্বোত্তম

অস্‌ওয়াল্ড চেম্বারস

MY UTMOST FOR HIS HIGHEST

OSWALD CHAMBERS

My Utmost For His Highest

তাঁর সর্বোচ্চের জন্য আমার সর্বোত্তম

Bengali-PB

2016/3M

ISBN 97881909506 71

My Utmost For His Highest (Regd.)

Copyright by Oswald Chambers Publications Association Ltd.

Original Edition Copyright 1935 by Dodd, Mead and Company, Inc.

renewed By Oswald Chambers Publications Association Ltd.

Published by Indian Evangelical Mission, Bangalore
by special arrangement with

Discovery House Publishers
3000 Kraft Avenue SE,
Grand Rapids, Michigan 49512 USA.

All rights reserved

Printed at Matha Printers, Bangalore
Tel: 9886809060, e-mail: mathaprints@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: জন্ টেন টেন

... অস্ওয়াল্ড চেম্বারস বোঝাতে চেয়েছেন যে, আমাদের সমর্পণ, বিশেষত আমাদের ইচ্ছার সমর্পণের মধ্য দিয়ে আমাদের **সর্বোত্তম** প্রয়াস অভিব্যক্ত হয়েছে, এবং ঈশ্বরের **সর্বোচ্চ** প্রয়াস চরমভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর ক্রুশে। এবং আমাদের নির্ভর করতে হবে তাঁর পবিত্র আত্মার উপর, ভালোবাসতে হবে ত্রিত্ব ঈশ্বরকে আর উপলব্ধি করতে হবে এই সমস্ত বিষয় ...

My Utmost For His Highest

Acknowledgements:

Oswald Chambers Publications Association Ltd., Crewe, UK

Discovery House Publishers, Grand Rapids, MI, USA.

Indian Evangelical Mission, Bangalore, Karnataka, India

Bible Society of India

Sachin Dash
Sri Sibabrata Roy
Dr. R. Rajkumar
Ms. Radha Sarkar
John Ten Ten

তাঁর সর্বোচ্চের জন্য আমার সর্বোত্তম

The Golden book of Oswald Chambers

অস্‌ওয়াল্ড চেম্বারস্‌-এর একটি স্বর্ণালি পুস্তক

Translated by: **Sachin Dash**

বাংলা ভাষান্তর: **শচীন দাশ**

To read the Original English Version of My Utmost For His Highest by Oswald Chambers (1874-1917) and also the Updated Version online, log onto www.utmost.org

For details about the life of Oswald Chambers, of translations in various languages, and more, visit the official website of The Oswald Chambers Publications Association Limited at http://www.oswaldchambers.co.uk

প্রাক্কথন

ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁকে ভালোবাসা, ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য অনুসারে তাঁর দ্বারা ব্যবহৃত হওয়া এবং এই প্রণালীতে পূর্ণমাত্রায় জীবনযাপন করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের বাক্য, পবিত্র বাইবেলের নিয়মিত এবং উদ্দেশ্যময় পাঠই খ্রীস্টধর্মের দৃঢ় ভিত্তি এবং ঈশ্বরের বাক্যকে ভারতের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় সুপ্রাপ্য করার উদ্দেশ্যে বাইবেল সোসাইটি ভারতে ও পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন চালিয়ে চলেছে। এই সঙ্গে, অসওয়াল্ড চেম্বারস রচিত "তাঁর সর্বোচ্চের জন্য আমার সর্বোত্তম" প্রাত্যহিক ভক্তিমূলক পাঠ-গ্রন্থটি ঈশ্বরের সঙ্গে আরও গভীর ও সফল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

স্বত্ত্বাধিকারী অসওয়াল্ড চেম্বারস পাবলিকেশনস অ্যাসোসিয়েশন এবং ডিসকভারি হাউজ পাবলিশার্স-এর অনুমতিক্রমে, ইণ্ডিয়ান ইভ্যানজেলিক্যাল মিশন কর্তৃক প্রকাশিত এই কালজয়ী গ্রন্থটির বাংলা সংস্করণ সম্পর্কে কিছু কথা লিখতে পেরে আমি আনন্দিত।

এই সুন্দর কাজের জন্য অনুবাদকরা অবশ্যই উচ্চ প্রশংসার দাবি করতে পারেন। এই ক্লাসিকধর্মী গ্রন্থটি ফরাসি, তামিল, গ্রিক, এমনকী হিব্রু সহ ইতোপূর্বেই প্রায় পঞ্চাশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বর্তমান বছরে মিজো এবং বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতে চলেছে। এই গ্রন্থটি ইতোপূর্বেই হিন্দি, তেলেগু, তামিল, কন্নাডা, খাসি, মালায়ালাম, গুজরাতি, ওড়িয়া এবং মরাঠি ভাষায় প্রকাশলাভ করেছে। আমি আরও জেনে খুশি হলাম যে, বাংলা সংস্করণটি বাংলা দেশেও পাওয়া যাবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ভারতের অন্যান্য মানুষের কাছেও তাদের দেশে বসবাসকারী ভারতের অন্যান্য মানুষের কাছেও তাদের নিজস্ব ভাষায় এই গ্রন্থটি পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এই সুন্দর গ্রন্থটির সফল প্রচার ও বিতরণের লক্ষ্যে ভারতের বাইবেল সোসাইটি ইণ্ডিয়ান ইভ্যানজেলিকাল মিশনের দিকে সানন্দে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

শ্রীমতী নীনা ও শ্রী যোহন জন্ কুনেনকেরিল-এর অবদানের জন্য প্রশংসা করি। তাঁরা তাঁদের জন্ টেন টেন সংস্থার মাধ্যমে, শুধু মাত্র ভালোবাসার কারণে এই কাজে সহযোগিতা করে আসছেন।

রেভারেণ্ড ড. মানি চাকো, পি.এইচ.ডি (লনডন)
জেনারেল সেক্রেটারি,
দ্য বাইবেল সোসাইটি অভ্ ইন্ডিয়া
২০৬, এম.জি. রোড, বাঙ্গালোর - ৫৬০ ০০১
কর্নাটক, ভারত

প্রকাশকের কথা

প্রিয় বন্ধু,

ইন্ডিয়া ইভ্যানজেলিকাল মিশন বাংলায় *তাঁর সর্বোচ্চের জন্য আমার সর্বোত্তম* গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। অস্ওয়াল্ড চেম্বারস রচিত ক্লাসিকধর্মী মূল গ্রন্থটি ইতোপূর্বেই হিন্দি, তেলুগু, মালায়ালম, খাসি, গুজরাটি ও ওড়িয়া, মিজো এবং মরাঠি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তামিল এবং কান্নাড়া ভাষাতেও গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে।

আমারা বিশ্বাস করি, ইন্ডিয়া ইভ্যানজেলিকাল মিশনের ঘোষিত মিশন ও লক্ষ্যের সঙ্গে এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনা বিস্ময়করভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জন্ টেন টেন (নীনা এবং যোহন জন্ কুনেনকেরিল)-কে আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাই। আমাদের দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় যেন এই গ্রন্থটি সুলভ হতে পারে, শুধু এই উদ্দেশ্যে তাঁরা সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে, আর্থিক লাভালাভের কথা চিন্তা না-করে, অনুবাদ, প্রকাশনা ও বিতরণের ক্ষেত্রে কার্যকর পরামর্শ ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তাঁর সর্বোচ্চের জন্য আমার সর্বোত্তম গ্রন্থটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ ইন্ডিয়া ইভ্যানজেলিকাল মিশনের কার্যধারা এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে ব্যবহৃত হবে।

আমাদের ত্রিত্ব ঈশ্বরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুজ্ঞা - ''তুমি নিজেকে যেমন ভালোবাস, তেমনইভাবে ভালোবাস অন্যদের ও ঈশ্বরকে।'' ইন্ডিয়া ইভ্যানজোলিকাল মিশন তার সেবাব্রতর মাধ্যমে এ কথা সকল মানুষের কাছে বলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে স্থাপনার সময় থেকে আজ পর্যন্ত আইইএম ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁর মহিমার জন্য সর্বক্ষেত্রে দৃঢ়পদে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছে। আরও জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট www.iemoutreach.org দেখুন।

আইইএম-এর সেবাকাজের জন্য প্রার্থনা করতে ও এই উদ্দেশ্যে সহযোগিতা করার জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

আমরা বিশ্বাস করি, *তাঁর সর্বোচ্চের জন্য আমার সর্বোত্তম* গ্রন্থটি আপনার জীবনে আশীর্বাদের কারণ হয়ে উঠবে।

ঈশ্বরের সেবাকার্যে আপনার বিশ্বস্ত,

প্রস্তাবনা

প্রিয় পাঠক,

আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাষায় অস্‌ওয়াল্ড চেম্বারস-এর এই গ্রন্থটির অনুবাদ, প্রকাশনা ও বিতরণের কাজে সংযুক্ত হতে পেরে আমরা সৌভাগ্যবান ও এ আমাদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ।

এই কাজে আমরা যাদের সহায়তা পেয়েছি, বিশেষত, দ্য অস্‌ওয়াল্ড চেম্বারস পাবলিকেশনস অ্যাসোসিয়েশন লিমিটেড, দ্য ডিসকভারি হাউজ পাবলিশার্স, বাংলা সংস্করণের অনুবাদক শচীন দাশ এবং প্রকাশকবৃন্দ, যথা, দ্য ইন্ডিয়ান ইভ্যানজেলিকাল মিশন — তাঁদের সকলের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। OCPAL-এর জিওফ বেনেট, রেভা. রাজা সিং এবং আইইএম-এর কর্মীদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

বারো বছর নিগম ক্ষেত্রে, কিছুকাল সমবায় দুগ্ধ ক্ষেত্রে এবং যোলো বছর ধর্মীয় ক্ষেত্রে (বাইবেল সোসাইটি অভ্ ইণ্ডিয়া) — যার অধিকাংশ সময়ই কেটেছে ইলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশে — কাজ করার পর ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে আমাদের কিছু যোগ্যতা দান করেন এবং আমাদের নিজস্ব সংস্থা জন্ টেন টেন-এর অধীনে এই প্রকল্পের ভার গ্রহণ করি। জন্ টেন টেন, কারণ আমরা ঈশ্বরের বাক্য ও আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, পিতা ঈশ্বর, পুত্র যীশুখ্রীস্ট ও পবিত্র আত্মারূপী ত্রিত্ব ঈশ্বরের সঙ্গে সুসম্বন্ধ রক্ষার মধ্য দিয়েই প্রত্যেকে সুন্দর জীবন লাভ করতে পারে।

এই গ্রন্থটি আমাদের কাছে আশীর্বাদের কারণ হয়ে উঠেছে এবং আমরা বিশ্বাস করি, অন্যদের জীবনেও তা আশীর্বাদ বয়ে আনবে।

নীনা ও যোহন জন্ কুনেনকেরিল
জন্ টেন টেন
২০২ রানকা পার্ক অ্যাপার্টমেন্টস
রিচমণ্ড সার্কল, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০২৭
yohankjohn@gmail.com

Other Oswald Chambers books from Discovery House Publishers:

Bible Ethics

Biblical Psychology

Christian Disciplines

Complete Works of Oswald Chambers

Conformed to His Image and The Servant As His Lord

Faith:A Holy Walk

If you will ask

The Love of God

Our Brilliant Heritage

Our Ultimate Refuge (formerly Baffled to Fight Better)

Prayer : A Holy Occupation

So Send I You

Studies in the Sermon on the Mount

My Utmost for His Highest Daily Devotional Journal

A Journal Companion to the Golden Book of Oswald Chambers

Oswald Chambers-Abandoned to God

The Life Story of the Author of My Utmost for His Highest
(by David McCasland)

My Utmost For His Highest is also available in - *Hindi, Telugu, Malayalam, Khasi, Kannada, Tamil, Gujarati, Oriya and more recently in Bengali, Mizo and Marathi* (all Paperback)

-in original and updated English Version–
http://www.christianbooksindia.com
my-utmost-for-his-highest-an-updated-edition

For details write to

generalsecretary@iemoutreach.org
yohankjohn@gmail.com

অস্‌ওয়াল্ড চেম্বারস ছিলেন একজন আত্মিক প্রজ্ঞা ও পরিপক্কতার সমৃদ্ধ মানুষ। বাইবেল শিক্ষক হিসাবে তিনি সারা জগতের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন এবং তাঁর রচনাগুলি যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলেও প্রাসঙ্গিকতা ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে তিনি এখনও পাঠকের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন।

কিছু কথা

অসওয়াল্ড চেম্বারস ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি লন্‌ডনের রয়াল কলেজ অভ্ আর্টস এবং এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। আর্টস-এর প্রতি তাঁর বিশেষ প্রতিভা থাকলেও বাইশ বছর বয়সে তাঁর উপলব্ধি হল যে, ঈশ্বর তাঁকে পুরোহিত হবার জন্য আহ্বান করছেন। পাঠশেষে এবং দানুন-এর একটি ঈশতাত্ত্বিক কলেজে শিক্ষাদানের পর, তিনি পুরোপুরি প্রচারের সেবাকাজে ব্যাপৃত হলেন। ব্রিটেন, আমেরিকা এবং জাপানে তাঁর কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছিল। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে, অসওয়াল্ড চেম্বারস জাহাজযোগে আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করতে বাধ্য হলেন। তাঁকে এক যুবতীর সন্ধান করতে বলা হয়েছিল, যিনি কাজের সন্ধানে এবং অভিযানের উদ্দেশ্যে আমেরিকার উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছেন।

গারট্রুড হবস্ (পরবর্তীকালে যিনি শ্রীমতী অসওয়াল্ড চেম্বারস হয়েছিলেন) শিশুকাল থেকেই সারা বছর ব্রঙ্কাইটিসে ভুগতেন। অল্প বয়সেই, বাড়িতে মা-কে সাহায্য করার জন্য তাঁকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে হয়েছিল এবং তাঁর বড়ো দুই বোনকে শিক্ষা চালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তিনি পিটম্যান শর্টহ্যান্ডে দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন এবং এখন পূর্ণ-সময় কাজ করার মতো তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তিনি প্রতি মিনিটে ২৫০টি অক্ষর 'ডিক্‌টেশন' নিতে পারতেন — অধিকাংশ লোক যা বলে থাকে, তার চেয়েও অনেক দ্রুতগতিতে! এখন, ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে এক ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় চলেছেন যিনি তাঁর মনে ঔৎসুক্য জাগিয়েছিলেন।

যাত্রাশেষে, তাঁরা পরস্পরের সঙ্গ ত্যাগ করলেও, তাঁদের মধ্যে চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান চলতে থাকল। অচিরেই তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, পরস্পরের জন্য তাঁদের মনে এক গভীর অনুভূতি বাসা বেঁধেছে এবং ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

বাইবেল কলেজ

তাঁর দুজনেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, তাঁরা যেন একটা বাইবেল কলেজ শুরু করেন, কিন্তু প্রাথমিকভাবে তা সম্ভব হয়ে উঠল না। অস্‌ওয়াল্ড আঞ্চলিক ভাষায় যেসব শিক্ষাদান করতেন, বিড্ডি (অসওয়াল্ড তাঁর স্ত্রীকে এই নামেই ডাকতেন) সেগুলি শর্টহ্যান্ডে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। পরে তাঁরা উপলব্ধি করলেন, তাঁরা তো অন্তত ডাকযোগে পাঠক্রম শুরু করতে পারেন!

১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে লন্ডনের নর্থসাইড, ক্ল্যাপহাম কমন-এ একটা বড়ো বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। অস্ওয়াল্ড ও বিড্ডি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত জিনিস-পত্র সেখানে সরিয়ে নিয়ে গেলেন এবং প্রথম আবাসিক শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

বিড্ডিও তাঁর ঘরে বহু মিশনারি ও দর্শনার্থীকে অভ্যর্থনা জানালেন। যাঁদের বিশ্রাম ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন ছিল, তাঁদের জন্য বিড্ডির ঘর ছিল অবারিত দ্বার। তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময়েই তাঁকে এই সেবাব্রত চালিয়ে যেতে হয়েছিল।

মিশর

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে, অস্ওয়াল্ড অনুভব করলেন, ঈশ্বর তাঁকে অন্যত্র আহ্বান করছেন। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, এই রকম সময়ে তিনি কীভাবে দেশের সেবা করতে পারেন। তিনি প্রার্থনা করতে লাগলেন, ‘‘প্রভু, আমি যে-স্থানে আছি, সেই স্থানের জন্য তোমার প্রশংসা করি, কিন্তু একটি প্রশ্ন আমার মনকে আলোড়িত করছে, ‘‘আমার জন্য তুমি কি এই স্থানটিই নির্ধারণ করে রেখেছ? তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য আমাকে তুমি দৃঢ়তা দাও। এ শুধু আমার অশান্ত মনের পরিচয় হতে পারে; যদি তা-ই হয়, আমার মনকে তুমি শান্ত কর, আমি যেন সন্দেহের বশে তোমার বিরুদ্ধে পাপ না-করি।’’

এ বিষয়ে ঈশ্বরের আহ্বান শুনে, ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি সেনাবাহিনীর চ্যাপলিন হবার জন্য লন্ডন ত্যাগ করে মিশর যাত্রা করলেন। ওই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে, বিড্ডি এবং তাঁদের আড়াই বছরের কন্যা ক্যাথলিন অস্ওয়াল্ডকে অনুসরণ করলেন।

বিড্ডি অচিরেই তাঁর আতিথ্যের সেবাব্রত গ্রহণ করলেন এবং অস্ওয়াল্ড সেনাবাহিনীতে তাঁর শিক্ষাদানের ব্রত চালিয়ে গেলেন। প্রথম দিকে সন্দেহ করলেও, সেনারা খুব শীঘ্রই অস্ওয়াল্ড এবং তাঁর পরিবারকে ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে শুরু করল।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে অস্ওয়াল্ডের অ্যাপেনডিকস অপারেশন হল, কিন্তু কিছু জটিলতার কারণে তাঁর মৃত্যু হল। তাঁর স্ত্রী ইংল্যান্ডে তাঁর পরিবারের কাছে যে-টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, তাতে শুধু লেখা ছিল: ‘‘অস্ওয়াল্ড, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে’’। ১০০ জন মানুষ কামানবাহী গাড়িতে শবাধার স্থাপন করে সামনে এগিয়ে চলেছিল। শুধু অফিসাররাই তা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভালোবাসার ও শ্রদ্ধার মানুষটিকে বিশেষ সম্মান জানানোর জন্য তাঁদের বন্দুকের মুখটা নিচের দিকে করে শবযাত্রার সমস্ত পথটা হেঁটে গিয়েছিলেন। বিড্ডি সমাধিতে যে-গানটি পছন্দ করে রেখেছিলেন, তা হল, ‘‘আই টু দ্য হিল্স্ উইল লিফ্ট্ মাইন আইজ।’’

অস্ওয়াল্ড চেম্বারস-এর ব্রিটিশ সামরিক পদক—ডব্লিউ ডব্লিউ আই ১৯১৪-১৯১৮, ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে (তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে) তাঁকে প্রদান করা হয়।

তাঁর সর্ব্বোচ্চের জন্য আমার সর্বোত্তম

বিড্ডি তাঁর চার বছরের কন্যা ক্যাথলিনকে নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে এলেন। তিনি স্থায়ীভাবে লন্ডনে বাস করতে থাকলেন। তাঁদের বিবাহিত জীবনে তাঁর স্বামী যেসমস্ত ভাষণ দিয়েছিলেন, সেগুলি সংকলনের কঠিন কাজ শুরু করলেন। সংকলনের প্রতিলিপি তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদের কাছে প্রেরণ করতে থাকলেন। পরবর্তীকালে সেগুলি পুস্তকাকারে গ্রন্থিবদ্ধ করলেন এবং জন্মলাভ করল অস্ওয়াল্ড চেম্বারস পাবলিকেশনস-এর।

“তাঁর সর্বোচ্চের জন্য আমার সর্বোত্তম” গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে, এবং এখনও পর্যন্ত তা বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত হয়ে চলেছে। বহু সংখ্যক মানুষ তাঁদের প্রতিদিনের আরাধনার সময় এই গ্রন্থটি ব্যবহার করে থাকেন।

বিড্ডির মৃত্যু হয় ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি জেনে গিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁর হাতে যে- পরিচর্যার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তিনি বিশ্বস্তভাবে তা পালন করেছেন।

ফরাসি, জর্মন, হিব্রু, গ্রিক, হিন্দি, তেলুগু, মালায়ালম, খাসি, কান্নাডা, তামিল, গুজরাতি, ওড়িয়া, এবং সাম্প্রতিক কালে বাংলা ও মরাঠিসহ পৃথিবীর প্রায় ৫০টি ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে।

১ জানুআরি

আসুন, আমরা লক্ষ্য স্থির রাখি

"আমার ঐকান্তিকী প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশা এই যে, আমি কোনো প্রকারে লজ্জাপন্ন হইব না, বরং সম্পূর্ণ সাহস সহকারে, যেমন সর্বদা তেমনই এখনও, খ্রীস্ট জীবন দ্বারা হউক, কী মৃত্যু দ্বারা হউক, আমার দেহে মহিমান্বিত হইবেন'' (ফিলিপীয় ১:২০)।

তাঁর সর্বোচ্চের জন্য আমার সর্বোত্তম। "... আমার ঐকান্তিকী প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশা এই যে, আমি কোনো প্রকারে লজ্জাপন্ন হইব না ... ।'' যীশু আমাদের জীবনের যে-ক্ষেত্রগুলি তাঁর কাছে সমর্পণ করতে বলেছেন, আমরা যদি তা না-করি, তা হলে আমরা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করি। পৌল যেমন বলছেন, "তাঁর চরম গৌরবের জন্য আমার প্রাণপণ করাই হবে আমার স্থির উদ্দেশ্য।'' দৃঢ়তার এই স্তরে পৌঁছতে হলে ইচ্ছাটাই বড়ো বিষয়, তা বিতর্ক বা যুক্তির বিষয় নয়। সে-ক্ষেত্রে, এ হল ইচ্ছার চরম এবং অটল আত্মসমর্পণ। আমাদের নিজেদের জন্য অত্যধিক চিন্তা-ভাবনা এবং নিজেদের সম্পর্কে গুরুত্বদান আমাদের সেই সিদ্ধান্ত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অবশ্য, আমরা যেন অন্যান্য বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি, এমন ভান করে একে লুকিয়ে রাখি। আমরা যীশুর আহ্বানের বাধ্য হলে অন্যদের কী মূল্য দিতে হবে — এ বিষয়ে যখন আমরা আন্তরিকভাবে চিন্তা করি, আমরা ঈশ্বরকে বলি, আমাদের বাধ্যতার অর্থ কী হবে, তা তিনি জানেন না। লক্ষ্য স্থির রাখুন — তিনি জানেন। সমস্ত চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রেখে শুধু এই একটি বিষয়েই নিজেকে ঈশ্বরের সামনে নিয়ে আসুন — তাঁর সর্বেচ্চের জন্য আমার সর্বোত্তম। আমি তাঁর জন্য, কেবল তাঁরই জন্য পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

তাঁর পবিত্রতার জন্য আমার অব্যাহত সিদ্ধান্ত। *"এর অর্থ জীবন, কী মৃত্যু, কিছুমাত্র পার্থক্য নেই!''* (ফিলিপীয় ১ ২১ দেখুন)। পৌল দৃঢ়সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, কোনো কিছুই তাঁর ঈশ্বরের অভীপ্সিত পথে চলাকে ব্যাহত করতে পারবে না। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে এগিয়ে চলার পূর্বে, আমাদের জীবনে অবশ্যই একটা সংকট দেখা দেবে। এর কারণ, ঈশ্বরের মৃদু আঘাতেও আমরা সাড়া দিতে চাই না। তিনি আমাদের এমন একটি স্থানে নিয়ে আসেন, যেখানে তাঁর গৌরবের জন্য আমাদের প্রাণপণ করতে বলেন। এবং আমরা তর্ক-বিতর্ক করতে শুরু করি। তিনি তখন তাঁর দূরদর্শিতা ও সদয় তত্ত্বাবধানে এক সংকট সৃষ্টি করেন, যেখানে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতেই হয় — হয় আমরা তাঁর পক্ষে, অথবা বিপক্ষে। সেই মুহূর্তটি আমাদের জীবনে একটা বড়ো ধরনের সন্ধিক্ষণ হয়ে ওঠে। যে-কোনো ক্ষেত্রেই যদি সংকট আসে, যীশুর কাছে আপনার ইচ্ছাকে একান্তভাবে, দৃঢ়ভাবে সমর্পণ করুন।

২ জানুআরি

আপনি কি না-জেনেই যাত্রা করবেন ?

“... কোথায় যাইতেছেন তাহা না জানিয়া যাত্রা করিলেন” (ইব্রীয় ১১:৮)।

আপনি কি কখনও এইভাবে “যাত্রা” করেছেন ? যদি তা-ই হয়, কেউ যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কী করছেন, দেবার মতো আপনার কাছে কোনো যুক্তিসঙ্গত উত্তর থাকে না। “আপনি কী করার আশা করেন” —খ্রীস্টীয় কাজের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া বেশ অসুবিধাজনক। আপনি কী করতে চলেছেন, আপনি তা জানেন না। শুধু একটি বিষয়ই আপনি জানেন, ঈশ্বর কী করছেন, তা তিনিই জানেন। ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখে আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি “যাত্রা” করতে ইচ্ছুক কি না, জানার জন্য ঈশ্বরের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিনিয়ত যাচাই করুন। এই দৃষ্টিভঙ্গিই আপনাকে সর্বদা বিস্ময়ে অভিভূত করে রাখে, কারণ এর পর ঈশ্বর কী করবেন, তা আপনার অজানা। প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে “যাত্রার”, ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা গড়ে তোলার এক নতুন সুযোগ উপস্থিত হয়। ... আপনার জীবন নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। ... আপনার দৈহিক বিষয়েও উদ্বিগ্ন হবেন না (লুক ১২:২২)। অন্যভাবে বলা যায়, “যাত্রা” করার পূর্বে যে-বিষয়গুলি আপনাকে দুশ্চিন্তায় ফেলত, সেগুলি নিয়ে আর চিন্তা করবেন না।

ঈশ্বর কী করবেন, তা নিয়ে আপনি কি তাঁকে প্রশ্ন করে চলেছেন ? সে-কথা তিনি আপনাকে কখনও বলবেন না। ঈশ্বর আপনাকে বলেন না, তিনি কী করতে চলেছেন - তিনি নিজেকে আপনার কাছে প্রকাশ করবেন। আপনি কি অলৌকিক কার্যকারী ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন ? তাঁর কৃত যে-কোনো সামান্য কাজের দ্বারা বিস্ময় বোধ না-করা পর্যন্ত কি আপনি তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ সমর্পিত জীবন নিয়ে “যাত্রা” করবেন না ?

আপনি যখন ঈশ্বরের নিবিড়তম সান্নিধ্যে আসেন, বিশ্বাস করুন, আপনি তাঁকে যেভাবে জানেন, তিনি সেই রকমই। তা হলে চিন্তা করে দেখুন, দুশ্চিন্তা কত অপ্রয়োজনীয়, কত অমর্যাদাকর ! ঈশ্বরের উপর নির্ভরতায় “যাত্রা করার” নিরবচ্ছিন্ন ইচ্ছাই হোক আপনার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, এবং আপনার জীবনে থাকবে যীশুর সন্তোষজনক এক পবিত্র ও অবর্ণনীয় সৌন্দর্য। যেখানে আপনার এবং ঈশ্বরের মধ্যবর্তী স্থানে আর কিছুই থাকবে না - এমন বিশ্বাসে উপনীত না-হওয়া পর্যন্ত আপনার প্রত্যয়, ধর্মবিশ্বাস বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আপনাকে অবশ্যই “যাত্রা করা” শিখতে হবে।

৩ জানুআরি

মেঘ ও অন্ধকার

“মেঘ ও অন্ধকার তাঁহার চারিদিকে বিদ্যমান ...’’ (গীতসংহিতা ৯৭:২)।

যে-ব্যক্তি ঈশ্বরের আত্মায় নবজন্ম লাভ করেননি, তিনি আপনাকে বলবেন যে, যীশুর শিক্ষা সহজ সরল। কিন্তু যখন তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা বাপ্তিস্ম লাভ করেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, “মেঘ ও অন্ধকার তাঁহার চারিদিকে বিদ্যমান...।’’ যীশুখ্রীস্টের শিক্ষাকে যখন আমরা নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরি, তখনই আমাদের এর প্রথম উপলব্ধি ঘটে। আমাদের অন্তরে বিচ্ছুরিত একমাত্র পবিত্র আত্মার আলোকেই যীশুর শিক্ষার পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভবপর। যে-সমস্ত রীতিসর্বস্বতা নিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হই, তা থেকে মুক্ত না-হয়ে, যদি আমাদের অসার, ধর্মীয় পদযুগল থেকে সাদামাটা ধর্মীয় পাদুকা অপসৃত করার অভিজ্ঞতা লাভ না-করি, তা হলে আমরা কোনোদিন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে উপনীত হয়েছিলাম কি না, সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। যারা কোনো দিনই যীশুখ্রীস্টের পরিচয় লাভ করেনি, তারা অশ্রদ্ধায়, বাক্‌সর্বস্বতায় ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হয়। যীশুখ্রীস্ট যা *করেন*, শুধু এই বিস্ময়কর পরমানন্দময় এবং মুক্ত উপলব্ধির পর, *তিনি কে*, উপলব্ধির অভেদ্য “অন্ধকার’’ আসে।

যীশু বলেছিলেন, “আমি তোমাদিগকে যে-সকল কথা বলিয়াছি, তাহা আত্মা ও জীবন’’ (যোহন ৬:৬৩)। এক সময়, আমাদের কাছে বাইবেল ছিল কতগুলি শব্দসমষ্টি -“মেঘ ও অন্ধকার’’ -তার পর, হঠাৎ বাক্য হয়ে উঠল আত্মা ও জীবন, কারণ যীশু আমাদের কাছে নতুন করে বললেন, যখন আমাদের পারিপার্শ্বিকতা বাক্যগুলিকে নতুন রূপ দান করল। ঈশ্বর এইভাবেই আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি দর্শন বা স্বপ্নের মাধ্যমে কথা বলেন না। তিনি কথা বলেন বাক্যের মাধ্যমে। বাক্যের মাধ্যমে - সবচেয়ে সহজ সরল পন্থায় মানুষ ঈশ্বরের কাছে উপনীত হয়।

৪ জানুআরি

“কেন এখন আপনাকে অনুসরণ করতে পারব না?”

“পিতর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন প্রভু, এখন আপনাকে অনুসরণ করতে পারব না?” (যোহন ১৩ ৩৭)।

অনেক সময়ই আসে যখন আমরা বুঝতে পারি, আপনি যা চান, কেন তা করতে পারেন না। ঈ(্বর যখন অপে(ার সময় নিয়ে আসেন, যখন মনে হয়, কোনো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না, সেই সময়টুকু আপনার ব্যস্ততা দিয়ে পূরণ করবেন না—শুধু অপে(া ক(ন। অপে(ার ফল আসতে পারে আপনাকে পবিত্রীকরণের জন্য, পাপ থেকে মুক্ত(হয়ে পবিত্র জীবনযাপনের অর্থ শি(া দেবার জন্য। অথবা পরিচর্যার অর্থ শি(া দেবার জন্য পবিত্রীকরণের প্রণালী শু(হবার পর প্রতী(ার এই কাল আসতে পারে। ঈ(্বর তাঁর পরিচালনা দেবার আগেই কখনো ছুটে চলবেন না। আপনার মনে যদি সামান্যতম সন্দেহ থাকে, তা হলে তিনি আপনাকে চালনা দান করছেন না। যখনই সন্দেহ দেখা দেবে — অপে(া ক(ন।

প্রথমেই আপনি হয়তো ঈ(্বরের ইচ্ছা কী, তা স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন—হয়তো কোনো বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে, বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছেদ করতে হবে, অথবা এমনকিছু, যা আপনি নির্দিষ্টভাবে আপনার জন্য ঈ(্বরের ইচ্ছা বলে অনুভব করেছিলেন। কিন্তু কখনও আবেগের বশে চলবেন না। আবেগ-অনুভূতিকে প্রাধান্য দিলে আপনি প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন, যা থেকে মুক্ত(হতে কয়েক বছর সময় লেগে যাবে। ঈ(্বরের সময়ের জন্য অপে(া ক(ন।

পিতর ঈ(্বরের জন্য অপে(া করেননি। তিনি তাঁর নিজের মনের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যে-মনের পরী(া হবে একদিন এবং তিনি যেখানে প্রত্যাশাই করেননি, সেখানে পরী(া নেমে এসেছিল। “আমি আপনার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত।” তাঁর উক্তি(র মধ্যে ছিল সততা, কিন্তু অজ্ঞতাপূর্ণ। যীশু তাঁকে বললেন “...মোরগ ডেকে ওঠার আগে আমাকে তুমি তিনবার অস্বীকার করবে” (যোহন ১৩ ৩৮)। পিতর সম্পর্কিত এই উক্তি(র মূলে ছিল এক গভীরতর জ্ঞান, যা স্বয়ং পিতরের ছিল না। তিনি যীশুকে অনুসরণ করতে পারেননি, কারণ তিনি নিজেকে জানতেন না বা নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল না। আমাদের যীশুর কাছে আকর্ষণ করার জন্য, তাঁর দুর্নিবার সম্মোহিনী শক্তি(উপলব্ধি করার জন্য স্বাভাবিক ঈ(্বর-অনুরাগ যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু তা আমাদের কোনো দিনই শিষ্যে পরিণত করবে না। স্বাভাবিক ঈ(্বরানুরাগ যীশুকে অস্বীকার করবে।

৫ জানুআরি

অনুসরণের জন্য পরাত্র(ান্ত জীবন

"যীশু বললেন, আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে এখন তুমি আমায় অনুসরণ করতে পার না, কিন্তু পরে একদিন অনুসরণ করতে পারবে" (যোহন ১৩ ৩৬)।

এবং এ কথার বলার পর, তিনি পিতরকে বললেন, "আমার অনুসরণ কর" (যোহন ২১ ১৯)। তিন বছর আগে যীশু বলেছিলেন, "আমায় অনুসরণ কর" (মথি ৪ ১৯) এবং পিতর নির্দ্বিধায় তাঁর অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর উপর ছিল যীশুর অমোঘ আকর্ষণ এবং এ কাজ করার জন্য তাঁর পবিত্র আত্মার সহায়তার প্রয়োজন হয়নি। পরবর্তীকালে তিনি যীশুকে অস্বীকার করেছিলেন এবং তার অন্তর ভগ্নচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এর পর তিনি পবিত্র আত্মাকে লাভ করলেন এবং যীশু তাঁকে আবার বললেন, "আমায় অনুসরণ কর" (যোহন ২১ ১৯)। এখন প্রভু যীশু ছাড়া পিতরের সামনে আর কেউ নেই। প্রথম "আমায় অনুসরণ কর" - এর মধ্যে কোনো রহস্যময়তা ছিল না। এ ছিল এক বাহ্যিক অনুসরণ। যীশু এখন অভ্যন্তরীণ আত্মত্যাগ এবং সমর্পণের কথা বলছেন (২১ ১৮ দেখুন)।

এই দুটি সময়ের মধ্যবর্তী কালে পিতর শপথ ও অভিশাপের মধ্য দিয়ে যীশুকে অস্বীকার করেছিলেন (মথি ২৬ ৬৯-৭৫ দেখুন)। কিন্তু এর পর তিনি সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের ও তাঁর সমস্ত আত্মবি(্বাসের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন। তিনি যে আবার কখনও নিজের উপর নির্ভর করতে পারেন, এমন আস্থা আর রইল না। তাঁর এই নিঃস্বতার মধ্যে অবশেষে তিনি পুন(ত্থিত প্রভু তাঁকে যা দিতে চান, তা গ্রহণ করার জন্যই প্রস্তুত হলেন। "... তিনি তাঁদের মাথায় ফুঁ দিয়ে বললেন, পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর" (যোহন ২০ ২২)। ঈ(্বর আপনার মধ্যে যা-ই পরিবর্তন ঘটান, তার উপর নির্ভর করবেন না। শুধু প্রভু যীশুর ব্যক্তি(রূপ এবং তাঁর দেওয়া পবিত্র আত্মার উপর ভিত্তি করে নিজেকে গড়ে তুলুন।

আমাদের সমস্ত প্রতিশ্রুতি এবং অঙ্গীকার অস্বীকারের মধ্যে শেষ হয়, কারণ সেগুলি সাধন করার শক্তি(আমাদের নেই। যখন আমরা নিজেদের শেষসীমায় উপস্থিত হই, শুধু মানসিকভাবে নয়, সম্পূর্ণ রূপে, আমরা তখন "পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ" করতে স(ম হই। *"পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর"* — এখানে ঈ(্বরের সেই হস্তক্ষেপের ধারণাই নিহিত, এখন আপনার জীবনধারার নির্দেশক একজনই — তিনি প্রভু যীশু খ্রীস্ট।

৬ জানুআরি

আরাধনা

“তিনি সেখানে থেকে বেথেলের পূর্ব দিকে পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে পশ্চিমে বেথেল ও পূর্ব দিকে অয় নগরের মধ্যবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। তিনি সেখানেও প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে একটি বেদি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর আরাধনা করলেন” (আদিপুস্তক ১২ ৮)।

ঈশ্বর আপনাকে যা দিয়েছেন, আরাধনা হল তা তাঁকে ফিরিয়ে দেবার সর্বোত্তম পদ্ধতি। আপনার সর্বোত্তম বস্তুটিকে আপনি কীভাবে ব্যবহার করেন, তা নিয়ে সতর্ক থাকুন। আপনি যখন ঈশ্বরের কাছে থেকে আশীর্বাদ লাভ করেন, প্রেমোপহার হিসাবে তাঁকে তা প্রত্যর্পণ করুন। তাঁর সান্নিধ্যে ধ্যানের জন্য সময় নিন এবং স্বেচ্ছাকৃত আরাধনার মাধ্যমে সেই আশীর্বাদ তাঁকে ফিরিয়ে দিন। আপনি যদি সেই আশীর্বাদ নিজের জন্য মজুত করেন, তা আত্মিক শুষ্কতায় পরিণত হবে, তার পচন ধরবে। মান্না যখন মজুত করা হয়েছিল, তখন তাতে পচন ধরেছিল (আদিপুস্তক ১৬ ২০ দেখুন)। আত্মিক আশীর্বাদকে নিজের জন্য রেখে দিতে ঈশ্বর কখনই আপনাকে অনুমতি দেবেন না। সেই আশীর্বাদ অবশ্যই তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে, যেন অন্যদের জীবনেও তিনি তাকে আশীর্বাদে পরিণত করতে পারেন।

বেথেল — ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতার প্রতীক। অয় হল জগতের প্রতীক। অব্রাম দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে “শিবির স্থাপন করলেন।” তাঁর সঙ্গে আমাদের একাত্মতা এবং সহভাগিতার গোপন সময়ের অন্তরঙ্গতার গভীরতার দ্বারা ঈশ্বরের জন্য আমাদের প্রকাশ্য পরিচর্যার স্থায়ী মূল্য নিরূপিত হয়। আরাধনায় তাড়াহুড়ো করা সব সময়েই ভুল — ঈশ্বর-আরাধনার সর্বদা প্রচুর সময় আছে। নিভৃত অনুধ্যানের জন্য কয়েকটি দিন পৃথক করে রাখা একটি ফাঁদ হয়ে উঠতে পারে, তা ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিদিন নিভৃতে কালযাপনের প্রয়োজনীয়তাকে খর্ব করতে পারে। সেই কারণেই আমাদের “শিবির স্থাপন” করতে হবে, যেখানে জগতের কলরব ব্যস্ততার মধ্যেও আমরা তাঁর সঙ্গে নিভৃতে অনুধ্যান করতে পারি। আরাধনা, প্রতীক্ষা এবং কাজ বা সক্রিয়তা — অধ্যাত্ম-জীবনের এই তিনটি স্তর নেই। তবু আমরা কিছু মানুষ আত্মিক ভেকের মতো আরাধনা থেকে প্রতীক্ষায় এবং প্রতীক্ষা থেকে কার্যে লাফিয়ে পড়ি। ঈশ্বর চান, এই তিনটি মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে যেতে পারে। আমাদের প্রভুর জীবনে সেগুলি সর্বদা মিলেমিশে ছিল, তাদের মধ্যে ছিল এক নিখুঁত ঐক্য। অবশ্যই শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে হবে; রাতারাতি তা ঘটতে পারে না।

৭ জানুআরি

যীশুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা

“যীশু বললেন, ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তবু তোমরা আমায় চিনলে না?” (যোহন ১৪ ৯)।

এগুলি কোনো ভৎর্সনা-বাক্য নয়, এমনকী এর মধ্য দিয়ে যীশুর মনের কোনো বিস্ময় প্রকাশ পায়নি। ফিলিপকে আরও নৈকট্যে আনার জন্য তিনি তাঁকে উৎসাহিত করছেন। তবু যীশুই আমাদের শেষ অন্তরঙ্গ পু(ষ। পঞ্চাশত্তমীর পূর্বে শিষ্যরা যীশুকে জানতেন এমন একজন ব্যক্তি(রূপে যিনি তাঁদের শয়তানকে জয় করার ও পুন(জ্জীবন আনার শক্তি(দিয়েছিলেন (লুক ১০ ১৮-২০ দেখুন)। এ ছিল বিস্ময়কর অন্তরঙ্গতা, কিন্তু আগামী দিনে আরও অনেক বেশি অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠবে “... তোমাদের আমি বন্ধু বলেছি ...” (যোহন ১৫ ১৫)। পৃথিবীতে প্রকৃত বন্ধুত্ব দুর্লভ। বন্ধুত্বের অর্থ, কারও চিন্তা, হৃদয় ও প্রাণের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাওয়া। যীশু খ্রীস্টের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে প্রবেশ করতে পারার জন্য জীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতা পরিকল্পিত হয়েছে। আমরা তাঁর আশীর্বাদ লাভ করি এবং তাঁর বাক্য জানি, কিন্তু আমরা কি সত্যিসত্যিই তাঁকে জানি?

যীশু বলেছিলেন, “আমার যাওয়া তোমাদের প(ে ভালো” (যোহন ১৬ ৭)। আরও নিবিড় সম্পর্কে আনার জন্য তিনি সেই সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। একজন শিষ্য যখন তাঁর সঙ্গে আরও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সময় নেন, সেটা যীশুর কাছে আনন্দের হয়ে ওঠে। যীশুর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের দৃশ্য ফল হিসাবে শাস্ত্রে সর্বদা ফলবন্ত হওয়ার বা ফলধারণের কথা বলা হয়েছে (যোহন ১৫ ১-৪ দেখুন)।

যীশুর সঙ্গে আমাদের একবার অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠলে আমরা আর কোনো দিনই একাকীত্ব অনুভব করি না এবং বোধ ও সহানুভূতির অভাব হয় না। আমরা মাত্রাতিরিক্ত(আবেগপ্রবণ বা ক(ণাপূর্ণ না-হয়েও অবিরত তাঁর কাছে আমাদের অন্তরকে ঢেলে দিতে পারি। যীশুর সঙ্গে প্রকৃত অন্তরঙ্গতা বজায় আছে এমন খ্রীস্টবি(াসী কখনোই নিজের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করবেন না, বরং তিনি প্রমাণ দেখাবেন যে, যীশু তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন। জীবনের প্রতিটি (্ে ত্রের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত সন্তুষ্ট করার জন্য যীশুকে অনুমতি দানের ফলশ্রুতি এটাই। যাঁরা প্রভুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বজায় রেখে চলেন, তিনি তাঁদের দেন দৃঢ়, প্রশান্তিময় সুষমতা — যা এই রকম জীবনের চিত্র।

৮ জানুআরি

আমার বলিদান কি জীবন্ত ?

“অব্রাহাম ... একটি বেদি নির্মাণ করে ... তাঁর পুত্র ইসহাককে বেঁধে বেদির কাঠের উপর শুইয়ে দিলেন” (আদিপুস্তক ২২ ৯)।

আমরা চিন্তা করি যে, আমাদের পরম ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে মৃত্যুজনক বলিদান চান। এই ঘটনা আমাদের সেই ভ্রান্তিরই একটি চিত্র। ঈশ্বর চান, মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের বলিদান, যা যীশুর মতোই কাজ করতে আমাদের ক্ষমতা দান করবে — যীশু চান, আমাদের জীবন-নৈবেদ্য। “প্রভু, আমি আপনার সঙ্গে ... মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত” (লুক ২২ ৩৩) নয়, কিন্তু “আমি তোমার মৃত্যুর সঙ্গে একাত্ম হতে ইচ্ছুক, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবন উৎসর্গ করতে পারি।”

আমরা আপাতভাবে চিন্তা করি যে, ঈশ্বর চান, আমরা যেন বিভিন্ন বিষয় পরিত্যাগ করি! ঈশ্বর অব্রাহামকে এই ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করেছিলেন, এবং এই একই প্রণালী আমাদের জীবনে কাজ করে চলেছে। শুধু পরিত্যাগ করার জন্যই ঈশ্বর আমাদের বিষয়বস্তু পরিত্যাগ করতে বলেন না, কিন্তু তিনি শুধু একটি মূল্যবান বিষয়, ধরা যাক, তাঁর সান্নিধ্যময় জীবনের জন্য আমাদের সেগুলি পরিত্যাগ করতে বলেন। যেসমস্ত বন্ধন আমাদের জীবনকে পশ্চাতে টেনে রাখে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়। আমরা যখনই যীশুর মৃত্যুর সমরূপ হই, ওই সব বন্ধন তখনই খসে পড়ে। আমরা তখন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কে প্রবেশ করি, যার দ্বারা আমাদের জীবনকে তাঁর কাছে উৎসর্গ করতে পারি।

ঈশ্বরের কাছে মৃত্যুর জন্য আপনার জীবনদানের কোনো মূল্য নেই। তিনি আপনাকে এক “*জীবন্ত বলিদান*” হিসাবে চান — যীশুর মাধ্যমে মুক্তিপ্রাপ্ত ও শুচিশুদ্ধ আপনার সমস্ত শক্তি তাঁকে পেতে দিন (রোমীয় ১২ ১)। ঈশ্বরের কাছে এটাই গ্রাহ্য।

৯ জানুআরি

প্রার্থনাময় আত্মানুসন্ধান

"...তোমাদের দেহ, মন ও আত্মা...নিখুঁত ও অটুটভাবে রি(ত হোক" (১ থেসালোনিকীয় ৫ ২৩)।

অন্য আর একটি অনুবাদে বলা হয়েছে, "তোমাদের অবিকল আত্মা... ।" আমাদের সত্তার গভীরে পবিত্র আত্মার মহান, রহস্যময় কর্ম আমাদের বোধাতীত। গীতসংহিতা ১৩৯ পাঠ ক(ন। গীতিকার বলতে চেয়েছেন, "হে প্রভু, তুমি প্রত্যুষের ঈ(্বর, শেষ রাত্রির ঈ(্বর, পর্বতশিখরের ঈ(্বর এবং সমুদ্রের ঈ(্বর। কিন্তু, হে আমার ঈ(্বর, আমার প্রাণ পার্থিব প্রভাতের চেয়ে অনেক দূরে সরে গেছে, পৃথিবীর রাত্রির চেয়ে গভীর অন্ধকারে ছেয়ে গেছে, যে-কোনো পর্বতশিখরের চেয়ে উচ্চতর, প্রকৃতির যে-কোনো সমুদ্রের চেয়ে গভীরতর। তুমি এই সবকিছুর ঈ(্বর, আমার ঈ(্বর হয়ে ওঠ। আমি উচ্চ শিখরে, বা গভীর অতলে পৌঁছতে পারি না(সে-সবের উদ্দেশ্য আমি আবিষ্কার করতে পারি না, সে-সব স্বপ্ন আমি উপলব্ধি করতে পারি না। হে আমার ঈ(্বর, আমাকে অনুসন্ধান কর।"

আমরা কি বি(্বাস করি যে, আমাদের অগম্য স্থানেও ঈ(্বর আমাদের চিন্তা প্রণালীকে নিরাপত্তা দিতে পারেন? *"... তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত(সর্বপাপ থেকে আমাদের শুচিশুদ্ধ করে"* (১ যোহন ১ ৭)। এই পদের অর্থ যদি অমাদের চেতনা স্তরের পরিশুদ্ধির কথা বলে থাকে, তবে ঈ(্বর আমাদের ক(ণা ক(ন। যে-মানুষ পাপের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তিনিও বলবেন যে, এ বিষয়ে তিনি সচেতন নন। "তিনি যেমন জ্যোতির মাঝে বিরাজ করেন, তেমনই আমরা যদি জ্যোতির মাঝে বিচরণ করি" (১ ৭), আমাদের পাপ-শুদ্ধির অভিজ্ঞতা আমাদের আত্মার উচ্চতায় এবং গভীরতায় পৌঁছবে, যে-পবিত্র আত্মা যীশুখ্রীস্টের জীবনকে পরিপুষ্ট করেছিলেন, সেই একই আত্মা আমাদের জীবনেও পুষ্টি জোগাবেন। কেবল যখন আমরা পবিত্র আত্মার অলৌকিক পবিত্রতায় ঈ(্বরের নিরাপত্তা লাভ করি, আমাদের দেহ-মন-আত্মা যীশুর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অবিমিশ্র ঋজুতায় ও ন্যায়পরায়ণতায় সংর(িত হতে পারে। তখন ঈ(্বরের দৃষ্টিতে আমরা আর দণ্ডপ্রাপ্ত নই।

ঈ(্বরের এই সব পরম, সংহত সত্যে আমাদের মনকে আরও বেশি অনুধ্যান করতে দিতে হবে।

১০ জানুআরি

উন্মীলিত চ(

“আমি তোমাকে যাদের কাছে পাঠাচ্ছি, তুমি তাদের চর্মচ(খুলে দেবে, যেন তারা ... পাপের (মা লাভ করতে পারে” (প্রেরিত. ২৬ ১৭-১৮)।

এই পদটি সমগ্র নতুন নিয়মে যীশু খ্রীস্টের একজন শিষ্যের সুসমাচার বার্তার প্রকৃত নির্যাসের মহত্তম দৃষ্টান্ত।

ঈ(রের অনুগ্রহের প্রথম সার্বভৌম কর্ম এই উক্তি(তে সং(প্ত আকারে প্রকাশিত হয়েছে “যেন তারা...পাপের (মা লাভ করতে পারে।” কোনো ব্যক্তি(যখন তাঁর ব্যক্তি(গত খ্রীস্টীয় জীবনে ব্যর্থ হন, তখন সাধারণত বুঝতে হবে, তিনি কোনোদিনই কিছুই *লাভ* করেননি। কোনো ব্যক্তি(র পরিত্রাণ লাভের একমাত্র চিহ্(হল তিনি যীশুখ্রীস্টের কাছ থেকে কিছু লাভ করেছেন। ঈ(রের কর্মী হিসাবে আমাদের কাজ হল, লোকদের চোখ খুলে দিতে হবে, যেন তারা অন্ধকার থেকে ফিরে আলোর অভিসারী হয়। কিন্তু এটাই পরিত্রাণ নয়(এ মন-পরিবর্তন—এক জাগ্রত মানুষের প্রচেষ্টা মাত্র। আমি মনে করি না, এ কথা বললে খুব ভুল বলা হবে যে, তথাকথিত অধিকাংশ খ্রীস্ট-বি(াসী এই রকমই। তাঁদের চ(উন্মীলিত, কিন্তু তাঁরা কিছুই লাভ করেননি। মন-পরিবর্তন, নবজন্ম লাভ নয়। বর্তমানে আমাদের প্রচারে আমরা এই বিষয়টিকে অবহেলা করে চলেছি। কোনো ব্যক্তি(যখন নবজন্ম লাভ করেন, তিনি জানেন, সর্বশক্তি(মান ঈ(রের কাছ থেকে উপহার হিসাবে তিনি কিছু লাভ করেছেন(এ তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তের কারণে নয়। লোকে দিব্য এবং প্রতিজ্ঞা করতে পারে এবং তাঁকে অনুসরণের সিদ্ধান্তও নিতে পারে, কিন্তু এর কোনোটিই পরিত্রাণ নয়। পরিত্রাণের অর্থ, আমাদের এমন এক স্থানে আনা হয়, যেখানে আমরা যীশু খ্রীস্টের কর্তৃত্বের গুণে ঈ(রের কাছ থেকে কিছু, অর্থাৎ পাপের (মা লাভ করি।

এর পর আসে ঈ(রের অনুগ্রহের দ্বিতীয় পরাত্র(ান্ত কাজ “... পবিত্রীকৃত সকলের মধ্যে দায়াধিকার।” পবিত্রীকরণে, যিনি নবজন্ম লাভ করেন, তিনি স্বেচ্ছায় যীশুখ্রীস্টের কাছে তাঁর স্বাধিকার সমর্পণ করেন, এবং অন্যদের কাছে ঈ(রের পরিচর্যাকাজে নিজেকে পুরোপুরি বিলিয়ে দেন।

১১ জানুআরি

ঈ(্বরের প্রতি আমার বাধ্যতার জন্য অন্যদের কী মূল্য দিতে হয়

“যীশুকে যখন তারা নিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় ... শিমোন নামে একটি লোক গ্রাম থেকে শহরে আসছিল। তারা তাকে জোর করে ধরে আনল এবং যীশুর পিছনে পিছনে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য ত্রু(শটা তার কাঁধে চাপিয়ে দিল” (লুক ২৩ ২৬)।

আমরা যদি ঈ(্বরের বাধ্য হই, আমাদের চেয়ে অন্যদের বেশি মূল্য দিতে হয়, এবং এখানেই যন্ত্রণার সূত্রপাত হয়। আমরা যদি প্রভুকে ভালোবাসি, বাধ্যতার জন্য কোনো মূল্যই তখন বেশি নয় — বরং তা আনন্দের বিষয়। কিন্তু যারা তাঁকে ভালোবাসে না, আমাদের বাধ্যতার কারণে তাদের অনেক মূল্য দিতে হয়। ঈ(্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যতার অর্থ, অন্যদের পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়া। তারা আমাদের বিদ্রুপ করে বলবে, “তোমরা একে খ্রীস্টধর্ম বল ?” আমরা দুঃখ-যন্ত্রণাকে প্রতিরোধ করতে পারি, কিন্তু ঈ(্বরের প্রতি বাধ্যতা থাকলে, পারি না। আমাদের অবশ্যই তার মূল্য দিতে হবে।

আমাদের বাধ্যতার জন্য যখন অন্যদের মূল্য দিতে হয়, আমাদের মানবিক গর্ব বৃদ্ধি পায় এবং আমরা বলি, “আমি কখনও কারও কাছ থেকে কোনো জিনিসই গ্রহণ করব না।” কিন্তু আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, না হলে, ঈ(্বরের অবাধ্য হব। আমাদের এ রকম মনে করার কোনো অধিকার নেই যে, অন্যদের সঙ্গে স্বয়ং প্রভুর যে-সম্পর্ক ছিল, অন্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভিন্ন প্রকৃতির হবে (লুক ৮ ১-৩ দেখুন)।

আমরা যখন নিজেরাই সমস্ত মূল্য বহন করার চেষ্টা করি, আমাদের আত্মিক জীবনের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। প্রকৃতপ(, আমরা তা পারি না। এর কারণ, ঈ(্বরের সর্বজনীন উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমরা এমনভাবে জড়িয়ে পড়ি যে, তাঁর প্রতি আমাদের বাধ্যতার জন্য সঙ্গে-সঙ্গে অন্যরা প্রভাবিত হয়। আমরা কি ঈ(্বরের প্রতি বি(্বস্ত থাকব এবং স্বাধীন হবার ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করে হৃতমানতার যন্ত্রণা ভোগ করতে ইচ্ছুক ? অথবা আমাদের আচরণ হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত এবং বলব, “আমি অন্যের কষ্টের কারণ হব না” ? আমরা চাইলে ঈ(্বরকে অবজ্ঞা করতে পারি, এবং তা তৎ(ণাৎ পরিস্থিতির উপশম ঘটাতে পারে, কিন্তু আমাদের প্রভুকে তা দুঃখ দেবে। কিন্তু আমরা যদি ঈ(্বরের আজ্ঞা পালন করি, আমাদের বাধ্যতার কারণে যারা কষ্টভোগ করেছে, তিনি তাদের তত্ত্বাবধান করবেন।

ঈ(্বরের প্রতি আপনার বাধ্যতার শর্ত হিসাবে কোন পরিণতিকে আপনি মেনে নেবেন, ঈ(্বরকে হুকুম করার এমন প্রবৃত্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

১২ জানুআরি

আপনি কি কখনও একান্তে ঈ(্বরের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন ?(১)

"...পরে একান্তে তিনি নিজের শিষ্যদের সব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন" (মার্ক ৪ ৩৪)।

তাঁর সঙ্গে আমাদের একান্তে সান্নিধ্য। যীশু সব সময় আমাদের এক পাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করতেন না(সেগুলি আমাদের উপলব্ধির সামর্থ্য অনুসারে তিনি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন। অন্যদের জীবন আমাদের কাছে উদাহরণ স্বরূপ, কিন্তু ঈ(্বর চান, আমরা যেন আমাদের অন্তরাত্মাকে পরী(া করি। এ কাজের গতি অত্যন্ত (-থ—এতই (-থ যে, নর-নারীকে তাঁর উদ্দেশ্যর অনুরূপ করার জন্য ঈ(্বরের সমস্ত সময় এবং অনন্তকাল লেগে যায়। ঈ(্বরকে যখন আমরা আমাদের নিজস্ব চরিত্রের গভীর গোপন অঞ্চলগুলি দেখাবার অনুমতি দিই, কেবল তার পরই ঈ(্বর আমাদের ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের নিজেদের সম্পর্কে আমরা কত অজ্ঞ—তা দেখে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। এমনকী, দেখার পরেও আমরা আমাদের অন্তরের শত্রুতা, আলস্য বা গর্বকে স্বীকার করতে চাই না। কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ আমাদের জীবনে কাজ করার পূর্বে যীশু আমাদের অন্তরের গোপন সবকিছুই প্রকাশ করবেন। আমরা কতজন আমাদের অন্তরের দিকে সাহসের সঙ্গে তাকাতে শিখেছি?

আমরা নিজেদের বুঝি, উপলব্ধি করি — এই ধারণা আমাদের পরিহার করতে হবে। এখানেই আমাদের গর্বের সমাপ্তি ঘটে, কেবল একজনই আমাদের বোঝেন — তিনি ঈ(্বর। গর্ব আমাদের অধ্যাত্ম-জীবনের সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ। ঈ(্বরের দৃষ্টিতে আমরা কেমন, কখনও যদি তার আভাস পাই, আমরা কখনই বলব না, "ওঃ, আমি কত অযোগ্য !" আমরা বুঝতে পারব যে, এ কথা বলার অপে(া রাখে না। কিন্তু আমাদের অযোগ্যতা সম্পর্কে যত(ণ আমাদের কোনো রকম সন্দেহ থাকে, ঈ(্বর আমাদের একান্তে না-পাওয়া পর্যন্ত অবিরত আমাদের খর্ব করতে থাকেন। আমাদের মধ্যে যত(ণ গর্ব বা আত্মগর্ব থাকবে, যীশু আমাদের কোনো কিছুই শি(া দিতে পারেন না। আমাদের বুদ্ধিগত গর্ব যখন আহত য়, তিনি আমাদের প্রাণঘাতী দুঃখ বা হতাশার অভিজ্ঞতা পেতে দেবেন। ভুলস্থানে স্থিত বহু অনুরাগ বা ইচ্ছাকে তিনি প্রকাশ করবেন। এই সমস্ত বিষয় আমরা কোনো দিনই ভেবে দেখিনি। তাঁকে আমাদের একান্তে পেতে হবে। প্রায়ই প্রতিত্রি(য়া ছাড়াই, বহু বিষয় আমাদের দেখান হয়েছে। কিন্তু ঈ(্বর যখন আমাদের একান্তে দেখা পান, সেগুলি স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।

১৩ জানুআরি

আপনি কি কখনও একান্তে ঈ(্বরের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন? (২)

“যীশু যখন একলা ছিলেন, ...কিছু লোক যীশুর বারোজন শিষ্যের সঙ্গে তাঁর কাছে এসে এই উপাখ্যানের মর্ম জানতে চাইল” (মার্ক ৪ ১০)।

আমাদের সঙ্গে তাঁর একান্তে সান্নিধ্য। ঈ(্বর যখন দুঃখ-যন্ত্রণা, হৃদয়ের ভগ্নতা, প্রলোভন, হতাশা, অসুস্থতা অথবা ব্যর্থ বাসনা, বিচ্ছিন্ন বন্ধুতা বা নতুন বন্ধুত্বের মাধ্যমে আমাদের একান্তে খুঁজে পান এবং আমরা যখন একেবারেই নির্বাক হয়ে যাই, একটি প্র(্ন করারও (মতা থাকে না, তখন তিনি আমাদের শি(া দিতে শু(করেন। যীশু তাঁর বারোজন শিষ্যকে কীভাবে প্রশি(ণ দিয়েছিলেন, ল(ক(ন। বাইরের জনতা নয়, শিষ্যরাই বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যরা তাঁকে অবিরত প্র(্ন করে গেছেন এবং তাঁদের কাছে তিনি বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু পবিত্র আত্মাকে লাভ না-করা পর্যন্ত তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি (যোহন ১৪ ২৬ দেখুন)।

আপনি যখন ঈ(্বরের সঙ্গে পথ চলেন, আপনার প্রাণের সঙ্গে তিনি যেভাবে আচরণ করেন, শুধু সে-বিষয়েই স্বচ্ছ থাকতে চান। অন্যদের জীবনের দুঃখ-বেদনা, প্রতিকূলতা আপনার কাছে চরমভাবে বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠবে। ঈ(্বর যত(ণ না আমাদের অ(মতা দেখিয়ে দিচ্ছেন, আমরা মনে করি যে, আমরা অন্যদের জীবন-সংগ্রামকে বুঝি। আমাদের জীবনে অনমনীয়তা ও অজ্ঞতার এক বিশাল (ে ত্র পড়ে রয়েছে—আমাদের প্রত্যেকের কাছে পবিত্র আত্মাকে তা প্রকাশ করতে হবে, কিন্তু যীশু যখন আমাদের একান্তে খুঁজে পান, কেবল তখনই তা ঘটতে পারে। আমরা কি এখন তাঁর সঙ্গে একান্তে আছি? অথবা আমরা আমাদের নিজস্ব ধারণা, বন্ধুতা বা দেহের যত্ন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত? আমরা যত(ণ না আমাদের বুদ্ধিগত প্র(্নগুলি পরিহার করছি এবং তাঁর সঙ্গে একান্তে মিলিত হচ্ছি, যীশু আমাদের কোনো কিছুই শি(া দিতে পারেন না।

১৪ জানুআরি

ঈশ্বর কর্তৃক আহূত

“তখন আমি প্রভু পরমেশ্বরকে বলতে শুনলাম, কাকে আমি পাঠাব? কে আমাদের বার্তাবহ হবে? আমি বললাম, আমি যাব। আমাকে পাঠান” (যিশাইয় ৬ ৮)।

ঈশ্বর যিশাইয়কে সরাসরি আহ্বান করেননি—যিশাইয় ঈশ্বরকে বলতে শুনেছিলেন, “....কে আমাদের বার্তাবহ হবে?” ঈশ্বর শুধু তাঁর মনোনীত কয়েকজনকে আহ্বান করেন না, তাঁর আহ্বান প্রত্যেকের জন্য। আমার কানের অবস্থার উপর ঈশ্বরের আহ্বান শোনা-না-শোনার উপর নির্ভর করে এবং আমি আসলে কী শুনলাম, তা নির্ভর করে আমার আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। “অনেকেই আহূত কিন্তু অল্পই মনোনীত” (মথি ২২ ১৪)। সেই কারণে অল্প মানুষই তাঁদের মনোনয়নকে প্রমাণ করেত পারেন। যাঁরা যীশু খ্রীস্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে এক সম্বন্ধের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং যাঁদের আত্মিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে, তাঁরাই মনোনীত। তখন তাঁরা ঈশ্বরের রব শুনতে পান, যা অবিরত প্রশ্ন করে চলেছে, “...কে আমাদের বার্তাবহ হবে?” ঈশ্বর কাউকে এককভাবে বেছে নেন না এবং বলেন না, “এখন *তুমি* যাও।” তাঁর ইচ্ছাকে তিনি জোর করে যিশাইয়র উপর চাপিয়ে দেননি। যিশাইয় ঈশ্বরের সান্নিধ্যে ছিলেন এবং তিনি ঈশ্বরের আহ্বান শুনেছিলেন। তাঁর উত্তর ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন(তিনি শুধু বলতে পারতেন, “এই আমি, আমাকে পাঠাও।”

ঈশ্বর আপনাকে জোর বা মিনতি করবেন, মন থেকে এমন চিন্তা দূর করে দিন। প্রভু যখন তাঁর শিষ্যদের আহ্বান করেছিলেন, তখন বাইরের কোনো চাপ তাঁদের উপর চাপিয়ে দেননি। তাঁর শান্ত, আবেগপূর্ণ দৃঢ় আহ্বান, “আমায় অনুসরণ কর” সেই সব মানুষের উদ্দেশে কথিত হয়েছিল, যাদের প্রত্যেকটি চেতনা ছিল গ্রাহী (মথি ৪ ১৯)।

আমরা যদি পবিত্র আত্মাকে আমাদের ঈশ্বরের সামনাসামনি আনার অনুমতি দিই, আমরাও যিশাইয়র মতো “ঈশ্বরের রব” শুনতে পাব। সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় আমরাও বলব, “আমি যাব, আমাকে পাঠান।”

১৫ জানুআরি

আপনি কি শুভ্রতায় বিচরণ করেন ?

“আমরা তাঁর সঙ্গে...সমাহিত হয়েছি।...খ্রীস্ট যেমন মৃত্যুলোক থেকে পুনর্জীবিত হয়েছেন, তেমনই আমরাও নবায়িত জীবনে উত্তীর্ণ হব” (রোমীয় ৬ ৪)।

“শ্বেতশুভ্র সমাধি”—পুরাতন জীবনের সমাধি ব্যতীত কেউই পূর্ণাঙ্গ পবিত্রীকরণের অভিজ্ঞতা লাভ করে না। যদি মৃত্যুর মাধ্যমে পরিবর্তনের এই নির্ণায়ক মুহূর্ত কখনও না থাকত, পবিত্রীকরণ তা হলে কোনোদিনই ছলনাময় স্বপ্নের বেশি কিছু হত না। একটি “শ্বেতশুভ্র সমাধি”, মৃত্যুর মাধ্যমে কেবল একটি পুনরুত্থান—যীশুখ্রীস্টের জীবনে একটি পুনরুত্থান অবশ্যই থাকতে হবে। এইরকম জীবনকে কোনো কিছুই পরাস্ত করতে পারে না। শুধু একটি উদ্দেশ্যেই এই জীবন ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়—তাঁর পক্ষে সাক্ষী হবার জন্য।

আপনি কি সত্যিই আপনার জীবনের শেষ দিনগুলিতে উপস্থিত হয়েছেন ? আপনি মনে মনে প্রায়ই তাদের কথা ভেবেছেন, কিন্তু *সত্যিসত্যিই* কি তাদের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন ? উত্তেজনাপূর্ণ মানসিক অবস্থায় আপনি মরতে পারেন না, বা আপনার সমাধি-ক্রিয়াতে যেতে পারেন না। মৃত্যুর অর্থ, আপনার অস্তিত্ব আর থাকবে না। আপনি কি ঈশ্বরের সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন এবং গভীর সংগ্রামশীল খ্রীস্টান হবার প্রয়াস বন্ধ করে দেবেন ? আমরা সমাধি স্থানকে এড়িয়ে চলি এবং অবিরত আমাদের নিজেদের মৃত্যুকে অস্বীকার করি। গভীর প্রয়াসের দ্বারা তা ঘটবে না , ঘটবে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণের দ্বারা। এই হল মৃত্যু—“তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হয়েছি” (রোমীয় ৬ ৩)।

আপনি কি আপনার “শ্বেতশুভ্র সমাধির” মধ্য দিয়ে গেছেন, অথবা ধর্মীয় রীতিসর্বস্বতা পালন করে নিজের আত্মার সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছেন ? আপনার জীবনের এমন কোনো বিশেষ মুহূর্ত কি আছে যাকে আপনি আপনার অন্তিম দিনরূপে চিহ্নিত করতে পারেন ? আপনার জীবনে কি এমন কোনো স্থান আছে, যেখানে আপনি সনম্র স্মৃতিমেদুরতায় এবং বাঁধনহারা কৃতজ্ঞতায় সততার সঙ্গে ঘোষণা করতে পারেন, “হ্যাঁ, এ তখনই হয়েছিল, আমার ‘শ্বেতশুভ্র সমাধিতে,’ যখন ঈশ্বরের কাছে আমি এক অঙ্গীকার করেছিলাম।”

“ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, তোমরা পবিত্র হও, ...” (১ থেসালোনিকীয় ৪ ৩)। আপনি যখন একবার সত্যিসত্যিই উপলব্ধি করেন যে, এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, এক স্বাভাবিক প্রত্যুত্তর হিসাবে আপনি পবিত্রীকরণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করবেন। আপনি কি এখন সেই “স্বেতশুভ্র সমাধির” অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান ? আপনি কি ঈশ্বরের সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন যে, আজই পৃথিবীতে আপনার শেষ দিন ? অঙ্গীকারের মুহূর্ত নির্ভর করে আপনারই উপর।

১৬ জানুআরি

ঈ্বরের প্রকৃতির রব

“আমি প্রভু পরমে্বরকে বলতে শুনলাম, কাকে আমি পাঠাব? কে আমাদের বার্তাবহ হবে?” (যিশাইয় ৬ ৮)।

আমরা যখন ঈ্বরের আহ্বানের কথা বলি, আমরা সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ একটি বিষয়, আহ্বানকারীর প্রকৃতিকে ভুলে যাই। আজ আমাদের প্রত্যেককে বহু বিষয়ই আহ্বান করে চলেছে। এই সব আহ্বানের কিছু স্থির উত্তর মেলে, এবং অন্যগুলি, এমনকী আমরা শুনিনিও। যিনি আহ্বান করেন, আহ্বান তাঁর প্রকৃতির অভিব্যক্তি(এবং যদি সেই একই প্রকৃতি আমাদের মধ্যে থাকে, কেবল তবেই আমরা সেই আহ্বানকে চিনতে পারি। ঈ্বরের আহ্বান, আমাদের নয়, ঈ্বরেরই প্রকৃতির অভিব্যক্তি(। ঈ্বর তাঁর দূরদর্শিতা ও সদয় তত্ত্বাবধান অনুসারে আমাদের জীবনের মাধ্যমে তাঁর আহ্বান করে চলেন এবং কেবল আমরা সেগুলি চিনতে পারি। কিছু বিষয়ে ঈ্বর সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং এ বিষয়ে অন্যলোকের মতামত জানতে চাওয়া অপ্রয়োজনীয়। আমাদের সঙ্গে ঈ্বরের আহ্বান হবে একমাত্র তাঁর ও আমাদের মধ্যে।

ঈ্বরের আহ্বান আমার প্রকৃতির প্রতিফলন নয়(আমার ব্যক্তি(গত বাসনা এবং স্বভাব বিচার্য বিষয় নয়। যত(ণ আমি আমার ব্যক্তি(গত গুণাবলি এবং প্রল(ণকে বড়ো করে দেখব এবং আমার যোগ্যতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করব, আমি কখনই ঈ্বরের আহ্বান শুনতে পাব না। কিন্তু ঈ্বর যখন সঠিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে আসেন, যিশাইয়র মতো একই অবস্থা হবে আমার। যিশাইয় সবেমাত্র যে চরম সংকটের মধ্য দিয়ে গেছেন, সেই কারণে তাঁর মন ঈ্বরের সঙ্গে সমছন্দে স্পন্দিত হচ্ছিল এবং ঈ্বরের আহ্বান তাঁর অন্তরে প্রবেশ করেছিল। আমাদের অধিকাংশ আমাদের নিজেদের ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাই না। ঈ্বর যা বলেন, আমাদের কাছে তা অশ্রুত থেকে যায়। কিন্তু ঈ্বরের আহ্বান শুনতে হলে আমাদের অন্তরে প্রগাঢ়ভাবে পরিবর্তিত হতে হবে।

১৭ জানুআরি

প্রাকৃতিক জীবনের আহ্বান

“তিনি যখন আপন পুত্রকে আমাতে প্রকাশ করবার সুবাসনা করলেন.....” (গালাতীয় ১ ১৫-১৬)।

কোনো নির্দিষ্ট পথে ঈশ্বর তাঁর সেবা করার জন্য আমাদের আহ্বান করেন না। ঈশ্বরের প্রকৃতির সঙ্গে আমার সংস্পর্শ তাঁর আহ্বানকে বোঝার সামর্থ্য দেবে এবং তাঁর জন্য আমি সত্যিসত্যিই কী করতে চাই, তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। ঈশ্বরের আহ্বানের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রকৃতি অভিব্যক্ত হয়েছে আমার জীবনে সেবার যে পরিণতি দেখা দেয়, তা আমার স্বভাবেরই উপযুক্ত। প্রাকৃতিক জীবনের আহ্বান সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রেরিতশিষ্য পৌল বলেছেন, “তিনি যখন আপন পুত্রকে আমাতে প্রকাশ করবার সুবাসনা করলেন, যেন আমি অইহুদিদের মধ্যে তাঁর বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করি (অর্থাৎ, *অবিমিশ্র ও গুরুত্বপূর্ণভাবে তাঁকে ব্যক্ত করি...”*)।

ভালোবাসা এবং ভক্তিপূর্ণ জীবন থেকে সেবার প্লাবন প্রবাহিত হয়। কিন্তু কঠোরভাবে বলা যায়, তার মধ্যে কোনো আহ্বান নেই। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে আমি যা নিয়ে আসি, সেবা হল তা-ই এবং ঈশ্বরের প্রকৃতির সঙ্গে আমার সমরূপতার প্রতিফলন। সেবা হয়ে ওঠে আমার জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ। আমি যেন তাঁর আহ্বানকে বুঝতে পারি, এ-জন্য ঈশ্বর আমাকে তাঁর সঠিক সম্পর্কের মধ্যে নিয়ে আসেন। তখন, শুধু আমার ভালোবাসার জন্যই আমি তাঁর সেবা করি। ঈশ্বর-সেবা হল ঈশ্বরের আহ্বান শ্রবণকারী স্বভাবের স্বেচ্ছাকৃত প্রেমোপহার। সেবা আমার প্রকৃতির একটি অভিব্যক্তি এবং ঈশ্বরের আহ্বান তাঁর প্রকৃতির অভিব্যক্তি। তাই আমি যখন তাঁর প্রকৃতি লাভ করি এবং তাঁর আহ্বান শুনি, তাঁর দিব্য রব তাঁর প্রকৃতির মধ্য দিয়ে অনুরণিত হয় এবং সেবায় দুজনে এক হয়ে যাই। ঈশ্বরের পুত্র আমার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং তাঁর প্রতি অনুরাগের জন্য সেবা হয়ে ওঠে প্রতিদিনের জীবন-পথ।

১৮ জানুআরি

"ইনি প্রভু!"

"থোমার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল, প্রভু আমার, ঈ(রের আমার!" (যোহন ২০ ২৮)।

যীশু তাকে বলেছিলেন, "আমাকে জল দাও" (যোহন ৪ ৭)। যীশুকে যখন আমাদের তৃপ্ত করার কথা, সেই সময় আমরা কতজন প্রত্যাশা করি যে, যীশু আমাদের তৃষ(া নিবারণ করবেন! আমাদের উচিত তাঁর কাছে আমাদের জীবনকে ঢেলে দেওয়া, আমাদের সমগ্র সত্তাকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া। আমাদের তৃপ্তির জন্য আমরা কাছে আসব না। "...তোমরা আমার সা(ী হবে" (প্রেরিত. ১ ৮)। এর অর্থ, প্রভু যীশুর প্রতি অমলিন, আপসহীন এবং অনিয়ন্ত্রিত অনুরাগ, যা তিনি আমাদের যেখানেই প্রেরণ ক(ন, তাঁকে পরিতৃপ্ত করবে।

যীশুখ্রীস্টের প্রতি আপনার অটল আনুগত্যকে যদি কোনো কিছু দাবিয়ে রাখতে চায়, সাবধান হোন। যীশুর প্রতি আমাদের প্রকৃত অনুরক্তি(র সবচেয়ে বড়ো প্রতিযোগী হয়ে উঠতে পারে তাঁর জন্য আমরা যে-কাজ করি, একমাত্র তা-ই। তাঁর জন্য আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করার চেয়ে তাঁর সেবা করা বরং সহজতর। ঈ(রের পরিতৃপ্তিই তাঁর আহ্বানের উদ্দেশ্য, তাঁর *জন্য* আমরা শুধু কিছু করব, তা নয়। আমরা ঈ(রের প(সংগ্রাম করার জন্য প্রেরিত হইনি, বরং তাঁর সংগ্রামে আমরা ব্যবহৃত হব বলে প্রেরিত হয়েছি। স্বয়ং যীশুখ্রীস্টের প্রতি আমাদের অনুরাগের চেয়ে তাঁর সেবাতেই আমরা বেশি নিবেদিত।

১৯ জানুআরি

দর্শন এবং অন্ধকার

"সূর্যাস্তের সময়ে অব্রাম গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলেন। আর দেখ, তিনি ত্রাসে ও অন্ধকারে মগ্ন হলেন" (আদিপুস্তক ১৫ ১২)।

ঈশ্বর যখন কোনো খ্রীস্ট-বিশ্বাসীকে দর্শন দেন, মনে হয়, তিনি যেন বিশ্বাসীকে "আপন হস্তের ছায়াতে" লুকিয়ে রাখেন (যিশাইয় ৪৯ ২)। শান্ত থাকা এবং ঈশ্বরের রব শোনাই বিশ্বাসীর কর্তব্য। অত্যধিক আলো—অর্থাৎ শোনার সময় থেকে এক 'অন্ধকার' ঘনিয়ে আসে। আলোর প্রকাশের জন্য ঈশ্বরের প্রতীক্ষায় না-থেকে অন্ধকার সময়ে তথাকথিত সদুপদেশ শোনার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, অব্রাহাম ও হাগারের কাহিনি যা আদিপুস্তক ১৬ অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। ঈশ্বর যখন আপনাকে একটি দর্শন দেন এবং তার পিছে পিছে আসে অন্ধকার, অপেক্ষা করুন। তাঁর নির্ধারিত সময়ের জন্য যদি আপনি অপেক্ষা করেন, তিনি আপনাকে যে-দর্শন দিয়েছেন, সেই দর্শনকে আপনার জীবনে বাস্তব করে তুলবেন। ঈশ্বরের বাক্যের বাস্তবায়নের জন্য তাঁকে কখনও সাহায্য করার চেষ্টা করবেন না। অব্রাহাম তেরো বছর নীরবতার মধ্যে অতিবাহিত করেছেন, কিন্তু সেই সময়গুলিতে তাঁর অত্যধিক আত্মবিশ্বাস ধ্বংস হয়ে গেছে। তাঁর সাধারণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করার মতো অবস্থায় তিনি ছিলেন না।

নীরবতার সেই বছরগুলি ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণের সময়, ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির কাল নয়। আপনার জীবন আনন্দ ও আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ, এমন ভান করার কখনও কোনো প্রয়োজন নেই, শুধু ঈশ্বরের প্রতীক্ষায় থাকুন এবং তাঁর সান্নিধ্যে অটল হয়ে উঠুন (যিশাইয় ৫০ ১০-১২ দেখুন)।

আমি কি আমার রক্তমাংসের শরীরের উপর নির্ভর করি? অথবা আমার নিজস্ব এবং অন্যান্য ঈশ্বরভক্তের আস্থার উপর ভরসা না-করতে শিখেছি? আমি কি বিভিন্ন পুস্তক এবং প্রার্থনা বা আমার জীবনের অন্য আনন্দের উপর আস্থা রাখি? অথবা আমি কি স্বয়ং ঈশ্বরের উপর আস্থা স্থাপন করি, তাঁর আশীর্বাদের উপর নয়? "....আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর,...." (আদিপুস্তক ১৭ ১)। আমরা সকলেই শৃঙ্খলাপরায়ণ, সুনিয়ন্ত্রিত এবং সেই কারণেই আমরা জানতে পারব যে, ঈশ্বর বাস্তব। ঈশ্বর যখনই আমাদের কাছে বাস্তব হয়ে ওঠেন, তুলনায় মানুষ হয়ে যায় বিবর্ণ, হয়ে ওঠে বাস্তবের ছায়া। অন্য ঈশ্বরভক্ত কী করেন বা কী বলেন, ঈশ্বর-নির্ভর ব্যক্তিকে কোনো কিছুই হতাশ, অশান্ত করতে পারে না।

২০ জানুআরি

আপনি কি সবকিছুর জন্যই তরতাজা ?

“যীশু তাঁকে বললেন, আমি সত্যিই তোমাকে বলছি, নবজন্ম লাভ না হলে কেউ ঈ(্বরের রাজ্য দর্শন করতে পারে না” (যোহন ৩ ৩)।

কখনও কখনও আমরা প্রার্থনা-সভায় যোগদানের জন্য আগ্রহী ও ব্যগ্র হয়ে উঠি, কিন্তু জুতো পালিশ করার মতো জাগতিক কাজ করার জন্য আমরা কি একই রকম ব্যগ্রতা দেখাই ?

পবিত্র আত্মার দ্বারা নবজন্ম লাভ ঈ(্বরের এক সন্দেহাতীত কর্ম, তা বাতাসের মতো রহস্যময় এবং স্বয়ং ঈ(্বরের মতোই বিস্ময়কর। এর সূচনা হয় কোথা থেকে, আমরা তা জানি না — এ আমাদের অন্তরের গভীরে সংগুপ্ত থাকে। ঊর্ধ্ব থেকে ঈ(্বরদত্ত নবজন্ম স্থায়ী ও অনন্তকালীন। চিন্তায়, কথাবার্তায় এবং জীবনযাপনে— এ সব সময়েই আমাদের তরতাজা করে ও প্রাণশক্তি(তে ভরিয়ে রাখে। এই জীবন ঐ(্বরিক জীবনের নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময়। নীরসতা ইঙ্গিত দেয় যে, আমাদের জীবনে এমন কিছু আছে, যে-কারণে আমরা ঈ(্বরের সঙ্গে সমতালে চলতে পারছি না। আমরা মনে-মনে বলি, “আমাকে এই বিষয়টি করতে হবে, অন্যথ্যয় কোনোদিনই করা হয়ে উঠবে না।” এটাই নীরসতার প্রথম চিহ্(। আমরা কি এই মুহূর্তে তরতাজা অনুভব করছি, অথবা নীরস জীবনে কিছু একটা করার জন্য আমরা আমাদের মনের অন্দরে বেপরোয়াভাবে হাতড়ে বেড়াচ্ছি ? সরসতা, ভরপুর প্রাণশক্তি(বাধ্যতার ফল নয়। সরস প্রাণশক্তি(আসে পবিত্র আত্মার কাছ থেকে। “তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন”, বাধ্যতার কারণে “আমরাও .... তেমনই জ্যোতিতে চলি” (১ যোহন ১ ৭)।

সযত্ন সতর্কতার সঙ্গে ঈ(্বরের সঙ্গে আপনার সম্পর্ককে র(া ক(ন। যীশু প্রার্থনা করেছিলেন, “... যেন তারা আমাদেরই মতো একাত্ম হয়” — তাঁদের মধ্যে আর অন্যকিছু থাকবে না (যোহন ১৭ ২২)। আপনার সমগ্র জীবনকে অবিরত যীশুখ্রীস্টের কাছে মেলে ধ(ন। তাঁর কাছে স্বচ্ছতার ভান করবেন না। স্বয়ং ঈ(্বরকে বাদ দিয়ে আপনি কি অন্য কোনো উৎস থেকে আপনার জীবনকে বয়ে নিয়ে চলেছেন ? আপনার সতেজতা ও শক্তি(র উৎস হিসাবে আপনি যদি অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে থাকেন, তবে উপলব্ধি করতে পারবেন না, কখন তাঁর শক্তি(অন্তর্হিত হয়েছে।

আমরা সাধারণত যেমন মনে করে থাকি, পবিত্র আত্মায় জন্মলাভের অর্থ তার চেয়ে অনেক বেশি। এ আমাদের নতুন দর্শন দেয় এবং ঐ(্বরিক জীবনের অশেষ সরবরাহের মধ্যে দিয়ে আমাদের সবকিছুর জন্য একান্তভাবে সতেজ, তরতাজা রাখে।

২১ জানুআরি

ঈশ্বর যা স্মরণ করেন, তা মনে রাখুন।

“*...যৌবনে তুমি কত অনুরক্ত ছিলে...আমার স্মরণে আছে সে-কথা!*” (যিরমিয় ২ ২)।

আমি কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত, অথবা আমি কেবল প্রত্যাশা করে চলেছি যে, ঈশ্বর আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করবেন? আমার জীবনের সবকিছু কি তাঁর হৃদয়কে আনন্দে ভরিয়ে দেয়, অথবা সবকিছু আমার পছন্দ মতো ঘটছে না বলে আমি অবিরত অভিযোগ করে চলেছি? যে-ব্যক্তি ভুলে যান, ঈশ্বরের কাছে কোনটি মূল্যবান, তিনি কখনই পূর্ণ আনন্দের স্বাদ পাবেন না। আমরা একটি আশ্চর্য-সুন্দর বাক্য স্মরণ করতে পারি — আমাদের কাছে যীশুখ্রীস্ট এমন কিছু চেয়েছিলেন যা আমরা পূরণ করতে পারি। তিনি বলেছিলেন, “আমাকে জল দাও” (যোহন ৪ ৭)। গত সপ্তাহে আমি তাঁর প্রতি কতটা অনুরাগ দেখিয়েছি? আমার জীবনে তাঁর মর্যাদা কি প্রতিফলিত হয়েছে?

ঈশ্বর তাঁর আপনজনদের বলছেন, “তোমরা এখন আর আমাকে ভালোবাস না, কিন্তু তুমি যখন আমায় ভালোবাসতে, সেই সময়টা আমার স্মরণে আছে।” তিনি বলেন, “তোমার বিবাহকালের প্রেম আমার স্মরণ হয়” (যিরমিয় ২ ২)। শুরুতে, যখন আমি নিজের মতো করে যীশুখ্রীস্টের প্রতি আমার অনুরাগ দেখাতে চাইতাম, এখনও কি তাঁর প্রতি আমার সেই ভালোবাসা প্লাবিত হচ্ছে? তিনি কি আমাকে কখনও সেই সময়ের কথা চিন্তা করতে দেখেছেন, যখন আমি শুধু তাঁরই প্রতি মনোযোগী ছিলাম? আমি কি এখনও সেখানেই অবস্থান করছি, অথবা তাঁর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার পরিবর্তে মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধিকে বেছে নিয়েছি? আমি কি তাঁকে এতই ভালোবাসি যে, তিনি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছেন, তা নিয়ে আমি চিন্তাও করি না? অথবা আমি কতটা মান-মর্যাদা পেতে পারি তার হিসাব কষে কি তাঁর সেবা করি?

ঈশ্বর আমার সম্পর্কে কী স্মরণ করেন, তা যখন আমি মনে করি, আমিও তখন উপলব্ধি করি যে, আমার কাছে তাঁর যা হওয়া উচিত ছিল, আমি তাঁকে তা করতে পারিনি। যখন এ রকম ঘটে, আমার জীবনে লজ্জা ও অবমাননাকে আসতে দিতে হবে, কারণ তা ঐশ্বরিক দুঃখ নিয়ে আসবে, এবং ‘ঈশ্বরের দেওয়া দুঃখ সহ্য করলে তা অনুতাপ সৃষ্টি করে ...” (২ করিন্থীয় ৭ ১০)।

২২ জানুআরি

আমি কি ঈ(্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করছি?

"... আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে পরিত্রাণ লাভ কর, ..." (যিশাইয় ৪৫ ২২)।

আমরা কি প্রত্যাশা করি যে, ঈ(্বর তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আমাদের কাছে আসবেন এবং আমাদের উদ্ধার করবেন? তিনি বলেন, "আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে পরিত্রাণ লাভ কর।" ঈ(্বরের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা আত্মিকভাবে সবচেয়ে কঠিন কাজ এবং তাঁর আশীর্বাদ একে আরও কঠিন করে তোলে। প্রতিকূলতা প্রায় সর্বদাই আমাদের ঈ(্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করায়, কিন্তু তাঁর আশীর্বাদ আমাদের মনোযোগকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়। পর্বতোপরি উপদেশের মৌলিক শি(া হল, আপনার দেহ-মন-আত্মা যীশুর প্রতি কেন্দ্রীভূত না-হওয়া পর্যন্ত আপনার সমস্ত আকর্ষণকে খর্ব করতে হবে। "আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর...।"

একজন খ্রীস্ট-বি(্বাসীর কী রকম হওয়া উচিত, আমাদের অনেকেরই তার একটা মানস-ছবি আঁকা আছে, এবং অন্য বি(্বাসীদের জীবনের সঙ্গে সেই প্রতিচ্ছবি মেলাতে গিয়ে আমরা ঈ(্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে বাধা পাই। এ পরিত্রাণ নয় — এ এত সহজ সরল নয়। বস্তুত, তিনি বলেন, "আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং তুমি পরিত্রাণ লাভ করেছ।" "তুমি কোনো একদিন পরিত্রাণ লাভ করবে" — তা নয়। ঈ(্বরের প্রতি আমাদের মনোযোগ যদি কেন্দ্রীভূত করি, তবে আমরা যার সন্ধান করছি, তা পাব। তিনি যখন অবিরত আমাদের বলতে থাকেন, "আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর, এবং পরিত্রাণ লাভ কর" — আমরা ঈ(্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই এবং তাঁর সম্বন্ধে অস্বস্তি বোধ করি। আমরা যখন ঈ(্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করি, আমাদের অসুবিধা, পরী(া এবং আগামী দিনের দুশ্চিন্তা অদৃশ্য হয়ে যায়।

জেগে উঠুন, ঈ(্বরের দিকে দৃষ্টিপাত ক(ন। তাঁকেই আপনার প্রত্যাশা-ভূমি ক(ন। যত কিছুই আপনাকে নিষ্পেষণ করতে চায়, সেগুলি একপাশে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিন। "আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর ...।" যে-মুহূর্তে আপনি তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন, তখনই লাভ করবেন পরিত্রাণ।

২৩ জানুআরি

দেখার দ্বারা রূপান্তর

“আমাদের সকলের অনাবৃত মুখদর্পণে প্রভুর দীপ্তি প্রতিফলিত হচ্ছে, ফলে আমরা ক্রমশ মহিমামণ্ডিত হয়ে তাঁরই সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হয়ে চলেছি...” (২করিন্থীয় ৩ ১৮)।

ঈশ্বরের সামনে সম্পূর্ণ অনাবৃত অবস্থা, স্বচ্ছতা একজন খ্রীস্ট-বিশ্বাসীর সবচেয়ে বড়ো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সেই ব্যক্তির জীবন তখন অন্যদের কাছে দর্পণের মতো হয়ে ওঠে। পবিত্র আত্মার পূর্ণতায় আমরা রূপান্তরিত হই এবং তাঁকে দেখে আমরা দর্পণে পরিণত হই। আপনি সর্বদা বলতে পারেন, কখন একজন প্রভুর মহিমা দেখতে পাচ্ছে, কারণ আপনার অন্তর উপলব্ধি করে যে, তার মধ্যে প্রভুর নিজস্ব চরিত্র প্রতিফলিত হচ্ছে। সতর্ক থাকুন, আপনার অন্তরের সেই দর্পণে যেন কোনো কলঙ্ক বা দাগ না পড়ে। প্রায় সর্বদাই ভালো কিছু এই দর্পণকে কলঙ্কিত করতে চায় — কিছুটা ভালো, কিন্তু সর্বোত্তম নয়।

ঈশ্বরের সামনে আমাদের জীবনকে খোলামেলা রাখার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের জন্য এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম। সবকিছু, মায় কাজ, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্য একপাশে সরিয়ে রাখুন। বিষয়বস্তুর ব্যস্ততা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের মনোযোগী হতে বাধা দেয়। আমাদের তাঁকে দেখার মতো অবস্থা বজায় রাখতে হবে, আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিকতায় ভরিয়ে রাখতে হবে। অন্য সমস্ত বিষয়, যাক। লোকেরা তাদের ইচ্ছা মতো আমাদের সমালোচনা করুক। কিন্তু আমাদের যে-জীবন “খ্রীস্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত আছে” (কলসীয় ৩ ৩), তাকে কোনকিছুই যেন কলঙ্কিত করতে না পারে। ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বাস করেন। আমাদের অতিব্যস্ত জীবনশৈলীকে ঈশ্বরের সঙ্গে সেই সম্পর্ককে ব্যাহত করতে দেবেন না। আমরা সহজেই এ-সব বিষয়কে প্রশ্রয় দিতে পারি, কিন্তু আমাদের এর বিরুদ্ধে সাবধান হতেই হবে। কিন্তু “দর্পণে প্রতিফলিত প্রভুর মহিমা” কীভাবে নিরীক্ষণ করতে হয়, সেই শিক্ষাই খ্রীস্টীয় জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর পাঠ।

২৪ জানুআরি

ঈ(্বরের অদম্য উদ্দেশ্য

"... *এই অভিপ্রায়ে তোমাকে দর্শন দিলাম*" (প্রেরিত. ২৬ ১৬)।

দামাস্কাসের পথে পৌল যে-দর্শন লাভ করেছিলেন, তা আবেগময় অভিজ্ঞতা ছিল না। সেই দর্শন ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তাঁর কাছে একটি জোরাল নির্দেশনা। পৌল বললেন, "আমি সেই দিব্যদর্শন অমান্য করিনি (প্রেরিত. ২৬ ১৯)। বস্তুত, আমাদের প্রভু পৌলকে বললেন, "তোমার সমগ্র জীবন আমার বশে থাকবে(আমার উদ্দেশ্য ছাড়া তোমার কোনো উদ্দেশ্য, কোনো ল(্য থাকবে না। আমার উদ্দেশ্যই হবে তোমার উদ্দেশ্য।" এবং প্রভু আমাদের বলছেন, "তোমরা যে আমাকে মনোনীত করেছ, এমন নয়, কিন্তু আমিই তোমাদের মনোনীত করেছি(আর আমি তোমাদের নিযুক্ত(করেছি, যেন তোমরা *যাও* ..." (যোহন ১৫ ১৬)।

আমরা যখন নবজন্ম লাভ করি, আমরা যদি আদৌ আত্মিক হই, তা হলে, যীশু আমাদের কাছে যা প্রত্যাশা করেন, তার দর্শন আমরা পাব। "সেই দিব্যদর্শন অমান্য" না-করার, তা অর্জন করা যেতে পারে বলে সন্দেহ না-করা খুবই গু(ত্বপূর্ণ। ঈ(্বর জগৎকে পরিত্রাণ করেছেন বা যীশুতে সমস্ত কাজই পবিত্র আত্মা আমার জীবনে বাস্তব করে তুলতে পারেন — এ কথা জানা যথেষ্ট নয়। তাঁর সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তি(গত সম্পর্কে থাকতে হবে। পৌলকে প্রচার করার জন্য কোনো বার্তা বা মতবাদ দেওয়া হয়নি। তাঁকে যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে এক সুস্পষ্ট, ব্যক্তি(গত অদম্য সম্পর্কের মধ্যে আনা হয়েছিল। প্রেরিত. ২৬ ১৬ পদটি অত্যন্ত প্রভাবশালী — "... যেন তোমাকে সেবক ও সা(ী নিযুক্ত(করি ...।" সেখানে ব্যক্তি(গত সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। পৌলের ভক্তি(, অনুরাগ ছিল এক পরম পু(ষের প্রতি, কোনো ধর্মকর্মের প্রতি নয়। তিনি ছিলেন একান্তভাবে যীশুখ্রীস্টেরই। যীশুখ্রীস্ট ছাড়া তিনি আর কিছু দেখেননি, এবং আর অন্য কিছুর জন্য তিনি প্রাণধারণ করেননি। "আমি স্থির করেছিলাম যে, ... কেবল যীশুখ্রীস্ট, ত্রু(শবিদ্ধ খ্রীস্ট ছাড়া আর কিছুতেই মন দেব না" (১ করিন্থীয় ২ ২)।

২৫ জানুআরি

আপনার জীবনে ঈশ্বরকে কাজ সুযোগ ও সুবিধা দিন

“তিনি যখন ... সুবাসনা করলেন ...” (গালাতীয় ১ ১৫)।

ঈশ্বরের সেবক হিসাবে আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে কাজ করার সুযোগ ও সুবিধা দিতে হবে। আমরা পরিকল্পনা করি, হিসাব কষি এবং ভবিষ্যদ্বাণী করি যে, ঘটনা এ-ভাবে বা ও-ভাবে ঘটবে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা মতো আমাদের জীবনে তাঁকে প্রবেশ করতে দিতে ভুলে যাই। আমরা যা প্রত্যাশা করিনি, ঈশ্বর যদি এমনভাবে আমাদের সভা-সমিতিতে বা প্রচারসভায় এসে থাকেন, তা হলে আমরা কি বিস্মিত হব? এক নির্দিষ্ট পন্থায় ঈশ্বরের আগমন হবে, এমন প্রত্যাশা করবেন না, বরং *তাঁর জন্য প্রত্যাশা করুন*। তাঁর জন্য জায়গা প্রস্তুত করার অর্থ, তাঁর আগমনের প্রত্যাশা করা, কিন্তু বিশেষ কোনো পন্থায় নয়। আমরা ঈশ্বরকে কত ভালোভাবে জানি, সেটা বড়ো বিষয় নয়, কিন্তু যে-মহান শিক্ষাটি আমাদের শিখতে হবে, তা হল, তিনি যে-কোন মুহূর্তে আমাদের জীবনে প্রবেশ করতে পারেন। আমরা এই বিস্ময়কর বিষয়টি উপেক্ষা করতে চাই, তবু ঈশ্বর আর অন্য কোনোভাবে কাজ করেন না। অকস্মাৎ — ঈশ্বর আমাদের জীবনে প্রবেশ করেন — “... তিনি যখন সুবাসনা করলেন...।”

আপনার জীবনকে অবিরত ঈশ্বরের সংস্পর্শে রাখুন, যে-কোনো মুহূর্তে তিনি আমাদের জীবনে কাজ করতে পারেন। সর্বদা প্রত্যাশা করুন এবং তাঁর সুবাসনা অনুসারে আমাদের অন্তরে প্রবেশ করার সুযোগ করে দিন।

২৬ জানুআরি

আবার দেখুন এবং উৎসর্গ ক(ন

"... সেই মেঠো ঘাসকেই যদি ঈশ্বর এমনভাবে সুশোভিত করেন, তা হলে ... তিনি কি তোমাদের আরও সুন্দর করে ভূষিত করবেন না?" (মথি ৬ ৩০)।

আমরা সহজ সরল নই বলে যীশুর একটি সরল মন্তব্যও আমাদের সবসময় ধাঁধায় ফেলে দেয়। তাঁর বত্ত(ব্য বুঝতে পারার জন্য আমরা কীভাবে যীশুর সারল্য বজায় রাখতে পারি? তাঁর দেওয়া পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে, তাঁকে স্বীকার করে, তাঁর উপর নির্ভর করে এবং তাঁর বাক্যের সত্যতার বাধ্য হলে জীবন আশ্চর্য রকম সহজ সরল হয়ে উঠবে। যীশু আমাদের চিন্তা করে দেখতে বলেছেন, আপনি যদি তাঁর সঙ্গে যথার্থ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন, তা হলে, "... মেঠো ঘাসকেই ঈশ্বর যদি এমনভাবে সুশোভিত করেন", তিনি কি আমাদের "... আরও সুন্দর করে ভূষিত করবেন না?" প্রতি মুহূর্তে আমরা যীশুর সঙ্গে সহভাগিতাকে হারিয়ে ফেলেছি, কারণ আমরা অসম্মানজনকভাবে চিন্তা করি যে, আমরা যীশুখ্রীস্টের চেয়ে বেশি জানি। আমরা ঈশ্বরের "আরও কত অধিক"-কে ভুলে গিয়ে "সাংসারিক চিন্তা"-কে প্রবেশ করতে দিয়েছি (মথি ১৩ ২২)।

"আকাশের পাখিদের দিকে তাকাও ..." (৬ ২৬)। ঈশ্বর তাদের মধ্যে যে সহজাত প্রবৃত্তি দিয়েছেন, তাকে মেনে চলাই তাদের কাজ। এবং ঈশ্বর তাদের দিকে ল(রাখেন। যীশু বলেছিলেন, যদি তাঁর সঙ্গে আপনার সঠিক সম্পর্ক বজায় থাকে এবং আপনার অন্তরস্থিত তাঁর নির্দেশ মেনে চলেন, তা হলে তিনিও আপনার প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য চিন্তা করবেন।

"মেঠো ফুলের কথা চিন্তা কর ..." (৬ ২৮)। যেখানে রোপন করা হয়, সেখানেই তারা বেড়ে ওঠে। ঈশ্বর আমাদের যেখানে রোপন করেন, আমরা অনেকেই সেখানে বৃদ্ধি পেতে চাই না। তাই, আমাদের মূল কোথাও বিস্তারলাভ করে না। যীশু বলেছেন, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে যে-জীবন দিয়েছেন, আমরা যদি সেই অনুসারে চলি, তা হলে অন্যান্য বিষয়ে আমরা যত্ন করব। যীশু কি আমাদের কাছে মিথ্যা বলেছিলেন? তাঁর প্রতিশ্রুত "আরও অধিক"-এর অভিজ্ঞতা কি আমরা লাভ করছি? যদি তা না হয়, তার কারণ, আমরা ঈশ্বরদত্ত জীবনকে মান্য করছি না, এবং বিভ্রান্তিকর ধারণা এবং দুশ্চিন্তা আমাদের মনকে বিশৃঙ্খল করে তুলেছে। তাঁর সেবায় যখন আমাদের পুরোপুরি উৎসর্গ করার কথা, সেই সময় আমরা কি তাঁকে অর্থহীন প্র(করে সময়ের অপচয় করে চলেছি? উৎসর্গের অর্থ, ঈশ্বর আমাকে যে-কাজের জন্য নিযুত্ত(করেছেন, শুধু সেই কাজের জন্য নিজেকে পৃথক করে রাখা। এটা এক-সময়ের অভিজ্ঞতা নয়, এ বহমান প্রণালী। আমি কি অবিরত নিজেকে পৃথক করে রেখেছি এবং আমার জীবনের প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আছি?

২৭ জানুআরি

আবার দেখুন এবং চিন্তা ক(েন

“... প্রাণধারণের জন্য ... দুশ্চিন্তা কোরো না” (মথি ৬ ২৫)।

একটি সতর্কবাণী আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার “সাংসারিক চিন্তা ও বিষয়াসক্তি(” এবং অন্য বিষয়ের প্রতি লালসা আমাদের মধ্যেকার ঐ(্বরিক জীবনকে চেপে দেয় (মথি ১৩ ২২)। আমাদের জীবনে এর আত্র(মণ বার বার ঢেউ-য়ের মতো আছড়ে পড়ে। প্রাথমিক আত্র(মণ যদি অন্ন-বস্ত্রের না হয়, সেই আত্র(মণ হতে পারে অর্থের বা অর্থাভাবের(বা বন্ধুর বা বন্ধুর অভাবের(বা আত্র(মণ আসতে পারে কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। এর বি(দ্ধে পবিত্র আত্মাকে হস্তক্ষে(প করতে না-দিলে এই সমস্ত বিষয় আসবে বন্যার মতো।

“আমি তোমাদের বলছি, প্রাণধারণের জন্য ... দুশ্চিন্তা কোরো না।” আমাদের প্রভু শুধু একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেন — তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যেন অটুট থাকে। কিন্তু আমাদের সাধারণ জ্ঞান সোচ্চারে বলে, “এ তো হাস্যকর কথা। আমি কীভাবে জীবনধারণ করব, কীভাবে পানাহার করব, তা তো আমাকে ভাবতে *হবেই*।” যীশু বলেন, আপনি অবশ্যই তা করবেন না। সাবধান হোন। এ কথা কখনই চিন্তা করবেন না যে, তিনি আপনার পরিস্থিতি না-বুঝেই এ কথা বলেছিলেন। যীশুখ্রীস্ট আমাদের পরিস্থিতিকে আমাদের চেয়ে ভালোভাবেই জানেন। তিনি বলেন, এগুলি আমাদের জীবনে অগ্রাধিকার পেলে *অবশ্যই* চিন্তা করবেন না। আপনার জীবনে কোনো বিষয় যদি প্রতিযোগী হয়ে ওঠে, তবে অবশ্যই ঈ(্বরের সঙ্গে আপনার সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দিন।

“দিনের কষ্ট দিনের প(ক্ষেই যথেষ্ট” (৬ ৩৪)। কতটা দুঃখ-কষ্ট আজ আপনাকে ভয় দেখাতে শু(করেছে? কোন ধরনের দুষ্ট আত্মা আপনার জীবনকে দখল করে বলছে, “পরের মাসের — বা পরবর্তী গ্রীষ্মকালের জন্য আপনার পরিকল্পনা কী?” যীশু আমাদের এই সব কোনো বিষয়ে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করেন। আবার দেখুন এবং চিন্তা ক(েন। আপনার স্বর্গানিবাসী পিতার “আরও কত”-র প্রতি মনঃসংযোগ ক(েন।

২৮ জানুআরি

কীভাবে একজন মানুষ যীশুকে এত নিগ্রহ করতে পারে!

“শৌল, শৌল,” কেন তুমি আমাকে নির্যাতন করছ?”(প্রেরিত. ২৬ ১৪)।

আপনি কি নিজের মতো করে ঈ(্বরের জন্য জীবনযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? “পবিত্র আত্মায় ও অগ্নিতে” (মথি ৩ ১১) বাপ্তিস্ম লাভের অভিজ্ঞতা না-পাওয়া পর্যন্ত আমরা এই ফাঁদ থেকে কখনই মুত্ত(হতে পারব না। একগুঁয়েমি ও স্বৈরতা সর্বদা যীশুকে ছুরিকাঘাত করে। এ আর কাউকে যন্ত্রণা না দিতে পারে, কিন্তু এ তাঁর আত্মায় (তের সৃষ্টি করে। যখন আমরা জেদের বশে নিজের ইচ্ছামতো এবং আমাদের নিজস্ব উচ্চাশার পিছনে ছুটে চলি, আমরা তখনই যীশুকে আঘাত করছি। যত বার আমরা নিজেদের অধিকার নিয়ে লড়াই করি এবং বলি যে, এই কাজটাই আমরা করতে চাই, আমরা ততবারই তাঁকে নির্যাতন করছি। যখনই আমরা আত্মসম্মানের উপর নির্ভর করি, আমরা তাঁর আত্মাকে বিচলিত ও দুঃখিত করি। এবং শেষে যখন আমরা বুঝতে পারি যে, এই সব সময়ে আমরা যীশুকেই নিগ্রহ করে এসেছি, আমাদের কাছে তা দুঃখদায়ী প্রকাশ হয়ে ওঠে।

ঈ(্বরের বাণী আপনার হাতে তুলে দেবার সময় তা কি আমার অন্তরকে তী(্ ভাবে ভেদ করে যায়, অথবা যেসব বিষয় শি(া দেবার কথা ঘোষণা করি, আমার জীবন কি তার বিপরীত কথা বলে? আমি পবিত্রীকরণ সম্পর্কে শি(া দিতে পারি, তবু শয়তানের আত্মার প্রকাশ পেতে পারে, যে-আত্মা যীশুকে নির্যাতন করে। যীশুর আত্মা শুধু একটি বিষয়ে সচেতন —পিতার সঙ্গে নিখুঁত একাত্মতা। তিনি আমাদের বলেন, “আমার জোয়াল তোমরা কাঁধে তুলে নাও, আমার কাছেই গ্রহণ কর শি(া, কারণ আমি শান্ত ও নম্র। তা হলে তোমরা জীবনে স্বস্তি পাবে” (মথি ১১ ২৯)। আমার সমস্ত কাজ সাধিত হবে তাঁর সঙ্গে নিখুঁত একাত্মতায়, ঈ(্বর-ভত্ত(হবার ইচ্ছায় নয়। এর অর্থ হবে, অন্যরা আমাকে ব্যবহার করতে পারে, আমার চারপাশে ঘুরঘুর করতে পারে, অথবা আমাকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করতে পারে, কিন্তু তাঁর কারণে আমি যদি একে সমর্পণ করতে পারি, তা হলে আমি যীশুকে নিগৃহীত হওয়া থেকে র(া করতে পারি।

২৯ জানুআরি

কোনো মানুষ কীভাবে এত অজ্ঞ হতে পারে!

“কে আপনি প্রভু?” (প্রেরিত. ২৬ ১৫)।

“প্রভু বলবান হস্ত অর্পণপূর্বক আমাকে এই কথা বললেন ...” (যিশাইয় ৮ ১১)। আমাদের প্রভু যখন বলেন, তখন অব্যাহতি পাবার কোনো উপায় থাকে না। তিনি সর্বদা তাঁর কর্তৃত্বসহ আসেন এবং আমাদের বোধবুদ্ধিকে অধিকার করেন। ঈশ্বরের রব কি আপনার কাছে সরাসরি এসেছে? যদি তা-ই হয়ে থাকে, তবে যে-সনির্বন্ধ অনুরোধসহ তা আপনার সঙ্গে কথা বলেছে, তাকে আপনি ভুল বুঝতে পারেন না। আপনি যে-ভাষাটি সবচেয়ে ভালো ভাবে জানেন, ঈশ্বর সেই ভাষাতেই কথা বলেন — আপনার কানের মাধ্যমে নয়, তিনি কথা বলেন আপনার পরিস্থিতির মাধ্যমে।

আমাদের নিজস্ব দৃঢ় বিশ্বাসের উপর যে-আস্থা আছে, ঈশ্বরকে সেই আস্থাকে ধ্বংস করতে হবে। আমরা বলি, “আমি জানি, আমার এই কাজটাই করা উচিত”— এবং অকস্মাৎ ঈশ্বরের রব আমাদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে, যাতে আমাদের অজ্ঞতার গভীরতাই প্রকাশ পায়। তাঁকে সেবা করার যে-পথ আমরা বেছে নিই, তার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমরা এমন মনোভাব নিয়ে যীশুর সেবা করি, যা তাঁর নিজের নয়। তাঁর পক্ষ সমর্থন করে আমরা তাঁকে আঘাত করি। শয়তানের মনোভাব নিয়ে আমরা তাঁর দাবিকে দূরে সরিয়ে দিই। আমাদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়, সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের আত্মা এক শয়তানের আত্মা। “তিনি তাঁদের খুব তিরস্কার করলেন, বললেন, তোমরা কি জান না, কার আত্মা তোমরা পেয়েছ?” (লুক ৯ ৫৫)। প্রভুর অনুগামীদের মধ্যে তাঁর যে-আত্মা বিরাজ করে, ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে যীশুকে সেবা করার সাগ্রহ সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি কি তাঁকে নিগ্রহ করে চলেছি? যদি আমি উপলব্ধি করি, আমি আমার কর্তব্য করেছি, তবু এর দ্বারা আমি তাঁকে আঘাত করেছি, দুঃখ দিয়েছি(আমি নিশ্চিতভাবে জানব যে, এ আমার কর্তব্য ছিল না। আমার পথ নম্রতা ও দীনতার আত্মা নয়, এ শুধু আত্ম-সন্তুষ্টির আত্মাকেই পোষণ করে। আমরা মনে করি, যা কিছু অপ্রীতিকর, তা-ই আমাদের কর্তব্য! “ হে আমার আরাধ্য ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছানুযায়ী চলতে আমি *ভালোবাসি* (গীতসংহিতা ৪০ ৮) — আমাদের প্রভুর এই ভাবের মতো আর কোনো কিছু কি আছে?

৩০ জানুআরি

আজ্ঞাপালনের উভয়সংকট

“... *শমূয়েল এলিকে ওই দর্শনের কথা জানাতে শঙ্কিত হলেন*” (১ শমূয়েল ৩ ১৫)।

ঈ(্বর আমাদের সঙ্গে নাটকীয়ভাবে কথা বলেন না, তিনি বলেন, সহজবোধ্য প্রণালীতে। তখন আমরা বলি, “জানি না, ওই রব ঈ(্বরের কি না।” যিশাইয় বলেছিলেন প্রভু “বলবান হস্ত অর্পণপূর্বক” অর্থাৎ পরিস্থিতির চাপের দ্বারা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন (যিশাইয় ৮ ১১)। স্বয়ং ঈ(্বরের সার্বভৌম হস্ত ব্যতীত আর কিছুই আমাদের জীবনকে স্পর্শ করে না। আমরা কি তাঁর হস্তকে সত্রি(য় দেখতে পাই, অথবা এগুলি শুধুই মামুলি ঘটনা বলে মনে করি?

“বলুন, প্রভু” — এ কথা বলার অভ্যাস ক(ন। এবং জীবন হয়ে উঠবে রোমান্সে ভরা (১ শমূয়েল ৩ ৯)। যখনই পরিস্থিতি আপনাকে নিষ্পেষিত করবে, বলুন, “প্রভু, বলুন,” এবং তাঁর রব শোনার জন্য প্রতী(া ক(ন। শাসন শৃঙ্খলার চেয়ে বড়ো — এ আমাকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে আসে, যখন আমি বলি, “বলুন, প্রভু।” সেই সময়ের কথা চিন্তা ক(ন, যখন ঈ(্বর আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আপনার কি মনে পড়ে, তিনি আপনাকে কী বলেছিলেন? তা কি লুক ১১ ১৩, বা ১ থেসালোনিকীয় ৫ ২৩ ছিল? শুনতে-শুনতে আমাদের কান সংবেদী হয়ে ওঠে, এবং যীশুর মতোই আমরা সর্বদা ঈ(্বরের রব শুনতে পাব।

আমার ঈ(্বর আমাকে কী দেখিয়েছেন, আমার ‘এলিকে’ আমি কি তা বলব? আজ্ঞাপালনের উভয়-সংকট এখানেই আমাদের আঘাত করে। আমরা আমাদের অপেশাদারিত্বের দ্বারা ঈ(্বরের অবাধ্য হচ্ছি এবং ভাবছি, “এলিকে” নিশ্চয় র(া করব,” যাকে আমাদের জানা সবচেয়ে ভালো মানুষের প্রতিনিধি বলে মনে হয়। ঈ(্বর শমূয়েলকে এলিকে বলতে বলেননি — সেই সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর নিজস্ব। ঈ(্বরের বাণী আপনার “এলিকে” আঘাত করতে পারে, কিন্তু অন্যের জীবনের কষ্টকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা আপনার এবং ঈ(্বরের আত্মার মধ্যে একটি বাধা বলে প্রমাণিত হবে। কারও ডান হাত কাটা বা কারও ডান চোখ তুলে নেওয়ায় বাধা দিয়ে আপনি নিজের ঝুঁকিতেই সে-কাজ করবেন (মথি ৫ ২৯-৩০)।

ঈ(্বরের জন্য যদি আপনাকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয়, কখনও অন্য লোকের কাছে পরামর্শ চাইবেন না। আপনি যদি পরামর্শ চান, আপনি প্রায়ই সর্বদা শয়তানের পাশে থাকবেন। “... আমি কোনো রক্ত(-মাংসের মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করলাম না,..” (গালাতীয় ১ ১৬)।

৩১ জানুআরি

আপনি কি আপনার আহ্বান দেখতে পাচ্ছেন?

"... ঈ(্বরের সুসমাচারের জন্য পৃথক্‌কৃত" (রোমীয় ১ ১)।

পবিত্র পু(ষ বা নারী হয়ে ওঠা আমাদের আহ্বানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয়, ঈ(্বর তাঁর সুসমাচার ঘোষণা করার জন্য আমাদের আহ্বান করেছেন। একটি সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ বিষয় হল, ঈ(্বরের সুসমাচারকে চিরকালীন বাস্তবরূপে মেনে নিতে হবে। বাস্তবতা মানবিক ধার্মিকতা, বা পবিত্রতা, অথবা স্বর্গ, কি নরক নয় — এ হল উদ্ধারণ। আজকের খ্রীস্টীয় কর্মীদের এ কথা উপলব্ধি করা সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন। কর্মী হিসাবে, আমাদের জানতে হবে যে, উদ্ধারণই একমাত্র বাস্তব। ব্যক্তি(গত পবিত্রতা উদ্ধারণের ফল, তার কারণ নয়। আমরা যদি মানুষের ধার্মিকতার উপর আমাদের বি(্বাস স্থাপন করি, তা হলে পরী(ার সময় আমাদের বিনাশ অনিবার্য।

পৌল বলেননি যে, তিনি নিজেকে পৃথক্‌কৃত করেছেন, কিন্তু ঈ(্বর "আমাকে ... পৃথক করেছেন ..." (গালাতীয় ১ ১৫)। পৌলের নিজের চরিত্রের উপর মাত্রাতিরিক্ত(আগ্রহ ছিল না। আমরা যত(ণ নিজেদের ব্যক্তি(গত পবিত্রতার উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করে রাখব, আমরা কোনোদিনই উদ্ধারণের পূর্ণ বাস্তবতার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারব না। খ্রীস্টীয় কর্মীদের ব্যর্থতার কারণ হল, ঈ(্বরকে জানার ইচ্ছার ঊর্ধ্বে তাঁদের নিজস্ব পবিত্রতা লাভের বাসনাকে স্থান দিয়ে থাকেন। "আজ আমার চারপাশের পূতিগন্ধময় মানবজীবনের প(ে উদ্ধারণের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে বোলো না। আমার দৃষ্টিতে আমাকে আরও মন-পসন্দ করে গড়ে তোলার জন্য ঈ(্বর যা কিছু করতে পারেন, আমি সেটাই চাই।" ঈ(্বরের সুসমাচারের বাস্তবতা আমাকে যে স্পর্শ করা শু(করেনি, এই প্রকারের কথাবার্তা তারই চিহ্(। এর মধ্যে ঈ(্বরের প্রতি বেপরোয়া সমর্পণের পরিচয় নেই। শুধু আমার নিজস্ব চরিত্রের প্রতিই যদি আগ্রহ থাকে, তা হলে ঈ(্বর আমাকে মুক্ত(করতে পারেন না। পৌল নিজের সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। তিনি ঈ(্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত হয়েছিলেন, এবং ঈ(্বর কর্তৃক পৃথক্‌কৃত হয়েছিলেন একটি উদ্দেশ্যে — ঈ(্বরের সুসমাচার প্রচারের জন্য (রোমীয় ৯ ৩ দেখুন)।

১ ফেব্রুআরি

ঈশ্বরের আহ্বান

“খ্রীস্ট আমাকে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠাননি, পাঠিয়েছেন সুসমাচার প্রচার করতে” (১ করিন্থীয় ১ ১৭)।

পৌল এখানে বলেছেন, সুসমাচার প্রচারই হল ঈশ্বরের আহ্বান। কিন্তু মনে রাখবেন, “সুসমাচার”, যথা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টেতে মুক্তির বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি কী অর্থ করতে চেয়েছেন। আমরা আমাদের প্রচারের লক্ষ্যকে পবিত্রীকরণ করতে চাই। পৌল শুধু উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, কখনই বিষয়ের সমাপ্তি হিসাবে নয়। আমরা মুক্তি বা পবিত্রীকরণ প্রচারের জন্য নিযুক্ত হইনি, আমরা নিযুক্ত হয়েছি খ্রীস্টকে মহিমান্বিত করার জন্য (যোহন ১২ ৩২ দেখুন)। এ কথা বলা অন্যায় হবে যে, *আমাকে* পুণ্যজনে পরিণত করার জন্য যীশুখ্রীস্ট মুক্তির ব্যাপারে এত শ্রম দিয়েছিলেন। যীশুখ্রীস্ট সমগ্র জগৎকে উদ্ধার করতে ও ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে তাকে অমলিন হিসাবে উপস্থিত করার জন্য শ্রম দিয়েছিলেন। ঘটনা হল, আমাদের অভিজ্ঞাতালব্ধ মুক্তি এর বাস্তবতার শক্তির উদাহরণ দেয়, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা এক উপজাত এবং মুক্তির লক্ষ্য নয়। আমাদের পরিত্রাণ ও আমাদের পবিত্রীকৃত করার জন্য প্রতিনিয়ত আমরা ঈশ্বরকে এত অনুরোধ করে চলেছি যে, তিনি মানুষ হলে অসুস্থ ও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন জিনিসের জন্য বা কোনো বিষয় থেকে *আমরা* নিষ্কৃতি পাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করি। এর দ্বারা তাঁর শক্তির উপর আমরা বোঝা চাপিয়ে দিই! অবশেষে আমরা যখন ঐশ্বরিক সুসমাচারের বাস্তবতার নিম্নাবস্থিত ভিত্তিকে স্পর্শ করি, তখন আমরা আর কোনোদিনই আমাদের ব্যক্তিগত ছোটো ছোটো অভিযোগ নিয়ে তাঁকে বিরক্ত করব না।

ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করাই ছিল পৌলের জীবনের এক আসক্তি। শুধু একটি কারণে তিনি হতাশা, মোহভঙ্গতা, ক্লেশকে স্বাগত জানিয়েছিলেন — এই সমস্ত বিষয় যেন ঈশ্বরের সুসমাচারের প্রতি তাঁর অনুরাগকে অটল রাখে।

২ ফেব্রুআরি

আহ্বানের প্রবল শক্তি(

“... ধিক্ আমাকে, যদি আমি সুসমাচার প্রচার না-করি” (১ করিন্থীয় ৯ ১৬)।

ঈ(্বরের আহ্বানে কর্ণপাত ক(ন(সাবধান, সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবেন না। যারা মুক্তি(পেয়েছে, তারা প্রত্যেকেই তাঁর পরিত্রাণের প((সা(্য দেবার জন্য আহূত। কিন্তু সেটা প্রচার করার আহ্বানের সমরূপ নয়, শুধুই একটি উদাহরণ, যা প্রচারে ব্যবহার করা যেতে পারে। সুসমাচার প্রচারের জন্য ঈ(্বর তাঁকে যে-আহ্বান করেছিলেন, তার প্রবল শক্তি(তাঁর মনে তীব্র যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছিল এবং এই পদটিতে পৌল সে-দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। যারা পরিত্রাণের জন্য ঈ(্বরের কাছে আহূত হয়েছে, তাদের আহ্বান সম্পর্কে পৌল যা বলেছেন, তা কখনও প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন না। পরিত্রাণ লাভের চেয়ে আর কিছু সহজ কাজ নেই, কারণ এ সম্পূর্ণভাবে ঈ(্বরের সার্বভৌম কাজ — “আমার প্রতি দৃষ্টি করে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও” (যিশাইয় ৪৫ ২২)। পরিত্রাণের জন্য যে-শর্তের প্রয়োজন, আমাদের প্রভুর শিষ্যত্বের জন্য সেই একই শর্তের কখনও প্রয়োজন হয় না। খ্রীস্টের ত্রু(শের মাধ্যমে আমরা পরিত্রাণ লাভ করেছি। কিন্তু শিষ্যত্বের মধ্যে একটি বিকল্প আছে, “যদি কেউ ...” (লুক ১৪ ২৬)।

আমাদের যীশুখ্রীস্টের সেবকে পরিণত করার সঙ্গে পৌলের উক্তি(র সম্বন্ধ(আমরা কী করব বা কোথায় যাব, আমাদের সে-অনুমতির প্রয়োজন নেই কখনও। ঈ(্বর তাঁর নিজের সন্তুষ্টির জন্য আমাদের ভগ্ন-(টি বা সিঞ্চিত দ্রা(ারস করে তৈরি করেন। “সুসমাচারের জন্য পৃথক্কৃত” হওয়ার অর্থ, ঈ(্বরের আহ্বান কর্ণগোচর হওয়ার (মতা লাভ করা (রোমীয় ১ ১)। কেউ যখন একবার সেই আহ্বান শ্রবণ করতে শু(করে, তখন যীশুর নামের যোগ্য দুঃখ-কষ্ট উৎপন্ন হয়। হঠাৎ, প্রত্যেকটি উচ্চাশা, জীবনের বাসনা এবং প্রত্যেকটি দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি মুছে সাফ হয়ে যায় এবং বিনষ্ট হয়। শুধু একটি বিষয় বিরাজ করে, “... *সুসমাচারের জন্য পৃথক্কৃত ... ।*” কেউ যখন একবার ঈ(্বরের আহ্বান শুনেছে, সে যদি অন্য ল(্যের দিকে ছুটে চলে, তবে ধিক্ তাকে। বাইবেল প্রশি(ণ কলেজের অস্তিত্ব এইজন্যই যে, আপনারা প্রত্যেকেই যেন জানতে পারেন যে, ঈ(্বরের সুসমাচার প্রচারে আগ্রহী কোনো পু(ষ বা নারী আছে কি না, এবং যেন দেখতে পারেন, ঈ(্বর এই উদ্দেশ্যে আপনাকে আকর্ষণ করেন কি না। ঈ(্বরের আহ্বান আপনাকে একবার সবলে আকর্ষণ করলে, এর প্রতিযোগী অন্য কোনো আহ্বান সম্পর্কে সাবধান হোন।

৩ ফেব্রুআরি

‘‘জগতের আবর্জনা’’ হয়ে ওঠা

‘‘... আমরা যেন জগতের আবর্জনা হয়ে রয়েছি’’ (১ করিন্থীয় ৪ ১৩)।

এই শব্দগুলি অতিশয়োক্তি(নয়। বাক্য আমাদের সুসমাচারের সেবকরূপে অভিহিত করে। তবু উপরোক্ত(শব্দগুলি আমাদের সম্পর্কে সত্য না-হবার একমাত্র কারণ হতে পারে যে, পৌল এগুলির আসল সত্য ভুলে গেছেন বা তিনি এর ভুল অর্থ করেছেন। কিন্তু আমরা আমাদের নিজস্ব বাসনা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকায় নিজেদের প্রত্যাখ্যাত হতে বা ‘‘জগতের আবর্জনা’’ হতে দেব না। ‘‘খ্রীস্টের ক্লেশভোগের যে-অংশ অপূর্ণ রয়েছে, তা আমার মাংসে ... পূর্ণ করছি’’ (কলসীয় ১ ২৪)। এ পবিত্রীকরণের পবিত্রতার ফল নয়। এ উৎসর্গের প্রমাণ — ‘‘ঈ(্বরের সুসমাচারের জন্য পৃথক্কৃত’’ হওয়া (রোমীয় ১ ১)।

‘‘প্রিয় বন্ধুগণ, তোমাদের যাচাই করার জন্য যে-অগ্নিপরী(া হচ্ছে, তা অস্বাভাবিক মনে করে বিচলিত হোয়ো না’’ (১ পিতর ৪ ১২)। আমরা যে-সমস্ত বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছি, সেগুলিকে যদি আশ্চর্জজনক মনে করি, তা হলে বলতে হবে, আমরা ভী(এবং কাপু(ষ। আমাদের নিজস্ব স্বার্থ ও কামনা-বাসনার উপর এত দুর্নিবার আকাঙ্(া যে, আমরা পঙ্কিলতার মধ্যেই থেকে যাই এবং বলি, ‘‘আমি বশ্যতা স্বীকার করব না(আমি নমনীয় বা নতজানু হব না।’’ আপনাকে তা করতে হবে না — আপনি ইচ্ছা করলে, অতি ‘‘সামান্যর জন্য’’ পরিত্রাণ পেতে পারেন। ঈ(্বর আপনাকে ‘‘সুসমাচার প্রচারের জন্য পৃথক্কৃত’’ গণ্য করেন — আপনি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। অথবা আপনি বলতে পারেন, ‘‘যতদিন সুসমাচার প্রচারিত হবে, আমাকে ‘জগতের আবর্জনা’ বলে মনে করলেও আমার কিছুই যায়-আসে না।’’ যীশুখ্রীস্টের প্রকৃত সেবক তিনিই যিনি ঐ(্বরিক সুসমাচারের বাস্তবতার জন্য শহিদের মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। যখন কোনো নৈতিক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তি(ঘৃণা, অনৈতিকতা, অবি(্বস্ততা, বা অসততার সঙ্গে লড়াই করেন, অপরাধ তাঁর মনে এত প্রতিক্রি(য়ার সৃষ্টি করে যে, তিনি তা থেকে দূরে সরে যান এবং হতাশায় অপরাধীর প্রতি তাঁর হৃদয়-দ্বার (দ্ধ করে দেন। কিন্তু ঐ(্বরিক উদ্ধারণের বাস্তবতার অলৌকিকতা এমনই যে, জঘন্যতম এবং হিংস্রতম অপরাধীও কোনোদিন তার ভালোবাসার গভীরতাকে নিঃশেষ করতে পারে না। পৌল বলেননি যে, ঈ(্বর তাঁকে কত সুন্দর মানুষে পরিণত করতে পারেন, তা দেখাবার জন্য তিনি পৌলকে পৃথক করেছেন, ঈ(্বর তাঁকে পৃথক করেছিলেন, ‘‘... আপন পুত্রকে *আমাতে* প্রকাশ করবার জন্য ...’’ (গালাতীয় ১ ১৬)।

৪ ফেব্রুআরি

তাঁর শক্তি(র প্রবল গৌরব

“খ্রীস্টের প্রেমে আমরা বাঁধা পড়েছি...” (২ করিন্থীয় ৫ ১৪)।

পৌল বলেছিলেন, তিনি “খ্রীস্টের প্রেমের” দ্বারা অভিভূত, ও পরাভূত। ঈ(্বরের প্রেমে বাঁধা পড়ার অর্থ কী, প্রকৃতপ(ে তা অল্প লোকই জানে। আমরা প্রায়ই আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে চাই। আর সমস্ত বিষয়কে বাদ দিয়ে পৌল একটি বিষয়কেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। সেই বিষয়টি হল, ঈ(্বরের প্রেম। “খ্রীস্টের প্রেমে আমরা বাঁধা পড়েছি।” যখন কোনো নারী বা পু(ষকে এ কথা বলতে শোনেন, তখন তা সুপ্রকট হয়। আপনি জানবেন যে, ঈ(্বরের আত্মা সেই ব্যক্তি(র জীবনে নির্বিঘ্নে কাজ করে চলেছেন।

আমরা যখন ঈ(্বরের আত্মায় নবজন্ম লাভ করি, ঈ(্বর আমাদের জন্য যা করেছেন, আমাদের সা(্য তারই উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। কিন্তু পবিত্র আত্মা নেমে এলে আপনি যখন শক্তি(লাভ করবেন (প্রেরিত. ১ ৮), তা পরিবর্তিত ও দূরীভূত হবে। কেবল তখনই আপনি উপলব্ধি করতে শু(করবেন যে, যীশুর বলা “তোমরা আমার প(ে সা(ী হবে” — এ কথার অর্থ কী। যীশু যা করতে পারেন, তার প(ে সা(ী নয় — তা মৌলিক এবং বোধগম্য — কিন্তু “আমার প(ে সা(ী...।” যা কিছুই ঘটুক — প্রশংসা বা অপমান, তিরস্কার বা পুরস্কার — যীশুর প্রতি ঘটছে মনে করে আমরা তা গ্রহণ করব। যে তাঁর শক্তি(র প্রবল গৌরবের বশে নেই, সে এতে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। একমাত্র এটাই গু(ত্বপূর্ণ কথা, তবু বিস্ময়ের যে, খ্রীস্টীয় কর্মী হিসাবে আমরা সবশেষে তা উপলব্ধি করি। পৌল বলেছিলেন, তিনি ঈ(্বরের প্রেমে বাঁধা পড়েছেন এবং সেই কারণেই তিনি যীশুর মতোই কাজ করেন। লোকে তাঁকে উন্মাদ বা স্থিরমস্তিষ্ক যা-ই বলে থাকুক, তিনি গ্রাহ্য করেননি। শুধু একটি কারণেই তিনি প্রাণধারণ করে ছিলেন — ঈ(্বরের আগামী বিচার সম্পর্কে লোকদের বি(্বাস করাতে হবে এবং তাদের “খ্রীস্টের ভালোবাসার” কথা বলতে হবে। “খ্রীস্টের ভালোবাসার” প্রতি আপনার এই পরিপূর্ণ সমর্পণই আপনার জীবনে ফল উৎপাদন করবে। এ সর্বদা ঈ(্বরের পবিত্রতা ও শক্তি(র চিহ্(হবে, আপনার ব্যক্তি(গত পবিত্রতার দিকে কখনই আকর্ষণ করবে না।

৫ ফেব্রুআরি

আপনি কি বলিদানরূপে সিঞ্চিত হতে প্রস্তুত ?

“তোমাদের বিশ্বাসের যজ্ঞে ও সেবায় যদি আমি পেয় নৈবেদ্যরূপে সেচিতও হই, তবুও আনন্দ করছি, আর তোমাদের সকলের সঙ্গে আনন্দ করছি” (ফিলিপীয় ২ ১৭)।

অন্য বিশ্বাসীর কাজের জন্য — অন্যদের পরিচর্যা ও বিশ্বাসের জন্য আপনি কি নিজেকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক ? অথবা, আপনি বলেন, “আমি এখনই নিজেকে ঢেলে দিতে চাই না, এবং আমি চাই না, আমি কীভাবে তাঁর সেবা করব, তা ঈশ্বর আমাকে বলে দিন। আমার উৎসর্গের স্থান আমি নিজেই বেছে নিতে চাই। আর আমি চাই, কিছু লোক আমাকে লক্ষ করুক এবং বলুক, “শাবাশ, ভালোই করেছ।”

আপনি যখন লোকের কাছে নায়কোচিত সম্মান লাভ করেন, তখন ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করা এক কথা, কিন্তু ঈশ্বর যদি আপনার পথ চিহ্নিত করে দেন, তা হলে অবশ্যই আলাদা বিষয় — ঈশ্বর চান, আপনি অন্যলোকের পদতলের “পাপোশ”- রূপে নিজেকে অবনত করুন। হয়তো ঈশ্বরের উদ্দেশ্য আপনাকে শিক্ষা দেওয়া, “আমি অবনত হতে জানি,...” (ফিলিপীয় ৪ ১২)। আপনি কি নিজেকে সেইভাবে বিলিয়ে দিতে চান ? আপনি কি পাত্রের একটি সামান্য জলবিন্দুর চেয়ে নগণ্য হতে প্রস্তুত — এমনই তুচ্ছ যে, আপনার সেবাকাজের কথা লোকে চিন্তা করলেও কেউ আপনাকে মনে না রাখে ? আপনি কি উৎসর্গ করতে ও নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত — সেবা পাবার জন্য নয়, সেবা করার জন্য ইচ্ছুক ? কিন্তু পবিত্রজন তাঁদের পবিত্রজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য নীচ কাজ, দাস্যকর্ম করতে পারেন না, কারণ তাঁরা মনে করেন, সেই কাজ তাঁদের মর্যাদার পরিপন্থী।

৬ ফেব্রুআরি

আপনি কি বলিদানরূপে সিঞ্চিত হতে প্রস্তুত?

“এখন আমি পেয় নৈবেদ্যর ন্যায় ঢালা যাইতেছি...” (২ তীমথি ৪ ৬)।

আপনি কি বলিদানরূপে সিঞ্চিত হতে প্রস্তুত? এ আপনার ইচ্ছার সত্রি(য়তা, আপনার আবেগ নয়। ঈ্বরকে *বলুন*, তাঁর জন্য আপনি আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তার পর, ঈ্বর আপনার চলার পথে যা-ই পাঠান, যে-পরিস্থিতিই আসুক, বিনা অভিযোগে সেগুলি স্বীকার করে নিন। ঈ্বর আপনাকে একান্তে এক সংকটকালের মধ্য দিয়ে পাঠাতে পারেন, যেখানে আপনাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। বহিরঙ্গে আপনার জীবনকে একই রকম মনে হতে পারে, কিন্তু আপনার ইচ্ছার পরিবর্তন হচ্ছে। আপনি যখন একবার আপনার ইচ্ছার মধ্যে সংকটকালের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, সেই সংকট যখন আপনার বহিরঙ্গকে প্রভাবিত করতে শু(করে, আপনি এর মূল্য চিন্তা করবেন না। যদি প্রথমেই আপনার ইচ্ছার স্তরে ঈ্বরের সঙ্গে মোকাবিলা না-করেন, পরিণামে নিজের জন্য শুধু সমবেদনাই জাগ্রত হবে।

“তোমার রজ্জু দ্বারা উৎসবের বলি বেদির শৃঙ্গে বাঁধ” (গীতসংহিতা ১১৮ ২৭)। বেদিতে নিজেকে স্থাপন করার ও আগুনের মধ্য দিয়ে যাবার জন্য ইচ্ছুক হতে হবে। ভস্ম, পবিত্রীকরণের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ইচ্ছুক হতে হবে এবং প্রত্যেক কামনা-বাসনা ও ঈ্বর-বি(দ্ধ প্রতিটি অনুরাগকে বর্জন করে পৃথক্‌কৃত হতে হবে। কিন্তু *আপনি* একে বর্জন করেন না, করেন ঈ্বর। আপনি “রজ্জু দ্বারা ... বলি বেদির শৃঙ্গে” বাঁধুন। একবার আগুন শু(হলে, দেখবেন, আত্মাদরের মধ্যে ডুবে যাবেন না। অগ্নিদহনের মধ্য দিয়ে যাবার পর, এমন কোনো কিছুই থাকবে না, যা আপনাকে কষ্ট দিতে বা অবদমিত করতে পারবে। যখন অন্য সংকট দেখা দেবে, আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন, যে-বিষয়গুলি আগে আপনাকে কষ্ট দিত, এখন সেগুলি আপনাকে স্পর্শ করতে পারছে না। আপনার আগামী জীবনে কোন আগুন আপনাকে গ্রাস করতে চাইছে?

ঈ্বরকে বলুন, আপনি বলিদানরূপে সিঞ্চিত হতে প্রস্তুত। এবং ঈ্বর সম্পর্কে আপনি যা কখনও কল্পনাও করেননি, ঈ্বর সেইভাবে নিজেকে প্রমাণ করে দেখাবেন।

৭ ফেব্রুআরি

আত্মিক হতাশা

“আমরা আশা করেছিলাম যে, তিনিই সেই ব্যক্তি(যিনি ইস্রায়েল জাতিকে উদ্ধার করবেন। আজ তিন দিন হল, এই সব ঘটনা ঘটেছে” (লুক ২৪ ২১)।

শিষ্যদের বিবৃত সকল ঘটনাই ছিল সত্য, কিন্তু এই সমস্ত ঘটনা থেকে তাঁরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা ছিল মিথ্যা। আত্মিকভাবে হতাশাগ্রস্ততার কোনো ইঙ্গিতও সব সময়েই ভুল। আমি যদি অবদমিত বা ভারগ্রস্ত হই, তার দোষ আমারই, ঈ(্বর বা অন্য কারও নয়। হতাশার উৎস দুটি — তার একটি থেকে হতাশা পল্লবিত হয়। হয় একটি বাসনাকে আমি তৃপ্ত করেছি, অথবা আমি তাকে তৃপ্ত করিনি। যে-কোনো (ে ত্রেই, হতাশা হল তার পরিণতি। *বাসনা* মানে “এই জিনিসটা আমাকে এখনই পেতে হবে।” আত্মিক বাসনায় আমি ঈ(্বরের কাছে থেকে উত্তর দাবি করি, অথচ উত্তরদাতা ঈ(্বরের অন্বেষণ করি না। ঈ(্বর কী করবেন বলে আমি আশা বা বি(্বাস করছি? আজই কি সেই “তিনদিন” এবং আমি যা আশা করেছিলাম, এখনও তিনি তা করেননি? সেই কারণেই কি আমি হতাশাগ্রস্ত এবং ঈ(্বরের দোষারোপ করছি? প্রার্থনার উত্তর পাবার জন্য আমরা যখন ঈ(্বরের উপর জোর-জবরদস্তি করি, আমরা তখন ভুল পথে চালিত হই। উত্তর নয়, ঈ(্বরকে লাভ করাই প্রার্থনার উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্যবান, অথচ হতাশ, নিরাশাগ্রস্ত — এ অসম্ভব, কারণ হতাশা তো অসুস্থতার ল(ণ। আত্মিকভাবেও এ কথা সত্য। আত্মিকভাবে অসুস্থতা ভুল এবং এ জন্য আমরাই দোষী।

ঈ(্বরের শক্তি(র পরিচয় পাবার জন্য আমরা স্বর্গীয় দর্শন এবং দুনিয়া-কাঁপানো ঘটনা প্রত্য(করতে চাই। এমনকী, আমাদের হতাশা এরই প্রমাণ যে, আমরা এ রকমই করি। তবু আমরা কখনই উপলব্ধি করি না যে, আমাদের এবং আমাদের চারপাশের লোকদের বিভিন্ন ঘটনায় ঈ(্বর প্রতিদিন কাজ করে চলেছেন। যদি আমরা শুধু তাঁর আজ্ঞা পালন করি এবং যা করতে দিয়েছেন, তা করি, আমরা তাঁকে দেখতে পাব। আমরা যখন জীবনের প্রাত্যহিক বিষয়বস্তুর মধ্যে যীশুখ্রীস্টের আশ্চর্য ঈ(্বরত্বকে উপলব্ধি করতে শিখি, তখন আমাদের কাছে ঈ(্বরের অন্যতম বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটে।

৮ ফেব্রুআরি

পবিত্রীকরণের মূল্য

"শান্তির আকর ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের সঠিকভাবে শুচিশুদ্ধ করুন" (১ থেসালোনিকীয় ৫ ২৩)।

আমরা যখন প্রার্থনা করি, ঈশ্বরকে আমাদের শুচিশুদ্ধ করতে বলি, আমরা কি তার প্রকৃত অর্থ পরিমাপ করার জন্য প্রস্তুত থাকি? *পবিত্রীকরণ* শব্দটিকে আমরা অত্যন্ত লঘুভাবে গ্রহণ করি। আমরা কি পবিত্রীকরণের মূল্য দিতে প্রস্তুত? মূল্য দিতে হলে সমস্ত পার্থিব বিষয় থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে এবং আমাদের সকল ঐশ্বরিক বিষয় বিকশিত করতে হবে। পবিত্রীকরণের অর্থ, ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এর অর্থ, শুধু ঈশ্বরের জন্যই আমাদের দেহ-মন-আত্মার সকল শক্তিকে নিরাপদে রক্ষা করতে হবে। ঈশ্বর যে-জন্য আমাদের পৃথক করেছেন, আমাদের মধ্যে তাঁকে সেই কাজ সম্পাদন করতে দিতে আমরা কি সত্যই প্রস্তুত? এবং তাঁর কাজ সম্পাদনের পর, যীশুর মতো আমরাও কি নিজেদের ঈশ্বরের উদ্দেশে পৃথক করতে প্রস্তুত? "তাদের জন্য আমি নিজেকে পবিত্র করি ..." (যোহন ১৭ ১৯)। ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ অনুসারে আমরা পবিত্রীকরণের অর্থ উপলব্ধি করতে পারিনি, তাই আমরা কেউ কেউ পবিত্রীকরণের অভিজ্ঞতা লাভ করিনি। পবিত্রীকরণের অর্থ, যীশুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া, যেন যে-প্রকৃতি তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করত, আমাদেরও তা নিয়ন্ত্রণ করবে। এর জন্য আমরা কি মূল্য দিতে প্রস্তুত? আমাদের মধ্যে ঈশ্বর-বিরোধী যা কিছু আছে, মূল্যবাবদ তার সবকিছু দিতে হবে।

এই পদটিতে পৌলের প্রার্থনার সম্যক অর্থ জানার জন্য আপনি কি প্রস্তুত? আমরা কি এ কথা বলার জন্য প্রস্তুত "প্রভু, একজন পাপীকে যেমন তোমার অনুগ্রহে পবিত্র কর, আমাকেও তেমনই পবিত্র কর?" যীশু প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি ও তাঁর পিতা যেমন এক, তেমনই আমরাও যেন তাঁর সঙ্গে এক হতে পারি (যোহন ১৭ ২১-২৩ দেখুন)। একজন ব্যক্তির জীবনে পবিত্র আত্মার আলোড়ন-সৃষ্টিকারী প্রমাণ হল, যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্বন্ধ এবং যেসমস্ত বিষয়ের সঙ্গে তাঁর সদৃশতা নেই, সে-সমস্তর বর্জন। আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজের জন্য আমরা কি নিজেদের পৃথক করতে প্রস্তুত?

৯ ফেব্রুআরি

আপনি কি আত্মিকভাবে নিঃশেষিত ?

"... অনাদি অনন্ত ঈ(্বর, ... ক্লান্ত হন না, শ্রান্ত হন না" (যিশাইয় ৪০ ২৮)।

নিঃশেষ হওয়ার অর্থ, আমাদের গু(ত্বপূর্ণ প্রাণশক্তি(সম্পূর্ণ (য়প্রাপ্ত ও অপচয়িত হয়েছে। আত্মিক নিঃশেষিত অবস্থা পাপের ফল নয়, বরং সেবার পরিণতি। আপনার প্রয়োজনীয় সরবরাহ কোথা থেকে পান, তার উপর নির্ভর করে আপনি নিঃশেষিত অবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করবেন কি না। যীশু পিতরকে বলেছিলেন, "আমার মেষগুলিকে চরাও," কিন্তু তিনি পিতরকে এমন কিছুই দেননি যার সাহায্যে তিনি মেষদের আহার জোগাবেন (যোহন ২১ ১৭)। (টি ভাঙার প্রণালী ও সেচিত দ্রা(ারসের অর্থ, ঈ(্বরের কাছ থেকে আহার করতে না-শেখা পর্যন্ত *আপনাকেই* অন্যদের প্রাণের আহার হতে হবে। তারা আপনাকে সম্পূর্ণভাবে শুষে নেবে — একেবারে শেষবিন্দু পর্যন্ত। কিন্তু আপনার জোগান পূরণের জন্য সতর্ক থাকুন, না হলে অবিলম্বে আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবেন। অন্যরা যত(ণ না প্রভু যীশুর জীবন থেকে সরাসরি শি(া গ্রহণ করতে শেখে, আপনার মাধ্যমেই তাদের যীশুর জীবনের কাছে আসতে হবে। যত(ণ না তারা ঈ(্বরের কাছে থেকে পুষ্টি লাভ করতে শেখে, আপনি আ(রিকভাবেই তাদের সরবরাহের উৎস হবেন। ঈ(্বরের কাছে আমরা ঋণী, কারণ তাঁর মেষপাল এবং তাঁর জন্যও, আমাদের সর্বোত্তম হয়ে ওঠাই আমাদের কর্তব্য।

আপনি যে-ভাবে ঈ(্বরের সেবা করে চলেছেন, সেই কারণেই কি আপনি নিজে নিঃশেষ হয়ে গেছেন ? যদি তা-ই হয়, আপনার বাসনা ও অনুরাগকে নতুন করে প্রজ্বলিত ক(ন। কেন আপনি সেবা করছেন, সেই কারণগুলি যাচাই ক(ন। আপনার উৎস কি আপনার সমঝোতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, অথবা তা যীশুখ্রীস্টের উদ্ধারণের উপর মূলবদ্ধ ? আপনার ভালোবাসা এবং অনুরাগের ভিত্তির দিকে বার বার পিছু ফিরে তাকান এবং স্মরণ ক(ন, আপনার শক্তি(র উৎস কোথায় অবস্থিত। " হে প্রভু, আমি নিঃশেষিত, খুবই শ্রান্ত" — আপনার এ রকম অভিযোগ করার কোনো অধিকার নেই। আপনাকে নিঃশেষিত করার জন্য তিনি আপনাকে উদ্ধার ও শুচিশুদ্ধ করেছেন। ঈ(্বরের জন্য নিঃশেষিত হোন, কিন্তু মনে রাখবেন, তিনি আপনার সংস্থানের উৎস, আপনার সরবরাহকারী। "তুমিই আমাদের সকল প্রেরণার উৎস" (গীতসংহিতা ৮৭ ৭)।

১০ ফেব্রুআরি

আপনার ঈ(্বরকে দেখার সামর্থ্য কি অন্ধ হয়ে গেছে?

"চেয়ে দেখ উর্ধ্বে, আকাশের দিকে! কে সৃষ্টি করেছে ওই ন(ত্ররাজি?" (যিশাইয় ৪০ ২৬) ।

যিশাইয়র কালে ঈ(্বরের লোকেরা ঈ(্বরের দিকে না-তাকিয়ে প্রতিমামূর্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু যিশাইয় তাদের স্বর্গের দিকে, ঈ(্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে শিখিয়েছিলেন, যাতে তারা তাদের কল্পনাকে সঠিক পথে ব্যবহার করতে পারে। আমরা যদি ঈ(্বরের সন্তান হই, তা হলে উপলব্ধি করব যে, প্রকৃতিতে আমাদের জন্য এক বিপুল বৈভব রয়েছে এবং বৈভব পবিত্র। আমরা যদি আমাদের মানস-চ(কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শু(করি, তবে দেখব, বয়ে-চলা বাতাস, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, আকাশের মেঘরাশি, প্রত্যেকটি প্রস্ফুটিত ফুল এবং বিবর্ণ-হয়ে-যাওয়া প্রত্যেক পাতার মধ্যে দিয়ে ঈ(্বর আমাদের কাছে ধরা দিয়েছেন।

আপনার চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনাকে বশে রাখতে পারাই আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির আসল পরী(া। আপনার মন কি কোনো মূর্তির মুখের দিকে কেন্দ্রীভূত? আপনিই কি সেই মূর্তি? আপনার কাজই কি সেই প্রতিমা? একজন সেবকের কী রকম হওয়া উচিত, সেই সম্পর্কিত আপনার ধারণা, অথবা আপনার পরিত্রাণ বা পবিত্রীকরণের অভিজ্ঞতাই আপনার ধারণা, সেই প্রতিমা? যদি তা-ই হয়, তা হলে আপনার ঈ(্বরকে দেখার সামর্থ্য অন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়ে আপনি শক্তি(হীন হয়ে পড়বেন এবং আপনাকে অন্ধকার সহ্য করতে হবেই। যদি আপনার দৃষ্টিশক্তি(অন্ধ হয়ে যায়, আপনার নিজস্ব অভিজ্ঞতার দিকে ফিরে তাকাবেন না। ঈ(্বরের দিকে দৃষ্টিপাত ক(ন। আপনার প্রয়োজন ঈ(্বরকেই। আপনি নিজের থেকে, প্রতিমার কাছ থেকে এবং যা-কিছু আপনার চিন্তা-ভাবনা, আপনার কল্পনাকে অন্ধ করে দিচ্ছে, সে-সব থেকে দূরে সরে যান। জেগে উঠুন(যিশাইয় তাঁর লোকদের যে-ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিলেন, তা স্বীকার করে নিন এবং সবিশেষ চিন্তা করে আপনার চিন্তা-ভাবনাকে ঈ(্বরের অভিমুখী ক(ন(দৃষ্টিনিবদ্ধ ক(ন ঈ(্বরের দিকে।

আমাদের প্রার্থনার ব্যর্থতার অন্যতম একটি কারণ হল, আমরা ঈ(্বর-দর্শনের মানস-চ(হারিয়ে ফেলেছি। এমনকী, আজ আমরা সবিশেষ চিন্তা করে নিজেদের ঈ(্বরের সামনে আনার কল্পনা করতে পারি না। আসলে, অন্যদের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তি(গত সম্পর্কের চেয়ে, মধ্যস্থতার ((ত্রে আমাদের ভগ্ন (টি ও সেচিত দ্রা(ারস হয়ে ওঠা আরও গু(ত্বপূর্ণ। কল্পনা শক্তি(হল তা-ই, যা ঈ(্বর একজন পবিত্রজনকে দিয়ে থাকেন, যেন তিনি নিজের কল্পনা অতিত্র(ম করে যেতে পারেন এবং এমন দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেন, যা তিনি আগে কখনও উপলব্ধি করেননি।

১১ ফেব্রুআরি

আপনার মন কি ঈ্বরের প্রতি অবিচল?

“যাহার মন তোমাতে সুস্থির, তুমি তাহাকে শান্তিতে, শান্তিতেই রাখিবে, কেননা তোমাতেই তাহার নির্ভর” (যিশাইয় ২৬ ৩)।

আপনার মন কি ঈ্বরের প্রতি অবিচল, অথবা তা বুবু(? অবহেলার কারণে মানসিক বুবু(া সেবকের জীবনে শ্রান্তি এবং দুর্বলতার অন্যতম একটি প্রধান কারণ। নিজেকে ঈ্বরের কাছে নিয়ে আসার জন্য আপনি যদি কখনও আপনার মনকে ব্যবহার না-করে থাকেন, তবে এখনই তা করতে শু(ক(ন। আপনার জীবনে ঈ্বরের আগমনের প্রতী(ায় থাকবেন না। প্রতিমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আপনার চিন্তা ও আপনার দৃষ্টিকে ঈ্বরের প্রতি নিবদ্ধ ক(ন। তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে মুক্তি(লাভ ক(ন (যিশাইয় ৪৫ ২২ দেখুন)।

আপনার সৃষ্টিশীল মনই ঈ্বরদত্ত আপনার সবচেয়ে বড়ো উপহার এবং সেই উপহার সম্পূর্ণভাবে তাঁর উদ্দেশে সমর্পণ করতে হবে। আপনাকে “সমস্ত ভাবনা-চিন্তার মোড় ফিরিয়ে খ্রীস্টের বশে” (২ করিন্থীয় ১০ ৫) আনতে হবে। আপনার পরী(ার সময়ে এটাই হবে আপনার বি্বাসের অন্যতম মহত্তম সম্পদ, কারণ তখন আপনার বি্বাস এবং ঈ্বরের আত্মা একযোগে কাজ করবে। ঈ্বরের প্রশংসাযোগ্য চিন্তা ও ভাবনা যখন আপনার মনে উঁকি মারে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, চাঁদ বা ন(ত্রের আলোক বিচ্ছুরণ, এবং ঋতু পরিবর্তন — এই সব প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে তাদের তুলনা করতে ও আপনার মনকে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত(করতে শিখুন। আপনি দেখতে পাবেন, আপনার চিন্তা-ভাবনাগুলি ঈ্বরলব্ধ এবং আপনার মন আর আপনার আবেগপ্রবণ চিন্তার দ্বারা চালিত হচ্ছে না, কিন্তু সেগুলি সর্বদা ঈ্বরের সেবায় ব্যবহৃত হবে।

“পিতৃপু(ষদের মতো আমরাও পাপ করেছি, [এবং] ... স্মরণে রাখেনি ...” (গীতসংহিতা ১০৬ ৬-৭)। আপনার স্মৃতিকে খোঁচা মেরে এখনই জাগিয়ে তুলুন। মনে মনে বলবেন না, “কিন্তু ঈ্বর তো এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে কথা বলছেন না!” তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। মনে রাখবেন, আপনি কার এবং কারই বা সেবা করছেন। স্মরণ করে নিজেকে অনুপ্রাণিত ক(ন এবং আপনার ঈ্বরানুরাগ দশগুণ বৃদ্ধি পাবে। আপনার মন আর কখনও বুবু(ায় থাকবে না, বরং তা হবে ত্বরিত এবং প্রাণচঞ্চল এবং প্রত্যাশা হবে বর্ণনাতীতভাবে উজ্জ্বল।

১২ ফেব্রুআরি

আপনি কি ঈশ্বরের রব শুনছেন ?

“মোশিকে তারা বলল, তুমিই আমাদের সঙ্গে কথা বল, তোমার কথা শুনে আমরা চলব। প্রভু পরমেশ্বর যেন আমাদের সঙ্গে কথা না বলেন, তা হলে আমরা মারা পড়ব” (যাত্রাপুস্তক ২০ ১৯)।

আমরা সচেতন ও ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের অবাধ্য হই না — আমরা শুধু তাঁর কথা শুনি না। ঈশ্বর আমাদের তাঁর অনুশাসন দিয়েছেন, কিন্তু আমরা সেগুলোর প্রতি মনোযোগ দিই না। এর কারণ নয় যে, আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর অবাধ্য হচ্ছি, কিন্তু এর কারণ, আমরা সত্যিইসত্যিই তাঁকে ভালোবাসি না, তাঁকে শ্রদ্ধাও করি না। “তোমরা যদি আমাকে ভালোবেসে থাক, তা হলে আমার সমস্ত আদেশ তোমরা পালন করবে” (যোহন ১৪ ১৫) । আমরা যখনই উপলব্ধি করব, আমরা অবিরত ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে চলেছি, তাঁকে অবজ্ঞা করার জন্য আমরা লজ্জায় ও অপমানে নুয়ে পড়ব।

“তুমিই আমাদের সঙ্গে কথা বল, ... প্রভু পরমেশ্বর যেন আমাদের সঙ্গে কথা না বলেন।” আমরা ঈশ্বরের কথা না-শুনে তাঁর সেবকদের কথা শুনতে পছন্দ করি। এর দ্বারা আমরা দেখাই যে, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা কত নগণ্য। আমরা ব্যক্তিগত সাক্ষ্য শুনতে চাই, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বলুন, তা চাই না। আমরা ঈশ্বরের কথা শুনতে এত ভয় পাই কেন ? এর কারণ, আমরা জানি, ঈশ্বর যখন কথা বলেন, হয় তাঁর আদেশ আমাদের পালন করতে হবে, অথবা তাঁকে বলতে হবে যে, আমরা তাঁর বাধ্য হব না। কিন্তু ঈশ্বরের কোনো সেবক যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, আমরা বাধ্যতাকে ঐচ্ছিক বলে মনে করি, অনুজ্ঞাসূচক নয়। আমরা এই বলে প্রত্যুত্তর দিই, “এ শুধুই আপনার নিজস্ব ধারণা, তবুও আমি অস্বীকার করি না যে, আপনি যা বলেছেন, সম্ভবত তা ঐশ্বরিক সত্য।”

ঈশ্বর যখন প্রেমের বশে আমার সঙ্গে তাঁর সন্তানের মতো আচরণ করে চলেছেন, আমি কি তাঁকে অবজ্ঞা করে প্রতিনিয়ত তাঁর অসম্মান করে চলেছি? শেষে, তাঁর কথা যখন আমি শুনি, তাঁর উপর যে অপমানের পর অপমান চাপিয়ে দিয়েছিলাম, আমার কাছেই তা ফিরে আসে। তখন আমার প্রত্যুত্তর হয়, “প্রভু, কেন আমি এত অসংবেদী এবং একগুঁয়ে ?” ঈশ্বরের কথা যখন আমরা শুনি, সর্বদা তার পরিণাম এই রকমই হয়। কিন্তু তাঁর কথা শুনতে এত বিলম্ব করার জন্য, শেষে তাঁর কথা শুনলেও লজ্জায় আমাদের আনন্দ হ্রাস পায়।

১৩ ফেব্রুআরি

শোনার অনুরাগ

“শমূয়েল উত্তর দিলেন, বলুন, আপনার দাস শুনছে” (১ শমূয়েল ৩ ১০)।

আমি একটি বিষয়ে সযত্নে ও গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঈশ্বরের কথা শুনেছি বলে সব বিষয়েই যে তাঁর কথা শুনব, এমন নয়। তিনি যা বলেন, তার প্রতি আমার হৃদয় ও মনের অসংবেদনশীলতার দ্বারা আমি ঈশ্বরের প্রতি আমার প্রেমহীনতা এবং অশ্রদ্ধা দেখাই। আমি যদি আমার বন্ধুকে ভালোবাসি, তিনি কী চান, তা আমি সহজাতভাবেই বুঝব। যীশু বলেছিলেন, “তোমরা আমার বন্ধু ...” (যোহন ১৫ ১৪)। এই সপ্তাহে আমার প্রভুর কোনো আজ্ঞা কি আমি লঙঘন করেছি? যদি আমি বুঝতাম, তা যীশুরই আজ্ঞা, তা হলে স্বেচ্ছায় আমি তার অবাধ্য হতাম না। কিন্তু আমাদের অধিকাংশই ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাই, কারণ আমরা তাঁর কথা শুনিই না। তিনি হয়তো আর কখনই আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন না।

আমার আত্মিক জীবনের লক্ষ্যই হল, যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে আমার এমন নিবিড় একাত্মতা রচিত হবে যে, আমি সর্বদা ঈশ্বরের কথা শুনব এবং জানব যে, ঈশ্বর সর্বদা আমার কথা শোনেন (যোহন ১১ ৪১ দেখুন)। আমি যদি যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে একাত্ম হই, শোনার অনুরাগের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কথা সর্বদা শুনতে পাই। একটি ফুল, একটি গাছ, বা ঈশ্বরের একজন সেবক আমার কাছে ঈশ্বরের বার্তা বয়ে আনতে পারে। অন্য বিষয়ের প্রতি আসক্তি, আমার সেই শোনার পথে বাধা হয়। এমন নয় যে, আমি ঈশ্বরের কথা শুনতে চাই না, কিন্তু আমার ভক্তি আমার জীবনের সঠিক ক্ষেত্রে নেই। আমি বিভিন্ন বিষয়, এমনকী সেবা এবং আমার নিজস্ব বিশ্বাসের প্রতি অনুরক্ত। ঈশ্বর যা চান, তা তিনি বলতে পারেন, কিন্তু আমি আদৌ তাঁর কথা শুনি না। ঈশ্বর-সন্তানের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদা হওয়া উচিত, “বলুন, আপনার দাস শুনছে।” আমি যদি নিবেদিত না হই, শোনার এই অনুরাগকে লালন না-করি, আমি শুধু কোনো কোনো সময়ে ঈশ্বরের কথা শুনতে পাব। অন্য সময়ে, আমি তাঁর প্রতি বধির হয়ে থাকি, কারণ আমার আসক্তি অন্যান্য বিষয়ে — যে-বিষয়গুলিকে আমি আমার অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করি। এ ঈশ্বর-সন্তানের জীবনযাপন নয়। আপনি কি আজ ঈশ্বরের রব শুনেছেন?

১৪ ফেব্রুআরি

শোনার অনুশাসন

“অন্ধকারে আমি তোমাদের যা বলি, আলোতে তোমরা তা প্রচার কর, নিভৃতে তোমরা যা শুনবে, প্রকাশ্যে তা ঘোষণা কর” (মথি ১০ ২৭)।

কখনও কখনও ঈশ্বর তাঁর বাক্য শোনার ও তাঁর অনুগত হওয়া সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য আমাদের অন্ধকাবের অভিজ্ঞতা ও অনুশাসনের মধ্য দিয়ে নিয়ে যান। গায়ক পাখিদের অন্ধকারে গান গাওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং আমরা যতক্ষণ না ঈশ্বরের রব শুনতে শিক্ষা করছি, তিনি আমাদের “তাঁর হাতের অন্তরালে” রাখেন (যিশাইয় ৪৯ ২)। “অন্ধকারে আমি তোমাদের যা বলি ...” — ঈশ্বর যখন আপনাকে অন্ধকারে রাখেন, আপনি মনোযোগ দিন এবং যতক্ষণ সেখানে থাকবেন, আপনার মুখ বন্ধ রাখুন। আপনি কি এই সময়ে আপনার পরিস্থিতিতে, অথবা আপনার ঈশ্বর-সহবর্তী জীবনে অন্ধকারে আছেন? যদি তা-ই হয়, নীরব থাকুন। আপনি যদি অন্ধকারে কথা বলেন, আপনি ভুল সময়ে কথা বলবেন — অন্ধকার শোনার সময়। এ বিষয়ে অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলবেন — অন্ধকারের কারণ অনুসন্ধানের জন্য পুস্তক পাঠ করবেন না। অন্যদের সঙ্গে কথা বললে ঈশ্বর আপনাকে যা বলছেন, শুনতে পাবেন না। যখন আপনি অন্ধকারে আছেন, শুনুন, এবং আপনি যখন আলোতে ফিরে আসবেন, অন্য লোকের জন্য ঈশ্বর আপনাকে মহামূল্য বার্তা দেবেন।

প্রত্যেক অন্ধকার সময়ের পরে, আমাদের আনন্দ ও হৃতমানতার এক সংমিশ্রিত অভিজ্ঞতা লাভ করা উচিত। যদি শুধুই থাকে আনন্দ, তা হলে, আমি প্রশ্ন করি, আমরা কি সত্যিই ঈশ্বরের রব আদৌ শুনেছি! ঈশ্বরের রব শোনার পর আমাদের আনন্দের অভিজ্ঞতা থাকা উচিত, কিন্তু তাঁর রব শুনতে এত সময় লাগার জন্য আমাদের নিজেদের সম্পর্কে হেয়জ্ঞান করা উচিত। তখন আমরা বলব, “ঈশ্বর আমাকে যা বলে চলেছেন, তা শুনতে এবং বুঝতে আমি কত সময় লাগিয়ে দিয়েছি!” তবু ঈশ্বর দিনের পর দিন এমনকী, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এ কথা বলে চলেছেন। কিন্তু একবার যখন আপনি তাঁর রবে কর্ণপাত করেন, তিনি আপনার হৃতমানতার উপহার দেন, যা হৃদয়ের এক কোমলতা আনে — এমন উপহার যা *এখনই* আপনার ঈশ্বরের রব শোনার কারণ হয়ে উঠবে।

১৫ ফেব্রুআরি

‘‘আমি কি আমার ভাইয়ের র(ক?’’

‘‘আমরা কেউ নিজের জন্য জীবনধারণ করি না ...’’ (রোমীয় ১৪ ৭)।

আপনার কি কখনও মনে হয়েছে, অন্য লোকের জন্য আপনি ঈ(্বরের কাছে আত্মিকভাবে দায়ী? উদাহরণস্বরূপ বলি, আমার গোপন নিজস্ব জীবনে আমি যদি ঈ(্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই, আমার চারপাশের প্রত্যেকেই কষ্টভোগ করবে। স্বর্গলোকে তাঁর সঙ্গেই আমরা আসন লাভ করেছি (ইফিসীয় ২ ৬ দেখুন)। ‘‘একটি অঙ্গ ব্যথিত হলে ... সকল অঙ্গই সে-ব্যথা অনুভব করে ...’’ (১ করিন্থীয় ১২ ২৬)। যদি আপনি আপনার জীবনে শারীরিক স্বার্থপরতা, মানসিক অব্যবস্থা, নৈতিক অসংবেনশীলতা, বা আত্মিক দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেন, তা হলে, আপনার সংস্পর্শে যারা আছে, তারা প্রত্যেকেই কষ্টভোগ করবে। কিন্তু আপনি জানতে চান, ‘‘কে এই রকম উচ্চ মানের জীবনযাপন করার যোগ্য?’’ ‘‘... আমাদের যোগ্যতা ঈ(্বর থেকে উদ্ভূত (২ করিন্থীয় ৩ ৫) — কেবল ঈ(্বর থেকে।

‘‘তোমরা আমার সা(ী হবে’’ (প্রেরিত. ১ ৮)। আমরা কতজন আমাদের স্নায়বিক, মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক শক্তি(র প্রত্যেকটি স্পন্দন যীশুখ্রীস্টের জন্য ব্যয় করি? ঈ(্বর যখন *সা(ী* শব্দটি ব্যবহার করেন, তিনি এই কথাই বলতে চান। কিন্তু এ-জন্য সময়ের প্রয়োজন, তাই আত্মস্থ হোন। ঈ(্বর কেন আমাদের পৃথিবীতে রেখেছেন? শুধুই পরিত্রাণ লাভ ও শুচিশুদ্ধ হওয়ার জন্য? না, তাঁর সেবায় আমাদের সত্রি(য় হতে হবে। আমি কি তাঁর জন্য ভগ্ন-(টি ও সেচিত দ্রা(ারস হতে ইচ্ছুক? শুধু এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্যে — প্রভু যীশুখ্রীস্টের উদ্দেশে নর-নারীকে শিষ্যে পরিণত করার কাজে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য — এই যুগ ও এই জীবনের কাছে মূল্যহীন হতে ইচ্ছুক? তাঁর অনির্বচনীয় বিস্ময়কর পরিত্রাণ ও তাঁর উদ্দেশে আমার সেবার জীবনের জন্য আমি তাঁকে বলি, ‘‘ধন্যবাদ তোমাকে।’’ মনে রাখবেন, আমাদের মধ্যে কেউ যদি তাঁর সেবা করতে অস্বীকার করি, তা হলে, তাঁর প(ে আমাদেরও দূরে সরিয়ে দেওয়া খুবই সম্ভব — ‘‘পাছে অন্য লোকদের কাছে প্রচার করিবার পর আমি আপনি কোনত্র(মে অগ্রাহ্য হইয়া পড়ি’’ (১ করিন্থীয় ৯ ২৭)।

১৬ ফেব্রুআরি

আত্মিক উদ্যমের অনুপ্রেরণা

“জাগো, ... উঠে এস মৃতদের মধ্য থেকে ...” (ইফিসীয় ৫ ১৪)।

সমস্ত উদ্যমই, প্রথম পদ(প গ্রহণ করার ইচ্ছা, ঈ(্বর-অনুপ্রাণিত নয়। কোনো একজন আপনাকে বলতে পারে, “ওঠ, চলা শু(কর। তোমার অনিচ্ছার টুঁটি টিপে ধর, তাকে ছুড়ে ফেলে দাও — যা করা দরকার, শুধু তা-ই কর!” কিন্তু এ হল সাধারণ মানবীয় উদ্যম। কিন্তু যখন ঈ(্বরের আত্মা আমাদের কাছে এসে বলেন, “ওঠ, চলা শু(কর,” হঠাৎ আমরা দেখি যে, আমাদের উদ্যম অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েছে।

যৌবনে আমাদের সকলেরই অনেক স্বপ্ন, অনেক উচ্চাকাঙ্(া থাকে, কিন্তু অচিরে বা কিছুদিন পরে বুঝতে পারি যে, সেই সব কাজ রূপায়িত করার শক্তি(আমাদের নেই। যা আমরা করতে চাই, তা করতে পারি না। তাই আমাদের স্বপ্ন, আমাদের উচ্চাকাঙ্(াকে মৃত বলে মনে করি। কিন্তু ঈ(্বর আমাদের কাছে এসে বলেন, “জাগো, ... উঠে এস মৃতদের মধ্য থেকে ...।” ঈ(্বর যখন তাঁর অনুপ্রেরণা পাঠান, তা আমাদের কাছে এমন অলৌকিক শক্তি(পূর্ণভাবে আসে যে, আমরা “মৃতদের মধ্য থেকে জেগে উঠতে” এবং অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারি। আত্মিক উদ্যম সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আমরা “ওঠা এবং চলা শু(” করার পর জীবন এবং শক্তি(আসে। ঈ(্বর আমাদের বিজয়ী জীবন দেন না — তিনি আমাদের জীবন দেন *যেন আমরা বিজয়ী হতে পারি।* যখন ঈ(্বরের অনুপ্রেরণা আসার পর তিনি আমাদের বলেন, “জাগো, উঠে এস মৃতদের মধ্য থেকে...”, আমাদের নিজেদের উঠে দাঁড়াতে হবে(ঈ(্বর আমাদের তুলে ধরবেন না। শুষ্কহস্ত ব্যক্তি(কে আমাদের প্রভু বলেছিলেন, “তোমার হাত বাড়িয়ে দাও” (মথি ১২ ১৩)। লোকটি তাঁর নির্দেশ মানা মাত্র, তার হাত সুস্থ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে উদ্যম নিতে হয়েছিল। বিজয়ী হবার জন্য যদি আমরা উদ্যমী হই, আমরা দেখতে পাব যে, আমরা ঈ(্বরের অনুপ্রেরণা লাভ করেছি, কারণ তিনি তৎ(ণাৎ আমাদের জীবনীশক্তি(দেন।

১৭ ফেব্রুআরি

নিরাশার বি(দ্ধে উদ্যমী হওয়া

“ওঠ, আহার কর” (১ রাজাবলি ১৯ ৫)।

এই অংশে, স্বর্গদূত এলিয়কে কোনো দর্শন দেননি, বা তাঁর কাছে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করেননি, অথবা কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ করতে বলেননি। তিনি এলিয়কে শুধু একটি অত্যন্ত সাধারণ কাজ করতে বলেছিলেন — উঠে আহার করতে বলেছিলেন। আমরা যদি কোনোদিন নিরাশ না হই, আমরা কোনোদিনই প্রাণবন্ত হব না — কেবল ভৌত পদার্থই নিরাশা অনুভব করতে পারে না। মানুষ যদি নিরাশা ভোগ করতে স(ম না হত, তা হলে, আমাদের সুখ ও মহিমা ভোগ করার সামর্থ্য থাকত না। জীবনে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে, যার কারণে আমরা হতাশাগ্রস্ত হই(উদাহরণস্বরূপ, যে-সমস্ত বিষয় মৃত্যুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত(সেগুলির কথা বলা যায়। যখন নিজের সম্পর্কে সমী(া করবেন, আপনার হতাশা ভোগ করার সামর্থ্য সম্পর্কে বিবেচনা করবেন।

ঈ(্বরের আত্মা যখন আমাদের কাছে আসেন, তিনি আমাদের গৌরবময় দর্শন দেন না। তিনি আমাদের কল্পনাসাধ্য সবচেয়ে সাধারণ কাজটিই করতে বলেন। হতাশা আমাদের ঈ(্বরের সৃষ্টির প্রতিদিনের বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কিন্তু ঈ(্বর যখন প্রবেশ করেন, তাঁর প্রেরণা সবচেয়ে স্বাভাবিক, সাধারণ কাজ করার জন্য — এমনই কাজ যে, আমরা কখনও কল্পনাও করতে পারিনি যে, ঈ(্বর তার মধ্যে আছেন, কিন্তু যখন আমরা সেই সব কাজ করি, আমরা সেখানেই তাঁর সন্ধান পাই। এইভাবে আমাদের কাছে যে প্রেরণা আসে, তা নিরাশার বি(দ্ধে এক উদ্যম। কিন্তু ঈ(্বরের অনুপ্রেরণায় প্রথমে আমাদেরই এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু শুধুই নিরাশাকে জয় করার জন্য আমরা যদি কিছু করি, তা হলে নিরাশাকে আমরা আরও গভীর করে তুলি। কিন্তু ঈ(্বরের আত্মা যখন আমাদের কিছু করার জন্য চালনা দান করেন, যে-মুহূর্তে আমরা সেই কাজ করি, আমাদের হতাশা অদৃশ্য হয়ে যায়। যখনই আমরা উঠে আজ্ঞা পালন করি, আমরা জীবনের এক উচ্চতর স্তরে প্রবেশ করি।

১৮ ফেব্রুআরি

হতাশার বি(দ্ধে উদ্যমী হওয়া

“ওঠ, আমরা যাই, ...” (মথি ২৬ ৪৬)।

গেথশিমানি উদ্যানে শিষ্যদের যখন জেগে থাকার কথা, তাঁরা ঘুমাতে চলে গেলেন। এবং তাঁরা যখন একবার উপলব্ধি করলেন যে, তাঁরা কী করছেন, তাঁরা হতাশায় ভেঙে পড়লেন। কোনো অপরিবর্তনীয় কাজ করার চেতনা আমাদের হতাশ করে তোলে। আমরা বলি, “সব কিছু শেষ হয়ে গেছে(এখন আর চেষ্টা করে কী হবে?” যদি আমরা এই ধরনের হতাশাকে ব্যতিত্র(মী বলে মনে করি, তা হলে আমরা ভুল করব। এ মানুষের এক অত্যন্ত সাধারণ অভিজ্ঞতা। আমরা যখন উপলব্ধি করি, একটা চমৎকার সুযোগের সুবিধা আমরা নিতে পারিনি, আমরা হতাশায় ডুবে যাই। কিন্তু যীশু এসে আমাদের প্রেমবশে বলেন, “ এখন ঘুমিয়ে থাক। সেই সুযোগ চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে আর তুমি তা পরিবর্তন করতে পার না। কিন্তু ওঠ, পরবর্তী বিষয়ের দিকে আমরা এগিয়ে যাই।” অন্যভাবে বলা যায়, অতীতকে ঘুমিয়ে থাকতে দাও, কিন্তু খ্রীস্টের মধুর আলিঙ্গনে এস, তাঁর সঙ্গে আমরা এক অজেয় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলি।

এই ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই আসবে। প্রকৃত ঘটনার কারণে আমাদের জীবনে হতাশার মুহূর্ত আসবে এবং এর মধ্য থেকে আমরা নিজেদের বের করে আনতে পারব না। এই ঘটনায়, শিষ্যরা এক পুরাদস্তুর অচিন্তনীয় কাজ করেছিলেন — যীশুর সঙ্গে জেগে থাকার পরিবর্তে তাঁরা ঘুমাতে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রভু শিষ্যদের হতাশার বি(দ্ধে আত্মিক উদ্যম নিয়ে তাঁদের কাছে এগিয়ে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন, “ওঠ, পরবর্তী কাজটা কর।” আমরা যদি ঈ(্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত হই, তা হলে পরবর্তী কাজটি কী? কাজটি হল, একান্তভাবেই তাঁর উপর নির্ভর করতে এবং তাঁর উদ্ধারণের ভিত্তিতে প্রার্থনা করতে হবে।

অতীতের ব্যর্থতার চিন্তাকে আপনার পরবর্তী পদ(পকে হারাতে দেবেন না।

১৯ ফেব্রুআরি

নীরস একঘেঁয়ে কাজের বি(দ্ধে উদ্যমী হওয়া

"জাগ্রত হও, ... আলোয় উদ্ভাসিত হও" (যিশাইয় ৬০ ১)।

যখন একঘেঁয়ে নীরস কাজের বি(দ্ধে উদ্যম নেবার কথা আসে, তখন প্রথম পদ(প হিসাবে আমাদের মনে করতে হবে, ঈ(্বর বলে কেউ ছিলেন না। আমাদের সাহায্যের জন্য ঈ(্বরের অপে(া করে কোনো লাভ নেই, তিনি আমাদের সাহায্য করবেন না। কিন্তু যখন আমরা জাগ্রত হই, আমরা তখনই দেখি যে, তিনি আছেন। ঈ(্বর যখনই আমাদের তাঁর প্রেরণা দেন, অকস্মাৎ উদ্যম গ্রহণ করা এক নৈতিক বিষয় হয়ে ওঠে — আজ্ঞা পালনের বিষয়। তখন আজ্ঞা পালনের জন্য আমাদের সত্রি(য় হতে হবে এবং নিষ্কর্মা হয়ে শুয়ে থাকলে চলবে না। আমরা যদি জাগ্রত ও উদ্ভাসিত হই, নীরস একঘেঁয়ে কাজ আলৌকিকভাবে বদলে যাবে।

আমাদের চরিত্রের অকৃত্রিমতা নির্ধারণের জন্য নীরস কাজ একটি অন্যতম সূক্ষ্মতম পরী(া। আমরা যাকে আদর্শ কাজ বলে মনে করি, নীরস কাজ তার থেকে অনেক দূরে থাকে। এ একেবারেই কঠিন, শ্রমসাধ্য এবং নোংরা কাজ। আমরা যখন এর অভিজ্ঞতা লাভ করি, আমাদের আধ্যাত্মিকতা তৎ(ণাৎ পরী(ায় পড়ে এবং আমরা আত্মিকভাবে খাঁটি কি না জানতে পারব। যোহন ১৩ পাঠ ক(ন। এই অধ্যায়ে আমরা দেখি, দেহায়িত ঈ(্বর নীরস কাজের সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ — মৎস্যজীবীদের পদপ্র(ালন করছেন। এর পর তিনি তাঁদের বললেন, "তোমাদের প্রভু ও গু(হয়ে আমি যদি তোমাদের পা ধুইয়ে দিতে পারি, তা হলে তোমাদেরও পরস্পরের পা ধুইয়ে দেওয়া উচিত" (যোহন ১৩ ১৪)। নীরস কর্মকে যদি এর উপর পতিত ঈ(্বরের আলোয় উদ্ভাসিত হতে হয়, তবে ঈ(্বরের অনুপ্রেরণার প্রয়োজন। কিছু কিছু (ে ত্রে, একজন ব্যক্তি(র কর্মপদ্ধতি কাজটিকে চিরকালের মতো শুচিশুদ্ধ ও পবিত্র করে। হতে পারে, তা প্রতিদিনের একটি সাধারণ কাজ, কিন্তু সম্পাদনের পর আমরা দেখি, তা ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে উঠেছে। ঈ(্বর যখন আমাদের মাধ্যমে কোনো কাজ করেন, তিনি সর্বদা তার পরিবর্তন ঘটান। আমাদের প্রভু মানুষের রক্ত(-মাংসের দেহ ধারণ করে তাকে রূপান্তরিত করেছেন, এবং এখন প্রত্যেক বি(্বাসীর দেহ "পবিত্র আত্মার মন্দিরে" পরিণত হয়েছে (১ করিন্থীয় ৬ ১৯)।

২০ ফেব্রুআরি

দিবাস্বপ্নের বি(দ্ধে উদ্যমী হওয়া

“ওঠ, আমরা এ স্থান থেকে প্রস্থান করি” (যোহন ১৪ ৩১)।

কোনো কাজ সঠিকভাবে করার জন্য স্বপ্ন দেখা ভুল নয়, কিন্তু যখন সে-কাজ করা উচিত, তা না-করে দিবাস্বপ্ন দেখা ভুল। এই অংশে, যীশু তাঁর শিষ্যদের এই সমস্ত সুন্দর বিষয় বলার পর, আমরা আশা করতে পারি যে, প্রভু তাঁদের অন্যত্র গিয়ে সেগুলি ধ্যান করতে বলবেন। কিন্তু যীশু কখনও অলস দিবাস্বপ্নকে বরদাস্ত করেননি। যখন ঈ(রানুসন্ধান এবং আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছাকে আবিষ্কার করা আমাদের উদ্দেশ্য, তখন দিবাস্বপ্ন দেখা সঠিক এবং গ্রহণীয়। কিন্তু ইতোমধ্যেই আমাদের যে-সমস্ত কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখে সময় অপব্যয় করা গ্রহণীয় নয় এবং তার উপর কখনই ঈ(রের আশীর্বাদ থাকে না। ঈ(র আমাদের খোঁচা মেরে সক্রি(য় করে তুলে এই ধ্বংসের দিবাস্বপ্নের বি(দ্ধে উদ্যোগী হবেন। আমাদের প্রতি তাঁর নির্দেশ হবে, “ সেখানে বসে বা দাঁড়িয়ে থেকো না, যাও!”

“... তোমরা ... কিছুকাল বিশ্রাম কর” (মার্ক ৬ ৩১) — যীশুর এ কথা শোনার পর, আমরা যদি শান্তমনে ঈ(রের প্রতী(ায় থাকি, তবে ঈ(রের ইচ্ছা অন্বেষণের জন্য সেটা তাঁরই ধ্যান। ঈ(রের রব শোনার পর, সময়ের অপচয় সম্পর্কে সাবধান হোন। তাঁকে আপনার সমস্ত স্বপ্ন, আনন্দ ও উল্লাসের উৎস হতে দিন এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে পথচলা শু(করার এবং তাঁর বাধ্য হবার জন্য সতর্ক হোন। আপনি যদি কাউকে ভালোবাসেন, আপনি সবসময় বসে থেকে তার সম্পর্কে দিবাস্বপ্ন দেখেন না — আপনি তার কাছে যান এবং তার জন্য কিছু করেন। যীশুও আমাদের কাছ থেকে এই রকমই সক্রি(য়তা প্রত্যাশা করেন। ঈ(রের নির্দেশ শোনার পরও আমরা যদি দিবাস্বপ্ন দেখতে থাকি, তা হলে ইঙ্গিত দেয় যে, তাঁর উপর আমাদের আস্থা নেই।

২১ ফেব্রুআরি

আপনি কি সত্যিই তাঁকে ভালোবাসেন ?

“... এ আমার প্রতি সৎকার্য করিল” (মার্ক ৬ ১৪)।

আমরা যাকে ভালোবাসা বলি, তা যদি আমাদের ছাপিয়ে না-যায়, তা হলে, তা প্রকৃত ভালোবাসা নয়। যদি আমাদের ধারণা থাকে যে, ভালোবাসার চরিত্র হবে সাবধানী, বুদ্ধিপূর্ণ, সমঝদার, কঠোর এবং কখনই চরম অবস্থায় নিয়ে যায় না, তা হলে আমরা এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে ভুল করেছি। একে স্নেহরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে এবং এ এক উষ্ণ অনুভূতি জাগাতে পারে, কিন্তু তা ভালোবাসার প্রকৃত ও যথার্থ বর্ণনা নয়।

আপনি কি ঈশ্বরের জন্য এমন কিছু করতে বাধ্য হয়েছেন, যাকে আপনি উপযোগী বা অবশ্য-কর্তব্য বলে মনে করেননি, অথবা যেখানে আপনার কিছু স্বার্থ আছে বলে মনে না-করে শুধু ঈশ্বরের প্রতি আপনার ভালোবাসার কারণেই করেছেন ? আপনি কি কখনও উপলব্ধি করেছন যে, ঈশ্বরকে আপনি এমন কিছু বিষয় দিতে পারেন, যা তাঁর কাছে মূল্যবান ? অথবা, তাঁর জন্য আপনি যেসব কাজ করতে পারতেন, সেগুলি অবহেলা করে শুধুই তাঁর মুক্তির মহত্ত্বের কথা চিন্তা করে দিবাস্বপ্ন দেখে চলেছেন ? আমি স্বর্গীয় এবং অলৌকিক কাজের কথা বলছি না, সাধারণ, সহজ মানবিক বিষয়গুলির কথা বলছি — যা ঈশ্বরের প্রতি আপনার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রমাণ হিসাবে চিহ্নিত হবে। প্রভু যীশুর হৃদয়ে বেথানির মরিয়ম যা সৃষ্টি করেছিল, আপনি কি কখনও তা সৃষ্টি করতে পেরেছেন ? “... এ আমার প্রতি সৎকার্য করিল।”

কখনও কখও ঈশ্বর দেখতে চান, তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা কতটা খাঁটি, তা দেখাবার জন্য তাঁকে আমরা সমর্পণের ছোটো ছোটো উপহার দিই কি না। আমাদের ব্যক্তিগত পবিত্রতার চেয়ে ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হওয়ার মূল্য অনেক বেশি। আমাদের ব্যক্তিগত পবিত্রতার চিন্তায় আমরা নিজেদের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে রাখি। এবং ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করার ভয়ে, আমাদের চলন-বলন এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অতি মাত্রায় সজাগ থাকি। কিন্তু “ ... শুদ্ধ প্রেম ভয়কে দূর করে” (১ যোহন ৪ ১৮)। “আমি কি কোনো কাজের ?” — আমরা নিজেদের এ প্রশ্ন করব না এবং এই সত্যকে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, আমরা সত্যিই তাঁর কাছে খুব বেশি কাজের নই। কাজের নয়, ঈশ্বরের কাছে মূল্যবান হওয়াই বড়ো বিষয়। ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করলে, তিনি সর্বদা আমাদের মধ্য দিয়ে কাজ করবেন।

২২ ফেব্রুআরি

আত্মিক অধ্যবসায়ে অনুশাসন

"...(াস্ত হও, জেন, আমিই ঈ(্বর" (গীতসংহিতা ৪৬ ১০)।

অধ্যবসায় সহিষু(তার চেয়ে বড়ো। সহিষু(তার সঙ্গে-সঙ্গে চরম আ(্বাস এবং নিশ্চয়তা থাকে যে, আমরা যার প্রতী(া করে আছি, তা ঘটতে চলেছে। অধ্যবসায়ের অর্থ শুধু লেগে থাকার চেয়ে বড়ো কিছু, যা শুধু আমাদের ভয়কেই প্রকাশ করে যে, আমাদের ছেড়ে দিলে আমরা পড়ে যাব। আমাদের নায়ক পরাজিত হতে চলেছেন — অধ্যবসায় আমাদের তা বি(্বাস করতে দেয় না এবং এ-জন্য আমাদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা থাকে। আমাদের সবচেয়ে বড়ো ভয় হয় যে, আমরা নরকে নি(প্ত হব, কিন্তু যীশুখ্রীস্ট কোনোভাবে পরাজিত হবেন, আমাদের ভয় সেখানেই। আমাদের আরও ভয় ভালোবাসা, ন্যায়পরায়ণতা, (মা এবং মানুষের মধ্যে ক(ণার প্রতীক আমাদের প্রভু শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেন না এবং আমাদের জন্য এক অপ্রাপ্য ল(্য হয়ে থাকবেন। তখন আত্মিক অধ্যবসায়ের আহ্বান আসে। এই আহ্বান কিছু না-করে শুধু লেগে থাকার জন্য নয়, কিন্তু জেনে-বুঝে কাজ করতে হবে, সুনিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে, ঈ(্বর কখনই পরাজিত হবেন না।

যদি মনে হয়, আমরা এই মুহূর্তে হতাশ হয়ে পড়েছি, এর অর্থ, সেগুলি শুচিশুদ্ধ হচ্ছে। মানুষের মনের প্রত্যেকটি আশা-আকাঙ্(া বা স্বপ্ন পূরণ হবে, যদি তা মহান এবং ঈ(্বরের হয়। কিন্তু ঈ(্বরের জন্য প্রতী(া করা জীবনের অন্যতম একটি সবচেয়ে বড়ো চাপ। "তুমি আমার নির্দেশে ধৈর্য ধারণ করেছ ..." (প্রকাশিত বাক্য ৩ ১০), তাই তিনি আমাদের আশা পূরণ করবেন।

আত্মিকভাবে অধ্যবসায় করে চলুন।

২৩ ফেব্রুআরি

সেবা করার সিদ্ধান্ত

“মানবপুত্র এসেছেন সেবা পেতে নয়, সেবা করতে ...” (মথি ২৪ ২৮)।

যীশু আরও বলেছিলেন, “আমি তোমাদের মাঝে সেবকরূপে রয়েছি” (লুক ২২ ২৭)। সেবা সম্পর্কে পৌলের ধারণা ছিল আমাদের প্রভুর মতোই — “... নিজেদের পরিচয় দিই তোমাদের দাস বলে” (২ করিন্থীয় ৪ ৫)। যে ভাবেই হোক আমাদের ধারণা যে, যে-ব্যক্তি(সেবকের ভূমিকায় আহ্বান লাভ করেছেন, তাঁকে হতে হবে ভিন্ন প্রকৃতির এবং অন্য মানুষের ঊর্ধ্বে। কিন্তু যীশুখ্রীস্টের মতানুসারে, তিনি অন্যদের ‘পাপোশ’ হবার জন্য, তাদের আত্মিক নেতা হবার জন্য আহূত, কখনই তাদের ঊর্ধ্বতনরূপে নয়। পৌল বলেছিলেন, “আমি দীন হতে জানি...।” সেবা সম্পকে পৌলের ধারণা ছিল, অন্যদের জন্য জীবনের শেষ বিন্দু পর্যন্ত ঢেলে দিতে হবে। এবং তিনি প্রশংসা পেলেন, কি বদনামের ভাগী হলেন, কোনোই তফাত নেই। যত(ণ একজন মানুষের কাছেও যীশু অজানা থেকে যাবেন, যীশুকে না-জানা পর্যন্ত তিনি সেই ব্যক্তি(র কাছে ঋণী থেকে যাবেন। কিন্তু পৌলের সেবার অন্তরালে অন্যদের প্রতি ভালোবাসা প্রধান প্রেরণা ছিল না, প্রেরণা ছিল প্রভুর প্রতি তাঁর ভালোবাসা। মানুষের জন্য যদি আমাদের ঈ(্বর-ভক্তি(হয়, তবে আমরা শীঘ্রই পরাজিত ও নিরাশ হব, কারণ প্রায়ই আমাদের অন্য লোকদের অনেক অকৃতজ্ঞতার সামনাসামনি হতে হবে। কিন্তু ঈ(্বরের প্রতি ভালোবাসা যদি আমাদের প্রেরণা হয়, তা হলে, কোনো ধরনেরই অকৃতজ্ঞতা অন্যদের সেবায় আমাদের বাধা দিতে পারবে না।

খ্রীস্ট তাঁর সঙ্গে কী রকম আচরণ করেছিলেন, পৌলের এই বোধই ছিল অন্যদের সেবার জন্য তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের রহস্য। “অতীতে আমি তাঁর কুৎসা করেছি, তাঁকে নির্যাতন করেছি, লাঞ্ছিত করেছি, ... আমি না জেনে ... করেছি” (১ তীমথি ১ ১৩)। অন্যভাবে বলা যায়, লোকে পৌলের সঙ্গে যত খারাপ আচরণই ক(ক, একই মাত্রায় ঘৃণা এবং বি(দ্ধতা তারা কখনই করতে পারবে না, যা তিনি যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে করেছিলেন। একবার যখন আমরা উপলব্ধি করি যে, আমাদের তুচ্ছতা, আমাদের স্বার্থপরতা, এবং আমাদের পাপ সত্ত্বেও যীশু আমাদের সেবা করেছিলেন, তাঁরই জন্য আমাদের অন্যদের সেবা করার সিদ্ধান্তকে কোনো কিছুই বানচাল করতে পারবে না।

২৪ ফেব্রুআরি

বলিদানের আনন্দ

“ তোমাদের জন্য আমি সানন্দে আমার যথাসর্বস্ব, এমনকী, নিজেকেও নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত”(২ করিন্থীয় ১২ ১৫)।

একবার যখন “পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়কে ঐ(্বরিক প্রেমে প-াবিত” করে (রোমীয় ৫ ৫), আমরা সানন্দে স্বেচ্ছায় যীশুখ্রীস্টের স্বার্থ এবং অন্যদের জীবনের উদ্দেশ্যর সঙ্গে নিজেদের এক করে তুলি। এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যীশুর স্বার্থ আছে। খ্রীস্টীয় সেবাব্রতে আমাদের নিজস্ব স্বার্থ এবং বাসনার দ্বারা চালিত হবার অধিকার নেই। প্রকৃতপ(, যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে সম্বন্ধের (ে ত্রে এ আমাদের অন্যতম বড়ো একটি পরী(া। বলিদানের আনন্দ হল, আমার বন্ধু, যীশুর জন্য আমি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করি (যোহন ১৫ ১৩ দেখুন)। আমি হেলাফেলায় আমার জীবনকে ছুড়ে ফেলে দিই না, কিন্তু তাঁর জন্য এবং অন্য মানুষের জন্য তাঁর স্বার্থে আমার জীবনকে আমি উৎসর্গ করি। আমার নিজের স্বার্থে বা নিজের কারণে আমি তা করি না। শুধু একটি উদ্দেশ্যেই পৌল তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছিলেন — যীশুখ্রীস্টের প(ে তিনি যেন মানুষকে জয় করতে পারেন। পৌল নিজের দিকে নয়, সর্বদা তাঁর প্রভুর দিকে মানুষকে আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “সর্বথা কতকগুলি লোককে পরিত্রাণ করিবার জন্য আমি সর্বজনের কাছে সর্ববিধ হইলাম” (১ করিন্থীয় ৯ ২২)।

কেউ যখন চিন্তা করে, পবিত্র জীবনের বিকাশের জন্য তিনিই সর্বদা ঈ(্বরের সঙ্গে একান্তে থাকবেন, তিনি অন্য লোকের আর কোনো কাজেই লাগেন না। এ যেন তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেন এবং বাকি সমাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। পৌল একজন পবিত্র ব্যক্তি(ছিলেন, কিন্তু তিনি যেখানেই গেছেন, যীশুখ্রীস্টকে তাঁর জীবনে হস্ত(প করতে দিয়েছেন। আমাদের অনেকেরই শুধু নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধিই একমাত্র ল(্য, এবং যীশু আমাদের জীবনে সাহায্য করতে পারেন না। কিন্তু আমাদের আত্মসমর্পণ যদি হয় পরিপূর্ণ, তা হলে সেবার (ে ত্রে আমাদের নিজস্ব কোনো ল(্য থাকে না। পৌল বলেছেন, অপমানজনক মনে না-করে কীভাবে অন্য লোকের জন্য “পাপোশ” হতে হয়, তা তিনি জানতেন। কারণ যীশুর প্রতি অনুরাগই ছিল তাঁর জীবনের প্রেরণা। আমরা যীশুর প্রতি নিবেদিত হতে চাই না, তাঁর কাছে পূর্ণ সমর্পণের চেয়ে যা আমাদের আরও বেশি আত্মিক স্বাধীনতার অনুমতি দেবে, তারই কাছে সমর্পণ করতে চাই। স্বাধীনতা লাভ করা পৌলের আদৌ উদ্দেশ্য ছিল না। প্রকৃত প(, তিনি বলেছিলেন, “... আমার সেই ভাইদের জন্য আমি নিজে খ্রীস্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অভিশপ্ত হতেও রাজি হতাম” (রোমীয় ৯ ৩)। পৌলের তর্ক করার যোগ্যতা কি হারিয়ে গেছে? আদৌ না! যে ভালোবাসে, তার প(ে এ অতিশয়োক্তি(নয়। এবং পৌল যীশুখ্রীস্টের প্রেমে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

২৫ ফেব্রুআরি

সেবার নিঃসঙ্গতা

"... আমি তোমাদের বেশি ভালোবাসি বলেই কি তোমরা আমায় কম ভালোবাসবে?" (২ করিন্‌থীয় ১২ ১৫)।

সাধারণ মানবিক প্রেম পরিবর্তে কিছু প্রত্যাশা করে। কিন্তু পৌল বলছেন, "তুমি আমাকে ভালোবাস কি না, কোনো তফাত নেই। আমি যে-কোনো ভাবেই হোক, পরিত্যক্ত(হবার জন্য প্রস্তুত। আমি দারিদ্র-পীড়িত হতেও প্রস্তুত, শুধু তোমার কারণে নয়, কিন্তু আমি যেন তোমাকে ঈ(্বরের জন্য লাভ করতেও পারি।" "তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের কথা জান। তিনি ধনী হয়েও তোমাদের জন্য দরিদ্র হলেন, যেন তাঁর দারিদ্র বরণে তোমরা ধনী হতে পার। ..." (২ করিন্‌থীয় ৮ ৯)। সেবা সম্পর্কে পৌলের ধারণা ছিল আমাদের প্রভুর মতোই। এ জন্য তাঁকে কত উচ্চমূল্য দিতে হবে, সে-বিষয়ে তিনি দৃষ্টিপাত করতেন না — তিনি সানন্দে তা দিতে প্রস্তুত। পৌলের কাছে এ ছিল এক আনন্দময় বিষয়।

প্রাতিষ্ঠানিক মণ্ডলীর ঈ(্বরের সেবক সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে যীশুখ্রীস্টের ধারণার সাদৃশ্য নেই। তাঁর ধারণা, অন্যদের সেবক হয়েই আমরা তাঁর সেবা করি। যীশুখ্রীস্ট আসলে সমাজবাদীদেরও ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সকলের সেবকই হবে তাঁর রাজ্যে মহত্তম ব্যক্তি((মথি ২৩ ১১ দেখুন)। একজন পুণ্যজন সুসমাচার প্রচার করতে ইচ্ছুক কি না, সেটা তাঁর আসল পরী(া নয়, শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেবার মতো কোনো কাজ করতে প্রস্তুত কি না — অর্থাৎ মানুষের কাছে যা গু(ত্বহীন, কিন্তু ঈ(্বরের কাছে যা সবকিছু — তা করতে ইচ্ছুক কি না, সেটাই তাঁর আসল পরী(া। অন্যদের জীবনে ঈ(্বরের আগ্রহের জন্য পৌল সানন্দে তাঁর জীবন ব্যয় করতে প্রস্তুত এবং এ জন্য তাঁকে কী মূল্য দিতে হবে, সে-বিষয়ে তিনি গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু আমরা সেবা করার আগে, আমাদের ব্যক্তি(গত ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে একটু চিন্তা করব "যদি ঈ(্বর আমাকে ওখানে পাঠাতে চান, তা হলে কী হবে? আমার বেতন কী হবে? সেখানকার আবহাওয়া কেমন? কে আমার যত্ন-আত্তি করবে? এই সমস্ত বিষয়গুলি একজন ব্যক্তি(নিশ্চয়ই বিবেচনা করবে।" এই কথাগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, ঈ(্বরের সেবা করা সম্পর্কে আমাদের কিছু বাধা আছে। কিন্তু প্রেরিতশিষ্য পৌল কোনো শর্ত আরোপ করেননি বা তাঁর কোনো বাধা ছিল না। নতুন নিয়মের পবিত্রজন সম্পর্কে যীশুখ্রীস্টের ধারণার উপর পৌল তাঁর জীবনকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন(অর্থাৎ যে শুধু সুসমাচারই প্রচার করবে না, কিন্তু যে অন্যদের জন্য নিজেকে প্রভু যীশুর হাতে ভগ্ন (টি ও সেচিত দ্রা(ারসরূপে তুলে দেয়।

২৬ ফেব্রুআরি

যীশুর বিষয়ে আমাদের সন্দেহ

“সেই নারী তাঁকে বলল, আপনার তো কলসি নেই, আর কুয়োটিও গভীর...” (যোহন ৪ ১১)।

আপনি কি কখনও নিজেকে এ কথা বলেছেন যে, “ঈ(রের বাক্যের বিস্ময়কর সত্যে আমি প্রভাবিত, কিন্তু তিনি আমার কাছে প্রত্যাশা করতে পারেন না যে, সেই মান অনুসারে আমি জীবযাপন করব।” যখন যীশুখ্রীস্টের গুণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে আমরা তাঁর মুখোমুখি হই, আমাদের আচরণে আমরা আত্মিক শ্রেষ্ঠতা দেখাই। আমরা মনে করি, তাঁর আদর্শ উচ্চ মার্গের, কিন্তু আমরা বি(াস করি, তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সংশ্রব নেই — তিনি যা বলেন, আসলে তা করা যায় না। আমাদের জীবনের কোনো-না-কোনো (ে ত্রে আমরা যীশুর সম্পর্কে এ রকম চিন্তা করি। আমাদের মনের বিভিন্ন প্র(যখন ঈ(রের কাছ থেকে আমাদের দৃষ্টিকে সরিয়ে নেয়, যীশুর সম্পর্কে এই সব সন্দেহ বা আশঙ্কা শু(হয়। আমরা যখন তাঁর সঙ্গে আমাদের আচরণ সম্পর্কে কথা বলি, অন্যরা আমাদের জিজ্ঞাসা করে, “জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তুমি কোথা থেকে পাবে? তুমি কোথায় যাবে? কে তোমার দেখভাল করবে?” অথবা যখন আমরা যীশুকে বলি, আমাদের পরিস্থিতি তাঁর জন্য কিছুটা প্রতিকূল, তখন আমাদের মধ্যে সন্দেহের কাজ শু(হয়। আমরা বলি, “এ কথা বলা সহজ যে, ‘প্রভুতে নির্ভর কর’, কিন্তু একজন মানুষকে তো বেঁচে থাকতে হবে(আর তা ছাড়া, যীশুর কাছে জল তোলবার মতো কিছু নেই — এই সমস্ত জিনিস দেবার মতো কোনো সংস্থান নেই। “যীশুর বিষয়ে আমার কোনো রকম সন্দেহ নেই, সন্দেহ কেবল নিজের সম্পর্কে” — এ কথা বলে ধর্মীয় প্রতারণা সম্পর্কে সাবধান হোন। যদি আমরা সৎ হই, আমরা স্বীকার করব যে, আমাদের নিজেদের সম্পর্কে কখনও কোনো সন্দেহ বা আশঙ্কা নেই, কারণ আমরা ভালোভাবেই জানি, আমাদের কী করবার যোগ্যতা আছে বা কী কী করবার যোগ্যতা নেই। কিন্তু আমরা যীশু সম্পর্কে সন্দিহান। এমনকী, আমরা যা পারি না, তিনি তা করতে পারেন — এই চিন্তাতেও আমাদের গর্ব আহত হয়।

আমি নিজের অন্তরে সন্ধান করি, তিনি যা বলেন, কীভাবে তিনি তা করবেন এবং এই তথ্য আমার মনে সন্দেহ জাগায়। আমার হীনমন্যতার অতল থেকে আমার সন্দেহের নির্ঝর জেগে ওঠে। আমার মধ্যেকার এই সব সন্দেহকে আমি নির্দ্বিধায় স্বীকার করব, “প্রভু, তোমার সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল। তোমার যোগ্যতায় আমি বি(াস করিনি, শুধু বি(াস করেছি নিজের যোগ্যতায়। আমার সীমিত বোধবুদ্ধিতে আমি তোমার সর্বশক্তি(মান তার (মতাকে বি(াস করিনি।”

২৭ ফেব্রুআরি

“তা হলে কোথা থেকে আপনি জীবন-বারি পারেন?” (যোহন ৪ ১১)

“কুয়োটিও গভীর” — এত গভীর প্র্ন কোনো শমরীয় নারী জানত না! (৪ ১১)। মানবিক প্রকৃতি এবং মানবিক জীবনের গভীরতা সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন(আপনার মনের “কুয়োটির” গভীরতা ভেবে দেখুন। যীশুর সেবাকার্যকে আপনি কি এমনভাবে খর্ব বা অ(ম করে তুলেছেন যে, তিনি আপনার জীবনে কাজ করতে পারছেন না? মনে ক(ন, আপনার অন্তরে আঘাতের এবং উদ্বেগের এক গভীর “কুয়ো” আছে এবং যীশু আপনার কাছে এসে বলেন, “তোমাদের অন্তরকে উদ্বিগ্ন হতে দিয়ো না” (যোহন ১৪ ১) , আপনি কি অবহেলায় বলবেন, “কিন্তু প্রভু, কুয়োটি খুব গভীর(এমনকী, প্রভু তুমিও এ থেকে স্বস্তি ও আরাম বের করতে পারবে না।” আসলে, এ কথা ঠিকই, যীশু মানুষের স্বভাবের কুয়ো থেকে কোনো কিছুই তুলে আনতে পারেন না — তিনি সেগুলি ঊর্ধ্ব থেকে নীচে নিয়ে আসেন। আমরা ইস্রায়েলের পবিত্র পুরষকে অতীতের আমাদের কিছু কাজ করার অনুমতি দিয়েছি এবং সে-কথা স্মরণ করে আমরা তাঁকে সীমিত করে তুলেছি। এমনকী, এ কথাও বলেছি, “অবশ্য, এই বিশেষ কাজটি প্রভু করতে পারবেন বলে আমি প্রত্যাশাও করি না।” যীশুর শিষ্যরূপে আমাদের বি্বাস করতে হবে যে, যে-বিষয় তাঁর (মতার সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তিনি তা করবেন। যখন আমরা ভুলে যাই যে, তিনি সর্বশক্তি(মান, আমরা তাঁর সেবাকাজকে খর্ব ও দুর্বল করে তুলি। অ(মতা আমাদের মধ্যে, তাঁর মধ্যে নয়। আমাদের সান্ত্বনাদাতা ও সমব্যথী হওয়ার জন্য আমরা যীশুর কাছে আসব, কিন্তু তাঁকে আমাদের সর্বশক্তি(মান ঈ(্বররূপে স্বীকার করে আমরা তাঁর কাছে আসতে চাই না।

আমরা অনেকেই খ্রীস্টের শিষ্য হিসাবে বাজে উদাহরণ স্থাপন করি। এর কারণ, খ্রীস্ট সর্বশক্তি(মান — এ কথা উপলব্ধি করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের খ্রীস্টীয় গুণাবলি আছে, অভিজ্ঞতাও আছে, কিন্তু যীশুর প্রতি ত্যাগ বা সমর্পণ নেই। আমরা যখন কঠিন পরিস্থিতিতে পতিত হই, “অবশ্য তিনি এ বিষয়ে কিছু করতে পারেন না” — এ কথা বলে তাঁর সেবাকাজকে খর্ব করি। আমরা আমাদের নিজস্ব কুয়োর গভীরে পৌঁছবার জন্য সংগ্রাম করি, নিজেদের জন্য জল পাবার চেষ্টা করি। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থেকে এ কথা যেন না বলি, “এ করা যায় না”। আপনাকে জানতে হবে, যদি যীশুর প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন, এ কাজ অবশ্যই করা যায়। আপনার অযোগ্যতার কুয়ো অত্যন্ত গভীর, কিন্তু নিজের দিকে দৃষ্টিপাত না-করে যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার চেষ্টা ক(ন।

২৮ ফেব্রুআরি

‘‘এ বার তোমরা বিশ্বাস করলে?’’

‘‘… এতেই আমরা বিশ্বাস করেছি। … যীশু তাঁদের বললেন, এ বার তোমরা বিশ্বাস করলে?’’ (যোহন ১৬ ৩০-৩১)।

‘‘এখন আমরা বিশ্বাস করি।’’ কিন্তু যীশু জানতে চান, ‘‘এ বার তোমরা বিশ্বাস করলে? দেখ, এমন সময় আসছে … যখন তোমরা সকলে … আমাকে একলা ফেলে চলে যাবে …’’ (১৬ ৩০-৩১)। বহু খ্রীস্টীয় কর্মী যীশুকে একলা ছেড়ে চলে গেছেন এবং তবুও কর্তব্যের খাতিরে অথবা তাঁদের উপলব্ধি অনুসারে একে প্রয়োজনীয় মনে করে তাঁর সেবা করেন। আসলে, যীশুর পুনরুত্থিত জীবনের অভাবই এর কারণ। আমরা আমাদের নিজস্ব ধর্মীয় বোধকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে আমাদের আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে (হিতোপদেশ ৩ ৫-৬ দেখুন)। এ আমাদের স্বেচ্ছাকৃত পাপ নয় এবং এর সঙ্গে কোনো শাস্তিও জড়িত নয়। কোনো ব্যক্তি যখন একবার উপলব্ধি করেন, কীভাবে তিনি যীশুকে বুঝতে ভুল করেছেন এবং নিজের জন্য অনিশ্চয়তা, দুঃখ এবং প্রতিকূলতার কারণ হয়েছেন, তাঁকে লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গে ফিরে আসতে হবে।

আমরা এখন যীশুর পুনরুত্থিত জীবনের উপর যেভাবে নির্ভর করি, আমাদের আরও গভীরভাবে নির্ভর করা প্রয়োজন। আমাদের নিজস্ব সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিয়ে তার পর তাঁকে আশীর্বাদ করতে বলার পরিবর্তে সর্ববিষয়ে তাঁর উপদেশ সন্ধান করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে আমাদের। তিনি সেগুলিতে আশীর্বাদ করতে পারেন না(এ রকম করা তাঁর কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সেই সব সিদ্ধান্ত বাস্তবতা বহির্ভূত। আমরা যদি শুধুই কর্তব্যের তাগিদে কিছু করি, আমরা এমন একটা স্তরে জীবনযাপন করার চেষ্টা করছি, যা যীশুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আমরা গর্বান্ধ, উদ্ধত হয়ে উঠি, মনে করি, যে-কোনো পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, আমরা তা জানি। আমাদের জীবন-সিংহাসনে যীশুর পুনরুত্থিত জীবনকে স্থাপন না-করে, আমরা আমাদের কর্তব্যবোধকে স্থাপন করেছি। আমাদের বিবেকের বা কর্তব্যবোধের ‘আলোয়’ পথ চলতে বলা হয়নি, আমাদের বলা হয়েছে, *‘‘তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও … তেমনই জ্যোতিতে চলি’’* (১ যোহন ১ ৭)। যখন কর্তব্যবোধে কোনো কাজ করি, তখন অন্যদের কাছে সহজেই তার কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু প্রভুর প্রতি আনুগত্যের কারণে যখন কোনো কাজ করি, সেখানে আনুগত্য ছাড়া আর কিছুই ব্যাখ্যা করার মতো থাকে না। এই কারণেই একজন পবিত্রজন এত সহজেই বিদ্রুপের পাত্র হন এবং লোকে তাঁকে ভুল বোঝে।

২৯ ফেব্রুআরি

আপনি কী চান, প্রভু আপনার জন্য কী করবেন ?

“তুমি কী চাও ? তোমার জন্য আমি কী করব ? সে বলল, প্রভু, আমি যেন দেখতে পাই” (লুক ১৮ ৪১)।

আপনার জীবনে এমন কিছু আছে কি, যা শুধু আপনাকেই বিরত্ত(করে না, অন্যদের কাছেও বিরত্তি(কর হয়ে ওঠে ? যদি তা-ই হয়, এ এমন একটি বিষয়, যা আপনি নিজে নিজে সামলাতে পারবেন না। “সামনে যারা ছিল, তারা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল, কিন্তু সে আরও জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল ...” (১৮ ৩৯)। স্বয়ং প্রভু যীশুর মুখোমুখি না-হওয়া পর্যন্ত আপনার অশান্তি, বিরত্তি(ধরে রাখুন। সাধারণ জ্ঞানে দেবাত্মারোপ করবেন না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না-করে আমরা শান্ত মনে বসে থেকে আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে ঈ্বরকে স্থান দিই। যীশু যখন আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, যে অবি্বাস্য সমস্যাগুলি আমাদের উদ্বেল করে তুলেছে, আমরা কী চাই, সেগুলি নিয়ে তিনি কী করবেন, মনে রাখবেন, তিনি সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে কাজ করেন না, তিনি কাজ করেন অতিলৌকিকভাবে।

অতীতে আমাদের জন্য প্রভুকে যা করতে দিয়েছি, ল(ক(ন, শুধু সে-কথা স্মরণ করে আমরা তাঁকে কত সীমাবদ্ধ করে দিয়েছি। আমরা বলি, “সেখানে আমি অনবরত ব্যর্থ হয়েছি, এবং ব্যর্থ হতেই থাকব।” এর ফলস্বরূপ আমরা যা চাই, তা যাচনা করি না। বরং, আমরা ভাবি, “ঈ্বরকে এ কাজ করতে বলা হাস্যকর।” যদি এ এক অসম্ভব বিষয় হয়, তবে সেই বিষয়টিই আমাদের চাইতে হবে। যদি এটি অসম্ভব বিষয় না-হয়, তা হলে এ প্রকৃত অশান্তি নয়। এবং যা একান্তভাবেই অসম্ভব, ঈ্বর সেই কাজটিই করবেন।

এই লোকটি তার দৃষ্টিশত্তি(ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু আপনার প(সবচেয়ে অসম্ভব বিষয় হল, প্রভুর সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে একাত্ম হতে হবে যে, আ(রিক ভাবেই আপনার পুরানো জীবনের কোনো অবশিষ্ট থাকবে না। আপনি চাইলে, ঈ্বর তা করবেন। কিন্তু আপনাকে বি্বাস করতে হবে যে, তিনি সর্বশত্তি(মান। শুধু যীশুর কথায় বি্বাস করে আমরা বি্বাসের খোঁজ পাই না, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, স্বয়ং যীশুর উপর আস্থা স্থাপন করে পাই। তিনি যা বলেন, যদি শুধু সে-দিকেই দৃষ্টি দিই, আমরা কোনোদিনই বি্বাস করব না। একবার যখন শুধু সে-দিকেই দৃষ্টি দিই, যে-অসম্ভব কাজগুলি তিনি আমাদের জীবনে করেন, তা ্বাস-প্র্বাসের মতোই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আমাদের নিজেদের অন্তরের স্বেচ্ছাকৃত অগভীরতার কারণে আমরা যন্ত্রণাভোগ করি। আমরা বি্বাস করব না(দড়ি খুলে দিয়ে নৌকাকে পাড়ে ভিড়তে দেব না — আমরা পছন্দ করি দুশ্চিন্তা করতে।

১ মার্চ

মর্মভেদী প্রশ্ন

"তুমি কি আমাকে ভালোবাস?" (যোহন ২১ ১৭)।

এই মর্মভেদী প্রশ্নের উত্তরে পিতর যা বলেছিলেন, কয়েকদিন পূর্বের তাঁর সাহসী ঘোষণার - "আপনার সঙ্গে যদি আমাকে মরতেও হয়, তা হলেও আমি কখনও আপনাকে অস্বীকারে করব না" (মথি ২৬ ৩৫; আরও দেখুন ৩৩-৩৪ পদ) — সঙ্গে বেশ পার্থক্য আছে। আমাদের স্বাভাবিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা আমাদের প্রাকৃতিক সত্তা অকপটে এর অনুভূতি প্রকাশ করে। কিন্তু আমাদের অন্তরের অধ্যাত্মসত্তার প্রকৃত ভালোবাসা একমাত্র যীশুখ্রীস্টের এই প্রশ্নের আঘাতজনিত অভিজ্ঞতার দ্বারা আবিষ্কার করা যেতে পারে। যে-কোন স্বাভাবিক মানুষ যেমন কোনো সৎ, ভালো লোককে ভালোবাসে, পিতর যীশুকে ভালোবাসতেন সেইভাবে। তবু এ আবেগগত ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ভালোবাসা আমাদের প্রাকৃতিক সত্তায় গভীরভাবে পৌঁছতে পারে, কিন্তু এ কখনই কোনো ব্যক্তির প্রাণে প্রবেশ করতে পারে না। প্রকৃত ভালোবাসা কখনও নিজেকে জাহির করে না। যীশু বলেছিলেন, "লোকের সামনে যে আমাকে স্বীকার করবে [অর্থাৎ শুধু তার মুখের কথায় নয়, তার সমস্ত কাজের দ্বারা তার ভালোবাসা স্বীকার], মানব-পুত্রও তাকে ঈশ্বরের দূতবাহিনীর সাক্ষাতে স্বীকার করবেন" (লুক ১২ ৮)।

আমরা যতক্ষণ না আমাদের সম্পর্কিত প্রত্যেকটি শঠতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আঘাতের অভিজ্ঞতা লাভ করছি, আমাদের জীবনে আমরা বাক্যের কার্যকে বাধা দিয়েছি। পাপ আমাদের যত না আঘাত করে, ঈশ্বরের বাক্য তার চেয়েও বেশি আঘাত করে, কারণ পাপ আমাদের চেতনাকে ভোঁতা করে দেয়। কিন্তু প্রভুর এই প্রশ্ন আমাদের স্পর্শকাতরতাকে এমনভাবে তীব্র করে তোলে যে, যীশুর দ্বারা উৎপন্ন এই আঘাত সবচেয়ে কল্পনাসাধ্য তীব্র বেদনা। এ শুধু প্রাকৃতিক স্তরেই আঘাত করে না, গভীরতর আত্মিক স্তরেও আঘাত করে। "ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও সক্রিয়, ... মন, আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা ভেদ করে ..." — এমন স্তর পর্যন্ত যে, তখন আর কোনো ছলনা অবশিষ্ট থাকে না (হিব্রীয় ৪ ১২)। প্রভু যখন আমাদের এই প্রশ্ন করেন, তখন চিন্তা করা ও যথাযথভাবে উত্তর দেওয়া অসম্ভব, কারণ প্রভু যখন সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, তখন যন্ত্রণা অত্যন্ত তীব্র হয়। এ এমন তীব্র বেদনার কারণ হয় যে, আমাদের জীবনের যে-কানো অঙ্গ তাঁর ইচ্ছার বাইরে থাকতে পারে, সে-সব ওই বেদনা অনুভব করতে পারে। তাঁর সন্তানরা প্রভুর বাক্যের যন্ত্রণা অনুভব করতে কখনও ভুল করে না, কিন্তু যে-মুহূর্তে সেই যন্ত্রণা অনুভূত হয়, সেই মুহূর্তে ঈশ্বর তাঁর সত্যকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন।

২ মার্চ

প্রভুর দেওয়া যন্ত্রণা কি আপনি অনুভব করেছেন ?

"তিনি তাঁকে তৃতীয়বার বললেন, .. তুমি কি আমায় ভালোবাস ?" (যোহন ২১ ১৭)।

আপনি কি কখনও প্রভুর দেওয়া যন্ত্রণা আপনার সত্তার কেন্দ্রে, আপনার জীবনের সবচেয়ে স্পর্শকাতর (ত্রের গভীরে অনভব করেছেন ? শয়তান কখনও সেখানে যন্ত্রণা দেয় না, পাপ এবং মানবিক আবেগও দেয় না। ঈ(রের বাক্য ছাড়া আর কোনো কিছুই আমাদের সত্তার সেই অংশে পৌঁছতে পারে না। "তৃতীয়বার যীশু 'তুমি কি আমায় ভালোবাস'—এ কথা জিজ্ঞাসা করায় পিতর খুব (ণ্ণ হলেন।" তবু তিনি সজাগ ছিলেন যে, তাঁর ব্যক্তি(গত জীবনের কেন্দ্রে তিনি যীশুর প্রতি নিবেদিত। এবং তখন তিনি যীশুর ধৈর্যশীল প্র(ের অর্থ উপলব্ধি করতে শু(করলেন। পিতরের মনে সামান্যতম সন্দেহ অবশিষ্ট নেই(তিনি আর কখনও প্রতারিত হতে পারেন না। কোনো আবেগপূর্ণ উত্তর, কোনো তাৎ(ণিক সত্রি(য়তা বা আবেগময় প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। তিনি প্রভুকে কতটা ভালোবাসতেন, এ ছিল তাঁর কাছে সেই উপলব্ধির প্রকাশ। সবিস্ময়ে তিনি শুধু বললেন, "প্রভু, আপনি তো সবই জানেন ...।" পিতর দেখতে পেলেন, তিনি যীশুকে কত ভালোবাসতেন, এবং বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না, "আমার ভালোবাসার প্রমাণ স্বরূপ এটা দেখ, বা ওটা দেখ।" পিতর শুধু তাঁর অন্তরে আবিষ্কার করতে শু(করলেন, তিনি প্রভুকে কতটা ভালোবাসতেন। তিনি আবিষ্কার করলেন, তাঁর দৃষ্টি যীশুর প্রতি এমনই ভাবে নিবদ্ধ যে, ঊর্ধ্বে আকাশে, নিচে পৃথিবীতে তিনি আর কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু যত(ণ না প্রভুর তী(, আঘাতজনক প্র(তাঁকে বিদ্ধ করেছিল, তিনি তা জানতে পারেননি। প্রভুর প্র(সর্বদা আমার নিজের কাছে আমার সত্য প্রকাশ করে।

পিতরের সঙ্গে যীশুখ্রীস্টের ধৈর্যশীল স্পষ্টবাদিতা এবং দ(তা আমাদের মনে বিস্ময় উদ্রেক করে। সঠিক সময়ের পূর্বে যীশু কখনও প্র(করেন না। বিরল, কিন্তু সম্ভবত আমাদের জীবনে তিনি অন্তত এক বারও এমন স্থানে নিয়ে যাবেন, যেখানে তিনি তাঁর মর্মভেদী প্র(ে আমাদের জর্জরিত করবেন। তখন আমরা উপলব্ধি করব যে, আমরা তাঁকে এত গভীরভাবে ভালোবাসি যে, মুখের কথায় আমরা তা প্রকাশ করতে পারি না।

৩ মার্চ

আমাদের উপর অর্পিত তাঁর কর্মভার

"আমার মেষগুলিকে চরাও" (যোহন ২১ ১৭)।

এ স্বয়ংসম্পূর্ণ ভালোবাসা। ঈশ্বরের ভালোবাসা সৃষ্ট হয় না — এ তাঁর প্রকৃতি। আমরা যখন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে খ্রীস্টের জীবন লাভ করি, ঈশ্বরের সঙ্গে তিনি আমাদের মিলন ঘটান, যেন তাঁর ভালোবাসা আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়। শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন ঘটানোই আমাদের অন্তর্যামী পবিত্র আত্মার লক্ষ্য নয়, কিন্তু প্রভু যীশু যেমন পিতার সঙ্গে এক ছিলেন, ঠিক সেইভাবে তিনি আমাদের এক করেন। যীশু খ্রীস্টের সঙ্গে পিতার কী ধরনের একাত্মতা ছিল? তাঁর সঙ্গে পিতার এমনই একাত্মতা ছিল যে, আমাদের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করতে পিতা তাঁকে এখানে, পৃথিবীতে পাঠালে তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে তার অনুগত হয়েছিলেন। এবং তিনি আমাদের বলেন, "পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, তেমনই আমিও তোমাদের পাঠাচ্ছি" (যোহন ২০ ২১)।

প্রভুর মর্মভেদী প্রশ্নে তাঁর মনে যে-প্রকাশ ঘটেছিল, সেই কারণে পিতর এখন উপলব্ধি করেন যে, তিনি প্রভুকে ভালোবাসেন। প্রভুর পরবর্তী নির্দেশ — "তোমাকে বিলিয়ে দাও। তুমি আমাকে কত ভালোবাস, সে-বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ো না এবং তুমি যে বিস্ময়কর প্রকাশ লাভ করেছ, সে-কথা জানিয়ো না, শুধু 'আমার মেষদিগকে চরাও'।" যীশুর কিছু অদ্ভুত, বিচিত্র ধরনের মেষ আছে কিছু মেষ অবিন্যস্ত এবং নোংরা, কিছু কুৎসিত, বা বিরক্তিকরভাবে নিজেদের জাহির করতে ব্যস্ত এবং কিছু মেষ বিপথে চালিত হয়েছে! কিন্তু ঈশ্বরের ভালোবাসাকে নিঃশেষ করে দেওয়া অসম্ভব। এবং আমার ভালোবাসাকেও নিঃশেষ করা অসম্ভব, যদি আমার সেই ভালোবাসা ঈশ্বরের আত্মা থেকে আমার অন্তরে বাহিত হয়। ঈশ্বরের ভালোবাসা আমার স্বাভাবিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কারণে সৃষ্ট আমার কুসংস্কারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। আমি যদি আমার প্রভুকে ভালোবাসি, তা হলে আমার স্বাভাবিক আবেগের দ্বারা আমার চালিত হবার অধিকার নেই — আমাকে তাঁর মেষদের তত্ত্বাবধান করতে হবে। তিনি আমাদের উপর তাঁর যে-কর্মভার অর্পণ করেছেন, তা থেকে আমাদের ছুটি বা মুক্তি নেই। আপনার নিজস্ব স্বাভাবিক মানবিক আবেগ, সহানুভূতি বা সমঝোতার দ্বারা চালিত হয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসাকে নকল করা থেকে সাবধান। এই রকম করলে ঈশ্বরের প্রকৃত ভালোবাসার শুধু নিন্দা ও অপমান করা হয়।

৪ মার্চ

এ কথা কি আমার সম্পর্কে সত্য ?

"আমি নিজ প্রাণকেও কিছুর মধ্যে গণ্য করি না ..." (প্রেরিত. ২০ ২৪)।

দর্শন এবং আহ্বান ছাড়াই ঈশ্বরের সেবা বা তাঁর কাজ করা সহজ। কারণ তিনি কী চান, তা নিয়ে আপনার মাথাব্যথা থাকে না। আপনার সাধারণ জ্ঞান, খ্রীস্টীয় আবেগের একটি স্তর আপনার নির্দেশক হয়ে ওঠে। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি আরও বেশি সমৃদ্ধ ও সফল হয়ে উঠতে পারেন। এবং যদি কখনও ঈশ্বরের আহ্বানকে আপনি স্বীকার না-করেন, আপনার অনেক অবকাশ থাকবে। কিন্তু একবার যখন যীশুখ্রীস্টের কাছ থেকে আপনি কর্মভার পাবেন, ঈশ্বর আপনার কাছ থেকে কী চান, তার স্মৃতি আপনাকে তাঁর ইচ্ছাপূরণের জন্য সর্বদা খোঁচা দেবে। সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে, আপনি তাঁর জন্য আর কাজ করতে পারবেন না।

কোন জিনিসটিকে আমার জীবনে "প্রিয়জ্ঞান" করি? আমি যদি যীশুখ্রীস্টের অধিকারভুক্ত না হই, এবং তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে না-থাকি, ঈশ্বরকে দেওয়া সময় এবং সেবার ক্ষেত্রে আমার নিজস্ব ধারণাগুলিকে আমি প্রিয়জ্ঞান করব। আমার নিজের জীবনকেও আমি "প্রিয়জ্ঞান" করব। কিন্তু পৌল বলেছিলেন, যে-সেবাকাজ তিনি লাভ করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ করার জন্য তাঁর জীবনকে প্রিয়জ্ঞান করেছেন। এবং অন্য কিছুতে তিনি তাঁর শক্তি ব্যয় করতে চাননি। এই পদটিতে পৌলকে নিজের বিষয়ে চিন্তা করতে বলায় তাঁর প্রায় উদার বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর উপর যে-সেবাকাজের ভার অর্পিত হয়েছে, তা পূরণ করা ছাড়া তিনি অন্য বিষয়ে মন দিতে চান না। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সাধারণ ও যুক্তিসম্মত সেবাকাজ তাঁর প্রতি আমাদের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে। আমাদের যুক্তিসম্মত কাজ নিজের যুক্তির উপর নির্ভরশীল, যা আমরা নিজেদের বলি, "মনে রেখো, তুমি এখানে কত দরকারি, আর চিন্তা কোরো, এই বিশেষ ধরনের কাজে তোমার মূল্য কত।" এই ধরনের মানসিকতা যীশুখ্রীস্টের নয়, বরং আমাদের কোথায় যাওয়া উচিত এবং কোথায় আমরা সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহৃত হতে পারি — আমরা নিজেরাই তা ঠিক করে নিই। আপনি উপযোগী, কি উপযোগী নন, সে-বিষয়ে চিন্তা করবেন না, কিন্তু সর্বদা মনে রাখুন, "তোমরা নিজের নও" (১ করিন্থীয় ৬ ২০)। আপনি তাঁর।

৫ মার্চ

তিনি কি সত্যিই আমার প্রভু ?

"... যেন নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়িতে পারি, এবং ঈ(েরের অনুগ্রহের সুসমাচারের প(ে সা(্য দিবার যে পরিচর্যাপদ প্রভু যীশু হইতে পাইয়াছি, তাহা সমাপ্ত করিতে পারি" (প্রেরিত. ২০ ২৪)।

আমার পছন্দ মতো কোনো কাজ সফলভাবে করার মধ্যে আনন্দ নেই, আনন্দ আছে সেই বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজের পরিপূর্ণতার মধ্যে, যে-উদ্দেশ্যে আমার সৃষ্টি এবং আমার নবজন্মলাভ। পিতা ঈ(ের আমাদের প্রভুকে যে-কাজ সম্পন্ন করতে পাঠিয়েছিলেন, তা সমাধান করার মাধ্যমে তিনি আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এবং তিনি আমাদের বলেছিলেন, "পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, তেমনই আমিও তোমাদের পাঠাচ্ছি" (যোহন ২০ ২১)। আপনি কি প্রভুর কাছ থেকে সেবাব্রত লাভ করেছেন ? যদি তা-ই হয়, এর প্রতি আপনাকে বি(েস্ত থাকতে হবে—কেবল সেই পরিচর্যা সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যর জন্যই আপনার জীবন মূল্যবান—এমন কথা মনে করতে হবে। যীশু আপনাকে যে-কাজের জন্য পাঠিয়েছেন, তা সম্পন্ন করেছেন জেনে, চিন্তা করে দেখুন, তিনি যখন আপনাকে বলবেন, "বেশ করেছ, তুমি সৎ ও বি(েস্ত দাস" (মথি ২৫ ২৩) — শুনে আপনার কত সন্তুষ্টি হবে! আমাদের প্রত্যেককে জীবনে একটা যথাযোগ্য স্থান খুঁজে নিতে হবে, এবং যখন প্রভুর কাছ থেকে কোনো পরিচর্যার দায়িত্ব পাই, তখন আত্মিকভাবে আমরা তা পাই। এ জন্য যীশুর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে হবে এবং আমাদের ব্যক্তি(গত ত্রাণকর্তার চেয়েও তাঁকে বেশি করে জানতে হবে। "*আমার নাম প্রচারের জন্য* তাকে যেমন দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে হবে, তা আমি স্বয়ং তার কাছে ব্যক্ত(করব" — প্রেরিত. ৯ ১৬ পদের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য আমাদের অবশ্যই ইচ্ছুক হতে হবে।

"তুমি কি আমাকে ভালোবাস ?" তা হলে, "আমার মেষদের চরাও" (যোহন ২১ ১৭)। আমরা কীভাবে তাঁর সেবা করব, সেই পছন্দের ভার তিনি আমাদের উপর দিচ্ছেন না(তাঁর কর্মভারের প্রতি তিনি আমাদের চরম আনুগত্য চান, ঈ(েরের ঘনিষ্ঠতম সহভাগিতায় আমরা যেন বি(েস্ত থাকি। আপনি যদি প্রভু যীশুর কাছ থেকে সেবাব্রত পেয়ে থাকেন, আপনি জানবেন যে, প্রয়োজন আহ্বানের নয় — প্রয়োজন সেই আহ্বানকে কাজে লাগাবার সুযোগ। ঈ(েরের সঙ্গে প্রকৃত সহভাগিতায় থাকার সময় আপনার যে-বি(েস্ততা ছিল, আহ্বানকে আপনার সেবাকাজের প্রতি তেমনই বি(েস্ত হতে হবে। এর অর্থ নয় যে, ঈ(ের আপনাকে যে-কাজের জন্য আহ্বান করেছেন, তার প্রতি আপনাকে সংবেদনশীল হতে হবে। এবং এ জন্য কখন কখনও অন্যান্য (ে ত্রে কাজ করার দাবিকে অগ্রাহ্য করতে হবে।

৬ মার্চ

পরবর্তী পদ(েপ গ্রহণ

“বিপুল ধৈর্যে, নানা প্রকার ক্লেশে, অনটনে, সঙ্কটে...” (২ করিন্থীয় ৬ ৫)।

যখন আপনি ঈ(্বরের কাছ থেকে দর্শন পান না, যখন আপনার জীবনে কোনো উদ্যম অবশিষ্ট থাকে না, কেউ যখন আপনাকে ল(করছে না, বা উৎসাহ দিচ্ছে না(তখন ঈ(্বরের প্রতি আপনার ভত্তি(, তাঁর বাক্য পাঠ ও অধ্যয়ন, আপনার পারিবারিক জীবন এবং তাঁর প্রতি আপনার কর্তব্যের (ে ত্রে পরবর্তী পদ(েপ গ্রহণের জন্য সর্বশত্তি(মান ঈ(্বরের অনুগ্রহের প্রয়োজন। পরবর্তী পদ(েপ গ্রহণের জন্য, সুসমাচার প্রচারের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন ঈ(্বরের অনুগ্রহের, এবং তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য আরও অনেক বেশি সচেতনতার প্রয়োজন।

প্রত্যেক খ্রীস্টবি(্বাসীকে রত্ত(-মাংসের বাস্তবতায় পদ(েপ গ্রহণ করে এবং তাঁর নিজহস্তে অনুশীলন করার দ্বারা দেহায়নের নির্যাসের অভিজ্ঞতা অবশ্যই লাভ করতে হবে। আমাদের যখন কোনো দর্শন, কোনো প্রেরণা এবং কোনো উন্নতি থাকে না, আমরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলি এবং হাল ছেড়ে দিই। আমাদের প্রতিদিনের জীবন তুচ্ছ নগণ্য কাজে ব্যয়িত হয়। পরিশেষে; যে-বিষয়টি ঈ(্বরের এবং ঈ(্বরভত্ত(দের প(সা(্য দেয়, তা হল অটল ধৈর্য, এমনকী যেসময়ে অন্যরা আপনার কাজ দেখতে পায় না। অপরাজিত জীবনযাপন করার একমাত্র পথ হল, ঈ(্বরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। ঈ(্বরের কাছে প্রার্থনা ক(ন, তিনি যেন আপনার আত্মার দৃষ্টিকে পুন(ত্থিত খ্রীস্টের প্রতি সজাগ রাখেন এবং নীরস কাজের জন্য আপনার নি(ৎসাহিত হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে। কখনই চিন্তা করবেন না যে, কিছু কিছু কাজ আপনার প(অমর্যাদাকর, অথবা আপনার প(অত্যন্ত তুচ্ছ, গু(ত্বহীন কাজ। এবং যোহন ১৩ ১-৭ পদে উল্লিখিত যীশুর উদাহরণগুলি স্মরণ ক(ন।

৭ মার্চ

অফুরন্ত আনন্দের উৎস

“যিনি আমাদের ভালোবেসেছেন, তাঁরই শক্তিতে আমরা এ সব কিছুর উপর চূড়ান্ত জয়লাভ করেছি” (রোমীয় ৮ ৩৭)।

পৌল এখানে সেই সব বিষয়ের কথা বলছেন, যা একজন পবিত্রজনকে ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং পবিত্রজনের মধ্যে কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে *পারে না।* এই অংশে, পৌল যেসব বিষয়ের কথা বলেছেন, সেগুলি আমাদের আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সান্নিধ্যকে ব্যাহত করতে এবং তাঁর কাছ থেকে আমাদের স্বাভাবিক জীবনকে পৃথক করতে পারে। কিন্তু সেগুলির কোনটিই অধ্যাত্ম স্তরে ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং একজন পবিত্রজনের আত্মার মধ্যে আসতে পারে না। খ্রীস্টীয় বিশ্বাসের অন্তর্লীন ভিত্তি হল, ঈশ্বরের ভালোবাসার অনর্জিত, সীমাহীন অলৌকিকতা যা কালভেরির ক্রুশে প্রদর্শিত হয়েছিল — যে-ভালোবাসা অর্জিত নয় এবং কখনও অর্জন করা যায়ও না। পৌল বলেছেন, এই কারণেই “আমরা এ সবকিছুর উপর চূড়ান্ত জয়লাভ করেছি।” আমরা আনন্দকে সঙ্গী করে “অতি-বিজয়ী” হয়েছি, যে-আনন্দ আসে সেই সমস্ত বিষয়ের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, যেগুলি দেখে আমাদের মনে হয়েছিল যে, আমরা হতাশ, পরাভূত হব।

বিশাল বিশাল ঢেউ একজন সাধারণ সাঁতারুকে ভয় দেখাতে পারে, কিন্তু যারা ঢেউয়ের মাথায় চড়ে খেলতে অভ্যস্ত, তাদের কাছে ঢেউ রোমাঞ্চ নিয়ে আসে। আসুন, এই তথ্য আমাদের নিজস্ব পরিস্থিতির উপর প্রয়োগ করি। যেসমস্ত বিষয় আমরা এড়িয়ে চলতে চাই, যাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই — ক্লেশ, দুঃখ-যন্ত্রণা, এবং নিগ্রহ — সেই বিষয়গুলি আমাদের মনে অফুরন্ত আনন্দ নিয়ে আসে। “তাঁরই শক্তিতে আমরা *এ সবকিছুর উপর* চূড়ান্ত জয়লাভ করেছি,” সেসব সত্ত্বেও নয়, সে-সবের মধ্যে। ক্লেশ সত্ত্বেও একজন পবিত্রজন প্রভুর আনন্দকে জানে না, কিন্তু জানে, ক্লেশের কারণ। পৌল বলেছিলেন, “সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আজ আমি পরম আনন্দে উচ্ছ্বসিত” (২ করিন্থীয় ৭ ৪)।

উজ্জ্বল আলোর দীপ্তি, যা অফুরন্ত আনন্দের ফল, তা অস্থায়ী কোনো কিছুর উপর নয়, ঈশ্বরের ভালোবাসার উপর নির্মিত। এই ভালোবাসা কখনও পরিবর্তিত হয় না। প্রতিদিনের সাধারণ ঘটনা বা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটনার অভিজ্ঞতা শক্তিহীন — “বিশ্বের কোনো কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীস্ট যীশুতে নিহিত ঈশ্বরের প্রেম থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে না” (রোমীয় ৮ ৩৯)।

৮ মার্চ

উৎসর্গীকৃত জীবন

"খ্রীস্টের সঙ্গে আমি ক্রু(শারোপিত হয়েছি ..." (গালাতীয় ২ ২০)।

যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে একাত্ব হতে হলে, একজন ব্যক্তি(কে শুধু তাঁর পাপ পরিত্যাগ করলেই চলবে না। তাঁকে সমস্ত বিষয়ের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্পণ করতে হবে। ঈ(্বরের আত্মা দ্বারা নবজন্ম লাভের অর্থ, কোনো কিছু পাবার আগে আমাদের কিছু ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রথম যে-বিষয়টি আমাদের সমর্পণ করতে হবে, তা হল আমাদের কৃত্রিমতা বা ছলনা। প্রভু চান না যে, আমরা আমাদের ভালোমানুষি, সততা, বা আমাদের আরও ভালো কিছু করার প্রচেষ্টা তাঁর কাছে উৎসর্গ করি(তিনি চান, আমাদের গু(ভার পাপকে যেন তাঁর কাছে অপর্ণ করি(বাস্তবিক এটাই সব, যা তিনি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। এবং আমাদের পাপের পরিবর্তে তিনি আমাদের প্রকৃত, অটুট ধার্মিকতা দেন। কিন্তু আমাদের সমস্ত ছলনা, আমাদের আত্মম্ভরিতা সমর্পণ করতে এবং আমাদের সমস্ত দাবি, এমনকী ঈ(্বরের বিচারে নিজেদের যোগ্য হবার দাবিও ত্যাগ করতে হবে।

যখন একবার আমরা তা করি, এর পর আমাদের কী উৎসর্গ করা প্রয়োজন, ঈ(্বরের আত্মা আমাদের তা দেখিয়ে দেবেন। এই প্রণালীর প্রত্যেক পদ(পে, আমাদের নিজেদের উপর আমাদের যে অধিকার, তা ত্যাগ করতে হবে। আমাদের যাকিছু আছে, আমাদের ইচ্ছা-বাসনা, এবং আমাদের জীবনের অবশিষ্ট সবকিছু কি আমরা উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক? আমরা কি যীশুখ্রীস্টের মৃত্যুর সমরূপ হতে প্রস্তুত?

আমাদের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের পূর্বে আমাদের এক তী(মোহমুক্তি(র যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। প্রভু তাদের যেভাবে দেখেন, লোকে যখন নিজেদের ঠিক সেইভাবেই দেখে, তাদের ঘৃণ্য জৈবিক পাপ নয়, তাদের নিজেদের হৃদয়ের ভয়ঙ্কর গর্বের মনোভাব তাদের আঘাত করে। প্রভুর আলোয় তারা যখন নিজেদের দেখে, লজ্জা, ভয়, এবং হতাশা তাদের আঘাত করে।

আপনি সমর্পিত হবেন কি না, এ নিয়ে যদি আপনার মনে দোলাচল সৃষ্টি হয়, তবে আপনার যা কিছু আছে এবং আপনি তাঁর কাছে যাকিছু, সব সমর্পণ করে সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক(ন। এবং ঈ(্বর আপনাকে দিয়ে যা করাতে চান, তিনি আপনাকে তা করার যোগ্য করে তুলবেন।

৯ মার্চ

ফিরে যাওয়া বা যীশুর সঙ্গে চলা

“তোমরাও কি আমাকে ত্যাগ করতে চাও?” (যোহন ৬ ৬৭)।

কী মর্মভেদী প্রশ্ন! প্রভু যখন অতি সাধারণভাবে কথা বলেন, তখনও তাঁর বাক্য আমাদের আঘাত করে। যীশু কে — তা আমরা জানি, তবুও তিনি আমাদের প্রশ্ন করছেন, “তোমরাও কি আমাকে ত্যাগ করে চলে যেতে চাও?” কোনো ব্যক্তিগত ঝুঁকি সত্ত্বেও আমাদের অবিরত তাঁর প্রতি রোমাঞ্চকর দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে। “এর পর যীশুর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে ত্যাগ করল, তাঁর সঙ্গে তারা আর মেলামেশা করত না” (৬ ৬৬)। তারা যীশুর সঙ্গে পথ না-চলে ফিরে গিয়েছিল — পাপের মধ্যে নয়, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। আজকের দিনে বহু মানুষই যীশুর জন্য জীবন উৎসর্গ করছেন এবং যীশুর পক্ষে কাজ করছেন, কিন্তু তাঁরা সত্যিসত্যিই তাঁর সঙ্গে পথ চলছেন না। ঈশ্বর সর্বদা আমাদের কাছে থেকে একটি জিনিস চান — যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে একাত্মতা। শুচিকরণের মধ্য দিয়ে পৃথক্কৃত জীবনযাপনের পর এই অন্তরঙ্গ একাত্মতা বজায় রাখার জন্য আমাদের জীবনকে আত্মিকভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হবে। ঈশ্বর যখন আপনার কাছে তাঁর ইচ্ছাকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেন, কোনো বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা এই সম্পর্ক বজায় রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। যীশুখ্রীস্টের প্রতি চরম নির্ভরতায় স্বাভাবিক জীবনযাপনই একমাত্র প্রয়োজনীয়। ঈশ্বরের পথ ব্যতীত অন্য কোনো পথে ঈশ্বর-অনুষঙ্গী জীবনযাপনের চেষ্টা করবেন না। তাঁর পথের অর্থ তাঁর প্রতি চরম অনুরাগ বা ভক্তি। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার জন্য চিন্তা না-করাই যীশুর সঙ্গে পথ-চলার রহস্য।

পিতর যীশুর মধ্যে এমন একজনকে দেখেছিলেন, যিনি তাঁকে এবং সমগ্র জগৎকে পরিত্রাণ দিতে পারেন। কিন্তু আমাদের প্রভু চান, আমরা যেন তাঁর সহকর্মী হয়ে উঠতে পারি।

সত্তর পদে যীশু পিতরকে সস্নেহে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে পথ-চলার জন্যই পিতর মনোনীত হয়েছেন। “ তোমরাও কি আমাকে ত্যাগ করতে চাও?” — যীশুর এই প্রশ্নের উত্তর আমদেরই প্রত্যেককে দিতে হবে, আর কাউকে নয়।

১০ মার্চ

তাঁর উপদেশের উদাহরণ হওয়া

"তুমি খ্রীস্টের বাণী প্রচার কর..." (২ তীমথি ৪ ২)।

আমরা শুধু ঈ(্বরের হাতিয়ার হবার জন্য মুক্তি(পাইনি, আমরা মুক্তি(পেয়েছি তাঁর সন্তান হবার জন্য। তিনি আমাদের আত্মিক মধ্যস্থতাকারী করেননি, তিনি আমাদের করেছেন আত্মিক বার্তাবাহী এবং সেই বার্তা আমাদের জীবনের অবশ্যই একটি অঙ্গ হবে। ঈ(্বরের পুত্র স্বয়ং ছিলেন তাঁর বাণী — "আমার মুখনিঃসৃত বাণীই একাধারে আত্মা ও জীবন" (যোহন ৬ ৬৩)। তাঁর শিষ্য হিসাবে আমাদের জীবনকে আমাদের প্রচারিত বার্তার বাস্তবতার উদাহরণ হতে হবে। কোনো অপরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি(কে এই রকম করতে বলা হলে তাঁর স্বাভাবিক হৃদয়ও একই কাজ করবে, কিন্তু কোনো ব্যক্তি(র জীবনকে ঈ(্বরের বাণীর পবিত্র উদাহরণ হতে হলে, পাপের ভারে তাঁকে ভগ্ন-চূর্ণ হতে হবে, পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পেতে হবে এবং ঈ(্বরের উদ্দেশ্যর প্রতি তাঁকে নিবেদিত হতে হবে।

সা(্যদান এবং প্রচার করার মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। প্রচারক ঈ(্বরের আহ্বান লাভ করেন, এবং ঐ(্বরিক সত্যকে ঘোষণা করার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি(ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেন। আমাদের জীবনের জন্য নিজেদের যে-উচ্চাকাঙ্(া এবং ধ্যান-ধারণা থাকে, ঈ(্বর আমাদের তার বাইরে নিয়ে যান এবং তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে তাঁর ছাঁচে ফেলে আকার দান করেন। পঞ্চাশত্তমীর পরে, শিষ্যদের জীবনে তিনি ঠিক এইভাবে কাজ করেছিলেন। শিষ্যদের কিছু শি(াদান করা পঞ্চাশত্তমীর উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু তাঁদের প্রচারিত বাণীর শরীরী মূর্তিতে পরিণত করাই ছিল উদ্দেশ্য, যেন তাঁরা আ(রিকভাবেই ঈ(্বরের বাণীর শরীরীমূর্তি হয়ে উঠতে পারেন। "... তোমরা আমার সা(ী হবে" (প্রেরিত. ১ ৮)।

যখন আপনি প্রচার করেন, আপনার জীবনের উপর ঈ(্বরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিন। ঈ(্বরের বাণী অন্যদের জীবনে স্বাধীনতা আনার আগে, তাঁর স্বাধীনতা, মুক্তি(যেন আপনার জীবনে প্রথমে বাস্তব হয়ে ওঠে। সযত্নে আপনার সামগ্রী সংগ্রহ ক(েন, এবং তাঁর গৌরবের জন্য আপনার বাক্যকে "অগ্নিময়" করে তুলতে ঈ(্বরকে অনুমতি দিন।

১১ মার্চ

‘‘স্বর্গীয় দর্শনের’’ প্রতি বাধ্যতা

‘‘আমি সেই স্বর্গীয় দর্শনের অবাধ্য হইলাম না’’ (প্রেরিত.২০ ১৯)।

আমরা যদি ঈ্বরদত্ত ‘‘সেই স্বর্গীয় দর্শন’’-কে হারিয়ে ফেলি, সে জন্য আমরাই দায়ী—ঈ্বর নন। আমাদের আত্মিক বৃদ্ধির অভাবের জন্য আমরা দর্শনকে হারাই। আমরা যদি প্রতিদিনের ঘটনায় ঈ্বর সম্পর্কিত বি্বাসকে প্রয়োগ না-করি, তা হলে ঈ্বরদত্ত দর্শন কোনোদিনই সফল হবে না। ‘‘সেই স্বর্গীয় দর্শনের’’ বাধ্য হবার একমাত্র উপায় হল—তাঁর সর্বোচ্চের জন্য আমাদের সর্বস্ব—তাঁর গৌরবের জন্য আমাদের সর্বোত্তম দিতে হবে। আমরা যখন অবিরত ঈ্বরের দর্শন স্মরণ করার বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিই, একমাত্র তখনই তা সাধিত হতে পারে। শুধু ব্যক্তি(গত প্রার্থনা বা প্রকাশ্য সভা চলাকালীন সময়ে নয়, প্রতি মিনিটের ষাট সেকেন্ড, প্রতি ঘন্টার ষাট মিনিটই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সেই দর্শনের প্রতি বাধ্য থাকাই হবে আমাদের অগ্নি-পরী(া।

‘‘... তাহার বিলম্ব হইলেও তাহার অপে(া কর ...’’ (হব্‌ককুক ২ ৩)। আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় সেই দর্শন পূরণ করতে পারি না, কিন্তু সেই দর্শন নিজে থেকে পূরণ না-হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই এর প্রেরণায় জীবনযাপন করতে হবে। আমরা এতই বাস্তববাদী হতে চেষ্টা করি যে, আমরা দর্শনকেই ভুলে যাই। একেবারে শু(তেই আমরা দর্শন দেখেছি, কিন্তু তার জন্য অপে(া করিনি। আমাদের ব্যবহারিক কাজ করার জন্য আমরা ছুটে বেড়িয়েছি, কিন্তু দর্শন যখন একবার পূরণ হয়ে গেছে, আমরা কখনও আর তার চিহ্(দেখতে পাই না। দর্শনের জন্য ‘‘অপে(া’’ করাই ঈ্বরের প্রতি আমাদের বি্বস্ততার আসল পরী(া।। আমরা আমাদের প্রাণের বিনিময়ে ব্যবহারিক কাজে ব্যস্ত থাকি এবং এই কারণে দর্শনের পূর্ণতা হারিয়ে যায়।

ঈ্বরের ঝড়ের দিকে ল(রাখুন। ঈ্বর তাঁর পবিত্রজনকে তাঁর ঝড়ের ঘূর্ণি বাতাসে রোপন করেন। আপনি কি মটরশুঁটির এমন খোসারূপে প্রমাণিত হবেন যার মধ্যে কোনো দানা নেই? আপনার দেখা দর্শনের আলোয় আপনি জীবনযাপন করছেন কি না, তারই উপর এ নির্ভর করবে। ঈ্বরকে অনুমতি দিন, তিনি যেন আপনাকে ঝড়ের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন, এবং যত(ণ না তিনি তা করছেন, আপনি যাবেন না। যদি গন্তব্যস্থানটিকে আপনি নিজেই বেছে নেন, তা হলে আপনি নিজেই নিজেকে অনুৎপাদনশীল, শূন্যগর্ভ হিসাবে প্রমাণ করবেন। কিন্তু আপনি ঈ্বরকে রোপন করার অনুমতি দিলে অনেক বেশি ‘‘ফলবন্ত হবেন’’ (যোহন ১৫ ৮)। আমরা যেন আমাদের জন্য ঈ্বরের দর্শন অনুসারে জীবনযাপন করি ও ‘‘জ্যোতিতে চলি’’ (১ যোহন ১ ৭) — এ অত্যাবশ্যক।

১২ মার্চ

পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ

“পিতর তাঁকে বললেন, দেখুন, আমরা সবকিছু ত্যাগ করে আপনার অনুগামী হয়েছি” (মার্ক ১০ ২৮)।

পিতরের এই কথার উত্তরে আমাদের প্রভু বললেন, এই সমর্পণ “আমার জন্য ও সুসমাচারের জন্য” (১০ ২৯)। এর উদ্দেশ্য ছিল না যে, এ থেকে শিষ্যরা কী লাভবান হবেন। ব্যক্তিগত লাভের জন্য যে-সমর্পণ, তা থেকে সাবধান হোন। উদাহরণ স্বরূপ, “আমি নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে চলেছি, কারণ আমি পাপ থেকে মুক্ত হতে চাই, কারণ আমি পবিত্র হতে চাই।” পাপমুক্তি এবং পবিত্র হওয়া ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখার ফল, কিন্তু এই ধরনের চিন্তার ফলস্বরূপ আত্মসমর্পণ অবশ্যই প্রকৃত খ্রীস্টীয় প্রকৃতি নয়। আমাদের আত্মসমর্পণ কোনো রকম ব্যক্তিগত লাভের জন্য হওয়া উচিত নয়। আমরা এতই আত্মকেন্দ্রিক হয়েছি যে, স্বয়ং ঈশ্বরকে নয়, তাঁর কাছ থেকে কিছু পাবার উদ্দেশ্যেই তাঁর কাছে যাই। এ যেন এই রকম বলা, “না প্রভু, আমি তোমাকে চাই না— আমি চাই নিজেকে। কিন্তু আমি চাই, তুমি আমাকে শুচিশুদ্ধ কর এবং তোমার পবিত্র আত্মায় আমাকে পূর্ণ কর। তোমার শো-কেসে আমি প্রদর্শিত হতে চাই, যেন আমি বলতে পারি, ‘দেখ, ঈশ্বর আমার জন্য এই সব করেছেন,’ স্বর্গলাভ, পাপমুক্তি এবং ঈশ্বরের কাছে উপযোগী হয়ে ওঠা — প্রকৃত সমর্পণের ক্ষেত্রে আমরা এ সব বিষয় চিন্তা করব না। অকৃত্রিম, পরিপূর্ণ সমর্পণের অর্থ হল, ব্যক্তিগত ভাবে শুধু যীশুখ্রীস্টকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যীশুখ্রীস্টের স্থান কোথায়? আমাদের অধিকাংশই এই অজুহাত দেখিয়ে তাঁকে হতাশ করব — “হ্যাঁ প্রভু, আমি তোমার আহ্বান শুনেছি, কিন্তু আমার পরিবারে আমার প্রয়োজন আছে এবং আমার নিজের কিছু কাজ আছে। আমি কোথাও আর যেতে পারি না” (লুক ৯ ৫৭-৬২ দেখুন)। “তখন” যীশু বলেন, “তোমরা আমার শিষ্য হতে পার না” (লুক ১৪ ২৬-৩৩ দেখুন)।

প্রকৃত সমর্পণ সর্বদা স্বাভাবিক ভক্তির চেয়ে বেশি। আমরা যদি শুধু ত্যাগ করি, আমাদের চারপাশের লোকদের ঈশ্বর বুকে টেনে নেবেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করবেন, যা আমাদের সমর্পণের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। সাবধান, ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণ না-করে থেমে পড়বেন না। এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই শুধু একটি দর্শন আছে, কিন্তু কখনই এর অভিজ্ঞতা লাভ করেনি।

১৩ মার্চ

আমাদের প্রতি ঈশ্বরের পরিপূর্ণ সমর্পণ

“ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, ... দান করিলেন ...” (যোহন ৩ ১৬)।

পরিত্রাণের অর্থ শুধু পাপ থেকে মুক্তি বা ব্যক্তিগত পবিত্রতার অভিজ্ঞতা নয়। ঈশ্বরদত্ত পরিত্রাণের অর্থ, সম্পূর্ণভাবে নিজের থেকে মুক্তি পাওয়া এবং ঈশ্বরের সঙ্গে নিখুঁত ঐক্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া। আমি যখন আমার পরিত্রাণের অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করি, আমি পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ও ব্যক্তিগত পবিত্রতা অর্জনের বিষয়ে ভাবি। কিন্তু পরিত্রাণের পরিধি আরও অনেক বিস্তৃত। এর অর্থ, ঈশ্বরের আত্মা আমাকে তাঁর প্রকৃত সত্তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এনেছেন, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে ধরা পড়ার পর আমি অসীম কোনো বিষয়ে রোমাঞ্চিত হয়েছি, যা আমার চেয়ে মহান।

যদি আমরা বলি, পবিত্রতার প্রচার ও শুচিশুদ্ধতার জন্য আমরা আহূত হয়েছি, তা হলে আমরা প্রধান বিষয়টিই বুঝতে পারিনি। আমরা যীশুখ্রীস্টকে ঘোষণা করার জন্য আহূত (১ করিন্থীয় ২ ২)। তিনি আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করেন এবং আমাদের পবিত্র করে তোলেন — এই তথ্য আসলে আমাদের প্রতি তাঁর বিস্ময়কর ও পরিপূর্ণ সমর্পণের প্রতিক্রিয়ার এক অঙ্গ।

আমরা যদি সত্যিই সমর্পিত হই, তা হলে সমর্পিত অবস্থা বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে কখনই সচেতন হব না। যাঁর প্রতি আমরা সমর্পিত, আমাদের সমগ্র জীবন তাঁর কাছেই বিলিয়ে দেব। সমর্পণ সম্পর্কে যদি কিছু না জানেন, তবে, সাবধান, সে-বিষয়ে আলোচনা করবেন না। বাস্তবিক, যোহন ৩ ১৬ পদের অর্থ উপলব্ধি না-করা পর্যন্ত আপনি সমর্পণ সম্পর্কে কোনোদিনই কিছুই জানতে পারবেন না, যেখানে বলা হয়েছে, ঈশ্বর আমাদের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ ও চরমভাবে দান করেছিলেন। তিনি আমাদের জন্য নিজেকে যেভাবে দান করেছিলেন — সম্পূর্ণভাবে, নিঃশর্তে এবং বিনা আপত্তিতে — আমাদের সমর্পণের ক্ষেত্রে আমরাও সেভাবে ঈশ্বরের কাছে নিজেদের বিলিয়ে দেব। আমাদের আত্মসমর্পণের পরিণাম ও পরিস্থিতি কোনোদিনই আমাদের মনে স্থান পাবে না, কারণ আমাদের জীবন সম্পূর্ণভাবে তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যাবে।

১৪ মার্চ

সমর্পণ করা

"... যাহার আজ্ঞা মান, তোমরা তাহারই দাস ..." (রোমীয় ৬ ১৬)।

আমি যখন পরী(া করতে বসি যে, কোন জিনিসটি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে, বা আমার উপর আধিপত্য করে, আমাকে প্রথম যে-বিষয়টি স্বীকার করতে হবে যে, যা কিছুর প্রতিই হোক, সমর্পণের জন্য আমি নিজেই দায়ী। যদি আমি নিজেই নিজের দাস হই, সে-জন্য দোষারোপ করতে হবে নিজেকেই, কারণ অতীতে কোথাও আমি নিজের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলাম। একই ভাবে, যদি আমি ঈ(্বরের আজ্ঞা মানি, তার কারণ, জীবনের কোনো এক সময় আমি নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করেছিলাম।

যদি কোনো শিশু নিজের স্বার্থকেই বড়ো করে দেখে, দেখা যাবে, একদিন সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো পরপীড়ক শাসকে পরিণত হয়েছে। মানুষের প্রাণের মধ্যে সমর্পণের দ্বারা সৃষ্ট স্বভাবের বন্ধনকে ভেঙে ফেলার কোনো (মতা নেই। উদাহরণস্বরূপ, কোনো অভিলাষে এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে সমর্পণ ক(ন, নিজেকে সমর্পণ করতে আপনি ঘৃণাবোধ করলেও, আপনি সেই বিষয়ের ক্রীতদাসে পরিণত হন। (লালসা বা অভিলাষ কী, স্মরণ ক(ন — "এই জিনিসটি আমার এখনই চাই", হতে পারে তা জৈবিক অভিলাষ।) কোনো মানবিক শক্তি(তেই এ থেকে মুক্তি(বা অব্যাহতি পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় শুধু উদ্ধারণের শক্তি(র মাধ্যমে। বিনম্র চিত্তে আপনি নিজেকে সেই একজনের কাছে সঁপে দিন, যিনি আপনার জীবনে প্রভুত্বকারী শক্তি(কে চূর্ণ করে দিতে পারেন, যেমন, প্রভু যীশুখ্রীস্ট। "... তিনি ... নিয়োগ করেছেন আমায় বন্দিদের মুক্তি(র বাণী ঘোষণা করতে ..." (লুক ৪ ১৮ এবং যিশাইয় ৬১ ১)।

আপনি যখন কোনো কিছুর কাছে নিজেকে সঁপে দেন, অচিরেই আপনার উপর তার প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রণ অনুভব করতে পারবেন। "আমি যে-কোনো সময়েই এই অভ্যাস ত্যাগ করতে পারি" — আপনি এ কথা বললেও জানবেন যে, আপনি তা পারেন না। আপনি দেখতে পাবেন, সেই অভ্যাসটি আপনার উপর আধিপত্য করছে, কারণ আপনি স্বেচ্ছায় তার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। "তিনি সকল বেড়ি ফেলবেন ভেঙে" — গান গাওয়া সহজ, অথচ সেই একই সময়ে আপনি দাসত্বময় জীবনযাপন করে চলেছেন! কিন্তু যীশুর কাছে সমর্পণ করলে যে-কোনো মানুষের যে-কোনো দাসত্বের বেড়ি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।

১৫ মার্চ

আতঙ্কের অনুশাসন

“... যারা পিছনে আসছিল, তারা ভয় পেল ...” (মার্ক ১০ ৩২)।

যীশুকে নিয়ে জীবন শু(করার সময়, আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, তাঁকে অনুসরণ করার অর্থ সম্পর্কে আমরা সবকিছুই জানি। সবকিছু ত্যাগ করে, নির্ভয় ভালোবাসায় তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে পেরে আমরা কত আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু এখন আমাদের বিশ্বাস টলে গেছে। যীশু আমাদের অনেক আগে এবং তাঁকে দেখে ভিন্ন প্রকৃতির এবং অচেনা বলে মনে হচ্ছে — “যীশু তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে চলিতেছিলেন, তখন তাঁহারা চমৎকার জ্ঞান করিলেন” (১৩ ৩২)।

যীশুর এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে যা একজন শিষ্যের অন্তরকে নিরাশায় ভরিয়ে দেয় এবং তার সমগ্র আত্মিক জীবন একটু বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করে। এই অ-স্বাভাবিক ব্যত্তি(টি “চকমকির পাথরের ন্যায় আপন মুখ স্থাপন করে” (যিশাইয় ৫০ ৭) দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমার সামনে এগিয়ে চলেছেন এবং আমার অন্তরকে তিনি আতঙ্কে ফালাফালা করে দিচ্ছেন। এখন আর তাঁকে আমার পরামর্শদাতা বা বন্ধু বলে মনে হচ্ছে না এবং তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আমি শুধু পারি দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে। প্রথমে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি তাঁকে বুঝি, কিন্তু এখন আমি আর তত নিশ্চিত নই। আমি এখন উপলব্ধি করতে শু(করেছি যে, যীশু এবং আমার মধ্যে এক ব্যবধান আছে এবং আমি আর তাঁর অন্তরঙ্গ হতে পারব না। তিনি কোথায় যাচ্ছেন, আমার কোনো ধারণা নেই এবং বিস্ময়করভাবে, তাঁর ল(্য অনেক দূরে।

মানুষের প্রত্যেক পাপ এবং দুঃখের অভিজ্ঞতা যীশুখ্রীস্টকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং সেটাই তাঁকে অচেনা করে তোলে। আমরা যখন তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি দেখি, আমরা উপলব্ধি করি, আমরা সত্যিসত্যিই তাঁকে জানি না। তাঁর জীবনের একটিও বৈশিষ্ট্য আমরা চিনতে পারি না এবং আমরা জানি না, কীভাবে তাঁর অনুসরণ শু(করব। তিনি আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরের, এমন একজন নেতা, যিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত, এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো রকম বন্ধুত্ব সম্পর্ক নেই।

আতঙ্কের অনুশাসন একজন শিষ্যের কাছে একটি অত্যাবশ্যক শি(া, যা তাঁকে শিখতেই হবে। বিপদ হল যে, তাঁর জন্য আমাদের আগ্রহকে প্রবল রাখার প্রচেষ্টায় (যিশাইয় ৫০ ১০-১১) আমরা অতীতের বাধ্যতার ও আত্মনিবেদনের দিনগুলিতে ফিরে যেতে চাই। কিন্তু যখন আতঙ্কের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, তা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত সহ্য ক(ন, কারণ এর মধ্য থেকেই যীশুকে অনুসরণ করার যোগ্যতা লাভ করবেন, যা অনির্বচনীয় আনন্দ বয়ে আনবে।

১৬ মার্চ

প্রভু বিচার করবেন

“.. সকলকেই খ্রীস্টের বিচারাসনের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে”(২করিন্থীয়৫ ১০)।

পৌল বলেন, আমাদের সকলকেই, প্রচারক বা অন্যান্য লোক সকলেই সমান, প্রত্যেককেই “খ্রীস্টের বিচারাসনের সমুখে উপস্থিত হতে হবে।” কিন্তু এখানে এবং এখন আপনি যদি খ্রীস্টের পবিত্র জ্যোতির সমী(ার মধ্যে জীবনযাপন করতে শেখেন, ঈ(্বর আপনার মধ্যে যে-কাজ সম্পন্ন করেছেন, তা দেখে আপনার শেষবিচার আপনার কাছে আনন্দ বয়ে আনবে। খ্রীস্টের বিচার সিংহাসনের কথা মনে রেখে সর্বদা জীবনযাপন ক(ন এবং তাঁর দেওয়া পবিত্রতার জ্ঞানে পথ চলুন। আপনি যতই পবিত্রজনোচিত হোন, অন্য ব্যক্তি(র ভ্রান্ত মনোবৃত্তিকে বরদাস্ত করলে আপনি শয়তানের আত্মাকেই অনুসরণ করবেন। অন্য কোনো ব্যক্তি(র জাগতিক বিচার আপনার মধ্যে কেবল নরকের উদ্দেশ্যকেই সাধিত করে। একে তৎ(ণাৎ প্রকাশ্যে নিয়ে আসুন এবং স্বীকার ক(ন, “হে প্রভু, আমি সেখানে অপরাধ করেছি।” স্বীকার না-করলে, আপনার অন্তর ত্র(মাগত কঠিন হয়ে পড়বে। পাপের প্রতি আমাদের স্বীকৃতি, এর অন্যতম একটি শাস্তি। ঈ(্বর শুধু পাপের জন্য দণ্ডই দেন না, পাপ পাপীর মনে বাসা বাঁধে এবং পাওনা আদায় করে। কোনো সংগ্রাম বা প্রার্থনা আপনাকে কিছু বিষয় থেকে বিরত থাকার যোগত্য দেবে না, এবং পাপের শাস্তিই হল যে, আপনি ত্র(মাগত এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন(শেষে আপনি এমন এক অবস্থায় আসবেন, যখন পাপ সম্পর্কে আপনার আর কোনো অনুভূতিই থাকবে না। পবিত্র আত্মার পূর্ণতার শক্তি(ছাড়া, আর কোনো শক্তি(ই পাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির পরিবর্তন করতে বা একে বাধা দিতে পারবে না। *“তিনি যেমন জ্যোতির মাঝে বিরাজ করেন,* তেমনই আমরা যদি জ্যোতির মাঝে বিচরণ করি...” (১ যোহন ১ ৭)। আমাদের অনেকেরই কাছে জ্যোতির মাঝে বিচরণ করার অর্থ, অন্যদের জন্য আমরা যে মান স্থাপন করেছি, সেই অনুযায়ী চলা। ফরিশীদের ভযঙ্করতম মানসিকতা ভণ্ডামিকে আজ আমরা প্রদর্শন করছি না, আমরা অবচেতনভাবে এক মিথ্যাকে আঁকড়ে আছি।

১৭ মার্চ

সেবকের প্রাথমিক ল(্য

“...আমরা ল(্য রাখিতেছি, ... যেন তাঁহারই প্রীতির পাত্র হই” (২করিন্থীয় ৫ ৯)।

“আমরা ল(্য রাখিতেছি...।” আমাদের সামনে অবিরত আমাদের প্রাথমিক ল(্যকে রাখতে হলে সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। এর অর্থ, বছরের পর বছর, আমাদের নিজেদের উচ্চতম অগ্রাধিকারে ধরে রাখতে হবে(আমাদের প্রাথমিক অগ্রাধিকার আত্মা জয় করা নয়, বা মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করা, অথবা আত্মিক জাগরণ নয়, কিন্তু আমাদের একমাত্র ল(্য হবে, ‘তাঁর প্রীতির পাত্র’ হওয়া। আত্মিক অভিজ্ঞতার অভাব ব্যর্থতা আনে না, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে সঠিক ল(্যের দিকে কেন্দ্রীভূত রাখার প্রয়াসের অভাব ব্যর্থতা আনে। ঈ(্বর আপনার জন্য যে-মানদণ্ড স্থির করেছেন, সেই পরিমাপ অনুসারে জীবনযাপন করেছেন কি না জানার জন্য সপ্তাহে অন্তত একদিন ঈ(্বরের সামনে নিজেকে যাচাই ক(ন। পৌল এমনই এক সংগীতকারের মতো ছিলেন, যিনি শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রশংসা পাবার কথা চিন্তা করতেন না, যদি পারেন তিনি কেবল তাঁর সঞ্চালক, ঈ(্বরের প্রশংসার দিকে ল(্য রাখতেন।

যে-কোনো ল(্য যা আমাদের সূক্ষ্মতম মাত্রায়ও “ঈ(্বরের কাছে পরী(্যাসিদ্ধ” (২ তীমথি ২ ১৫) হবার ল(্য থেকে বিচ্যুত করে, আগামী দিনে ঈ(্বরের সেবা থেকে তা আমাদের বাতিল করতে পারে। যখন আপনি বুঝতে পারেন, ল(্য আপনাকে কোথায় নিয়ে চলেছে, তখন আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন, “যীশুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ” (ইব্রীয় ১২ ২) করা কেন প্রয়োজনীয়। পৌল তাঁর দেহকে বশে রাখার গু(ত্বের কথা বলেছেন, যেন দেহ তাঁকে ভুল পথে নিয়ে যেতে না-পারে। তিনি বলেছেন, “আমি আমার দেহকে কঠিন সংযমের বশে রাখি, যাতে .... আমি নিজেই অযোগ্য প্রতিপন্ন না হই” (১ করিন্থীয় ৯ ২৭)।

সকল বিষয়কে প্রাথমিক ল(্যের সঙ্গে বিঘ্নহীনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে শিখতে হবে। আমার ব্যক্তি(গত জীবনে আমি আসলে কী, তার দ্বারাই ঈ(্বরের কাছে আমার যোগ্যতা প্রকাশ্যে নির্ধারিত হয়। জীবনে আমার প্রাথমিক ল(্য কি তাঁকে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করা, অথবা হীন অন্য কিছু, যা শুনলে অত্যন্ত উচ্চ রবের বলে মনে হয়?

১৮ মার্চ

আমি কি নিজেকে এই স্তর পর্যন্ত উন্নীত করব?

"*.. ঈশ্বরভয়ে পবিত্রতা সিদ্ধ করি*" (১ করিন্থীয় ৭ ১)।

"এই সকল প্রতিজ্ঞার অধিকারী হওয়াতে ..." আমার জীবনের জন্য আমি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার দাবি করি এবং যথার্থভাবেই সেগুলির পূর্ণতার দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু তা প্রতিজ্ঞাগুলির উপর মানুষের দৃষ্টিকোণকেই প্রদর্শন করে। ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ হল, তাঁর প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে আমার উপর তাঁর মালিকানাকে চিনতে পারব। উদাহরণস্বরূপ, আমি কি উপলব্ধি করি যে, আমার 'দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির' অথবা ঈশ্বরের জ্যোতির সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে না, এমন কিছু আমার দৈহিক অভ্যাস কি আমি মেনে নিয়েছি? (১ করিন্থীয় ৬ ১৯)। ঈশ্বর শুচিতার মাধ্যমে আমাকে পাপ থেকে দূরে রেখে এবং তাঁর দৃষ্টিতে আমাকে পবিত্র করে (গালাতীয় ৪ ১৯ দেখুন) তাঁর পুত্রকে আমার অন্তরে গঠন করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতি বাধ্যতার দ্বারা আমাকে আমার প্রাকৃতিক জীবনকে অধ্যাত্মজীবনে রূপান্তরিত করতে হবে। জীবনের সামান্যতম খুঁটিনাটি ঘটনাতেও ঈশ্বর আমাদের নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। তিনি যখন আপনার মধ্যে পাপবোধ নিয়ে আসবেন, "রক্ত-মাংসের সঙ্গে পরামর্শ" করবেন না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে এ থেকে শুচি করুন (গালাতীয় ১ ১৬)। আপনার প্রতিদিনের পথচলায় নিজেকে শুচিশুদ্ধ রাখুন।

আমার দেহ এবং প্রাণ যতক্ষণ না ঈশ্বরের প্রকৃতির সঙ্গে সমছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে, সমস্ত কলুষতা থেকে নিজেকে শুচি করতে হবে। আমার আত্মার মন কি আমার অন্তর্বাসী ঈশ্বরের পুত্রের জীবনের সঙ্গে যথার্থ ঐক্যে রয়েছে অথবা আমি কি মানসিকভাবে বিদ্রোহী এবং বিরোধে প্রবৃত্ত? খ্রীস্টের মনকে আমি কি আমার মধ্যে রূপ নিতে দিয়েছি? (ফিলিপীয় ২ ৫ দেখুন)। খ্রীস্ট কখনই নিজের উপর তাঁর অধিকারের কথা বলেননি, কিন্তু তাঁর পিতার কাছে অধীনতা স্বীকার করার জন্য সর্বদা সজাগ ছিলেন। ঈশ্বরের আত্মার সঙ্গে আমার আত্মার ঐক্য সাধন করার দায়িত্ব আমারই। এবং যখন আমি তা করি, যীশু ক্রমশ আমাকে সেই স্তরে উন্নীত করেন, যেখানে তিনি বাস করতেন — পিতার ইচ্ছার কাছে যথার্থ সমর্পণের স্তর — যেখানে আর কোনো কিছুর প্রতি আমি মনোযোগ দিই না। ঈশ্বরের প্রতি সম্ভ্রমে আমি কি এই ধরনের পবিত্রতাকে নিখুঁত করে তুলছি? ঈশ্বর যা চান, আমি কি তা-ই করছি, এবং লোকে কি আমার জীবনে আরও বেশি করে ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছে? ঈশ্বরের কাছে আপনি যে অঙ্গীকার করেছেন, সে-বিষয়ে আন্তরিক হোন এবং আনন্দের সঙ্গে আর সবকিছুই ত্যাগ করুন। আন্তরিকভাবেই ঈশ্বরকে আপনার জীবনে অগ্রাধিকার দিন।

১৯ মার্চ

অব্রাহামের বিশ্বাসের জীবন

"...কোথায় যাইতেছেন, তাহা না-জানিয়া যাত্রা করিলেন" (ইব্রীয় ১১ ৮)।

পুরাতন নিয়মে, কোনো ব্যক্তির জীবনে বিচ্ছিন্নতার মাত্রা দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে সেই ব্যক্তির সম্বন্ধকে দেখা হত। অব্রাহাম তাঁর দেশ ও পরিবার ত্যাগ করলে তাঁর জীবনে এই পৃথক্করণ দেখা গিয়েছিল। আজকের দিনে আমরা যখন পৃথক্করণের কথা চিন্তা করি, আমরা আক্ষরিকভাবে পরিবারের সেইসব সদস্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয় ভাবি না, ঈশ্বরের সঙ্গে যাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নেই, কিন্তু আমরা বুঝি, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানসিক ও নৈতিক বিচ্ছিন্নতা। লুক ১৪ ২৬ পদে খ্রীস্ট এ কথাই বলেছিলেন।

বিশ্বাসপূর্ণ জীবনযাপন করার অর্থ, আপনি কোনোদিনই জানবেন না যে, আপনাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এর অর্থ, যিনি আপনাকে চালনা করছেন, তাঁকে আপনি ভালোবাসেন, এবং তাঁকে আপনি জানেন। আক্ষরিকভাবে এ হল *বিশ্বাসের* জীবন, বোধ বা যুক্তি - তর্কের নয় — যিনি আমাকে যাবার জন্য আহ্বান করেন, তাঁকে জানার জীবন। বিশ্বাস এক ব্যক্তির (ঈশ্বরের) জ্ঞানে মূলবদ্ধ এবং আমরা সবচেয়ে বড়ো একটি যে - ফাঁদে পতিত হই, তা হল, আমাদের যদি বিশ্বাস থাকে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের জাগতিক সাফল্যের পথে নিয়ে যাবেন।

বিশ্বাসপূর্ণ জীবনের শেষ পর্যায় হল, চারিত্রিক সিদ্ধিলাভ করা। এবং এই প্রণালীতে আমরা বহু পরিবর্তনের সম্মুখীন হই। প্রার্থনা করার সময় আমাদের চারপাশে আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করি, তবু আমরা সাময়িকভাবে পরিবর্তিত হই। আমরা আমাদের প্রতিদিনের জীবনচর্যায় ফিরে যেতে চাই, এবং সেই মহিমা অদৃশ্য হয়ে যায়। বিশ্বাসের জীবন পর্বতোপরি একটি গৌরবময় অভিজ্ঞতার জীবন নয়, ইগলের ডানায় ভর করে উঁচুতে ওঠার মতো নয়। এই জীবন প্রতি মুহূর্তের সঙ্গতিপূর্ণ, একটি ক্লান্তিহীন যাত্রার জীবন (যিশাইয় ৪০ ৩১ দেখুন)। এমনকী, এই বিশ্বাস পরীক্ষিত, প্রমাণিত এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অব্রাহাম পবিত্রতার আদল বা উদাহরণ নন, তিনি বিশ্বাসপূর্ণ জীবনের প্রতীক — যে-বিশ্বাস পরীক্ষিত এবং সত্য, প্রকৃত ঈশ্বরের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। *"অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেন ..."* (রোমীয় ৪ ৩)।

২০ মার্চ

ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুতা

"...আমি যাহা করিব, তাহা কি অব্রাহাম হইতে লুকাইব" (আদিপুস্তক ১৮ ১৭)।

তাঁর বন্ধুতার আনন্দ। প্রার্থনায় সাময়িকভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করার তুলনায় আদিপুস্তক ১৮ অধ্যায়ে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুতার আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে। এই বন্ধুতার অর্থ, ঈশ্বরের এত অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে আসা যে আপনার কাছে তাঁর ইচ্ছাকে প্রকাশ করার কথাও কখনও বলতে হবে না। এ বিশ্বাসের এমন একটি স্তরের প্রমাণ যা বিশ্বাসপূর্ণ জীবনের অনুশাসনের শেষ পর্যায়ে আপনার উপস্থিতিকে নিশ্চিত করে। ঈশ্বরের সঙ্গে যখন আপনার সঠিক সম্পর্ক বজায় থাকে, আপনি লাভ করেন মুক্তি, স্বাধীনতা এবং আনন্দময় জীবন। আপনি নিজেই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আপনার সমস্ত স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত আসলে আপনার জন্য তাঁর ইচ্ছা, যতক্ষণ না আপনার প্রাণে আপনি কোনো বাধার অনুভূতি অনুভব করছেন। ঈশ্বরের সঙ্গে নিখুঁত এবং আন্দময় বন্ধুতার আলোকে আপনি যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন; আপনি জানবেন, আপনার সিদ্ধান্ত ভুল হলে তিনি প্রেমের সঙ্গে আপনার অন্তরে বাধার অনুভূতি জাগিয়ে তুলবেন। তিনি বাধা দিলে, আপনি অবশ্যই তৎক্ষণাৎ থেমে পড়বেন।

তাঁর বন্ধুতার প্রতিবন্ধকতা। অব্রাহাম কেন প্রার্থনা করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন? তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তার কারণ, ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুতায় অন্তরঙ্গতার স্তরে তখনও তাঁর ঘাটতি ছিল। এই অন্তরঙ্গতাই তাঁকে তাঁর ইচ্ছা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত প্রভুর কাছে সাহসের সঙ্গে প্রার্থনা করার যোগ্য করে তুলত। যখন প্রার্থনায় আমাদের প্রকৃত বাসনাকে জানাতে গিয়ে থেমে যাই এবং বলি, "আমি জানি না, হয়তো এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়," তখনও আমাদের আর একটি স্তরে এগিয়ে যাওয়া বাকি আছে। এ দেখায় যে, যীশুর যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের তেমন অন্তরঙ্গতা নেই এবং যীশু আমাদের সম্পর্কে যেমন চাইতেন — "... যেন তারা আমাদেরই মতো একাত্ম হয়" (যোহন ১৭ ২২)। আপনি কোন বিষয়ে শেষ প্রার্থনা করেছিলেন, ভেবে দেখুন। আপনার বাসনার প্রতি, না ঈশ্বরের প্রতি আসক্ত ছিলেন? পবিত্র আত্মার কাছ থেকে আপনার নিজের জন্য কিছু অনুগ্রহ-দান পাওয়া অথবা ঈশ্বরকে লাভ করা ছিল আপনার লক্ষ্য? "তোমরা চাইবার আগেই তোমাদের পিতা জানেন, তোমাদের কী প্রয়োজন" (মথি ৬ ৮)। চাইবার কারণ, আপনি যেন ঈশ্বরকে আরও ভালোভাবে জানতে পারেন। "প্রভুর সান্নিধ্যে আনন্দ কর, তিনিই পূর্ণ করবেন তোমার মনোবাসনা," (গীতসংহিতা ৩৭ ৪)। ঈশ্বরকে পূর্ণ উপলব্ধির জন্য আমরা প্রার্থনা করতেই থাকব।

২১ মার্চ

একাত্ম, অথবা শুধুই আগ্রহী ?

"...আমি খ্রীস্টের সঙ্গে ত্রু(শার্পিত হয়েছি" (গালাতীয় ২ ২০)।

আমাদের প্রত্যেকেরই এক অপরিহার্য আত্মিক প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন হল, আমাদের পাপ-প্রকৃতির মৃত্যুর প্রমাণ-পত্রের উপর স্বা(র করে দেওয়া। আমি আমার আবেগগত মতামত এবং বৌদ্ধিক বি(্বাসকে গ্রহণ করব এবং আমার পাপ - প্রকৃতির বি(দ্ধে সেগুলিকে নৈতিক সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত করতে ইচ্ছুক হব(অর্থাৎ, আমার উপর আমার আর কোনো দাবি থাকবে না। পৌল বলেছেন, "... আমি খ্রীস্টের সঙ্গে ত্র(শার্পিত হয়েছি।" তিনি বলেননি যে, আমি যীশুকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বা " আমি তাঁকে অনুসরণ করার যথার্থই চেষ্টা করব" — কিন্তু — "তাঁর মৃত্যুতে আমি তাঁর সঙ্গে *একাত্ম* হয়েছি।" একবার যখন আমি এই নৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হই এবং সেই অনুযায়ী কাজ করি, খ্রীস্ট ত্রু(শের উপর আমার *জন্য* যা সাধন করেছিলেন, আমার *মধ্যে* তা সাধিত হয়। ঈ(্বরের প্রতি আমার স্বচ্ছন্দ সমর্পণ আমাকে যীশুখ্রীস্টের পবিত্রতা দান করতে পবিত্র আত্মাকে সুযোগ দেয়। "এই যে আমি বেঁচে আছি, সে তো আমি নই ...।" আমার ব্যক্তি(-স্বাতন্ত্র্য বজায় আছে, কিন্তু আমার বেঁচে থাকার এবং স্বভাবের প্রাথমিক প্রেরণা যা আমার উপর আধিপত্য করত, সেগুলি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। আমার সেই একই মানবদেহ আছে, কিন্তু আমার উপর শয়তানের পুরাতন অধিকার ধ্বংস হয়ে গেছে।

... এখন এই দেহে আমার যে প্রাণ রয়েছে", যে-জীবন আমি যাপন করতে আগ্রহী তা নয়, বা এমনকী, আমার প্রার্থনা, আমি যেন জীবিত থাকি, তা-ও নয়, কিন্তু আমার মরণশীল দেহে আমি যে প্রাণধারণ করে আছি — যে-জীবন অন্যরা প্রত্য(করে, তা "... ঈ(্বরের পুত্রের উপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে ...।" এই বি(্বাস যীশুখ্রীস্টতে পৌলের নিজস্ব বি(্বাস নয়, কিন্তু যে-বি(্বাস ঈ(্বরের পুত্র আমার মধ্যে দান করেছেন (গালাতীয় ২ ৮ দেখুন)। এখন আর এ বি(্বাসে বি(্বাস নয়, কিন্তু এই বি(্বাস সমস্ত কল্পনাসাধ্য সীমানাকে অতিত্র(ম করে যায় — এমন বি(্বাস যা শুধু ঈ(্বর থেকেই পাওয়া যায়।

২২ মার্চ

উত্তেজনাপূর্ণ হৃদয়

"...তখন আমাদের অন্তরে এক আবেগের উত্তাপ অনুভব করেছিলাম না?" (লুক ২৪ ৩২)।

আমাদের অন্তরের আবেগ সম্পর্কে শি(া করা প্রয়োজন। অকস্মাৎ যীশু আমাদের সামনে আবির্ভূত হলেন, আগুন প্রজ্বলিত হল এবং আমরা আশ্চর্যজনক দর্শন লাভ করলাম(কিন্তু তখন উত্তেজনাপূর্ণ হৃদয়ের রহস্য বজায় রাখাকে শিখতে হবে — যে-হৃদয় যে-কোনো কিছুকে ভেদ করে যেতে পারে।

যদি আমরা যীশুর সান্নিধ্যে বাস করার রহস্য না শিখি, তা হলে মামুলি, নিরানন্দময় দিন, সাধারণ কর্তব্য এবং লোক উত্তেজনাপূর্ণ অন্তরকে (াসরোধ করে মারে।

খ্রীস্ট-বি(াসী হিসাবে আমরা যেসব দুঃখ-দুর্দশার অভিজ্ঞতা লাভ করি, তার অধিকাংশই আমাদের পাপের ফলস্বরূপ আসে না(আমাদের নিজস্ব প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতাই এর কারণ। উদাহরণস্বরূপ, কোনো বিশেষ আবেগকে আমাদের জীবনে কাজ করতে দেব কি না, তা নয়, আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে, ওই আবেগের শেষ পরিণতি কী হবে। এর যৌক্তি(ক উপসংহারের মধ্য দিয়ে চিন্তা ক(ন, এবং যদি এর পরিণতি এমন কিছু হয়, যা ঈ(র বাতিল করবেন, তবে তৎ(ণাৎ থামিয়ে দিন। কিন্তু সেই আবেগ যদি ঈ(রের আত্মায় প্রজ্বলিত হয়, এবং আপনি যদি একে আপনার জীবনে কাজ করতে না দেন, তা হলে ঈ(র যে-স্তরে চান, তার চেয়ে নিচু স্তরে এর প্রতিত্রি(য়া হবে। বাস্তববুদ্ধিহীন এবং অতিরিক্ত(আবেগতাড়িত লোকেরা এইভাবেই গড়ে উঠেছে। যদি ঈপ্সিত স্তরে চর্চা না করা হয়, তবে আবেগের স্তর যত উচ্চ হবে, ভ্রষ্টতার স্তর তত গভীর হবে। যদি ঈ(রের আত্মা আপনাকে উত্তেজিত করে থাকে, তবে যত দূর সম্ভব আপনার সিদ্ধান্তকে অপরিবর্তনীয় রাখুন, এবং তাদের পরিণাম যা-ই হোক, হতে দিন। আমরা চিরকালের মতো "রূপান্তরের পর্বতে" (মার্ক ৯ ১-৯ দেখুন) অবস্থান করতে এবং পর্বতোপরি অভিজ্ঞতার আনন্দ উপভোগ করতে পারি না। কিন্তু সেখানে যে-আলো আমরা লাভ করেছি, আমাদের তার বাধ্য হতেই হবে(আমাদের একে কাজ করতে দিতে হবে। ঈ(র যখন আমাদের দর্শন দেন, যত মূল্যই দিতে হোক, আমরা তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলব।

২৩ মার্চ

আমি কি জৈবিক ভাবাপন্ন ?

“যত(ণ তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও ঝগড়া বিবাদ থাকছে, তত(ণ তোমরা কি সংসারে আবদ্ধ সাধারণ লোকের মতোই আচরণ করছ না ?” (১ করিন্থীয় ৩ ৩)।

স্বাভাবিক বা অবি(াসী মানুষ জৈবিকতা সম্পর্কে কিছুই জানে না। দেহজ কামনা পবিত্র আত্মার বি(দ্ধে যুদ্ধ করে, এবং আত্মা করে দেহের বি(দ্ধে। যা শু(হয়েছিল নতুন জন্মের সময়। এরা জৈবিকতা এবং এর বোধ উৎপন্ন করে। কিন্তু পৌল বলেন, “... পবিত্র আত্মার বাধ্য হয়ে চল, তা হলে আর মানব-প্রকৃতির চাহিদা মেটাতে হবে না” (গালাতীয় ৫ ১৬)। অন্যভাবে বলা যায়, জৈবিকতা অদৃশ্য হয়ে যাবে।

আপনি কি (ু দ্র (ু দ্র বিষয়ে কলহ করেন এবং সহজেই হতাশ হয়ে পড়েন ? আপনি কি মনে করেন, কোনো খ্রীস্টবি(াসী এ রকম কখনও হয় না ? পৌল বলেন, তারা এই রকমই হয় এবং তিনি একে জৈবিকতার সঙ্গে যুক্ত(করেছেন। বাইবেলে এমন কোনো সত্য আছে কি যে, হঠাৎ-হঠাৎ আপনার মধ্যে বিদ্বেষ এবং অসন্তোষের ভাব জেগে ওঠে ? যদি তা-ই হয়, এটাই প্রমাণিত হয় যে, আপনি এখনও জৈবিক স্বভাবের মধ্যে রয়েছেন। আপনার জীবনে পবিত্রীকরণের প্রণালী যদি অবিরত চলতে থাকে, তা হলে আপনার জীবনে এই ধরনের কোনো মানসিকতা অবশিষ্ট থাকবে না।

ঈ(রের আত্মা আপনার মধ্যে যদি ভুল কিছু খুঁজে পান, তিনি আপনাকে তা সংশোধন করতে বলেন না(তিনি শুধু বলেন, আপনাকে সত্যের আলো গ্রহণ করতে হবে এবং তবেই আপনি এর সংশোধন করতে পারবেন। জ্যোতির সন্তান তৎ(ণাৎ তাঁর পাপ স্বীকার করবেন এবং ঈ(রের সামনে অনাবৃত, স্বচ্ছভাবে দাঁড়ান, কিন্তু অন্ধকারের সন্তান বলবে, “আমি ওর ব্যাখ্যা করতে পারি।” যখন আলো বিচ্ছুরিত হয় এবং আত্মা পাপবোধের উন্মেষ ঘটায়, আপনি জ্যোতির সন্তানে পরিণত হন। আপনার দুষ্কর্ম স্বীকার ক(ন এবং ঈ(র তা মার্জনা করবেন। কিন্তু, যদি আপনি নিজের আচরণকে সমর্থন করার চেষ্টা করেন, আপনি প্রমাণ করবেন যে, আপনি তখনও অন্ধকারের সন্তান হয়েই রয়েছেন।

জৈবিকতা চলে গেছে — তার প্রমাণ কী ? নিজের সঙ্গে কখনও ছলনা করবেন না(জৈবিকতা চলে গেলে, আপনি তা জানতে পারবেন। এ সবচেয়ে বাস্তব বিষয়। তাঁর অনুগ্রহের অলৌকিকতাকে নিজের কাছে প্রমাণ করার জন্য আপনি যাতে বেশ কিছু সুযোগ পান, ঈ(র তা দেখবেন। প্রমাণ একটি অত্যন্ত ব্যবহারিক পরী(া। আপনি নিজেই বলে উঠবেন, “এই ঘটনা যদি আগে ঘটত, আমার অন্তর অসন্তোষে ভরে উঠত!” আপনার অন্তরে ঈ(র কী করেছেন দেখে, সংসারে আপনি একজন সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যক্তি(হয়ে চলতেই থাকবেন।

২৪ মার্চ

ঈ(্বরের উদ্দেশ্যের জন্য হ্রাস পাওয়া

“উহাকে বৃদ্ধি পাইতে হইবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পাইতে হইবে” (যোহন ৩ ৩০)।

যদি কারও জীবনে আপনি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠেন, জানবেন, আপনি ঈ(্বরের ইচ্ছার বাইরে অবস্থান করছেন। সেবক হিসাবে, “বরের বন্ধু” হয়ে ওঠাই আপনার প্রাথমিক দায়িত্ব (৩ ২৯)। যখন আপনি দেখেন, কোনো ব্যক্তি(যীশুখ্রীস্টের দাবিকে আঁকড়ে ধরার কাছাকাছি এসেছে, জানবেন, আপনার প্রভাব সঠিক পথেই ব্যবহৃত হয়েছে। এবং সেই ব্যক্তি(কে যখন কষ্ট এবং যন্ত্রণাদায়ক সংগ্রামের মধ্যে দেখেন, সেই কষ্ট-যন্ত্রণার প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবেন না, বরং প্রার্থনা ক(ন যে, স্বর্গ-মর্তের কোনো শক্তি(যত(ণ না তাকে যীশুখ্রীস্টের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার দুঃখ-যন্ত্রণা যেন দশগুণ বৃদ্ধি পায়। আমরা বার বার কারও জীবনে অ-পেশাদার বিধাতা হবার চেষ্টা করি। আমরা সত্যিই অ-পেশাদার, ভিতরে প্রবেশ করে আমরা ঈ(্বরের ইচ্ছাকে বাধা দিই এবং বলি, “এই কষ্ট-যন্ত্রণা এই লোকটির জীবনে থাকা ঠিক নয়।” বরের বন্ধু হবার পরিবর্তে, আমাদের সহানুভূতি আদায় করে। একদিন সেই ব্যক্তি(আমাদের বলবে, “আপনি একটা চোর(আমার যীশুকে অনুসরণ করার ইচ্ছাকে আপনি চুরি করেছেন এবং আপনার কারণেই আমি তাঁর দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেছি।”

ভুল বিষয়ে কারও সঙ্গে আনন্দ করা সম্পর্কে সতর্ক হোন, কিন্তু সঠিক বিষয়ে সর্বদা আনন্দ ক(ন। “বরের বন্ধু বরের পাশে দাঁড়িয়ে তার কথা শোনে আর আনন্দ উপভোগ করে। আজ আমিও সেই পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করেছি” (৩ ২৯)। “উহাকে বৃদ্ধি পাইতে হইবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পাইতে হইবে” (৩ ৩০)। দুঃখের সঙ্গে নয়, আনন্দের সঙ্গে এ কথা বলা হয়েছিল — অবশেষে তাঁরা বরের দেখা পেতে চলেছেন! এবং যোহন বলেছেন, এ ছিল তাঁর আনন্দ। এখানে দেখানো হয়েছে, সেবককে নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে হবে — অন্যের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। সেবক দূরে সরে যাবেন, কোনো দিনই আর প্রভুর আগে যাবার চিন্তা করবেন না।

অন্য ব্যক্তি(র জীবনে বরের স্বর না-শোনা পর্যন্ত আপনার সমগ্র সত্তা দিয়ে শুনুন। এ কত ধ্বংস, কত কষ্ট বা অসুস্থতা নিয়ে আসবে — সে-চিন্তাকে কখনও প্রশ্রয় দেবেন না। ঈ(্বরের রব শোনা গেছে, তাই দিব্য শিহরনে আনন্দ ক(ন। আপনাকে প্রায়ই দেখতে হবে, একটি জীবনকে বাঁচাবার আগে, যীশুখ্রীস্ট কীভাবে সেই জীবনকে ধ্বংস করেন।

২৫ মার্চ

সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখা

“*...বরের বন্ধু...*”(যোহন ৩ ২৯)।

চমৎকারিত্ব এবং পবিত্রতার এমন কোনো গুণ থাকতে পারে না, যা নিজেদের দিকে অন্যদের আকর্ষণ করে। কিন্তু এর এমন চুম্বকের মতো হওয়া উচিত যা মানুষকে যীশুখ্রীস্টের দিকে আকর্ষণ করবে। আমার পবিত্রতা যদি অন্যদের যীশুর দিকে আকর্ষণ না-করে, তবে সেই পবিত্রতা সঠিক ধরনের নয়(এ শুধু একটি প্রভাব যা মানুষের মধ্যে অনুচিত আবেগ এবং কামনা জাগিয়ে তোলে এবং সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। একজন সুন্দর, পবিত্র ব্যক্তি(স্বয়ং যীশুখ্রীস্টকে উপস্থাপন না-করে, খ্রীস্ট তাঁর জন্য কী করেছেন, তা উপস্থাপন করার দ্বারা মানুষকে প্রভুর পথে না-এনে সেই পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন। অন্যরা তাঁর সম্পর্কে এই রকম চিন্তা করবে — “ওই লোকটি কত সুন্দর!” এ “বরের প্রকৃত বন্ধুর” পরিচয় নয় — সব সময় আমি বৃদ্ধি পাচ্ছি(তিনি নন।

বরের প্রতি এই বন্ধুতা ও বি(শ্বস্ততা বজায় রাখার জন্য বাধ্যতাসহ সবকিছুর ঊর্ধ্বে তাঁর সঙ্গে আমাদের নৈতিক ও প্রাণবন্ত সম্পর্ক র(া করতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে। কখনও কখনও পালন করার মতো আজ্ঞা কিছুই থাকে না, এবং আমাদের একমাত্র কাজ হয়, যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে অত্যাবশ্যক সংযোগ র(া করে চলা(ল(রাখতে হয়, যেন এর মধ্যে অন্যকিছু হস্ত(েপ না করে। এ কেবল কখনও কখনও আজ্ঞা পালনের বিষয় হয়ে ওঠে। সেই সব সময়ে যখন সংকট উপস্থিত হয়, আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে, ঈ(শ্বরের ইচ্ছা কী। তবু আমরা অধিকাংশই সচেতনভাবে আজ্ঞাপালনের চেষ্টা না-করে জীবন অতিবাহিত করি। কিন্তু তখনও আমরা “বরের বন্ধু” হয়ে এই সম্পর্ক বজায় রেখে চলি। আসলে, খ্রীস্টীয় কাজ একজন ব্যক্তি(র যীশুখ্রীস্টের প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টিকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। “বরের বন্ধু” হবার পরিবর্তে আমরা কারও কাছে অপেশাদার বিধাতা হয়ে উঠতে পারি, তাঁর হাতিয়ার ব্যবহার করেই তাঁর বি(দ্ধে কাজ করতে পারি।

২৬ মার্চ

ব্যক্তি(গত পবিত্রতার মাধ্যমে আত্মিক দর্শন

“অন্তর যাদের নির্মল, তারাই ধন্য, তারা পাবে ঈ(্বরের দর্শন” (মথি ৫ ৮)।

পবিত্রতা পাপশূন্যতা নয় — পবিত্রতা তার চেয়েও বেশি। ঈ(্বরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন আত্মিক ঐক্যের ফল পবিত্রতা। আমাদের পবিত্রতায় বৃদ্ধি পেতে হবে। আমাদের ঈ(্বরের সান্নিধ্যময় জীবন যথাযথ এবং আমাদের অন্তরের পবিত্রতা নিষ্কলুষ হতে পারে, তবু কখনও কখনও আমাদের বহিরঙ্গ জীবন কলঙ্কিত হতে পারে। এই সম্ভাবনা থেকে ঈ(্বর ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের র(া করেন না, কারণ এই ভাবেই আমরা ব্যক্তি(গত পবিত্রতার মাধ্যমে আমাদের আত্মিক দর্শনকে বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা চিনতে পারি। ঈ(্বরের সান্নিধ্যময় আমাদের অধ্যাত্মজীবনের বহিরঙ্গ স্তর যদি সূক্ষ্মতম মাত্রাতেও (তিগ্রস্ত হয়, তাকে সঠিক না-করা পর্যন্ত আমাদের অন্য সবকিছু একপাশে সরিয়ে রাখতে হবে। মনে রাখবেন, আমাদের চরিত্রের উপর আত্মিক দর্শন নির্ভর করে — এ হল, *নির্মল অন্তর*, যারা “ঈ(্বরের দর্শন” লাভ করে।

ঈ(্বর তাঁর সার্বভৌম অনুগ্রহ-কর্মের দ্বারা আমাদের নির্মল করেন, কিন্তু তখনও এমন কিছু থাকে, যা আমাদের সতর্ক হয়ে ল(রাখতেই হবে। আমাদের দৈহিক জীবন অন্য লোকের এবং অন্য দৃষ্টিভঙ্গির সংস্পর্শে এলে আমরা বিবর্ণ,কলঙ্কিত হয়ে পড়ি। আমাদের “অভ্যন্তরীণ উপাসনা-স্থান”-কে শুধু ঈ(্বর-সান্নিধ্যে যথাযথ রাখলেই চলবে না, আমাদের “বাইরের প্রাঙ্গণ”-কেও ঈ(্বরের অনুগ্রহ-দত্ত পবিত্রতার সঙ্গে নিখুঁত ঐক্যে আনতে হবে। আমাদের “বাইরের প্রাঙ্গণ” যখন কলঙ্কিত হয়, আমাদের আত্মিক দর্শন এবং বোধ তৎ(ণাৎ কালিমালিপ্ত হয়। আমরা যদি প্রভু যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তি(গত অন্তরঙ্গতা বজায় রাখতে চাই, তা হলে কিছু কাজ করতে বা কিছু বিষয়ে চিন্তা করতে অস্বীকার করতে হবে। কিছু বিষয় যা অন্যদের কাছে গ্রহণীয়, আমাদের কাছে সেগুলি অগ্রহণীয় হয়ে উঠবে।

অন্য লোকের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের (ে ত্রে আপনার ব্যক্তি(গত শুদ্ধতাকে নিষ্কলঙ্ক রাখতে হলে এক ব্যবহারিক সাহায্য গ্রহণ করতে হবে ঈ(্বর তাদের যেভাবে দেখেন, আপনিও তাদের সেইভাবে দেখুন। নিজেকে বলুন, “ওই পু(ষ বা ওই নারী *যীশুখ্রীস্টেতে নিখুঁত!* ওই বন্ধু বা ওই আত্মীয় *যীশুখ্রীস্টেতে নিখুঁত!*”

২৭ মার্চ

ব্যক্তি(গত চরিত্রের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক দর্শন

"*...এখানে উঠে এস, এর পরে যা ঘটবে, তা আমি তোমাকে দেখাব।*" (প্রকাশিত বাক্য ৪ ১)।

মন এবং আত্মিক দর্শনের উচ্চতর অবস্থা একমাত্র ব্যক্তি(গত চরিত্রের উচ্চতর অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। যদি আপনি আপনার জানা জীবনের বাইরের স্তরে উচ্চতম ও সর্বোত্তম পর্যায়ে জীবনযাপন করেন, ঈ্বের আপনাকে অবিরত বলবেন, "বন্ধু, আরও উঁচুতে উঠে এস।" পরী(ায় বা প্রলোভনে একটি স্থায়ী নিয়মও আছে, যা আপনাকে আরও উঁচুতে ওঠার আহ্বান জানায়(কিন্তু যখনই আপনি এ রকম করেন, আপনি আরও প্রলোভন, আরও চারিত্রিক প্রল(ণের মুখোমুখি হন। ঈ্বের এবং শয়তান উভয়েই উচ্চভূমিতে নিয়ে যাবার কৌশল গ্রহণ করে, কিন্তু শয়তান একে প্রলোভনের মধ্যে প্রয়োগ করে, এবং এর প্রভাব হয় ভিন্নতর। শয়তান যখন আপনাকে এক বিশেষ উচ্চতার স্থানে নিয়ে যায়, পবিত্রতা সম্পর্কে এমন ধারণা দেয় যা রক্ত(-মাংসের শরীর সহ্য করতে বা বহন করতে পারে না। ত্র(মউচ্চতায় ওঠার জন্য আপনার জীবন এক আত্মিক প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়। আপনি একে আঁকড়ে থাকেন, ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন এবং নড়াচড়া করার সাহস পান না। কিন্তু ঈ্বের যখন তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা আপনাকে স্বর্গীয় স্থানের উচ্চতায় নিয়ে যান, আপনি এক বিশাল মালভূমির সন্ধান পান, যেখানে আপনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন।

আপনার আত্মিক জীবনের এই সপ্তাহকে গত বছরের এই একই সপ্তাহের সঙ্গে তুলনা ক(ন এবং যাচাই ক(ন, ঈ্বের আপনাকে কীভাবে এক উচ্চতর স্থানে আহ্বান করেছেন। আমরা সকলেই এক উচ্চতর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্য আনীত হয়েছি। ঈ্বেরকে এমন কোনো সত্য আপনার কাছে প্রকাশ করতে দেবেন না, যে সত্য অনুসারে আপনি তৎ(ণাৎ জীবনযাপন করতে বা আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন না। সর্বদা এর আলোর মধ্যে থেকে কাজ ক(ন।

আপনি ফিরে যাননি, তার দ্বারা নয়, আত্মিকভাবে আপনার অবস্থান কোথায়, এই অন্তর্দৃষ্টি ও বোধের দ্বারা আপনি ঈ্বেরের অনুগ্রহে কতটা বৃদ্ধি পেয়েছেন তার পরিমাপ করা হয়। আপনি কি ঈ্বেরকে বলতে শুনেছেন, "আরও উঁচুতে উঠে এস" — বাইরের স্তরে নয়, কিন্তু আপনার চরিত্রের অন্তরতম স্থানে?

"আমি যাহা করিব, তাহা কি অব্রাহাম হইতে লুকাইব?" (আদিপুস্তক ১৮ ১৭)। আমাদের ব্যক্তি(গত চরিত্রের ঘাটতির জন্য, তাঁর প্রকাশিত সত্যকে উপলব্ধি করার মতো স্তরে উন্নীত না-হওয়া পর্যন্ত, ঈ্বের যা করেন, আমাদের কাছ থেকে তাঁকে তা লুকিয়ে রাখতে হয়।

২৮ মার্চ

কিছু কি ভুল বোঝাবুঝি নেই?

"যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, চল, আমরা যিহুদীয়ায় ফিরে যাই। তাঁর শিষ্যরা বললেন, ... আবার আপনি সেখানে যেতে চান?" (যোহন ১১ ৭-৮)।

যীশুখ্রীস্ট যা বলেন, আমি তা বুঝতে পারি না — শুধু এই কারণে, তাঁর কথার মধ্যে অসংগতি আছে, আমার এমন মনে করার কোনো অধিকার নেই। এ এক বিপজ্জনক দৃষ্টিভঙ্গি এবং এ কথা চিন্তা করার আমার কোনো, কখনও অধিকার নেই যে, ঈ(েরের নির্দেশের প্রতি আমার বাধ্যতা যীশুর প্রতি অপমানের কারণ হবে। একমাত্র তাঁর আজ্ঞা পালন না-করাই হবে তাঁর প্রতি অসম্মান। তাঁর সম্মান সম্পর্কিত আমার ধারণাকে, তিনি সরলভাবে আমাকে যা করতে বলেন, তারও আগে স্থান দেওয়া কখনই সঠিক নয়, এমনকী, তাঁকে অপমান থেকে র(া করার সদিচ্ছা থেকেও নয়। যখন ঈ(েরের কাছ থেকে নির্দেশ আসে, সেগুলির শান্ত অধ্যবসায়ের জন্য আমি সেগুলি চিনতে পারি। কিন্তু যখন আমি সেগুলির লাভ-লোকসান নিয়ে চিন্তা করি, এবং আমার মনে সন্দেহ ও যুক্তি(-তর্ক বাসা বাঁধে, আমি এমন এক বিষয়কে প্রশ্রয় দিই, যা ঈ(েরের নয়। এর পরিণাম হবে এই যে, আমি এই সিদ্ধান্তে আসব যে, আমার প্রতি তাঁর নির্দেশ সঠিক ছিল না। যীশুখ্রীস্ট সম্পর্কিত ধারণা বিষয়ে আমরা অনেকেই বি(েস্ত, কিন্তু আমরা কতজন যীশুখ্রীস্টের প্রতি বি(েস্ত? যীশুর প্রতি বি(েস্ততার অর্থ, এমনকী, কোথায় এবং কখন আমি কিছুই দেখতে না-পেলেও এগিয়ে চলব (মথি ১৪ ২৯ দেখুন)। কিন্তু আমার নিজস্ব ধারণার প্রতি বি(েস্ততার অর্থ, প্রথমে মানসিকভাবে নির্মল হতে হবে। কিন্তু বি(াস বুদ্ধিগত উপলব্ধি নয়(বি(াস যীশুখ্রীস্টের ব্যক্তি(-সত্তার প্রতি স্বেচ্ছা - সমর্পণ, এমনকী, আমার সম্মুখবর্তী পথ যখন আমি দেখতেও পাই না।

যীশুখ্রীস্টের প্রতি বি(াসে নির্ভর করে আপনি এগিয়ে চলবেন, না তাঁর আদেশ কীভাবে পালন করতে হবে, তা সুস্পষ্টভাবে না-জানা পর্যন্ত অপে(া করবেন — তা নিয়ে কি আপনি দোলাচলে পড়েছেন? শুধু বাঁধন-ছাড়া আনন্দে তাঁর বাধ্য হোন। তিনি আপনাকে কোনো আদেশ করলে, আপনি যখন তর্ক-বিতর্ক শু(করেন, তার কারণ, কোন কথায় তাঁর সম্মান এবং কোন কথায় অসম্মান, সে-বিষয়ে আপনার ধারণা ভুল। আপনি কি যীশুর প্রতি বি(েস্ত, অথবা তাঁর সম্পর্কিত ধারণার প্রতি? আপনি তাঁর আদেশের প্রতি বি(েস্ত, অথবা তাঁর বাক্যের সঙ্গে আপস করছেন, যে-চিন্তা তাঁর কাছ থেকে কখনই আসেনি? "তিনি তোমাদের যা বলেন, তা-ই কর" (যোহন ২ ৫)।

২৯ মার্চ

আমাদের প্রভুর আকস্মিক উপস্থিতি

“*... তোমরাও প্রস্তুত থেকো*” (লুক ১২ ৪০)।

যে-কোনো মুহূর্তে প্রভু যীশুর মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত থাকা একজন খ্রীস্টীয় কর্মীর সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন। আমাদের অভিজ্ঞতা যা-ই বলুক, এ কাজ সহজ নয়। এই যুদ্ধ পাপ, প্রতিবন্ধকতা, বা পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে নয়, এই লড়াই যীশুখ্রীস্টের সেবায় এমনভাবে লীন হয়ে যাবার বিরুদ্ধে যে, স্বয়ং যীশুর মুখোমুখি হবার জন্যে আমরা প্রতিটি মুহূর্তে প্রস্তুত নই। বিশ্বাস, বা মতবাদ, বা এমনকী, তাঁর কাছে আমাদের কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, এ প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়াও সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন নয়, কিন্তু *তাঁর* মুখোমুখি হওয়াই সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন।

আমাদের প্রত্যাশা মতো যীশু কদাচিৎ আসেন। যেখানে আমরা তাঁর প্রত্যাশা প্রায় করিই না, এবং সর্বদা সবচেয়ে অযৌক্তিক পরিস্থিতিতে, তাঁর আবির্ভাব ঘটে। একমাত্র প্রভুর আকস্মিক আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকার মধ্য দিয়ে একজন সেবক ঈশ্বরের কাছে সত্যসন্ধ হয়ে থাকতে পারে। সেবার দ্বারা এই প্রস্তুতি নয়, প্রতিমুহূর্তে যীশুখ্রীস্টের আগমনের প্রত্যাশায় থেকে তীব্র আত্মিক বাস্তবতার দ্বারা প্রস্তুতি নিতে হবে। এই প্রত্যাশা-বোধ আমাদের জীবনে শিশুসুলভ বিস্ময় নিয়ে আসবে, যা ঈশ্বর আমাদের জীবনে দেখতে চান। যদি আমরা যীশুখ্রীস্টের জন্য প্রস্তুত থাকতে চাই, তা হলে আমাদের ধার্মিক হয়ে ওঠার চেষ্টা ত্যাগ করতে হবে। অন্য ভাষায় বলা যায়, ধর্মকে এক ধরনের অত্যুচ্চ জীবনশৈলী মনে করে একে ব্যবহার করা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে — আমাদের আত্মিকভাবে বাস্তব হতেই হবে।

আপনি যদি বর্তমান জগতের ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনাকে আমল না দিয়ে “যীশুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ” (ইব্রীয় ১২ ২) করে থাকেন, তিনি যা চান, অন্তর দিয়ে তা-ই করতে চান, এবং তাঁর চিন্তায় মনকে ভরিয়ে রাখেন, তবে লোকে আপনাকে অকার্যকর এবং স্বপ্নবিলাসী বলে মনে করবে। কিন্তু দিনের প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যে তিনি যখন আবির্ভূত হন, একমাত্র আপনাকেই পাওয়া যাবে, যিনি প্রস্তুত হয়ে আছেন। আপনি কারও উপর নির্ভর করবেন না, এমনকী পৃথিবীর কোনো পবিত্রতম পুণ্যজনও যদি আপনার যীশুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, তাকে দূরে রাখুন।

৩০ মার্চ

ঈশ্বরের প্রতি পবিত্রতা, না কঠোরতা?

"... চমকিত হইলেন, কেননা অনুরোধকারী কেহ নাই ..." (যিশাইয় ৫৯ ১৬)।

আমাদের অনেকেরই প্রার্থনায় শুধু আবেগত আগ্রহ থাকে। সেই কারণে আমরা প্রার্থনা করা বন্ধ করে দিই এবং ঈশ্বরের প্রতি কঠোর হয়ে উঠি। আমরা প্রার্থনা করি— এ কথা শুনতে ভালো লাগে। এবং আমরা প্রার্থনার উপকারিতা জানতে পারি—আমাদের মন শান্ত হয় এবং আমাদের প্রাণে নবতেজ সঞ্চারিত হয়। কিন্তু এই পদে যিশাইয়র উক্তির মর্মার্থ হল, প্রার্থনা সম্পর্কিত এই ধরনের চিন্তায় ঈশ্বর আশ্চর্যজ্ঞান করেন।

প্রার্থনা এবং বিনতিকে এক সঙ্গে চলতে হবে; একটিকে ছাড়া অন্যটি অসম্ভব। বিনতির অর্থ, যে-ব্যক্তির জন্য আমরা প্রর্থনা করছি, তার সম্পর্কে খ্রীস্টের মন পাবার জন্য নিজেদের সেই স্তর পর্যন্ত উন্নীত করা (ফিলিপীয় ২ ৫ দেখুন)। ঈশ্বরের আরাধনা করার পরিবর্তে, প্রার্থনার কী রকম কাজ করা উচিত, সে-সম্পর্কে আমরা ঈশ্বরকে ভাষণ দিই। আমরা যখন বলি, "কিন্তু ঈশ্বর, তুমি কীভাবে এ কাজ করবে, আমি তো বুঝতেই পারছি না," তখন কি আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করছি, না তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করছি? আমরা যে আরাধনা করছি না, এ তার নিশ্চিত পরিচয়। আমরা যখন ঐশ্বরিক দৃষ্টি হারাই, আমরা কঠিন ও ধর্মান্ধ হয়ে পড়ি। ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে আমাদের মিনতি ছুড়ে দিই, এবং তাঁর কাছ থেকে আমরা কী চাই, তার নির্দেশ দিই। আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করি না, আমাদের মনকে ঈশ্বরের মনের অনুরূপ করতেও চেষ্টা করি না। ঈশ্বরের প্রতি যদি আমরা কাঠিন্য দেখাই, অন্য মানুষের প্রতিও আমরা কঠোর হয়ে উঠব।

আমরা কি এমনভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করছি যে, সেই আরাধনা আমাদের এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাবে, যেখানে তাঁকে আমরা আঁকড়ে ধরতে পারি? তাঁর সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতে পারে কি, যেখানে যার জন্য প্রার্থনা করছি, তার সম্পর্কে ঈশ্বরের মনোভাব জানতে পারি? আমরা কি ঈশ্বরের সঙ্গে এক পবিত্র সম্বন্ধে বাস করছি, অথবা আমরা কঠোর ও ধর্মান্ধ হয়ে পড়েছি?

আপনি কি মনে করছেন যে, যথার্থ বিনতিকারী একজনও নেই? তবে আপনি নিজে সেই বিনতিকারী হয়ে উঠুন। এমন একজন মানুষ হয়ে উঠুন যিনি ঈশ্বরের আরাধনা করেন এবং তাঁর সঙ্গে এক পবিত্র সম্বন্ধের মধ্যে বাস করেন। বিনতির প্রকৃত কাজে ব্যাপৃত হোন। মনে রাখবেন, সেই কাজ পরিশ্রম সাপেক্ষ — যে-কাজ আপনার সমস্ত শক্তি দাবি করে, কিন্তু যার মধ্যে কোনো গোপন বিপদ নেই। সুসমাচার প্রচারের মধ্যে বিপদ আছে, কিন্তু প্রার্থনায় কোনো রকমের বিপদ নেই।

৩১ মার্চ

আমাদের সতর্কতা, না ভণ্ডামি?

“যদি কেহ আপন ভ্রাতাকে এমন পাপ করিতে দেখে, যাহা মৃত্যুজনক নয়, তবে সে যাচনা করিবে, এবং ঈশ্বর তাহাকে জীবন দিবেন — যাহারা মৃত্যুজনক পাপ করে না, তাহাদিগকেই দিবেন” (১ যোহন ৫ ১৬)।

ঈশ্বরের আত্মা আমাদের অন্তরে কীভাবে কাজ করেন, সে-বিষয়ে আমরা যদি সতর্ক ও মনোযোগী না হই, তবে আমরা আত্মিক ভণ্ডে পরিণত হব। আমরা অন্যদের ব্যর্থতা দেখে তাদের বিচার করি এবং তাদের পক্ষে বিনতি না-করে বিদ্রুপ ও সমালোচনায় মুখর হই। অন্যদের সম্পর্কে এই সত্যকে ঈশ্বর আমাদের মনের সূক্ষ্মতার দ্বারা নয়, তাঁর আত্মার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। আমরা যদি মনোযোগী না হই, ঈশ্বরলব্ধ বিচারবুদ্ধির উৎস সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ থেকে যাব, অন্যদের সমালোচনা করব এবং ভুলে যাব যে ঈশ্বর বলেছেন, “... সে যাচনা করিবে এবং ঈশ্বর তাহাকে জীবন দিবেন — যাহারা মৃত্যুজনক পাপ করে না, ...।” সাবধান হোন, আপনি প্রথমেই নিজে ঈশ্বরের আরাধনা না-করে, ঈশ্বরের সঙ্গে অন্যদের সম্পর্ক সঠিক করার চেষ্টায় আপনার সমস্ত সময় ব্যয় করে ভণ্ডরূপে পরিগণিত হবেন না।

পবিত্রজন হিসাবে ঈশ্বর আমাদের উপর একটি অন্যতম সবচেয়ে দুর্বোধ্য ও ভ্রান্তিজনক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন, তা হল, অন্যদের সম্পর্কে উপলব্ধি করার এই ভার। তিনি আমাদের উপলব্ধি দিয়েছেন এই জন্য যে, তাঁর সামনে সেই সব আত্মার দায়িত্ব আমরা যেন নিতে পারি এবং তাদের যেন খ্রীস্টের স্বভাবে গড়ে তুলতে পারি (ফিলিপীয় ২ ৫ দেখুন)। ঈশ্বর আমাদের যা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেমন, “তাহাকে জীবন দিবেন — যাহারা মৃত্যুজনক পাপ করে না”, সেই অনুসারে আমাদের বিনতি করা উচিত। এমন নয় যে, আমাদের মনের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ গড়ে তোলার যোগ্যতা আমাদের আছে, কিন্তু আমরা নিজেদের এমন এক স্থানে জাগরিত রাখতে পারি যেখানে আমরা যাদের জন্য বিনতি করছি, তাদের সম্পর্কে ঈশ্বর তাঁর মনকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন।

যীশু কি তাঁর মনের যন্ত্রণাকে আমাদের মধ্যে দেখতে পান? যাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করছি, যতক্ষণ না তাদের প্রতি আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করছি এবং তাঁর সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা গড়ে তুলতে পারছি, ততক্ষণ তিনি দেখতে পাবেন না। আমরা যেন এমন সর্বান্তঃকরণে বিনতি করতে শিখি, যাতে বিনতিকারী হিসাবে যীশুখ্রীস্ট আমাদের উপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেন।

১ এপ্রিল

উপকারী, না অন্যদের প্রতি হৃদয়হীন?

"... যীশুখ্রীস্ট ... আমাদের পক্ষে সমর্থন করছেন। ... আত্মা ... ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দের পক্ষে আবেদন করেন" (রোমীয় ৮ ৩৪, ৭)।

খ্রীস্ট "সর্বদা ... আবেদন করার জন্য জীবিত আছেন" (ইব্রীয় ৭ ২৫) এবং আত্মা "ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দের পক্ষে আবেদন করেন" — বিনতিকারী হয়ে উঠার জন্য এই দুটি কারণের চেয়ে আর কিছুর প্রয়োজন আছে কি? আমরা কি অন্যদের সঙ্গে এমন সম্পর্কের মধ্যে বাস করছি যে, ঈশ্বরের সন্তান হয়ে ওঠার এবং তাঁর পবিত্র আত্মার দ্বারা শিক্ষা লাভ করার ফলস্বরূপ তাদের জন্য বিনতির কাজ করছি? আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। যেসমস্ত সংকট ঘরে, ব্যবসায়ে, দেশে বা অন্যত্র আমাদের এবং অন্যদের প্রভাবিত করছে, সেসব কি আমাদের নিষ্পেষিত করছে বলে মনে হয়? সেসব কি আমাদের ঈশ্বরের উপস্থিতির বাইরে ঠেলে দিচ্ছে, এবং তাঁর আরাধনা করার মতো সময় আমাদের নেই? যদি তা-ই হয়, তা হলে এই রকম বিপথগামিতা আমাদের বন্ধ করতে হবে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের এমন প্রাণবন্ত সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে যে, বিনতি করার কাজের মধ্যে দিয়ে অন্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বজায় থাকে, যেখানে ঈশ্বর অলৌকিক কর্ম করেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আপনার প্রত্যেকটি বাসনা নিয়ে তাঁর আগে চলার ইচ্ছা সম্পর্কে সতর্ক হোন। আমরা অজস্র কাজ নিয়ে, লোকের নানান সমস্যা নিয়ে এতই ভারগ্রস্ত হয়ে পড়ি যে, আমরা ঈশ্বরের উপাসনাই করি না এবং অন্যদের জন্য বিনতি করার সময় থাকে না। যদি কোনো বোঝা এবং ফলস্বরূপ তার চাপ আমাদের উপর এমনভাবে চেপে বসে যে, ঈশ্বরের আরাধনা করার মতো মানসিকতাই আমাদের থাকে না, তা আমাদের মনকে ঈশ্বরের প্রতি কঠোর করে তোলে এবং আমাদের অন্তরে হতাশা বাসা বাঁধে। ঈশ্বর অবিরত আমাদের এমন সব লোকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, যাদের বিষয়ে আমাদের কোনো রকম আগ্রহ নেই, এবং যতক্ষণ না আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করছি, স্বাভাবিক প্রবণতা বশে তাদের প্রতি হৃদয়হীন হয়ে পড়ব। আমরা তড়িঘড়ি বাইবেলের এমন কোনো পদ তুলে ধরি যাতে তারা আঘাত পায়, অথবা অযত্নের সঙ্গে কোনো পরামর্শ-বাক্য দিয়ে তাদের তড়িঘড়ি বিদায় দিই। এক হৃদয়হীন খ্রীস্ট-বিশ্বাসী আমাদের প্রভুকে কত দুঃখ দেয়।

আমাদের জীবন কি এমন সঠিক স্থানে অবস্থান করছে যেখানে আমরা আমাদের প্রভু এবং পবিত্র আত্মার সঙ্গে বিনতির কাজে ভূমিকা নিতে পারি?

২ এপ্রিল

সর্বোচ্চ মহিমা

“...যীশুখ্রীস্ট আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন যেন তুমি আবার দৃষ্টি ফিরে পাও...” (প্রেরিত ৯ ১৭)।

পৌল যখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি(ফিরে পেলেন, যীশুখ্রীস্টের ব্যক্তি(সত্তায় তিনি আত্মিক অন্তর্দৃষ্টিও ফিরে পেলেন। সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর সমগ্র জীবন এবং প্রচার খ্রীস্টসর্বস্ব হয়ে উঠল—“আমি স্থির করেছিলাম যে, তোমাদের কাছে থাকার সময় কেবল যীশুখ্রীস্ট, ত্রু(শবিদ্ধ খ্রীস্ট ছাড়া আর কিছুতেই মন দেব না” (১ করিন্থীয় ২ ২)। পৌল আর কখনও যীশুখ্রীস্টের শ্রীমুখ ছাড়া কোনো কিছুকেই তাঁর মনে-প্রাণে স্থান দেননি।

আমাদের জীবনে এমন এক অটল চরিত্রকে বজায় রাখতে শিখতে হবে যা যীশুখ্রীস্টের দর্শনে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে।

একজন আত্মিক মানুষের স্থায়ী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর জীবনে প্রভু যীশুখ্রীস্টের অর্থ সম্যকভাবে উপলব্ধি করার যোগ্যতা এবং অন্যদের কাছে ঈ(্বরের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য থাকতে হবে। যীশুখ্রীস্টই হবেন তাঁর জীবনের প্রবল অনুরাগ। যখনই আপনি কোনো ব্যক্তি(র মধ্যে এই গুণ দেখতে পাবেন, জানবেন, তিনি সত্যিসত্যিই ঈ(্বরের আপন হৃদয়ের মানুষ (প্রেরিত. ১৩ ২২ দেখুন)।

কখনও কোনো কিছুকেই যীশুখ্রীস্ট সম্বন্ধীয় আপনার অন্তর্দৃষ্টিকে দূরে সরিয়ে দিতে দেবেন না। আপনি আধ্যাত্মিক, কি আধ্যাত্মিক নন, এটাই তার আসল পরী(া। অনাধ্যাত্মিক হওয়ার অর্থ, অন্য বিষয়গুলি আপনাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে।

> যখন থেকে আমি যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছি,
> অন্য কিছু দেখার শক্তি(আমি হারিয়ে ফেলেছি।
> ত্রু(শবিদ্ধ যীশুর প্রতি দৃষ্টি,
> আমার আত্মার একমাত্র দর্শন।

৩ এপ্রিল

“যদি ... জানতে পারতে ...!”

“ তোমার শান্তির জন্য কী দরকার, তা যদি আজ অন্তত জানতে পারতে! কিন্তু তা তোমার দৃষ্টির আড়ালে” (লুক ১৯ ৪২)।

যীশু জয়দীপ্ত রূপে জে(শালেনে প্রবেশ করলেন। সমস্ত নগর আলোড়িত হয়ে উঠল, কিন্তু সেখানে এক আশ্চর্য দেবতা বিরাজ করছিল — সে দেবতা হল, ফ্যারিসীদের গর্ব। আপাতদৃষ্টিতে ওই দেবতা ধার্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ, কিন্তু যীশু একে “চুনকাম করা কবরের” সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা “বাইরের দিকটা দেখতে সুন্দর, কিন্তু ভেতরটা মড়ার হাড় ও সবরকম আবর্জনায় পূর্ণ হয়ে আছে” (মথি ২৩ ২৭)।

আপনার আজকের দিনে কোন জিনিসটি আপনাকে ঈ(্বরের শান্তির প্রতি অন্ধ করে রেখেছে? আপনার কি কোনো ‘আশ্চর্য দেবতা’ আছে—কোনো দৈত্যাকার প্রাণী না হতে পারে, কিন্তু কোনো অপবিত্র স্বভাব যা আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে? ঈ(্বর বার বার আমার জীবনে এক আশ্চর্য দেবতাকে সামনাসামনি এনেছেন, এবং আমি জানতাম, আমার একে ত্যাগ করা উচিত, কিন্তু আমি তা করিনি। অত্যন্ত সামান্যর জন্য আমি সেই সংকট থেকে উত্তীর্ণ হয়েছি, কিন্তু আমি দেখেছি, সেই আশ্চর্য দেবতা এখনও আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। আমি সেই সব বিষয়ের প্রতি অন্ধ যেসব আমার জীবনে শান্তি নিয়ে আসবে। এ এক মর্মান্তিক বিষয় যে, আমরা এমন এক ঠিক অবস্থানে থাকতে পারি, যেখানে পবিত্র আত্মা সম্পূর্ণ বিনা বাধায় আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন, অথচ আমরা বিষয়টিকে মন্দতর করে তুলি এবং ঈ(্বরের দৃষ্টিতে আমরা আরও বেশি দোষী হয়ে পড়ি।

“যদি ... জানতে পারতে ...।” যীশুর এই উক্তি(আমাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করে এবং এর পশ্চাতে আছে তাঁর অনেক চোখের জল। এই উক্তি(, আমাদের নিজস্ব ত্রুটির জন্য আমাদের দায়িত্বকে প্রকাশ করে। আমাদের পাপের জন্য আমরা যা দেখতে চাই না, বা দেখতে পাই না, ঈ(্বর তার জন্য আমাদের দায়ী করেন। এবং আজ তা আপনার “দৃষ্টির আড়ালে”, কারণ আপনি কোনো দিনই আপনার প্রকৃতিকে তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেননি। যা হতে পারত, তার জন্য কী গভীর, সীমাহীন দুঃখ! যে-দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, ঈ(্বর তা খোলেন না। তিনি অন্য দ্বার মুক্ত(করেন, কিন্তু তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, অনেক দ্বার রয়েছে, যা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি, কিন্তু বন্ধ করার যার প্রয়োজন ছিল না। ঈ(্বর আপনার সামনে অতীতকে তুলে ধরলে কখনও ভয় পাবেন না। আপনার স্মৃতিকে নিজের কাজ করতে দিন। ঈ(্বরের সেবকের রূপে তা আপনার কাছে তিরস্কার ও দুঃখ নিয়ে আসে। যা-ই থাকুক, ঈ(্বর তাকে আপনার জন্য ভবিষ্যতের এক আশ্চর্য শি(ায় পরিণত করবেন।

৪ এপ্রিল

স্থায়ী বিশ্বাসের পথ

“... বরং এখনই সে লগ্ন উপস্থিত, যখন তোমরা সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে আমাকে একলা ফেলে চলে যাবে ...” (যোহন ১৬ ৩২)।

এই অংশে যীশু তাঁর শিষ্যদের তিরস্কার করছেন না। তাঁদের বিশ্বাস ছিল বাস্তব, কিন্তু তা ছিল এলোমেলো, এবং জীবনের গু(ত্বপূর্ণ বাস্তবতায় কার্যকর ছিল না। শিষ্যরা তাঁদের নিজের নিজের কাজে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং যীশু ছাড়া আর অন্য সবকিছুতেই ছিল তাঁদের আগ্রহ। পবিত্র আত্মার উদ্ধারণ-কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের নিখুঁত সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পর, প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতায় আমাদের বিশ্বাসের অনুশীলন করতে হবে। আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ব — সেবাকর্মে নয়, আমাদের জীবনের শূন্যতায়, যেখানে আমরা দেখতে পাব ধ্বংস এবং বন্ধ্যাত্ব(আমরা জানতে পারব, ঈশ্বরের আশীর্বাদের অভ্যন্তরীণ মৃত্যুর অর্থ কী। এ জন্য আমরা কি প্রস্তুত? এ অবশ্যই আমাদের পছন্দমাফিক হয় না, সেই অবস্থায় আমাদের নিয়ে আসার জন্য ঈশ্বর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। আমরা যত(ণ না এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, আমাদের বিশ্বাস শুধুই অনুভূতি এবং আশীর্বাদ মাত্র। কিন্তু একবার যখন আমরা সেখানে পৌঁছে যাই, ঈশ্বর যেখানেই আমাদের স্থাপন ক(ন বা অভ্যন্তরীণ শূন্যতার যে অভিজ্ঞতাই আমরা লাভ করি, সবকিছুই মঙ্গলকর মনে করে আমরা ঈশ্বরের স্তুতি করতে পারি। জীবনের বাস্তবতায় বিশ্বাসের অনুশীলনের অর্থ এটাই।

“... তোমরা ... আমাকে একলা ফেলে চলে যাবে ...।” আমরা কি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছি, এবং আমাদের জন্য যীশুর সদয় তত্ত্বাবধানের দিকে দৃষ্টি না-দিয়ে, তাঁকে একলা ফেলে চলে গেছি? আমাদের পরিস্থিতির মধ্যে আমরা কি ঈশ্বরকে কাজ করতে দেখতে পাচ্ছি না? ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে আমাদের জীবনে অন্ধকার সময় আসে। ঈশ্বর আমাদের জীবনে যাকিছু করতে চান, আমরা কি তাঁকে তা করতে দিতে প্রস্তুত আছি? বাহ্যিক, ঈশ্বরের প্রতীয়মান আশীর্বাদ থেকে পৃথক হতে প্রস্তুত? যীশুখ্রীস্ট আমাদের প্রকৃত প্রভু না-হওয়া পর্যন্ত, আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের ল(্যের উদ্দেশে ছুটে চলব। আমাদের বিশ্বাস বাস্তব, কিন্তু তবু তা স্থায়ী নয়। ঈশ্বর কখনও তড়িঘড়ি করেন না। তাঁর প্রতী(ায় থাকতে ইচ্ছুক হলেও, ঈশ্বরের ইঙ্গিত আমরা দেখতে পাব যে, আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতি নয়, তাঁর আশীর্বাদের প্রতিই আগ্রহী। ঈশ্বরের আশীর্বাদ সম্পর্কিত এই বোধ গু(ত্বপূর্ণ।

“... সাহস কর, আমিই জগৎকে জয় করেছি“ (১৬ ৩৩)। আমাদের প্রয়োজন দৃঢ় আত্মিক ধৈর্যের।

৫ এপ্রিল

তাঁর যন্ত্রণা এবং আমাদের ঈ(্বর-সান্নিধ্যে প্রবেশ

"এর পর যীশু তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গেথশিমানী নামক একটি স্থানে এলেন। শিষ্যদের তিনি বললেন, ... তোমরা এখানে অপে(া কর এবং আমার সঙ্গে জেগে থাক" (মথি ২৬ ৩৬, ৩৮)।

আমরা কখনই গেথশিমানী উদ্যানে যীশুর যন্ত্রণাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারব না, কিন্তু আমরা অন্তত তাকে যেন ভুল না বুঝি। এই যন্ত্রণা ঈ(্বরের এবং মানবরূপী ঈ(্বরের— পাপের মুখোমুখি হয়েছেন। ব্যক্তি(গত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা গেথশিমানীকে জানতে পারি না। গেথশিমানী এবং কালভেরি সম্পূর্ণ অনন্য কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে—গেথশিমানী এবং কালভেরি আমাদের জীবনের প্রবেশপথ।

ত্রু(শমৃত্যুর ভীতি যীশুকে গেথশিমানীতে যন্ত্রণাকাতর করেনি। প্রকৃত প(, তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, তিনি মৃত্যুবরণের উদ্দেশ্যেই এসেছিলেন। এখানে তাঁর চিন্তার বিষয় ছিল, মানবপুত্ররূপে তিনি হয়তো এই সংগ্রামে বিজয়ী হতে পারবেন না। ঈ(্বরপুত্র হিসাবে তাঁর জয়লাভ সম্পর্কে তিনি আস্থাশীল ছিলেন—সেখানে শয়তান তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু শয়তান প্রবল আত্র(মণ শানিয়েছিল যে, প্রভু আমাদের জন্য এই কাজ যেন মানব-পুত্ররূপেই করেন। যদি যীশু তা-ই করতেন, তা হলে, তিনি আমাদের পরিত্রাতা হতে পারতেন না (হিব্রীয় ৯ ১১-১৫ দেখুন)। তাঁর অতীতের ম(প্রান্তরে প্রলোভনের আলোকে তাঁর গেথশিমানীর যন্ত্রণা-বিববণ পাঠ ক(ন — "প্রলোভনের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হলে শয়তান কিছুকালের জন্য তাঁকে ছেড়ে চলে গেল" (লুক ৪ ১৩) । গেথশিমানীতে শয়তান আবার ফিরে এল এবং আবার তার পরাজয় ঘটল। আমাদের প্রভুর বি(দ্ধে শয়তানের শেষ প্রবল আত্র(মণ হয়েছিল গেথশিমানীতে *মানব-পুত্র রূপে।*

গেথশিমানীর যন্ত্রণা ছিল ঈ(্বর-পুত্রের যন্ত্রণা—জগতের পরিত্রাতারূপে তাঁর পূর্বনির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করছিলেন। আমাদের জন্য তাঁর ঈ(্বর-পুত্র হওয়াকে সম্ভব করে তুলতে হলে তাঁকে যে-মূল্য দিতে হবে, এখানে পরদা উত্তোলিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। আমাদের পরিত্রাণের সরলতা ছিল তাঁর যন্ত্রণার ভিত্তি। খ্রীস্টের ত্রু(শ ছিল *মানব-পুত্রের* বিজয়। এ শুধু আমাদের প্রভুর বিজয়ের চিহ্(নয়, কিন্তু তিনি মানব-জাতিকে উদ্ধার করতে জয়লাভ করেছেন। মানবপুত্র যে-আস্থার মধ্য দিয়ে গমন করেছিলেন, সেই কারণে প্রত্যেক মানুষ ঈ(্বরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে প্রবেশ করার একটি পথ লাভ করেছে।

৬ এপ্রিল

ঈশ্বর এবং পাপের সংঘর্ষ

“তিনি আমাদের পাপভার তুলিয়া লইয়া আপনি নিজ দেহে কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন” (১ পিতর ২ ২৪)।

খ্রীস্টের ক্রুশ পাপের উপর ঈশ্বরের দণ্ডাজ্ঞার সত্যকে প্রকাশ করেছে। খ্রীস্টের ক্রুশের সঙ্গে কখনও শহিদত্বের ধারণাকে মিশিয়ে ফেলবেন না। এ ছিল চরম বিজয়। এবং এ নরকের ভিত্তিগুলি নাড়িয়ে দিয়েছিল। সময় এবং অনন্তকালে এমন কিছু আরও নিশ্চিত ও অখণ্ডণীয় ছিল না যা যীশুখ্রীস্ট ক্রুশে স্থাপন করেছিলেন — তিনি সমগ্র মানবসমাজের পক্ষে ঈশ্বরের কাছে যথার্থ সম্পর্কের মধ্যে ফিরে আসাকে সম্ভব করে তুলেছিলেন। তিনি মুক্তিকে মানব-জীবনের ভিত্তিতে পর্যবসিত করেছিলেন; অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যেন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে পারে, সে-জন্য একটি পথ প্রস্তুত করেছিলেন।

যীশুর কাছে ক্রুশ একটি *ঘটনা* ছিল না — মৃত্যুবরণ করার জন্যই তাঁর আগমন। ক্রুশই ছিল তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য। তিনি “জগৎপত্তনের সময়াবধি হত মেষশাবক” (প্রকাশিত বাক্য ১৩ ৮)। ক্রুশ ছাড়া খ্রীস্টের দেহায়নের কোনো অর্থ নেই! *“... ঈশ্বর তাঁরই উপর আমাদের পাপের দায়ভার ন্যস্ত করলেন ...”* (২ করিন্থীয় ৫ ১৬) থেকে *“মর্তে মানবরূপে ঘটল তাঁর আত্মপ্রকাশ ...”* (১ তীমথি ৩ ১৬)-কে পৃথক করা থেকে সাবধান হোন। মুক্তিদানই ছিল তাঁর মানবদেহ ধারণের উদ্দেশ্য। ঈশ্বর নিজের জন্য কিছু সম্পাদন করতে নয়, পাপ হরণ করার জন্য দেহায়িত হয়েছিলেন। সময় এবং অনন্তকালে ক্রুশই কেন্দ্রীয় ঘটনা এবং দুইয়েরই সকল সমস্যার উত্তর।

ক্রুশ একজন মানুষের ক্রুশ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রুশ এবং মানবিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কখনই এর পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব নয়। ক্রুশে ঈশ্বর তাঁর প্রকৃতিকে প্রকাশ করেছেন। ক্রুশ এমন এক দ্বার যার মধ্য দিয়ে যে-কোনো এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বরের একাত্মতায় প্রবেশ করতে পারে। যখন আমরা ক্রুশের কাছে পৌঁছাই, আমরা এর মধ্য দিয়ে চলে যাই না, কিন্তু এখানে আমরা জীবন লাভ করি, যার প্রবেশদ্বার হল ক্রুশ।

খ্রীস্টের ক্রুশ পরিত্রাণের কেন্দ্র। পরিত্রাণ সহজলভ্য — তার কারণ, এ জন্য যীশুকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। ক্রুশ এমন একটি স্থান, যেখানে ঈশ্বর এবং পাপী মানুষের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল এবং যেখানে জীবনের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু সংঘর্ষের সমস্ত মূল্য এবং যন্ত্রণা ঈশ্বর নিজের হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

৭ এপ্রিল

তাঁর পুন(খানের পূর্ব-নির্ধারিত উদ্দেশ্য

"*... তিনি তাঁহাদিগকে দৃঢ় আজ্ঞা করিয়া কহিলেন, তোমরা যাহা যাহা দেখিলে, তাহা কাহাকেও বলিও না, যাবৎ মৃতগণের মধ্য হইতে মনুষ্যপুত্রের উত্থান না হয়*" (মার্ক ৯ ৯)।

শিষ্যদের যেমন আদেশ দেওয়া হয়েছিল; যত(ণ না ঈ(্বরের পুত্র আপনার মধ্যে পুন(খিত হন, যত(ণ পর্যন্ত না পুন(খিত খ্রীস্টের জীবন আপনাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে, পৃথিবীতে অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর প্রদত্ত শি(া আপনি সত্যসত্যই উপলব্ধি করতে পারছেন, আপনিও কাউকে কিছু বলবেন না। আপনার মধ্যে যখন সঠিক অবস্থা বৃদ্ধি পায় ও গড়ে ওঠে, যীশুর দেওয়া উপদেশ এত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আগে সেগুলি কেন আপনি আয়ত্ত করতে পারেননি, ভেবে আশ্চর্য হয়ে যান। প্রকৃতপ(ে পূর্বে সেগুলি উপলব্ধি করার মতো সামর্থ্য আপনার ছিল না, কারণ তখনও পর্যন্ত সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার মতো আপনার আত্মিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেননি।

আমাদের প্রভু আমাদের কাছ থেকে এই সব বিষয় গোপন করেননি, কিন্তু আমাদের আত্মিক জীবনে সঠিক অবস্থায় না-আসা পর্যন্ত সেগুলি আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। যীশু বলেছেন, "তোমাদের আরও অনেক কথা আমার বলার আছে, কিন্তু এখন তোমাদের প(তা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন" (যোহন ১৬ ১২)। তাঁর কাছ থেকে যে - কোনো বিশেষ সত্য হৃদয়ঙ্গম করার প্রস্তুতির আগে তাঁর পুন(খিত জীবনের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা থাকতেই হবে। যীশুর পুন(খিত জীবন যে আমাদের মধ্যে বাস করে, সে-বিষয়ে আমরা কি বাস্তবিক কিছু জানি? তাঁর বাক্য আমাদের কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠাই প্রমাণ করে যে, আমরা তা জানি। আমাদের অন্তরে তাঁর আত্মা না-থাকলে ঈ(্বর আমাদের কাছে কিছুই প্রকাশ করতে পারেন না। আমাদের কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমরা যদি অনড় থাকি, তা হলে ঈ(্বর আমাদের কাছে কিছু প্রকাশ করতে চাইলে তা তাঁকে বাধা দেবে। ঈ(্বরের পুন(খিত জীবনের ইচ্ছা আমাদের মধ্যে যখন পূরণ হবে, আমাদের নীরস চিন্তার সমাপ্তি ঘটবে তখনই।

"... কাহাকেও বলিও না ...।" কিন্তু বহু লোক রূপান্তরের পর্বতে কী দেখেছেন, তাঁদের পর্বতোপরি অভিজ্ঞতার কথা বলে থাকেন। তাঁরা এক দর্শন দেখেছেন। তাঁরা এর সা(্য দেন, কিন্তু তাঁদের কথাবার্তা এবং জীবনযাপনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁদের জীবন কিছুই দেয় না। কারণ এখনও পর্যন্ত মানব-পুত্র তাঁদের জীবনে উত্থিত হননি। আপনার এবং আমার মধ্যে তাঁর পুন(খিত জীবন গঠিত ও প্রকট হতে আর কতদিন সময় লাগবে?

৮ এপ্রিল

তাঁর ঈ(্বরত্বের পুন(ত্থান

"স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে খ্রীস্টের এই দুঃখবরণ কি একান্ত প্রয়োজন ছিল না?" (লুক ২৪ ২৬)।

আমাদের প্রভুর ত্রু(শ তাঁর জীবনে প্রবেশ করার দ্বার। তাঁর পুন(ত্থানের অর্থ, আমাকে তাঁর জীবন দানের (মতা আছে। যখন আমার নবজন্ম হয়েছিল, স্বয়ং যীশুর কাছ থেকে প্রভুর সেই পুন(ত্থিত জীবন লাভ করেছিলাম।

খ্রীস্টের পুন(ত্থানের পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য ছিল — তিনি যেন "বহু সন্তানকে গৌরবের অংশীদার" (হিব্রীয় ২ ১০) করতে পারেন। তাঁর পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য আমাদের ঈ(্বরের সন্তানে পরিণত করার অধিকার তাঁকে দিয়েছে। ঈ(্বরের সঙ্গে তাঁর পুত্রের যে-সম্বন্ধ, ঈ(্বরের সঙ্গে আমাদের সেই একই সম্বন্ধ কখনই গড়ে উঠতে পারে না, কিন্তু পুত্র আমাদের পুত্রত্বের সম্বন্ধের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। আমাদের প্রভু যখন মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত হয়েছিলেন, তিনি একেবারেই এক নতুন জীবনে উত্থিত হয়েছিলেন — দেহায়িত হবার পূর্বে যে-জীবন তিনি কখনই যাপন করেননি। এবং আমাদের কাছে তাঁর পুন(ত্থানের অর্থ, আমরা তাঁর পুন(ত্থিত জীবনে, আমাদের পুরাতন জীবনে নয়, উত্থিত হয়েছি। একদিন আমরা তাঁর মহিমান্বিত দেহের মতো দেহ লাভ করব, কিন্তু আমরা এখানে এবং এখনই তাঁর পুন(ত্থিত জীবনের শক্তি(ও কার্যকারিতা জানতে এবং "জীবনের নতুনতায় চলতে" পারি (রোমীয় ৬ ৮)। পৌলের দৃঢ় উদ্দেশ্য ছিল, তাঁকে *জানা*, তাঁর *পুন(ত্থানের পরাত্র(ম* ও তাঁর *দুঃখভোগের সহভাগিতা জানা* (ফিলিপীয় ৩ ১০ দেখুন)।

যীশু প্রার্থনা করেছিলেন, "সর্বমানবের উপরে আধিপত্য তুমি তাঁকে দিয়েছ। তাই যাদের তুমি তাঁর হাতে সমর্পণ করেছ, তাদের অনন্ত জীবন দান করার অধিকারও তাঁর আছে" (যোহন ১৭ ২)। *পবিত্র আত্মা* পরিভাষাটি অনন্ত জীবনের অভিজ্ঞতার আর একটি নাম যা এখন এবং এখানে মানুষের মধ্যে কাজ করে চলেছে। পবিত্র আত্মা ঈ(্বরের ঈ(্বরত্ব যিনি খ্রীস্টের ত্রু(শের দ্বারা আমাদের জীবনে প্রায়শ্চিত্তের শক্তি(প্রয়োগ করে চলেছেন। মহিমময় ও মর্যাদাপূর্ণ এই সত্যের জন্য ঈ(্বরকে ধন্যবাদ যে, আমাদের অন্তর্বাসী যীশুখ্রীস্টের প্রকৃতিতে তাঁর পবিত্র আত্মা কাজ করতে পারেন, যদি আমরা কেবল তাঁর বাধ্য হই।

৯ এপ্রিল

আপনি কি যীশুকে দেখেছেন?

"তার পর শিষ্যদের মধ্যে দুজনকে যীশু অন্যরূপে দেখা দিলেন ..." (মার্ক ১৬ ১২)।

উদ্ধারলাভ করা এবং যীশুকে দেখা, এক জিনিস নয়। বহু মানুষ যীশুকে কখনই দেখেনি, কিন্তু তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছে এবং তার শরিক হয়েছে। কিন্তু একবার যখন আপনি তাঁকে দেখেন, আপনি আর কখনই একই থাকবেন না। আপনার উপর আগে যেসব জিনিসের অধিকার ছিল, এখন আর সে-অধিকার থাকবে না।

আপনি যীশুকে কী রূপে দেখেন এবং তিনি আপনার জন্য কী করেছেন — এ দুইয়ের মধ্যেকার পার্থক্য আপনাকে সর্বদা জানতে হবে। তিনি আপনার জন্য কী করেছেন — শুধু এই রূপেই যদি আপনি তাঁকে দেখেন, তা হলে আপনার ঈশ্বর যথেষ্ট বড়ো নন, কিন্তু যদি আপনার এক দর্শন থাকে, যীশু বাস্তবে যেমন, সেইভাবেই যদি তাঁকে দেখেন, অভিজ্ঞতা আসতে এবং যেতে পারে, তবু " যিনি অদৃশ্য তাঁকে প্রত্যক্ষ করেই ... সবকিছু সহ্য" (ইব্রীয় ১১ ২৭) করবেন। খ্রীস্ট যতক্ষণ না জন্মান্ধ লোকটির সামনে আবির্ভূত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, সে ততক্ষণ জানতে পারেনি, যীশু কে (যোহন ৯ দেখুন)। যীশু যাদের জন্য কিছু করেছেন, তাদের সামনে আবির্ভূত হন, কিন্তু তাঁর আগমন কখন ঘটবে — এ বিষয়ে আমরা তাঁকে আদেশ করতে বা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না। তিনি যে-কোনো মুহূর্তে, অকস্মাৎ আসতে পারেন, তখন আপনি সবিস্ময়ে বলতে পারেন, " এখন আমি দেখতে পাচ্ছি!" (যোহন ৯ ২৫ দেখুন)।

যীশু আপনার এবং আপনার প্রত্যেক বন্ধুর সামনে অবশ্যই উপস্থিত হবেন; আপনার দৃষ্টি দিয়ে কেউ যীশুকে দেখতে পারে না। যখন যীশুকে একজন দেখেছে, অন্যজন দেখেনি, তখনই বিভাজন ঘটে। আপনার বন্ধুকে আপনি যীশুকে দেখার মতো পর্যায়ে আনতে পারেন না; ঈশ্বরকেই তা করতে হবে। আপনি কি যীশুকে দেখেছেন? যদি তা-ই হয়, আপনি চাইবেন, যেন অন্যরাও দেখতে পায়। "এঁরা গিয়ে অন্য শিষ্যদের এ কথা বললেন। তাঁরা এঁদের কখনও বিশ্বাস করলেন না" (মার্ক ১৬ ১৩)। আপনি যখন তাঁর দর্শন পাবেন, অন্যরা সে-কথা বিশ্বাস না করলেও তাদের বলুন।

যদি আমি বলতে পারতাম, তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস করতে!
আমি কী দেখেছি, যদি শুধু তা বলতে পারতাম!
কীভাবে আমি বলতে পারি, বা কীভাবে তুমি গ্রহণ করবে,
কীভাবে, আমি যেখানে আছি, যতক্ষণ না তিনি তোমাকে সেখানে নিয়ে আসেন!

১০ এপ্রিল

পাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ও কার্যকর সিদ্ধান্ত

“... আমাদের পুরাতন মনুষ্য তাঁহার সহিত ত্রু(শারোপিত হইয়াছে, যেন পাপদেহ শক্তি(হীন হয়, যাহাতে আমরা পাপের দাস আর না থাকি” (রোমীয় ৬ ৬)।

যীশুর সঙ্গে ত্রু(শোরাপণ। আপনার অন্তরে পাপের সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘটবে — আপনি কি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ? পাপ সম্পর্কে এই সম্পূর্ণ ও কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগে দীর্ঘকাল। কিন্তু একবার যখন আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে, আপনার অন্তরের পাপ অবশ্যই মৃত্যুসাৎ হবে — শুধু নিয়ন্ত্রিত বা দমিয়ে রাখা নয়, অথবা বিরোধহীনতাও নয়, কিন্তু ত্রু(শোরোপণ, জগতের পাপের জন্য যীশু যেমন ত্র(শবিদ্ধ হয়েছিলেন, সেই মুহূর্তটি আপনার জীবনে মহত্তম হয়ে ওঠে। কেউই আর একজনকে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে আসতে পারে না। সাহসিক এবং আত্মিকভাবে আমরা একে স্বীকার করতে পারি, কিন্তু এই অংশে পৌল যেমন আমাদের কাছে মিনতি জানিয়েছেন, সেইভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

আর সবকিছু ত্যাগ করে, প্রভুর সঙ্গে একান্তে কিছুটা সময় অতিবাহিত ক(ন। এবং এই গু(ত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিন, “প্রভু, আমি যত(ণ না জানতে পারছি যে, আমার মধ্যে পাপের মৃত্যু ঘটেছে, তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে একাত্ম কর।” নৈতিক সিদ্ধান্ত নিন যে, আপনার মধ্যেকার পাপকে অবশ্যই মৃত্যুসাৎ করতে হবে।

পৌলের কাছে এ কোনো ভবিষ্যতের দিব্য প্রত্যাশা ছিল না, কিন্তু এ ছিল তাঁর জীবনে এক অত্যন্ত মৌলিক ও সুনিশ্চিত অভিজ্ঞতা। আপনার জীবনে পাপ কোন স্তরে আছে, বা তার প্রকৃতি কী, জানতে না-পারা পর্যন্ত বা আপনার জীবনে যেসব বিষয় ঈ(রের আত্মার বি(দ্ধে সংগ্রাম করে, সেগুলি দেখতে না-পাওয়া পর্যন্ত আপনি কি ঈ(রের আত্মাকে আপনার মধ্যে অনুসন্ধান করতে দিতে প্রস্তুত আছেন ? যদি তা-ই হয়, আপনি কি এখন পাপ-প্রকৃতি সম্পর্কে ঈ(রের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে প্রস্তুত আছেন যে, পাপকে ঈ(রের মৃত্যুর সঙ্গে এক করে দিতে হবে ? যত(ণ না আপনার ইচ্ছাকে ঈ(রের সামনে মৌলিকভাবে নিয়ে আসছেন, আপনি নিজেকে “ঈ(রের উদ্দেশে জীবিত” বলে মনে করতে পারেন না (৬ ১১)।

আপনার রক্ত(-মাংসের শরীরে যা কিছু আছে, তা যীশুর জীবনে পরিণত না-হওয়া পর্যন্ত আপনি কি খ্রীস্টের সঙ্গে ত্রু(শবিদ্ধ হবার গৌরবময় সৌভাগ্যে প্রবেশ করেছেন ? “খ্রীস্টের সহিত আমি ত্রু(শারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীস্টই আমাতে জীবিত আছেন ...” (গালাতীয় ২ ২০)।

১১ এপ্রিল

সম্পূর্ণ এবং কার্যকর ঈশ্বরত্ব

“তাঁর মৃত্যুতে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যদি আমরা তাঁর সাদৃশ্য লাভ করে থাকি, তা হলে নিশ্চয়ই আমরা তাঁর পুনরুত্থানে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থেকে তাঁরই মতো হব” (রোমীয় ৬ ৫)।

যীশুর সঙ্গে পুনরুত্থান। আমি যে যীশুর সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছি, তার প্রমাণ হল যে, আমি নিশ্চিতভাবে তাঁর সাদৃশ্য লাভ করেছি। ঈশ্বরের আত্মা আমার মধ্যে প্রবেশ করে ঈশ্বরের সামনে আমার ব্যক্তিগত জীবনকে নতুন করে সাজিয়ে তুলেছেন। যীশুর পুনরুত্থান আমাকে ঈশ্বরের জীবন দেবার অধিকার তাঁকে দিয়েছে, এবং এখন আমার জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের ভিত্তির উপর গড়ে উঠতে হবে। আমি এখানে এবং এখনই যীশুর পুনরুত্থিত জীবন লাভ করতে পারি এবং পবিত্রতার মধ্যে দিয়ে তার প্রকাশ হবে।

পৌল তাঁর সমগ্র রচনার মধ্য দিয়ে এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে, যীশুর মৃত্যুতে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর যীশুর পুনরুত্থিত জীবন আমার মানব - প্রকৃতির সর্বত্র প্রবেশ করেছে। মানবশরীরে ঈশ্বর-পুত্রের জীবন যাপন করতে হলে, এর জন্য প্রয়োজন ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা — তাঁর পরিপূর্ণ ও কার্যকর ঈশ্বরত্ব। পবিত্র আত্মাকে বাড়ির একটা কক্ষে অতিথি হিসাবে স্থান দেওয়া যায় না — তিনি এর সবকিছুই অধিকার করেন। আমি যখন একবার সিদ্ধান্ত নিই যে, আমার “পুরাতন মনুষ্য” (অর্থাৎ আমার পাপের বংশগতি) যীশুর মৃত্যুর সঙ্গে একাত্ম হবে, পবিত্র আত্মা আমাকে অধিকার করেন। তিনি সবকিছুর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। আমার ভূমিকা হল, আলোয় বিচরণ করা এবং তিনি আমার কাছে যা প্রকাশ করেন, তা মান্য করা। আমি যখন একবার পাপ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন বুঝতে পারি যে, আমি আসলে “পাপ সম্পর্কে মৃত”, কারণ আমার মধ্যে আমি সর্বদা যীশুর জীবনকে দেখতে পাই (রোমীয় ৬ ১১)। যেমন মাত্র এক ধরনের মানব-প্রকৃতি আছে, তেমনই আছে মাত্র এক ধরনের পবিত্রতা — যীশুর পবিত্রতা। এবং তাঁরই পবিত্রতা আমাকে প্রদত্ত হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের পবিত্রতা আমার মধ্যে স্থাপন করেন এবং আমি এক নতুন আত্মিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হই।

১২ এপ্রিল

সম্পূর্ণ এবং কার্যকর আধিপত্য

"... তঁর উপর মৃত্যুর আর কোনো কর্তৃত্ব নেই।" যে-জীবনে তিনি আজ অধিষ্ঠিত, সে-জীবন ঈশ্বরেরই জন্য। অনুরূপভাবে তোমরা নিজেদের পাপ সম্পর্কে মৃত এবং যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে সংযুক্ত(হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত বলে মনে কর" (রোমীয় ৬ ৯-১১)।

যীশুর সঙ্গে অনন্ত জীবন। অনন্ত জীবন এমন একটি জীবন যা যীশুখ্রীস্ট মানবিক স্তরে প্রদর্শন করেছেন। এবং এ সেই একই জীবন, যা এর সাধারণ প্রতিলিপি নয় এবং আমরা যখন নবজন্ম লাভ করেছি, আমাদের মৃত্যুশীল শরীরে প্রকাশিত হয়েছে। অনন্তজীবন ঈশ্বরের কাছ থেকে দান নয়(অনন্ত *ঈশ্বরের দান।* আমরা একবার যখন পাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ও কার্যকর সিদ্ধান্ত নিয়েছি, খ্রীস্টেতে যে শক্তি(এবং (মতা সুপ্রকট ছিল, ঈশ্বরের চরম সার্বভৌম অনুগ্রহ-কর্মের দ্বারা আমাদের মধ্যে তা প্রদর্শিত হবে।

"পবিত্র আত্মা যখন তোমাদের উপরের অধিষ্ঠান করবেন, তখন তোমরা শক্তি(লাভ করবে" (প্রেরিত. ১ ৮) — পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ-দান হিসাবে (মতা নয়(পবিত্র আত্মাই (মতা(এমন কিছু নয়, যা তিনি আমাদের দিয়ে থাকেন। আমরা একবার যখন তাঁর সঙ্গে একাত্ম হবার সিদ্ধান্ত নিই, তাঁর ক্রুশের কারণে, যে-জীবন যীশুতে ছিল, সেই জীবন হয় আমাদের। ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলা কষ্টকর হবার কারণ, পাপ সম্পর্কে আমরা এই নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অস্বীকার করি। কিন্তু যদি আমরা একবার সিদ্ধান্ত নিই, সঙ্গে-সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ জীবন আসে। যীশু আমাদের এক অশেষ জীবন সরবরাহ করতে এসেছিলেন — "... তোমরা যেন ঈশ্বরের পূর্ণতায় পূর্ণ হয়ে উঠতে পার" (ইফিসীয় ৩ ১৯)। অনন্ত জীবনের সঙ্গে সময়ের কোনো সম্বন্ধ নেই। পৃথিবীতে অবতরণ করা অবস্থায় যীশু এই জীবন যাপন করেছিলেন, এবং যীশুখ্রীস্টই জীবনের একমাত্র উৎস।

এমনকী, দুর্বলতম পবিত্রজনও যখন "ত্যাগ করার" জন্য প্রস্তুত থাকেন, তিনি ঈশ্বর-পুত্রের ঈশ্বরত্বের (মতার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। কিন্তু আমাদের নিজস্ব (মতাকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত "আঁকড়ে থাকার" প্রচেষ্টা আমাদের অন্তরস্থ যীশুর জীবনকে শুধু ক্ষীণ করবে। আমাদের ত্যাগ করতে হবে, এবং ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে, ঈশ্বরের মহান পূর্ণ জীবন আমাদের অধিকার করবে এবং আমাদের দেহের অঙ্গ- প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করবে। যীশু তখন আমাদের উপর সম্পূর্ণ ও কার্যকর অধিকার কায়েম করেন এবং লোকে দেখতে পাবে যে, আমরা তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থান করছি।

১৩ এপ্রিল

আপনার বোঝা যখন ভারি হয়ে পড়ে, তখন কী করতে হবে

“তুমি প্রভু পরমে(্বরের উপর অর্পণ কর তোমার সকল ভার ...”(গীতসংহিতা৫৫ ২২)।

আমাদের দুটি বোঝা বা ভারের পার্থক্য স্বীকার করতে হবে — একটি ভার বহন করা সঠিক, অন্যটি ভুল। আমরা কখনও পাপ বা সন্দেহের ভার বহন করব না, কিন্তু ঈ(্বর আমাদের উপর এমন কিছু ভার স্থাপন করেন যা তিনি তুলে নিতে চান না। ঈ(্বর চান, আমরা যেন সে-সব তাঁর উপর অর্পণ করি — আ(রিকভাবে, তিনি আপনাকে যে-বোঝা দিয়েছেন, তা “প্রভু পরমে(্বরের উপর অর্পণ” ক(ন। যদি আমরা ঈ(্বরের সেবার এবং তাঁর কাজে ব্যাপৃত হই, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করি, তবে আমরা যে দায়িত্ববোধের কথা ভাবি, তা আমাদের দমিয়ে দেবে, এবং পরাজিত হব। কিন্তু তিনি আমাদের উপর যে-বোঝা দিয়েছেন, তা যদি আমরা তাঁকে ফিরিয়ে দিই, তিনি সেই তীব্র দায়িত্ববোধ নিয়ে নেবেন, এবং পরিবর্তে সেখানে তিনি স্থাপন করবেন তাঁর সম্পর্কে এক সচেতনতা ও সমঝোতা এবং তাঁর উপস্থিতি।

বহু সেবক উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং নির্ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে ঈ(্বরের সেবায় এগিয়ে আসেন। কিন্তু যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক না-থাকায় তাঁরা অচিরেই পরাজিত হন। তাঁদের বোঝা নিয়ে তাঁরা কী করবেন, বুঝতে পারেন না এবং তাঁদের জীবন দুশ্চিন্তায় ভরে যায়। এ দেখে অন্যরা বলে, “যার আরম্ভ এত উজ্জ্বল ছিল, তার কী ক(ণ পরিণতি!”

“প্রভু পরমে(্বরের উপর অর্পণ কর তোমার সকল ভার ...।” আপনি এর সবকিছুই বহন করে চলেছেন, কিন্তু এর একটি প্রান্ত ঈ(্বরের কাঁধে স্থাপন করা দরকার। “... তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকিবে ...” (যিশাইয় ৯ ৬)। ঈ(্বর আপনার উপর যে-ভার স্থাপন করেছেন, তা ঈ(্বরের উপর অর্পণ ক(ন। একে শুধু একপাশে সরিয়ে রাখবেন না। সেই ভার এবং নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ ক(ন। তখন দেখবেন, ঈ(্বর আপনার সহযোগী হয়ে ভার বহন করছেন — এই বোধ আপনার ভারকে লঘু করে দেবে। কিন্তু আপনার ভার থেকে আপনি নিজেকে কখনও পৃথক করার চেষ্টা করবেন না।

১৪ এপ্রিল

অভ্যন্তরীণ অজেয়তা

“আমার জোয়াল তোমরা কাঁধে তুলে নাও, আমার কাছে শি(া গ্রহণ কর ...” (মথি ১১ ২৯)।

“প্রভু যাকে ভালোবাসেন, তাকে শাসন করেন” (হিব্রীয় ১২ ৬)। আমাদের অভিযোগ কত তুচ্ছ! আমাদের প্রভু আমাদের এমন এক অবস্থায় আনতে শু(করেন, যেখানে আমরা তাঁর সহভাগিতা পেতে পারি — তিনি শুধু আমাদের কাছ থেকে ক(ণ আর্জি শুনতে চান, “হে প্রভু, আমাকে অন্য লোকদের মতো হতে দাও।” যীশু আমাদের তাঁর পাশে আসতে এবং জোয়ালের একটা প্রান্ত তুলে নিতে বলছেন, যাতে আমরা একসঙ্গে জোয়াল টানতে পারি। সেই কারণেই যীশু আমাদের বলেন, “আমার জোয়াল সুবহ, আমার দেওয়া ভারও লঘু” (মথি ১১ ৩০)। আপনি কি একই ভাবে প্রভু যীশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে একাত্ম? যদি তা-ই হয়, আপনার উপর যখন তাঁর হাতের চাপ অনুভব করবেন, ঈ(্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

“তিনি ... শক্তি(হীন লোকের বলবৃদ্ধি করেন” (যিশাইয় ৪০ ২৯)। ঈ(্বর এসে আমাদের আবেগময়তা থেকে আমাদের উদ্ধার করেন, এবং তখন আমাদের অভিযোগের সুর স্তবগীতিতে পরিণত হয়। ঈ(্বরের শক্তি(কে জানার একমাত্র উপায় হল, যীশুর জোয়ালকে আমাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে এবং তাঁর কাছ থেকে শি(া গ্রহণ করতে হবে।

“ ... সদাপ্রভুতে যে-আনন্দ, তাহাই তোমাদের শক্তি(” (নহিমিয় ৮ ১০)। পুণ্যজনদের আনন্দের উৎস কী? যেসব বি(্বাসীকে আমরা ভালোভাবে জানি না, তাঁদের দেখে মনে হতে পারে যে, বহন করার মতো কোনো ভারই তাঁদের নেই। কিন্তু আমাদের চোখ থেকে আমাদের পরদা সরিয়ে ফেলতে হবে। ঘটনা হল, তাঁদের মধ্যে ঈ(্বরের শান্তি, জ্যোতি এবং আনন্দ রয়েছে, এবং এটাই প্রমাণ যে, তাঁদের উপর ভারও রয়েছে। ঈ(্বর আমাদের উপর যে-ভার বা বোঝা স্থাপন করেছেন, তা আমাদের জীবনের দ্রা(াকে নিষ্পেষণ করে দ্রা(ারসে পরিণত করেছে, কিন্তু আমরা অধিকাংশ শুধু দ্রা(ারসই দেখতে পাই, বোঝা নয়। পৃথিবী বা নরকের কোনো শক্তি(ই মানুষের আত্মার মধ্যে বাসকারী ঈ(্বরের আত্মাকে পরাস্ত করতে পারে না(এ এক অভ্যন্তরীণ অজেয়তা সৃষ্টি করে।

আপনার জীবন দ্রা(ারসের পরিবর্তে যদি শুধু কান্না, বি(োভ ও অভিযোগ উৎপন্ন করে, তাকে নির্দয় পদাঘাতে দূর ক(ন। ঈ(্বরের শক্তি(সত্ত্বেও একজন খ্রীস্ট-বি(্বাসীর দুর্বল হয়ে থাকা নিঃসন্দেহে একটি অপরাধের শামিল।

১৫ এপ্রিল

গভীর মনঃসংযোগের ব্যর্থতা

"... ইস্রায়েলের মধ্য হইতে উচ্চস্থলী সকল দূরীকৃত হইল না(তথাপি আমার অন্তঃকরণ যাবজ্জীবন একাগ্র ছিল" (২ বংশাবলি ১৫ ১৭)।

বহিরঙ্গ জীবনে আসা সম্পূর্ণ অনুগত ছিলেন না। যেসমস্ত (ে ত্র তিনি সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন, সেগুলির প্রতি তিনি অনুগত ছিলেন, কিন্তু এ পুরোপুরি সঠিক ছিল না। "ও, আমার জীবনে ওই বিষয়ের খুব বেশি গু(ত্ব নেই" — এমন চিন্তা থেকে সাবধান হোন। ঘটনা হল, যে-বিষয়টি আপনার কাছে গু(ত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না, হয়তো ঈ্বরের কাছে সেটাই অনেক বেশি গু(ত্বপূর্ণ! ঈ্বরের সন্তানের কোনো কিছুই নিতান্ত সাধারণ, মামুলি বলে মনে করা উচিত নয়। ঈ্বর আমাদের শি(া দিতে চান, কিন্তু তাঁকে সেই কাজ করতে দিতে আমরা আর কতদিন বাধা দেব? তিনি আমাদের শি(া দেবার জন্য চেষ্টা করে চলেছেন, এবং তিনি কখনও ধৈর্য হারান না। আপনি বলেন, "ঈ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঠিকই আছে", — তবু আপনার জীবনের "উচ্চস্থলীগুলি" এখনও রয়ে গেছে। এখনও আপনার মধ্যে অবাধ্যতা রয়েছে। আপনি কি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, ঈ্বরের সঙ্গে আপনার হৃদয়গত সম্পর্ক ঠিকই আছে, তবুও আপনার জীবনে এমন কিছু আছে কি, যার দ্বারা তিনি আপনার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তোলেন? ঈ্বর যখন কোনো বিষয়ে সন্দেহ জাগিয়ে তোলেন, যা কিছুই হোক, সঙ্গে-সঙ্গে তা বন্ধ ক(ন। আমাদের জীবনের কোনো কিছুই ঈ্বরের কাছে মামুলি নয়।

আপনার শারীরিক এবং বৌদ্ধিক জীবনে এমন কিছু বিষয় আছে কি, যার প্রতি আদৌ মনঃসংযোগ করছেন না? যদি তা-ই হয়, আপনি মনে করতে পারেন যে, গু(ত্বপূর্ণ (ে ত্রগুলিতে আপনি বিলকুল ঠিকই আছেন, কিন্তু বাস্তবে আপনি অসতর্ক — আপনি মনঃসংযোগ বা দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আপনার হৃদয়ের স্পন্দন যেমন এক দিনও বন্ধ থাকতে পারে না, আপনার জীবনের কোনো বিষয়ে আত্মিক মনঃসংযোগও বন্ধ হতে পারে না। আপনি যেমন একদিন নৈতিকতা থেকে ছুটি নিয়ে নৈতিক থাকতে পারেন না, তেমনই আত্মিকতা থেকে ছুটি নিয়ে আত্মিক থাকতে পারেন না। ঈ্বর আপনাকে তাঁর সম্পূর্ণভাবে পেতে চান, এবং এ-জন্য নিজেকে উপযুক্ত(রাখতে আপনার পুরোপুরি মনঃসংযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এ জন্য বহু সময় লাগে। তবু আমরা অনেকেই আমাদের সমস্যার ঊর্ধ্বে উঠতে চাই, এক পর্বতোপরি অভিজ্ঞতা থেকে অন্য অভিজ্ঞতায় পৌঁছাতে চাই, কিন্তু সে-জন্য আমাদের প্রচেষ্টা থাকে মাত্র কয়েক মিনিটের!

১৬ এপ্রিল

আপনি পর্বত থেকে নিচে নেমে আসতে পারেন?

"যত(ণ তোমরা জ্যোতির সান্নিধ্যে আছ, বি্বাস কর সেই জ্যোতিকে..." (যোহন ১২ ৩৬)।

আমাদের জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত আসে, যখন আমরা নিজেদের আগের তুলনায় ভালো বোধ করি। এবং আমরা বলি, "যে-কোনো বিষয়ের জন্য আমি নিজেকে উপযুক্ত(মনে করছি(যদি আমি সব সময়েই এই রকম থাকতে পারতাম!" ঈ্বরের ইচ্ছা নয় যে, আমরা এ রকম হই। এই মুহূর্তগুলি অন্তর্দৃষ্টির মুহূর্ত, যে-অনুসারে আমাদের মন না চাওয়া পর্যন্ত চলতে হবে। আমরা যখন পর্বতোপরি অভিজ্ঞতায় থাকি না, আমাদের অনেকেই প্রতিদিনের সংসারিক জীবনের জন্য অনুপযুক্ত(হয়ে পড়ি। তবু, পর্বতের উপর থাকার সময়ে আমাদের কাছে যে-মান প্রকাশিত হয়েছিল, আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে সেই স্তর পর্যন্ত উন্নীত করতে হবে।

পর্বতের উপরে যে-অনুভূতি জাগরিত হয়েছিল, তাকে কখনও বাষ্পীভূত হতে দেবেন না। নিজেকে কোনো দেরাজে স্থাপন করে চিন্তা করবেন না, "এই রকম মানসিক অবস্থায় থাকা কত মহৎ বিষয়!" তৎ(ণাৎ কাজ ক(ন — কিছু ক(ন, আপনি কিছু করতে চান না, এটাই যেন আপনার কাজ করার একমাত্র কারণ না হয়। যদি প্রার্থনা - সভা চলাকালীন ঈ্বর আপনাকে কিছু করার জন্য দেখান, আপনি বলবেন না, "হ্যাঁ, করব" — আপনি *করে দেখান।* আপনি সোজা হয়ে দাঁড়ান, আপনার মানবিক আলস্য ঝেড়ে ফেলুন। পর্বতোপরি অভিজ্ঞতার জন্য আমাদের কামনার মধ্যে সর্বদা আলস্য পরিলি(ত হয়(পর্বতের উপর আমাদের সময় নিয়ে পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমরা পর্বতের উপর যা দেখেছি, সেই অনুসারে সাধারণ "ধূসর" দিনে জীবনযাপন করতে শিখতে হবে।

আপনি এক সময় বাধা পেয়েছিলেন এবং বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, এই কারণে হাল ছেড়ে দেবেন না — আবার শু(ক(ন। পশ্চাদপসরণ করার সমস্ত রাস্তা ধ্বংস করে ফেলুন এবং আপনার জোরদার ইচ্ছার দ্বারা ঈ্বরের কাছে সমর্পিত হোন। কখনই আপনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন না, কিন্তু পর্বতের উপর যা দেখেছেন, যা শিখেছেন তারই আলোয় আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক(ন।

১৭ এপ্রিল

সবকিছু, অথবা কিছুই নয় ?

“... *‘উনি প্রভু’ — এই কথা শুনিয়া শিমোন পিতর দেহে কাপড় জড়াইলেন কেননা তিনি উলঙ্গ ছিলেন এবং সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন*” (যোহন ২১ ৭)।

আপনার জীবনে কখনও এমন কোনো সংকট এসেছে কি যখন আপনি বুঝে-শুনে, সাগ্রহে এবং বেপরোয়াভাবে সবকিছু ত্যাগ করেছেন ? এ হল ইচ্ছার সংকট। আপনি বাহ্যিকভাবে এই অবস্থায় বহু বার আসতে পারেন, কিন্তু এর ফল কিছুই হবে না। ত্যাগের প্রকৃত, গভীর সংকট বা পরিপূর্ণ সমর্পণ আসে অভ্যন্তরীণভাবে, বাহ্যিকভাবে নয়। শুধু বাহ্যিক বিষয়গুলির পরিত্যাগ আসলে আপনার সত্তার পূর্ণ দাসত্বের পরিচায়ক হতে পারে।

আপনি কি আপনার ইচ্ছাকে সুচিন্তিতভাবে যীশুর কাছে সমর্পণ করেছেন ? এ ইচ্ছার আদান-প্রদান, আবেগের নয়(এর ফলস্বরূপ যে-কোনো ইতিবাচক আবেগ শুধুই আদান-প্রদান থেকে উৎপন্ন উপরিগত আশীর্বাদ। যদি আপনি আবেগের দিকেই দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন, আপনি কখনই আদান-প্রদান করতে পারবেন না। আদান-প্রদান কী হবে, ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করবেন না, কিন্তু ভাসাভাসা বা অভ্যন্তরীণভাবে গভীর, নিবিড় স্থান — আপনি যা-ই দেখুন, আপনার ইচ্ছাকে সমর্পণ করার সিদ্ধান নিন।

যদি সমুদ্র - তরঙ্গের উপর আপনি যীশুখ্রীস্টের স্বর শুনে থাকেন, তাঁর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ বজায় রাখুন(আপনার ভাবনা এবং স্থিরতা নিয়ে চিন্তা করবেন না।

১৮ এপ্রিল

তৎপরতা

“... *ঈশ্বর তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, ... তিনি কহিলেন, দেখুন, এই আমি*” (যাত্রাপুস্তক ৩ ৪)।

ঈশ্বর যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, আমাদের অনেককে কুয়াসাচ্ছন্ন মানুষের মতো বিভ্রান্ত মনে হয়, এবং আমরা কোনো উত্তর দিই না। মোশির প্রত্যুত্তরে দেখায় যে, তিনি কোথায় আছেন, তিনি তা জানতেন এবং তিনি প্রস্তুত। তৎপরতার অর্থ, ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে থাকা এবং আমরা কোথায়, সে-সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। আমরা ব্যস্ততার সঙ্গে ঈশ্বরকে বলি যে, আমরা কোথায় যেতে পছন্দ করি। তবু যে-পুরুষ বা নারী ঈশ্বরের এবং তাঁর কাজের জন্য প্রস্তুত থাকেন, তলব আসার পর তাঁরাই পুরস্কার লাভ করেন। আমরা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রতীক্ষায় থাকি যে, কিছু মহান সুযোগ বা কিছু রোমাঞ্চকর বিষয় আমাদের জীবনে আসতে চলেছে। এবং যখন তা আসে, আমরা দ্রুত চিৎকার করে বলি, “এই যে, আমি এখানে।” যখন আমরা উপলব্ধি করি, কিছু মহান কাজের উপর যীশু কর্তৃত্ব নিতে চলেছেন, আমরা সেখানে প্রস্তুত হয়ে থাকি, কিন্তু কোনো অজানা, বৈশিষ্ট্যহীন কাজের জন্য আমরা প্রস্তুত থাকি না।

ঈশ্বরের জন্য তৎপর হওয়ার অর্থ, আমরা ক্ষুদ্রতম বা বৃহত্তম কাজ করার জন্য প্রস্তুত — দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এর অর্থ, আমরা কী করতে চাই, তা আমরা বাছাবাছি করি না, কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা যা-ই হোক, সেই অনুসারে আমরা সেখানে প্রস্তুত হয়ে থাকি। যখন কোনো কর্তব্য নিজে থেকেই আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, আমাদের প্রভু যেমন তাঁর পিতার রব শুনতেন, আমরা সেইভাবেই ঈশ্বরের রব শুনি, এবং তাঁর প্রতি আমাদের পূর্ণ ভালোবাসা নিয়ে তৎপরতার সঙ্গে সেই কর্তব্য করার জন্য প্রস্তুত থাকি। যীশুখ্রীস্ট আমাদের সঙ্গে সেই রকম করার প্রত্যাশা করেন, যেমন তাঁর পিতা করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। সুখকর বা হীন — তাঁর পছন্দ মতো যে- কোনো কাজেই তিনি আমাদের নিযুক্ত করতে পারেন, কারণ পিতার সঙ্গে তাঁর যেমন একাত্মতা ছিল, যীশুর সঙ্গে আমাদেরও একাত্মতা একই রকমের। “ ... যেন তারা আমাদেরই মতো একাত্ম হয়” (যোহন ১৭ ২২)।

ঈশ্বরের আকস্মিক আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকুন। যে-ব্যক্তি প্রস্তুত থাকেন, তাঁকে প্রস্তুত হতে হয় না — তিনি সর্বদা প্রস্তুত। ঈশ্বরের আহ্বান আসার পর, প্রস্তুতির চেষ্টায় আমরা যে-সময়ের অপচয় করি সে-বিষয়ে চিন্তা করে দেখুন। একজন প্রস্তুত ব্যক্তিকে, চারপাশ থেকে যাকিছু ঘিরে থাকে, জ্বলন্ত ঝোপ তারই প্রতীক এবং স্বয়ং ঈশ্বরের উপস্থিতিতে তা প্রজ্বলন্ত।

১৯ এপ্রিল

সম্ভাব্য (ুদ্রতম প্রলোভন থেকে সাবধান হোন

“ ... যোয়াব যদ্যপি অবশালোমের অনুবর্তী হন নাই, তথাপি আদোনিয়ের অনুবর্তী হইয়াছিলেন ...” (১ রাজাবলি ২ ২৮)।

যোয়াব আকর্ষক ও উচ্চাকাঙ্(ী অবশালোমের অনুসারী না- হয়ে, দাউদের প্রতি চরম বি(েস্ততা বজায় রেখে তাঁর জীবনের মহত্তম পরী(াকে প্রতিরোধ করেছিলেন। তবু তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে দুর্বল, কাপু(ষ আদোনিয়ের অনুসরণ করেছিলেন। সর্বদা সতর্ক থাকবেন যে, একজন ব্যক্তি(যেখান থেকে পশ্চাদ্‌পসরণ করেছে, ঠিক সেইস্থানেই যে-কোনো ব্যক্তি(প্রলোভিত হতে পারে (১ করিন্‌থীয় ১০ ১১-১৩ দেখুন)। আপনি হয়তো এই মাত্র এক বৃহৎ সংকটের মধ্য দিয়ে গিয়ে বিজয় লাভ করেছেন। কিন্তু এখনই সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, যেগুলির আপনাকে প্রলোভিত করার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। এমন চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবেন না যে, জীবনের যে-(ত্রগুলিতে আপনি অতীতে বিজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, সেগুলির আপনার সামনে বিঘ্ন উপস্থিত করার বা আপনার পতন ঘটানোর সম্ভাবনা কম।

আমরা এ কথা বলতে অভ্যস্ত যে, “জীবনের বৃহত্তম সংকটের মধ্য দিয়ে যাবার পর, জাগতিক বিষয়ে ফিরে যাবার সম্ভাবনা কম।” পরী(া কোন (ত্রে আসবে, এমন ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করবেন না। সবচেয়ে কম সম্ভাবনাময় বিষয়েই আসল বিপদ লুকিয়ে থাকে। কোনো মহান আত্মিক ঘটনার পর সবচেয়ে কম সম্ভাবনাময় বিষয়গুলি প্রভাব বিস্তার করতে শু(করে। সেগুলি শক্তি(শালী ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক না হলেও সেগুলি সেখানেই আছে। আপনি যদি আগে থেকে সাবধান না হন, সেগুলি আপনার পতন ঘটাবে। ভয়ঙ্কর এবং তীব্র পরী(ার মধ্যে আপনি ঈ(েরের প্রতি বি(েস্ত ছিলেন — যে মনোগত ভাবধারা আপনার বাহ্যিক ক্রি(য়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে, সে-সম্পর্কে সতর্ক হোন। ভবিষ্যতের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে অস্বাভাবিকভাবে আত্মসমী(া করবেন না(কিন্তু সতর্ক থাকুন। ঈ(েরের সামনে আপনার স্মৃতিকে তী(রাখুন। অর(ত শক্তি(আসলে দ্বিগুণ দুর্বলতার সমান, কারণ ঠিক এই স্থানেই সবচেয়ে কম সম্ভাবনাপূর্ণ পরী(া নিঃশেষিত শক্তি(র মধ্যে কার্যকর হয়ে উঠবে। বাইবেলের চরিত্রগুলি তাঁদের শক্তি(র (ত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের দুর্বলতায় কখনই নয়।

“... তিনি নিজ পরাক্র(মে তোমাদের র(া ... করছেন” (১ পিতর ১ ৫) — এটাই একমাত্র নিরাপত্তা।

২০ এপ্রিল

একজন পবিত্রজন কি ঈশ্বরের উপর মিথ্যা দোষারোপ করতে পারেন?

"ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিশ্রুতি তাঁর মাঝে পূর্ণতা পায়। তাই ... তাঁর মাধ্যমে আমরা 'আমেন' বলি (করিন্থীয় ১ ২০)।

মথি ২৫ ১৪-৩০ পদে বিবৃত তালন্তের রূপক কাহিনিটি আমাদের সতর্ক করে দেয় যে, আমাদের সামর্থ্য সম্পর্কে ভুল বিচার করার সম্ভাবনা থাকে। এই রূপক কাহিনির সঙ্গে প্রাকৃতিক বরদান ও সামর্থ্যের কোনো সম্বন্ধ নেই; এর সঙ্গে সম্পর্ক পবিত্র আত্মার, যেমন পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রথম প্রদত্ত হয়েছিল। আমাদের শিক্ষা, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ভিত্তি করে আমরা কখনই আমাদের আত্মিক সামর্থ্যের পরিমাপ করব না; ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে আত্মিক বিষয়ে আমাদের সামর্থ্যকে পরিমাপ করা হয়। ঈশ্বর যা দিতে চান, আমরা যদি তার কম পাই, আমরা তাঁর উপর মিথ্যা দোষারোপ করি, যেমন ভৃত্য তার প্রভুর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে বলে, "তুমি আমাকে করবার যে-ক্ষমতা দিয়েছ, আমার কাছ থেকে তার চেয়েও বেশি প্রত্যাশা কর, আমার কাছ থেকে তুমি অনেক বেশি দাবি করে থাক। তুমি আমাকে যেখানে স্থাপন করেছ, সেখানে আমি তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি না।" এ যখন ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান আত্মার প্রশ্নে হয়, কখনও বলবেন না, "আমি করতে পারি না।" এ বিষয়ে আপনার নিজস্ব প্রাকৃতিক সামর্থ্যকে খর্ব করতে দেবেন না। যদি আমরা পবিত্র আত্মা লাভ করে থাকি, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজ দেখতে চান।

সেবক তার প্রভুকে প্রতি ক্ষেত্রে দোষারোপ করে নিজেকে সমর্থন করে, যেন সে বলতে চায়, তুমি আমাকে যা দিয়েছ, সেই অনুপাতে তোমার দাবি অনেক বেশি। "সর্বাগ্রে তাঁর রাজ্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হও, তা হলে এ সবই তিনি তোমাদের জুগিয়ে দেবেন" (মথি ৬ ৩৩) — প্রভুর এ কথার পরে আমরা চিন্তা করবার সাহস দেখিয়ে কি ঈশ্বরের উপর মিথ্যা দোষারোপ করছি? দুশ্চিন্তার অর্থ, এই সেবক যা অর্থ করেছিল, তা-ই — "আমি জানি, আমাকে অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ করাই তোমার প্রবণতা।" যে - ব্যক্তি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে অলস, তিনি সর্বদাই সমালোচনা করেন, বলেন, "আমি কখনও সুন্দর সুযোগ পাইনি।" যিনি আত্মিক ক্ষেত্রে অলস, তিনি ঈশ্বরের সমালোচনা করেন। অলস ব্যক্তি সর্বদা স্বাধীনভাবে অন্যদের বাতিল করে।

কখনও ভুলে যাবেন না যে, আত্মিক বিষয়ে আমাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির দ্বারা ও তার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ ও ভিত্তি করা হয়। ঈশ্বর কি প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে সক্ষম? আমরা পবিত্র আত্মা লাভ করেছি কি না, তার উপর আমাদের উত্তর নির্ভর করে।

২১ এপ্রিল

প্রভুকে আঘাত করবেন না

"... ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তবু তোমরা আমায় চিনলে না ... ?" (যোহন ১৪ ৯)।

আমাদের প্রভু আমাদের নিয়ে বার বার বিস্মিত হন — তিনি বিস্মিত হন এই জন্য যে, আমরা কত "জটিল"! আমাদের নিজস্ব মতামতই আমাদের বোঝার সামর্থ্য নষ্ট করে, কিন্তু যখন আমরা সহজ সরল, জটিল নই, আমাদের সর্বদা চিনতে পারার (মতা থাকে। ফিলিপ ভবিষ্যতের এক মহান রহস্যের উদ্‌ঘাটন প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু যীশুর যে ব্যক্তি(রূপকে তিনি জানেন বলে মনে করতেন, তাকে তিনি চিনতেন না। ভবিষ্যতে যা ঘটতে চলেছে, তা ঐ(্বরিক রহস্য নয় — কিন্তু সেই রহস্য এখনই বর্তমান, যদিও ভাবীকালের কোনো উথাল-পাথাল করা গু(ত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা সেই রহস্যের প্রকাশের সন্ধান করি। আমরা যীশুর আজ্ঞা পালন করতে অনিচ্ছুক নই, কিন্তু "প্রভু, আমাদের পিতাকে দেখান" (১৪ ৮) — এই অনুরোধের মাধ্যমে তাঁকে আঘাত করার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যুত্তর দেন, "তোমরা কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না? তিনি তো সর্বদা এখানেই আছেন(তাঁকে অন্যত্র পাওয়া যাবে না।" তাঁর সন্তানদের *কাছে* তাঁর প্রকাশের জন্য আমরা ঈ(্বরের দিকে তাকিয়ে থাকি, কিন্তু ঈ(্বর শুধু তাঁর সন্তানদের *মধ্যে* নিজেকে প্রকাশ করেন। অন্যরা যখন তার প্রমাণ দেখতে চায়, ঈ(্বর-সন্তানরা তা দেখে না। ঈ(্বর আমাদের অন্তরে যা করছেন, সে-বিষয়ে আমরা পূর্ণ সচেতন থাকতে চাই, কিন্তু আমরা পূর্ণ সচেতন থাকতে পারি না। এবং তাঁর সম্পর্কে আমাদের যে-প্রত্যাশা, সে-বিষয়ে যৌক্তি(ক ও সুষম থাকতে চাই। যদি আমরা ঈ(্বরিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তাঁকে অনুরোধ করি, এবং সেই অভিজ্ঞতার সচেতনতা যদি আমাদের পথে বাধাসৃষ্টি করে, তবে আমরা প্রভুকে আঘাত করি। আমাদের প্র(্নগুলি যীশুকে আঘাত করে, কারণ সেগুলি বালসুলভ প্র(্ন নয়।

"তোমাদের হৃদয়কে উদ্বিগ্ন হতে দিয়ো না ..." (১৪ ১,১৭)। আমার হৃদয়কে উদ্বিগ্ন হতে দিয়ে আমি কি যীশুকে আঘাত করছি? আমি যদি যীশুকে এবং তাঁর গুণগুলি বি(্বাস করি, আমি কি সেই বি(্বাস অনুসারে জীবনযাপন করছি? এমন কোনো বিষয়কে কি আমি প্রশ্রয় দিচ্ছি যা আমার অন্তরকে অশান্ত করে তুলছে? আমি কি কোনো ত্রুটিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন প্র(্নকে মনে স্থান দিচ্ছি? আমাকে ঈ(্বরের চরম ও প্র(্নাতীত সম্বন্ধের মধ্যে পৌঁছাতে হবে, যা সবকিছুকেই ঈ(্বরের কাছ থেকে আগত বলে গ্রহণ করে। ঈ(্বর আমাদের ভবিষ্যতের কোনো এক সময়ের জন্য চালনা দেন না, তিনি এখানে এবং এখনই চালনা দেন। উপলব্ধি ক(ন, প্রভু এখানে, *এখনই* বিরাজ করছেন এবং যে-স্বাধীনতা আপনি লাভ করেন, তা তাৎ(ণিক।

২২ এপ্রিল

যে-জ্যোতি কখনও নিষ্প্রভ হয় না

“আমাদের সকলের অনাবৃত মুখদর্পণে প্রভুর দীপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে ...” (২ করিন্থীয় ৩ ১৮)।

ঈশ্বরের সেবককে এমনভাবে একলা দাঁড়াতে হবে যে, তিনি যেন না জানেন যে, তিনি একলা। খ্রীস্টীয় জীবনের প্রাথমিক পর্বে নিরাশা আসবে — যাদের আলো হবার কথা ছিল, তারা জ্বলতে-জ্বলতে নিভে যাবে, এবং আমাদের সঙ্গী হবার কথা যাদের, তারা ছেড়ে চলে যাবে। আমাদের এতে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়তে হবে যে, আমরা উপলব্ধি করতেও পারব না যে, আমরা একলা। পৌল বলেছিলেন, “... কেউ আমার পক্ষে দাঁড়ায়নি। সকলেই আমায় পরিত্যাগ করেছিল। ... কিন্তু প্রভু আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে শক্তি দিয়েছিলেন ...” (২ তীমথি ৪ ১৬-১৭)। আমরা নিষ্প্রভ আলোয় আমাদের বিশ্বাস গড়ে তুলব না, গড়ে তুলব জ্যোতির উপর, যা কোনোদিনই নিভে যাবে না। যখন “গুরুত্বপূর্ণ” লোকেরা চলে যান, আমরা দুঃখ পাই, যতক্ষণ না আমরা দেখতে পাই যে, তাঁদের চলে যাওয়াটাই ভবিতব্য। আমাদের করার মতো শুধু একটি কাজই অবশিষ্ট আছে — আমাদের জন্য আমরা শুধু ঈশ্বরের শ্রীমুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করব।

আপনার নিজের এবং আপনার মতবাদ সম্পর্কে ঈশ্বরের শ্রীমুখের দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রবল সিদ্ধান্তকে কোনো কিছুই যেন বাধা দিতে না পারে। এবং যখনই আপনি প্রচার করেন, নিশ্চিতভাবে জানবেন যে, বাণী প্রচার করার আগে প্রথমেই আপনি ঈশ্বরের শ্রীমুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন, তখন এ সমস্তের মধ্যে মহিমা বিরাজ করবে। খ্রীস্টীয় সেবক তিনিই, যিনি অবিরত ঈশ্বরের শ্রীমুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং অন্যদের কাছে প্রচার করার জন্য বেরিয়ে পড়েন। সর্বদা বিরাজমান মহিমার দ্বারা খ্রীস্টীয় পরিচর্যার বিশেষত্ব প্রকাশিত হয়, যে-মহিমা সম্পর্কে সেবক সম্পূর্ণভাবে অসচেতন থাকেন — “... কথা বলার সময় মোশির মুখশ্রী প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তিনি সে-কথা জানতে পারেননি” (যাত্রাপুস্তক ৩৪ ২৯)।

আমাদের সন্দেহকে কখনও প্রকাশ্যে প্রকাশ করতে বা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আমাদের জীবনের সংগুপ্ত উল্লাস ও আনন্দকে ব্যক্ত করতে বলা হয়নি। সেবকের জীবনের রহস্য হল, তিনি সর্বদা ঈশ্বরের সঙ্গে সমছন্দে স্পন্দিত হন।

২৩ এপ্রিল

আপনি কি কর্মের উপাসনা করেন?

"ঈশ্বরের কাজে আমরা সহকর্মী ..." (১ করিন্থীয় ৩ ৯)।

ঈশ্বরের যে-কাজ তাঁর প্রতি আপনার মনোনিবেশকে বিঘ্নিত করে, সেই কাজ সম্পর্কে সাবধান হোন। বহু সংখ্যক খ্রীস্টীয় কর্মী তাঁদের কাজের উপাসনা করেন। ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ করাই খ্রীস্টীয় কর্মীদের একমাত্র ধ্যান হওয়া উচিত। এর অর্থ হবে, জীবনের অন্য সমস্ত সীমানা — মানসিক, নৈতিক বা আত্মিক সীমা যা-ই হোক, ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের যে-স্বাধীনতা দেন, সেই স্বাধীনতায় স্বাধীন; অর্থাৎ আরাধনাকারী সন্তান, পথভ্রান্ত সন্তান নয়। যে-কর্মীর ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশের এই প্রবল নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তিনি তাঁর কাজের চাপে অত্যন্ত ভারগ্রস্ত হন। তাঁর দেহ-মন-আত্মার স্বাধীনতা না-থাকায় তিনি তাঁর নিজস্ব সীমারই দাস হয়ে ওঠেন। এর ফলস্বরূপ তিনি ভারগ্রস্ত ও পরাজিত হন। সেই জীবনে কোনো স্বাধীনতা, আদৌ কোনো আনন্দ থাকে না। তাঁর স্নায়ু, মন এবং অন্তর এতই বিচলিত থাকে যে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ সেখানে স্থিতিলাভ করে না।

কিন্তু বিপরীত ঘটনাও সমানভাবে সত্য — একবার যখন আমরা ঈশ্বরের উপর মনোনিবেশ করি, আমাদের জীবনের সকল সীমা স্বাধীন হয়ে যায় এবং একমাত্র ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ ও রহস্যের অধীন হয়। কাজের জন্য আপনার উপর তখন আর কোনো দায়িত্ব থাকে না। তখন আপনার একমাত্র দায়িত্ব অবিরত ঈশ্বরের সান্নিধ্যে জীবনযাপন করা এবং সতর্ক থাকা যে, তাঁর সঙ্গে আপনার সহযোগিতার ক্ষেত্রে কোনোকিছুই যেন বিঘ্নসৃষ্টি করতে না পারে। পবিত্রীকরণের পর যে-স্বাধীনতা আসে, তা একজন সন্তানের স্বাধীনতা, এবং যে-বিষয়গুলি আপনার জীবনকে হীন করতে চায়, সেগুলি অপসৃত হয়। কিন্তু সযত্নে মনে রাখুন, শুধু একটি বিষয়ের জন্যই আপনি স্বাধীন হয়েছেন — আপনার সহকর্মীর প্রতি একান্তভাবে আত্মনিবেদনের জন্য।

আমাদের কোথায় স্থাপন করা হবে, তা স্থির করার কোনো অধিকার আমাদের নেই অথবা কী কাজের জন্য ঈশ্বর আমাদের প্রস্তুত করছেন, তা নিয়ে পূর্ব-ধারণা থাকা উচিত নয়। ঈশ্বর সবকিছুর ব্যবস্থা করেন; এবং তিনি আমাদের যেখানেই কর্মে নিযুক্ত করেন, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে, সেই বিশেষ কাজে তাঁর কাছে সর্বান্তঃকরণে আমাদের জীবন উৎসর্গ করা। "সর্বশক্তি দিয়ে করে যাও তোমার কর্তব্য ..." (উপদেশক ৯ ১০)।

২৪ এপ্রিল

আত্মিক সাফল্য লাভের বাসনার বি(দ্ধে সতর্কবাণী

“অপদেবতারা তোমাদের বশীভূত হচ্ছে বলে খুশি হোয়ো না ...” (লুক ১০ ২০)।

খ্রীস্টীয় কর্মী হিসাবে জাগতিকতা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো বিপদ নয়, পাপও কোনো ফাঁদ নয়। অত্যধিক আত্মিক সাফল্যের বাসনার দ্বারা আমরা ফাঁদে পতিত হই। অর্থাৎ, আমরা বর্তমানে যে-যুগে বাস করছি, সেই যুগের ধর্মীয় ভাবধারা অনুসারে সাফল্যের পরিমাপ করা হয়। ঈ(্বরের অনুমোদন ব্যতীত অন্য কোনো বিস্ময়কর বিষয়ের সন্ধান করবেন না, এবং সর্বদা “...তাঁর অপমানের বোঝা বহন করে ছাউনির বাইরে ...” যাবার জন্য ইচ্ছুক হোন (ইব্রীয় ১৩ ১৩)। লুক ১০ ২০ পদে যীশু তাঁর শিষ্যদের সফল কাজের জন্য আনন্দ করতে নিষেধ করেছেন। তবু এই একটি বিষয়ে আমরা অধিকাংশই আনন্দ করে থাকি। আমাদের একটি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি আছে — আমরা গণনা করি, কতগুলি আত্মা উদ্ধার পেয়েছে ও পবিত্রীকৃত হয়েছে(আমরা ঈ(্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাই, এবং তার পর ভাবি, সবকিছুই ঠিক আছে। কিন্তু ঈ(্বরের অনুগ্রহে যেখানে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, আমাদের কাজ সেখান থেকেই শু(হয়। আত্মাকে উদ্ধার করা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ তাদের শিষ্যে পরিণত করা। পরিত্রাণ এবং পবিত্রীকরণ ঈ(্বরের সার্বভৌম অনুগ্রহের কাজ, এবং তাঁর শিষ্য হিসাবে আমাদের কাজ অন্যদের জীবনে শি(া দেওয়া, যত(ণ না তারা ঈ(্বরের কাছে নিজেদের পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন করছে। ঈ(্বরের আত্মায় শুধু মনের জাগরণ ঘটেছে, এমন শত শত জীবনের চেয়ে ঈ(্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিত একটি জীবন ঈ(্বরের কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। ঈ(্বরের কার্যকারীরূপে, আমরা আমাদের নিজস্ব ধরনের আত্মিকতার জন্ম দেব এবং সেই জীবনগুলি তাঁর কর্মীরূপে আমাদের কাছে সা(্য দেবে। ঈ(্বর তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদের জীবনের একটি স্তরে উন্নীত করেন, এবং অন্যদের মধ্যেও সেই একই মান গড়ে তোলার জন্য আমরা দায়বদ্ধ।

কর্মী যত(ণ না “খ্রীস্টের সঙ্গে ঈ(্বরে নিহিত” (কলসীয় ৩ ৩) জীবন যাপন করছেন, তাঁর একজন সক্রি(য়, প্রাণবন্ত শিষ্য হবার পরিবর্তে, অন্যদের কাছে বিরক্তি(কর একনায়ক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। আমরা অনেকেই একনায়ক, আমাদের বাসনাকে ব্যক্তি(বিশেষ বা দলের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু যীশু কখনও আমাদের উপর সেইভাবে হুকুম চালাননি। আমাদের প্রভু যখনই শিষ্যত্ব সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর উক্তি(র পূর্বে তিনি “যদি” শব্দটি প্রয়োগ করেছেন — তিনি কখনও কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বরে বলেননি, “তোমাদের এটা করতেই হবে।” শিষ্যত্বের সঙ্গে এক বিকল্পও থাকে।

২৫ এপ্রিল

‘‘সময়ে প্রস্তুত থেকো’’

‘‘তুমি ...সময় অসময়ের বিচার না করে প্রচারের কাজ করে যাও ...’’(২তীমথি৪ ২)।

আমাদের অনেকেরই শুধু ‘অসময়ে প্রস্তুত’ থাকার প্রবণতা থাকে এবং এ জন্য আমরা কষ্টভোগ করি। সময় কালের কথা বলে না, বলে আমাদের বিষয়ে। এই পদটি বলে, ‘‘সময়-অসময়ের বিচার না করে প্রচারের কাজ করে যাও।’’ অন্যভাষায় বলা যায়, আমরা এ পছন্দ করি বা না-করি, আমরা ‘‘প্রস্তুত থাকব।’’ আমরা যদি শুধু আমাদের পছন্দমতো কাজ করি, আমরা অনেকেই কোনোদিন কিছু করতে পারব না। কিছু লোক আছে, যারা আত্মিক (ে ত্রে সম্পূর্ণ অকাজের। তারা আত্মিকভাবে দুর্বল, দৃঢ়তাহীন। তারা অলৌকিকভাবে অনুপ্রেরণা লাভ না করলে কোনো কাজ করতে অস্বীকার করে। আমরা অনুপ্রেরণা বোধ করি বা না-করি, আমরা সর্বশক্তি(দিয়ে কাজ করি — ঈ(্বরের সঙ্গে আমাদের সঠিক সম্বন্ধের এটাই প্রমাণ।

একজন খ্রীস্টীয় কর্মী তাঁর অনুপ্রেরণার নিজস্ব ব্যতিত্র(মী মুহূর্তগুলিতে আবিষ্ট হয়ে একটি অন্যতম সবচেয়ে নিকৃষ্ট ফাঁদে পতিত হতে পারেন। ঈ(্বরের আত্মা যখন আপনাকে অনুপ্রেরণা ও অন্তর্দৃষ্টির সময় দেন, আপনি বলতে চান, ‘‘এখন আমি এই মুহূর্তে যে - অভিজ্ঞতা লাভ করছি, ঈ(্বরের জন্য আমি সর্বদা এই রকমই থাকব। না, আপনি এ রকম থাকবেন না, এবং ঈ(্বর তা সুনিশ্চিত করবেন। এই সময়গুলি সম্পূর্ণভাবে ঈ(্বরেরই দান। আপনি চাইলেই সেগুলি নিজেকে দিতে পারেন না। যদি আপনি বলেন, আপনি ঈ(্বরের জন্য প্রাণপণ করবেন, যেমন ব্যতিত্র(মী সময়ে আপনি করেছেন, বাস্তবে আপনি ঈ(্বরের কাছে এক অসহ্য বোঝা হয়ে উঠবেন। ঈ(্বর যদি আপনাকে দেওয়া তাঁর অনুপ্রেরণার প্রতি আপনাকে সর্বদা সচেতনভাবে সজাগ না রাখেন, আপনি কখনই কিছু করতে পারবেন না। আপনার সর্বোত্তম মুহূর্তগুলিকে যদি আপনি দেবতা বানিয়ে ফেলেন, দেখবেন, ঈ(্বর আপনার জীবন থেকে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছেন, আর কখনও তিনি ফিরে আসবেন না, যত(ণ না আপনি তাঁর দেওয়া কর্মভারের প্রতি বি(্বস্ত হচ্ছেন এবং তিনি আপনাকে যে-সব ব্যতিত্র(মী মুহূর্ত দিয়েছেন, সেগুলির প্রতি আবিষ্ট না - হতে শিখছেন।

২৬ এপ্রিল

সবচেয়ে উঁচুতে আরোহণ

"... তোমার একমাত্র পুত্র ... সেখানে যে-পর্বতের কথা আমি বলব, সেই পর্বতের উপর তাকে বলিদান করে হোমানলে উৎসর্গ কর" (আদিপুস্তক ২২ ২)।

একজন ব্যক্তির চরিত্র নির্ণয় করে কীভাবে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে ব্যাখ্যা করবেন (গীতসংহিতা ১৮ ২৫-২৬ দেখুন)। অব্রাহাম ঈশ্বরের আদেশকে এই অর্থে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, তাঁকে তাঁর পুত্রকে হত্যা করতে হবে এবং কেবল এক ভয়ঙ্কর অগ্নিপরীক্ষার যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তিনি এই ঐতিহ্যিক বিশ্বাসকে পিছনে ফেলে আসতে পারেন। ঈশ্বর তাঁর বিশ্বাসকে আর কোনোভাবে শুদ্ধ করতে পারেন না। যদি আমাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বরের বাক্যপালন করি, ঈশ্বর সেইসব ঐতিহ্যিক বিশ্বাস, যা ঈশ্বরকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে, তা থেকে আমাদের বের করে আনবেন। এই রকম অনেক বিশ্বাস আছে, যা দূর করা জরুরি — যেমন, বিশ্বাস যে, মা তাঁর সন্তানকে অত্যধিক ভালোবাসেন বলে ঈশ্বর তাঁর সন্তানকে সরিয়ে নেন। এ শয়তানী মিথ্যা এবং ঈশ্বরের সত্য প্রকৃতি সম্পর্কে হাস্যকর! শয়তান যদি সর্বোচ্চে আরোহণ থেকে এবং ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের ঐতিহ্যিক ভ্রান্ত ধারণা থেকে বের হয়ে আসাকে বাধা দিতে পারে, তবে সে সেই রকমই করবে। কিন্তু আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, তিনি আমাদের এমন এক অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন, যা আমাদের ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞানকে সমৃদ্ধতর করবে।

ঈশ্বরের প্রতি অব্রাহামের বিশ্বাস থেকে আমরা এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করি। অব্রাহাম ঈশ্বরের জন্য যে-কোনো কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি সেখানে ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনের জন্য উপস্থিত ছিলেন(তাঁর বাধ্যতার জন্য তাঁর কোনো বিরুদ্ধ-বিশ্বাস যদি ভেঙে যায়, তবে যাক। অব্রাহামের বিশ্বাস দৃঢ় ছিল না, নচেৎ তিনি ইসহাককে হত্যা করতেন এবং বলতেন, আসলে স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর ছিল শয়তানের স্বর। এ এক ধর্মান্ধের দৃষ্টিভঙ্গি। আপনি যদি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, তিনি আপনাকে সকল বাধা পার করে তাঁর সম্পর্কিত জ্ঞানের অন্তরাগারে পৌঁছে দেবেন। কিন্তু আপনার নিজস্ব ধারণা এবং ঐতিহ্যিক বিশ্বাসকে ত্যাগ করার জন্য ইচ্ছুক হতে হবে। ঈশ্বরকে আপনার পরীক্ষা নিতে বলবেন না। পিতরের মতো কখনও ঘোষণা করবেন না, আপনি যে - কোনো কাজ করতে প্রস্তুত, এমনকী তাঁর সঙ্গে "কারাগারে যেতে এবং মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত" (লুক ২২ ৩৩)। অব্রাহাম এ রকম কিছু বলেননি — তিনি শুধু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন, এবং ঈশ্বর তাঁর বিশ্বাসকে শুদ্ধ করেছিলেন।

২৭ এপ্রিল

আপনি কী চান?

"*তুমি কি আপনার জন্য মহৎ মহৎ বিষয় চেষ্টা করিবে*" (যিরমিয় ৪৫ ৫)?

মহান ব্যক্তি হবার পরিবর্তে আপনি কি নিজের জন্য বড়ো বড়ো বিষয়ের সন্ধান করছেন? তিনি চান, শুধু তাঁর অনুগ্রহ-দান গ্রহণ করার চেয়ে, তাঁর সঙ্গে আরও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলুন — তিনি চান, আপনি যেন তাঁকে জানতে পারেন। এমনকী, আমরা যে কিছু মহৎ বিষয় চাই, তা আকস্মিক আসে এবং চলে যায়। কিন্তু ঈশ্বর আকস্মিক কিছু মহৎ বিষয় আমাদের দেন না, ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্বন্ধ গড়ে তোলার চেয়ে সহজ আর কিছুই নেই, যদি না ঈশ্বরকে নয়, তিনি যা আপনাকে দিতে পারেন, শুধু তার সন্ধান করেন।

আপনি যদি ঈশ্বরের কাছে বিভিন্ন বিষয় চান, তা হলে বুঝতে হবে, সমর্পণের প্রকৃত অর্থ আপনি বিন্দু-বিসর্গ উপলব্ধি করতে পারেননি। আপনার নিজস্ব শর্তের উপর ভিত্তি করে আপনি খ্রীস্ট-বিশ্বাসী হয়েছেন। আপনি প্রতিবাদ করে বলেন, "আমি ঈশ্বরের কাছে পবিত্র আত্মা চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে আমার প্রত্যাশা মাফিক বিশ্রাম এবং শান্তি দেননি।" ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ তার কারণ দেখান — আপনি আদৌ প্রভুর সন্ধান করছেন না; আপনি নিজের জন্য কিছু খোঁজ করছেন। যীশু বলেছিলেন, "চাও, ... দেওয়া হবে" (মথি ৭ ৭)। আপনি যা চান, ঈশ্বরকে বলুন, কিন্তু ভুল জিনিস চাইবেন না, কারণ আপনি যতই তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবেন, বিভিন্ন বিষয় চাওয়া আপনি বন্ধ করে দেবেন। "তোমরা চাইবার আগেই তোমাদের পিতা জানেন, তোমাদের কী প্রয়োজন" (মথি ৬ ৮)। তা হলে, কেন আপনি চাইবেন? এই জন্য যে, আপনি যেন ঈশ্বরকে জানতে পারেন।

আপনি কি নিজের জন্য মহৎ মহৎ বিষয় পেতে চাইছেন? আপনি কি বলেছেন, "হে প্রভু, তোমার পবিত্র আত্মায় আমাকে সম্পূর্ণ পূর্ণ কর?" ঈশ্বর যদি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ না করেন, তার কারণ আপনি সম্পূর্ণভাবে তাঁর কাছে নিবেদিত নন; এমন কিছু রয়েছে, যা আপনি এখনও করতে অস্বীকার করছেন। আপনি কি নিজেকে প্রশ্ন করার জন্য প্রস্তুত যে, ঈশ্বরের কাছ থেকে আপনি কী চান, এবং কেন তা চান? আপনার অন্তিম ভাবী পূর্ণতার জন্য ঈশ্বর আপনার বর্তমান স্তরকে সর্বদা উপেক্ষা করে থাকেন। ঈশ্বর আপনাকে এখনই আশীর্বাদ-ধন্য ও সুখী করতে চান না, কিন্তু আপনার অন্তিম সিদ্ধতার জন্য তিনি সর্বদা কাজ করে চলেছেন — "... যেন তারা আমাদেরই মতো একাত্ম হয়" (যোহন ১৭ ২২)।

২৮ এপ্রিল

আপনি কী পারেন?

“... *তুমি যে সকল স্থানে যাইবে, সে সকল স্থানে ... তোমার প্রাণ তোমাকে দিব*” (যিরমিয় ৪৫ ৫)।

যারা প্রভুর উপর নির্ভর করে, তাদের জন্য তাঁর দৃঢ় ও অটল রহস্য — “ তোমার প্রাণ তোমাকে দিব।” একজন মানুষ তার জীবনে আর বেশি কী চায়? সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় তো এটাই, “... তোমার প্রাণ ... লুট দ্রব্যের ন্যায়।” এর অর্থ, আপনি যেখানেই যান, এমনকী, নরকেও যদি যান, আপনি আপনার জীবন নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবেন, এবং কোনো কিছুই এর ক্ষতি করতে পারবে না। আমরা অনেকেই অন্যদের দেখাতে চাই, সম্পত্তি এবং ধন-দৌলত নয়, আমাদের আশীর্বাদ। এই সমস্ত বিষয়, যা আমরা গর্বের সঙ্গে প্রদর্শন করি, সেগুলি বিদায় দিতে হবে। কিন্তু এমন কিছু মহত্তর বিষয় আছে, যা কোনো দিনই চলে যেতে পারে না — আমাদের জীবন, যা “খ্রীস্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত রয়েছে” (কলসীয় ৩ ৩)।

আপনি যেগুলিকে জীবনের মহৎ বিষয় বলেন, সেগুলির প্রতি আর মনোযোগ না-দিয়ে, ঈশ্বরের সঙ্গে পরিপূর্ণ একাত্মতায় পৌছনোর জন্য আপনি কি ঈশ্বরকে সুযোগ দিতে প্রস্তুত? সেই সমস্ত বিষয় ত্যাগ করে আপনি কি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত? “এর কী হবে?” — এ কথা বলতে অস্বীকার করার মধ্যে আছে সমর্পণের আসল পরীক্ষা। আপনার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা বা অনুমান সম্পর্কে সতর্ক হোন। যে - মুহূর্তে আপনি চিন্তা করেন, “এর কী হবে?”, আপনি দেখেন যে, আপনি সমর্পিত হননি এবং প্রভুর প্রতি আপনার সত্যিকারের আস্থা নেই। কিন্তু একবার যখন আপনি সমর্পিত হন, ঈশ্বর কী করতে চলেছেন, তা নিয়ে আপনি আর চিন্তা করবেন না। ত্যাগের অর্থ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মতো কোনো বিলাসিতা না-করা। আপনি যদি ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আপনাকে বলবেন, “আমি তোমাকে জীবন দেব লুটদ্রব্যের ন্যায়।” জীবন সম্পর্কে লোকদের বীতস্পৃহ হয়ে ওঠার কারণ, ঈশ্বর তাদের কিছু দেননি — “লুটদ্রব্য” — পুরস্কাররূপে তাদের জীবন দান করা হয়নি। নিজেকে ঈশ্বরের কাছে বিলিয়ে দেওয়াই এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র পথ। এবং তাঁর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণের অর্থ, যখন আপনি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, আপনি সবচয়ে বেশি বিস্মিত হবেন, এবং আপনি হবেন জগতের সবচেয়ে সুখী মানুষ। ঈশ্বর আপনাকে চরমভাবে লাভ করবেন, কোনো সীমাবদ্ধতা থাকবে না। তিনি আপনাকে আপনার জীবন দিয়েছেন। যদি আপনি সেই স্থানে না থাকেন, তার কারণ, হয় আপনার জীবনের অবাধ্যতা, অথবা যথেষ্ট সহজ সরল হতে অস্বীকার করা।

২৯ এপ্রিল

মহান অনিশ্চয়তা

"... পরে কী হব, এখনও প্রকাশিত হয়নি ..." (১ যোহন ৩ ২)।

আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা হল, ভবিষ্যতে কী ঘটবে, তা নিয়ে আমরা সর্বদা ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করি — অনিশ্চয়তাকে আমরা যেন খারাপ বলে মনে করি। আমরা মনে করি যে, আমাদের পূর্ব-নির্ধারিত একটি ল(্যে পৌঁছতেই হবে, কিন্তু আত্মিক জীবনের প্রকৃতি তা নয়। অনিশ্চয়তার মধ্যে নিশ্চয়তাই আত্মিক জীবনের প্রকৃতি। ফলে, আমাদের মূল গভীরে প্রোথিত হয় না। আমাদের সাধারণ জ্ঞান বলে, "আমি যদি কখনও সেই পরিস্থিতিতে পড়তাম, তবে তাতেই বা কী" ? আমরা যে-পরিস্থিতিতে কখনই পড়িনি, সেই পরিস্থিতিতে পড়ার কল্পনাও করতে পারি না।

নিশ্চয়তা সাধারণ বুদ্ধি জীবনের চিহ্(— মহান অনিশ্চয়তা হল, আত্মিক জীবনের ল(ণ। ঈ(্বর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অর্থ, আমাদের সমস্ত বিষয়ে আমরা অনিশ্চিত, আগামী কাল কী ঘটবে, আমরা জানি না। সাধারণত আমরা দুঃখের সঙ্গে এ কথা বলি, কিন্তু এক (দ্ধ(্বাস প্রত্যাশায় এ কথা বলা উচিত। আমরা পরবর্তী পদ(েপ সম্পর্কে অনিশ্চিত, কিন্তু ঈ(্বর সম্পর্কে নিশ্চিত। যখনই আমরা নিজেদের ঈ(্বরের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর নির্দেশিত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি, তিনি আমাদের জীবনকে বিস্ময়ে ভরিয়ে দিতে শু(করেন। আমরা যখন কোনো বিশেষ ধারণা প্রসারের উদ্যোত্ত(া বা বাধাদানকারী হই, আমাদের অন্তরে কিছু একটার মৃত্যু ঘটে। এ ঈ(্বর-বি(্বাস নয়, এ শুধু তাঁর সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে বি(্বাস করা। যীশু বলেছিলেন, "... তোমরা যদি ... শিশুদের মতো না হও ..." (মথি ১৮ ৩)। আত্মিক জীবন এক শিশুসুলভ জীবন। আমরা ঈ(্বর সম্পর্কে অনিশ্চিত নই, এর পর তিনি কী করতে চলেছেন, শুধু সেই বিষয়েই আমরা অনিশ্চিত। আমাদের নিশ্চয়তা যদি শুধু আমাদের ধারণার মধ্যে হয়, আমরা ধার্মিকম্মন্যতার এক বোধ গড়ে তুলি, পরের সমালোচনা করি, এবং আমাদের ধারণাগুলি সম্পূর্ণ ও স্থির, এই দৃষ্টিকোণের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ি। কিন্তু ঈ(্বরের সঙ্গে যখন আমাদের সঠিক সম্পর্ক থাকে, জীবন স্বতঃস্ফূর্ততা, আনন্দময় অনিশ্চয়তা এবং প্রত্যাশায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। যীশু বলেছিলেন, "...আমাকেও বি(্বাস কর" (যোহন ১৪ ১), তিনি বলেননি যে, "আমার সম্পর্কিত কিছু বিষয়ে বি(্বাস কর।" সবকিছুই তাঁর কাছে সমর্পণ ক(ন এবং আমার জীবনে তিনি কীভাবে কাজ করবেন, তা গৌরবময় ও মহান অনিশ্চিত হয়ে উঠবে, — কিন্তু আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, তিনি আসবেন এবং কাজ করবেন। তাঁর প্রতি বি(্বস্ত থাকুন।

৩০ এপ্রিল

স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা

“ভালোবাসা চিরসহিষ্ণু, চিরমধুর ...” (১ করিন্‌থীয় ১৩ ৪)।

ভালোবাসা পূর্বকল্পিত নয় — ভালোবাসা স্বতঃস্ফূর্ত, অর্থাৎ এ অ-সাধারণ ভাবে বিস্ফোরিত হয়। পৌলের ভালোবাসা সম্পর্কিত বর্ণনার মধ্যে কিছুই সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা নেই। “এখন আমি আর কখনও অন্য বিষয় চিন্তা করব না, এবং যীশু আমাকে যা বিশ্বাস করতে দিয়েছেন, আমি শুধু সেগুলিই বিশ্বাস করব” — এ কথা বলে আমরা আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও কাজকে পূর্ব থেকে নির্ধারণ করতে পারি না। না, স্বতঃস্ফূর্ততাই ভালোবাসার বিশেষত্ব। যীশুর কোনো কথা আমরা বিচার-বিবেচনা করে আমাদের মানদণ্ড করি না, কিন্তু তাঁর পবিত্র আত্মার সঙ্গে যখন আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, আমরা অজান্তে তাঁর মানদণ্ড অনুসারে জীবনযাপন করি। পিছন ফিরে তাকিয়ে আমরা অবাক হয়ে ভাবি, আমাদের আবেগ সম্পর্কে আমরা কত নিস্পৃহ ছিলাম, যা প্রকৃত স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা থাকার নিশ্চিত প্রমাণ। আমাদের মধ্যে ঐশ্বরিক জীবন সম্পর্কিত সবকিছুর প্রকৃতি, যখন আমরা এর মধ্য দিয়ে যাই, তখন চিনতে পারি এবং আমাদের কাছে তখন তা অতীত হয়ে যায়।

আমাদের নয়, ঈশ্বরের ভিতর থেকে ভালোবাসার স্রোত প্রবাহিত হয়। এ কথা চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র যে, আমাদের নিজস্ব প্রকৃতির ফলস্বরূপ, স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম বিরাজমান। আমাদের অন্তরে তাঁর ভালোবাসা থাকার “একমাত্র কারণ ঈশ্বরের ... সেই পবিত্র আত্মাই আমাদের হৃদয়কে ঐশ্বরিক প্রেমে প্লাবিত করেছেন” (রোমীয় ৫ ৫)।

আমরা যদি ঈশ্বরের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করি যে, আমরা তাঁকে ভালোবাসি, তা হলে, আমরা যে তাঁকে ভালোবাসি না, এ তার নিশ্চিত চিহ্ন। আমাদের ভালোবাসার চরম স্বতঃস্ফূর্ততাই তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসার প্রমাণ, যা আমাদের মধ্যেকার তাঁর প্রকৃতি থেকে স্বাভাবিক ভাবেই বাহিত হয়। এবং যখন আমরা অতীতের দিকে তাকাই, আমরা স্থির করতে পারি না, কিছু কাজ কেন করেছি, কিন্তু আমরা জানতে পারি যে, আমাদের মধ্যেকার তাঁর ভালোবাসার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকৃতি অনুসারেই সেগুলি করেছি। ঈশ্বরের জীবন এই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেই প্রদর্শিত হয়, কারণ তাঁর ভালোবাসার নির্ঝর পবিত্র আত্মার মধ্যেই।

১ মে

বিশ্বাস — আবেগ নয়

“আমরা বিশ্বাসে নির্ভর করে চলি, প্রত্যক্ষ বিষয়ে নয়” (২ করিন্থীয় ৫ ৭)।

কিছুক্ষণের জন্য আমাদের নিয়ে ঈশ্বরের উদ্বেগ সম্পর্কে আমরা পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠি। কিন্তু ঈশ্বর যখন তাঁর কাজে আমাদের ব্যবহার করতে শুরু করেন, আমরা দেখাতে শুরু করি যে, আমরা দয়ার যোগ্য এবং শুধু আমাদের পরীক্ষা ও কষ্টের কথাই বলি। ঈশ্বর সারাক্ষণ আলোর বৃত্তের বাইরে অবস্থানকারী লোকদের মতো অন্তরালে থেকে আমাদের কাজ করাতে চেষ্টা করছেন। সাধ্য থাকলে, আমাদের কেউই আত্মিকভাবে অন্তরালে থাকতে পারতাম না। যখন মনে হয়, ঈশ্বর স্বর্গ বন্ধ করে দিয়েছেন, তখন কি আমরা আমাদের কাজ করতে পারি? আমরা কেউ কেউ উজ্জ্বল জ্যোতির্বলয়ধারী এবং অনুপ্রেরণার প্রভায় সমুজ্জ্বল পবিত্রজন হতে চাই এবং আমরা চাই, ঈশ্বরের অন্য পবিত্রজনেরা সর্বদা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলুন। ঈশ্বরের কাছে একজন আত্মপ্রত্যয়ী পবিত্রজনের কোনো মূল্য নেই। তিনি স্বাভাবিক নন, তিনি প্রতিদিনের জীবনের অযোগ্য, এবং একেবারেই ঈশ্বরের অপছন্দের। আমরা এখানে অপরিপক্ক স্বর্গদূত হিসাবে নয়, নর-নারীরূপে এখানে এই জগতের কাজ করার জন্য আছি। সংগ্রামে টিঁকে থাকার জন্য অসীম মহত্তর শক্তি নিয়ে আমাদের সেই কাজ করতে হবে।

আমরা যদি অবিরত সেইসব ব্যতিক্রমী মুহূর্তকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করি, তা হলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আমরা ঈশ্বরকে চাই না। ঈশ্বর এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, এই ভাবনায় আমরা আবিষ্ট হয়ে পড়ি এবং আমরা প্রবলভাবে চাই যে, তিনি যেন আবার তা করেন। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের কাছে যা চান, তা হল, আমরা যেন “বিশ্বাসে নির্ভর করে চলি।” “ঈশ্বর আমার কাছে আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুই করতে পারি না” — এ কথা ভেবে আমরা কতজন নিজেদের পৃথক করে রেখেছি? তিনি কখনও তা করবেন না। কোনো অনুপ্রেরণা, ঈশ্বরের কোনো আকস্মিক স্পর্শ ব্যতীতই আমাদের নিজেদের উঠে দাঁড়াতে হবে। তখন সবিস্ময়ে আমরা বলব, “কেন? তিনি তো সবসময় সেখানেই ছিলেন, কিন্তু আমি কখনও জানতে পারিনি!” সেই সব ব্যতিক্রমী মুহূর্তের জন্য জীবন ধারণ করবেন না — সেগুলি তাঁর বিস্ময়। ঈশ্বর যখন দেখবেন, সেইসব মুহূর্ত ও অনুপ্রেরণায় চালিত হবার বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি, তিনি আমাদের তাঁর অনুপ্রেরণার স্পর্শ দেবেন। আমাদের জীবনের মানদণ্ড হিসাবে অনুপ্রেরণার মুহূর্তগুলিকে কখনও গণ্য করব *না* — আমাদের কাজই আমাদের মানদণ্ড।

২ মে

দর্শনের জন্য অপে(া করার ধৈর্য

“অপে(া কর ... অধিক বিলম্ব হবে না তার” (হবক্‌কুক ২ ৩)।

ধৈর্য এবং অনীহা এক জিনিস নয়(ধৈর্য এমন এক ব্যক্তি(র ধারণা দেয়, যিনি অত্যন্ত বলবান এবং সকল হামলার বি(দ্ধে (খে দাঁড়াতে স(ম। ঈশ্বর-দর্শনই ধৈর্যের উৎস, কারণ এ আমাদের ঈশ্বরের প্রকৃত ও যথার্থ অনুপ্রেরণা দেয়। মোশি তাঁর নীতির প্রতি দৃঢ়তা বা কর্তব্যবোধের জন্য ধৈর্য ধারণ করেননি, এর কারণ তিনি ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেছিলেন। “... যিনি অদৃশ্য তাঁকে প্রত্য(করেই তিনি সবকিছু সহ্য করলেন” (হিব্রীয় ১১ ২৭)। যিনি ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেছেন, তিনি একটি উদ্দেশ্য বা বিশেষ কোনো বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত(নন — তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত। যখন ঈশ্বরের দর্শন পাবেন, আপনি তার সহযোগী প্রেরণার কারণও জানতে পারবেন। সমস্ত বিষয় আপনার কাছে আসবে বড়ো মাপে, এবং আপনার জীবনকে প্রাণবন্ত করে তুলবে, কারণ সবকিছুই ঈশ্বরের দ্বারা শক্তি(যুক্ত(। তিনি আপনাকে এক আত্মিক সময় দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে আদৌ কোনো বাক্য এল না, যেমন, ম(প্রান্তরে পরী(ার সময়ে তাঁর পুত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, ঈশ্বর যখন তা করেন, শুধু সহ্য ক(ন এবং আপনি ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন বলে সহ্য করার শক্তি(লাভ করবেন।

“... অপে(া কর, ... অধিক বিলম্ব হবে না তার।” আমরা যে দর্শন লাভ করেছি, তার প্রমাণ, আমরা যা আয়ত্ত করেছি, আরও বেশি দেবার চেষ্টা করছি। আত্মিক-সন্তুষ্টি খুবই খারাপ জিনিস। গীতিকার বলেছেন, “... পরিবর্তে তাঁহাকে কী ফিরাইয়া দিব? আমি পরিত্রাণের পানপাত্র *গ্রহণ করিব, ...*” (গীতসংহিতা ১১৬ ১২-১৩)। আমরা আমাদের অন্তরের তৃপ্তিকে দেখি এবং বলি, “এখন আমি পেয়েছি। এখন আমি সম্পূর্ণ শুচিশুদ্ধ। এখন আমি সহ্য করতে পারি,” তৎ(ণাৎ আমরা ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাই। আমরা যা পেতে চাইছি, যা পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি হতে হবে। পৌল বলেছেন, “আমি যে সবকিছু পেয়েছি — এ দাবি আমি করি না, আমি এখনও সিদ্ধিলাভ করিনি। তবে আমি জয়ের পথে এগিয়ে চলেছি” (ফিলিপীয় ৩ ১২)। আমাদের অভিজ্ঞতায় যা পেয়েছি, শুধু তা-ই থাকে, তা হলে আমাদের কিছুই নেই। কিন্তু আমরা যদি ঈশ্বরের দর্শনের অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকি, আমাদের অভিজ্ঞতার চেয়েও বেশি পেয়েছি। আত্মিক শিথিলতা সম্পর্কে সাবধান হোন।

৩ মে

অত্যাবশ্যক মধ্যস্থতা

“...পবিত্র আত্মার সহায়তায় সর্বঅবস্থায় বিনতি ও প্রার্থনা কর ...” (ফিলিপীয় ৬ ১৮)।

আমরা যখন অন্যদের জন্য বিনতি করে চলি, আমরা হয়তো দেখতে পাব যে, যাদের পে(আমরা বিনতি করছি, তাদের জন্য বিনতিতে ঈ(্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যতার অনেক মূল্য দিতে হচ্ছে, যা আমরা আগে কখনও চিন্তা করিনি। এর বিপদ হল, আমাদের প্রার্থনার সরাসরি উত্তরস্বরূপ ঈ(্বর যাদের ধীরে-ধীরে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরে উন্নীত করছেন, আমরা তাদের জন্য সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর নিয়ে বিনতি করতে শু(করি। অন্যদের প্রতি ঈ(্বরের আগ্রহ ও উদ্বেগের সঙ্গে আমরা যখন একাত্ম হতে পারি না, এবং তাদের জন্য আবেগময় সহানুভূতি দেখাই, ঈ(্বরের সঙ্গে আমাদের অত্যাবশ্যক সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। আমরা তখন তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি ও উদ্বেগে বাধাসৃষ্টি করি। এবং তা ঈ(্বরের প্রতি ইচ্ছাকৃত তিরস্কার হয়ে ওঠে।

আমরা যত(ণ না ঈ(্বর সম্পর্কে পুরোপুরি সুনিশ্চিত হতে পারছি, তত(ণ অত্যাবশ্যক বিনতি করা আমাদের পে(অসম্ভব। বিনতির জন্য ঈ(্বরের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক র(া করা অত্যন্ত জ(রি, কিন্তু আমাদের নিজস্ব ব্যক্তি(গত সহানুভূতি ও পূর্বধারণা মতো প্রেরণা সেই সম্পর্ককে বিনাশ করে। বিনতির চাবিকাঠি হল ঈ(্বরের সঙ্গে একাত্মতা, এবং আমরা ঈ(্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া বন্ধ করে দিই, তার কারণ, অন্যদের প্রতি আমাদের নিজস্ব সহানুভূতি, আমাদের পাপ নয়। এমন নয় যে, ঈ(্বরের সঙ্গে আমাদের বিনতি-সম্বন্ধের মধ্যে পাপ নাক গলাবে, কিন্তু সহানুভূতি হস্ত(েপ করবে। আমাদের প্রতি বা অন্যদের প্রতি সহানুভূতি আমাদের বলতে শেখায় যে, “আমি ওই জিনিসটা ঘটতে দেব না।” এবং তৎ(ণাৎ ঈ(্বরের সঙ্গে আমাদের অত্যাবশ্যক সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়।

অত্যাবশ্যক বিনতি করার পর আপনার নিজের জন্য প্রার্থনা করার সময় বা ঝোঁক আর থাকবে না। আপনার নিজের মনের চিন্তাকে দূর করার জন্য আপনাকে আর লড়াই করতে হবে না, কারণ চিন্তা করার মতো কোনো চিন্তাই আর সেখানে থাকবে না। অন্যদের জীবনে ঈ(্বরের ইচ্ছা ও উদ্বেগের সঙ্গে আপনি একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। অন্যদের পে(বিনতি করার জন্য ঈ(্বর অন্যদের সম্পর্কে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন, কখনই তাদের দোষত্রুটি খুঁজে বের করার জন্য নয়।

৪ মে

পরিবর্ত মধ্যস্থতা

"... যীশুর আত্মবলিদানের রক্তে(র গুণে আমরা এখন মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করার অধিকার পেয়েছি" (হিব্রীয় ১০ ১৯)।

মধ্যস্থতার অর্থ, আমাদের নিজস্ব ব্যক্তি(গত সমবেদনা এবং উদ্বেগকে ঈ(রের কাছে নিয়ে আসা এবং আমাদের চাহিদা মতো তিনি কাজ করবেন — এমন চিন্তা থেকে সাবধান। আমাদের পাপের কারণে আমাদের পরিবর্তরূপে প্রভুর মৃত্যুবরণের মাধ্যমে আমরা ঈ(রের কাছে উপস্থিত হবার যোগ্যতা লাভ করেছি। "যীশুর ... *রক্তে(র গুণে* আমরা এখন মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করার অধিকার পেয়েছি।"

আত্মিক অনমনীয়তা মধ্যস্থতার সবচেয়ে প্রভাবশালী বাধা, কারণ তা বিভিন্ন বিষয়ের সহানুভূতিপূর্ণ "সমঝোতার" উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা আমরা নিজেদের এবং অন্যদের মধ্যে দেখি এবং মনে করি যে, প্রায়শ্চিত্তের কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের ধারণা যে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিছু সৎগুণ আছে, তাই খ্রীস্টের ত্রু(শীয় প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নেই। এই ধরনের চিন্তা থেকে উদ্ভূত আলস্য এবং আগ্রহের অভাব আমাদের মধ্যস্থতা বা বিনতি করার অযোগ্য করে তোলে। অন্যদের জন্য ঈ(রের যে আগ্রহ এবং উদ্বেগ, আমরা তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারি না, এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অস্বস্তিকর হয়ে পড়ে। তবু আমাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা নিয়ে আমরা সর্বদা প্রস্তুত এবং আমাদের মধ্যস্থতা হয়ে ওঠে আমাদের নিজস্ব স্বাভাবিক সহানুভূতির গৌরবদান। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, পাপের সঙ্গে যীশুর একাত্মতার অর্থ, আমাদের সহানুভূতি ও অনুরাগের আমূল পরিবর্তন। পরিবর্ত মধ্যস্থতার অর্থ, আমরা স্বেচ্ছায় অন্যদের জন্য আমাদের স্বাভাবিক সহানুভূতির স্থানে ঈ(রের আগ্রহকে স্থাপন করি।

আমি কি অনমনীয়, না পরিবর্ত হয়েছি? আমি কি নষ্ট হয়ে গেছি, না ঈ(রের সঙ্গে পরিপূর্ণ সম্পর্ক র(া করে চলেছি? আমি কি বিরক্তি(কর, অথবা আধ্যাত্মিক? আমি কি নিজের পথেই চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, না ঈ(রের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ?

৫ মে

বিচার ও ঈশ্বরের ভালোবাসা

"বিচারের কাল সমাগত, ঈশ্বরের আপনজনদের দিয়েই তা শু(..." (১ পিতর ৪ ১৭)।

খ্রীস্টীয় সেবক কখনই ভুলে যাবে না যে, পবিত্রাণ ঈশ্বরের অভিপ্রায়, মানুষের নয়। তাই এর এক অতলান্ত গভীরতা আছে। পরিত্রাণ ঈশ্বরের একটি মহান ভাবনা, অভিজ্ঞতা নয়। অভিজ্ঞতা শুধু একটি দ্বার, যার মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ আমাদের জীবনের চেতন স্তরে আসে, যেন আমরা সচেতন থাকি যে, বহু গভীরতর স্তরে কী ঘটেছে। কখনও অভিজ্ঞতা প্রচার করবেন না — অভিজ্ঞতার অন্তরালে ঈশ্বরের যে মহান চিন্তা রয়েছে, তা প্রচার ক(ন। প্রচারের সময় আমরা শুধু বলি না যে, মানুষ কীভাবে নরক থেকে উদ্ধার পেতে পারে এবং নৈতিক ও পবিত্র হতে পারে(আমরা ঈশ্বরের সম্পর্কে শুভবার্তা ঘোষণা করি।

যীশুখ্রীস্টের শি(ায় সর্বদা বিচারের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে — এ হল ঈশ্বরের ভালোবাসার চিহ্(। যে-ব্যক্তি(ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোকে কষ্টকর মনে করে, তার প্রতি কখনও সহানুভূতি দেখাবেন না(এতে ঈশ্বরকে দোষারোপ করা যায় না। অসুবিধার কারণ খুঁজে বের করা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ শুধু ঐশ্বরিক সত্যকে উপস্থাপন করা — ঈশ্বরের আত্মা আমাদের ত্রুটি দেখিয়ে দেবেন। প্রত্যেককে বিচারের সামনে নিয়ে আসছে কি না, সেটাই আমাদের প্রচারের মানের সবচেয়ে বড়ো পরী(া। যখন সত্য প্রচারিত হয়, ঈশ্বরের আত্মা প্রত্যেক ব্যক্তি(কে স্বয়ং ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন।

যীশু যা করতে পারেন না, এমন কাজ যদি তিনি আমাদের করতে বলতেন, তা হলে তিনি একজন মিথ্যাবাদী হতেন। আমাদের অযোগ্যতাকে যদি আমরা বিঘ্নস্বরূপ করে তুলি বা অবাধ্যতার অজুহাত হিসাবে দেখাই, এর অর্থ যে, আমরা ঈশ্বরকে বলছি যে, এমন কিছু আছে যা তিনি এখনও জানেন না। আমাদের নিজস্ব আত্মনির্ভরতার সমস্ত উপাদান ঈশ্বরের শক্তি(তে মৃত্যুসাৎ করতে হবে। যে-মুহূর্তে আমরা আমাদের সম্পূর্ণ দুর্বলতা এবং তাঁর উপর আমাদের নির্ভরতাকে উপলব্ধি করি, সেই মুহূর্তে ঈশ্বরের আত্মা তাঁর শক্তি(র প্রকাশ ঘটাবেন।

৬ মে

স্বাধীনতা এবং যীশুর মানদণ্ড

"স্বাধীন থাকার জন্যই খ্রীস্ট আমাদের মুক্ত করেছেন, কাজেই অটল থাক ..." (গালাতীয় ৫ ১)।

একজন অধ্যাত্ম চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি আপনার কাছে এসে কখনও বলবে না — "এটা বিশ্বাস কর, ওটা বিশ্বাস কর।" অধ্যাত্ম চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি দাবি করবে যে, যীশুর মানদণ্ড অনুসারে আপনার জীবনকে সাজিয়ে তুলুন। আপনাকে বাইবেল বিশ্বাস করতে বলা হচ্ছে না, আপনাকে সেই একজনকে বিশ্বাস করতে বলা হচ্ছে, বাইবেল যাঁকে প্রকাশ করেছে (যোহন ৫ ৩৯-৪০ দেখুন)। অন্যদের চিন্তাভাবনা এবং মতামতের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আনার জন্য নয়, তাদের চেতনায় স্বাধীনতা আনার জন্য আমাদের আহ্বান করা হয়েছে। আমরা নিজেরা যদি খ্রীস্টের স্বাধীনতায় মুক্ত হয়ে থাকি, অন্যরাও সেই একই স্বাধীনতায় আনীত হবে — যে-স্বাধীনতা আসে যীশুখ্রীস্টের চরম নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব উপলব্ধির মাধ্যমে।

যীশুর মানদণ্ড অনুসারে সর্বদা আপনার জীবনকে পরিমাপ করুন। তাঁর জোয়াল — শুধু তাঁরই জোয়ালের নিচে নিজেকে অবনত করুন এবং যে-জোয়াল যীশুখ্রীস্টের নয়, তা অন্যদের উপর স্থাপন করা থেকে সাবধান হোন। আমরা যেভাবে দেখি, অন্যরা যদি ঠিক সে-ভাবে না দেখে, তা হলে ভুল করবে — আমাদের মনের এই চিন্তা বন্ধ করতে ঈশ্বরের দীর্ঘ সময় লাগে। এই দৃষ্টিভঙ্গি কখনই ঈশ্বরের নয়। শুধু একটিই প্রকৃত স্বাধীনতা আছে — আমাদের সঠিক কাজ করতে সক্ষম করার জন্য আমাদের চেতনায় যীশুর স্বাধীনতা কাজ করে চলেছে।

অন্যদের প্রতি ধৈর্য হারাবেন না। ঈশ্বর আপনার প্রতি কত ধৈর্য এবং কোমলতা দেখিয়েছেন, ভুলে যাবেন না। ঐশ্বরিক সত্যকে কখনও লঘু করবেন না। তাকে নিজের পথেই চলতে দিন এবং এ-জন্য কখনও ক্ষমা চাইবেন না। যীশু বলেছিলেন, "তোমরা গিয়ে ... *শিষ্য কর*" (মথি ২৮ ১৯), তিনি বলেননি, " তোমাদের নিজস্ব চিন্তা - ভাবনা ও মতামত অনুসারে তাদের পরিবর্তন কর।"

৭ মে

অনন্তকালের জন্য নির্মাণ

“তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মিনার তৈরি করবে বলে ঠিক করে, তা হলে কাজটা শেষ করার মতো তার সঙ্গতি আছে কি না তা দেখবার জন্য প্রথমেই কি সে খরচের হিসাব করবে না?” (লুক ১৪ ২৮)।

আমাদের যে-মূল্য নিরূপণ করতে হবে, আমাদের প্রভু এখানে সে-দিকে ইঙ্গিত করছেন না, তিনি ইঙ্গিত করছেন সেই দিকে, যা তিনি ইতিমধ্যেই নিরূপণ করে রেখেছেন। মূল্য ছিল নাসরতের সেই তিরিশটি বছর, তিন বছরের সেই জনপ্রিয়তা, কুৎসা এবং ঘৃণা, গেথশিমানীতে তাঁর অপরিসীম যন্ত্রণাভোগ, এবং কালভেরিতে তাঁর উপর আত্র(মণ — সমস্ত সময় এবং অনন্ত যে-কেন্দ্রবিন্দুতে ঘূর্ণিত হয়। যীশুখ্রীস্ট মূল্য নিরূপণ করেছেন। শেষ কালে লোকে তাঁর প্রতি বিদ্রুপ করে বলবে না, “এ লোকটা আরম্ভ করল, কিন্তু শেষ করতে পারল না” (১৪ ৩০)।

২৬, ২৭ এবং ৩০ পদে আমাদের প্রভু শিষ্যত্বের যে-শর্ত দিয়েছেন, তার অর্থ, যে-সব নর-নারীর মধ্যে তিনি তাঁর সব কাজ সম্পন্ন করেছেন, তাঁর মহান নির্মাণকার্যে তিনি তাদের ব্যবহার করতে চলেছেন। “আমার কাছে এসেও যদি কেউ তার বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, এমনকী নিজের প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করতে না পারে, তা হলে *সে আমার শিষ্য হতে পারে না”* (১৪ ২৬)। এই পদটি আমাদের শি(া দেয় যে, যারা তাঁকে ব্যত্তি(গতভাবে ভালোবাসে, তাঁর প্রতি অনুরত্ত(, পৃথিবীর যে-কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের চেয়ে তাঁকে অনেক বেশি ভালোবাসে, তাঁর নির্মাণকার্যে তিনি তাদের ব্যবহার করবেন। শর্তগুলি কঠোর, কিন্তু মহিমময়।

আমরা যা কিছু নির্মাণ করি, ঈ(্বর তা যাচাই করে দেখবেন। ঈ(্বর যখন তাঁর অনুসন্ধানী এবং শোধনকারী অগ্নিতে আমাদের পরী(া করেন, তিনি কি আবিষ্কার করবেন যে, যীশুর বনিয়াদের উপর আমরা নিজস্ব প্রাসাদ নির্মাণ করেছি? (১ করিন্থীয় ৩ ১০-১৫ দেখুন)। আমরা এক প্রচণ্ড কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে বাস করছি, যে-সময়ে আমরা ঈ(্বরের কাজ করার চেষ্টা করছি এবং এখানেই লুকিয়ে আছে ফাঁদ। একটি গভীর সত্য বলতে পারি, আমরা ঈ(্বরের প(কখনও কাজ করতে পারি না। কুশলী নির্মাতা হিসাবে তিনি আমাদের গ্রহণ করেন, যেন *তাঁর* কর্মপ্রচেষ্টায় এবং গৃহপরিকল্পনায় তিনি আমাদের চালনা এবং সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তিনি আমাদের কোথায় কর্মে নিযুত্ত(করবেন, তা দাবি করার কোনো অধিকার কারও নেই।

৮ মে

বিশ্বাসের জন্য ধৈর্যধারণ

"তুমি আমার নির্দেশে ধৈর্যধারণ করেছ ..." (প্রকাশিত বাক্য ৩ ১০)।

ধৈর্যের অর্থ সহিষ্ণুতার চেয়ে বেশি — অধ্যবসায় সহকারে শেষ পর্যন্ত লেগে থাকার চেয়ে বেশি। তিরন্দাজের হাতে যেমন তির-ধনুক, একজন পবিত্রজনের জীবন তেমনই ঈশ্বরের হাতে। ঈশ্বর এমন কিছুর দিকে লক্ষ্য স্থির করছেন, যা পবিত্রজনরা দেখতে পান না, কিন্তু আমাদের প্রভু জ্যা প্রসারিত করে রেখেছেন এবং কখনও কখনও পবিত্রজনরা বলে ওঠেন, "আমি আর সহ্য করতে পারছি না।" তবু ঈশ্বর মনোযোগ দেন না; তাঁর উদ্দেশ্য দৃষ্টিগোচর না-হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রসারিত করে থাকেন এবং এর পর তিনি তির ছুড়ে দেন। নিজেকে ঈশ্বরেরর হাতে তুলে দিন। আপনার জীবনে এমন কিছু কি আছে, যে-জন্য এই মুহূর্তে আপনার ধৈর্যের প্রয়োজন আছে? বিশ্বাসে সুস্থির থেকে যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে আপনার নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখুন। ইয়োবের মতো বলুন, "যদিও তিনি আমাকে বধ করেন, তথাপি আমি তাঁহার অপেক্ষা করিব" (১৩ ১৫)।

বিশ্বাস কিছু দুর্বল ও সমব্যথা-উদ্রেককর আবেগ নয়, কিন্তু ঈশ্বর পবিত্র ভালোবাসা, এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এক শক্তিশালী এবং প্রবল আস্থা। এবং এই মুহূর্তে আপনি তাঁকে দেখতে না পেলেও, এবং তাঁর কর্মপ্রণালী বুঝতে না-পারলেও, আপনি তাঁকে জানেন। যখন আপনি মানসিক স্থৈর্য, ঈশ্বর পবিত্র ভালোবাসা, এই অনন্ত সত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার পর যে-স্থৈর্য আসে, তা হারিয়ে ফেলেন, তখনই আপনার জীবনে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। বিশ্বাস আপনার জীবনের সর্বোচ্চ প্রয়াস — নিশ্চয়তা ও সম্পূর্ণ আস্থাসহ নিজেকে তাঁর কাছে সঁপে দিন।

ঈশ্বর আমাদের উদ্ধারের জন্য তাঁর সবকিছুই যীশুখ্রীস্টে ন্যস্ত করেছেন; এখন তিনি চান, আমরা যেন পূর্ণ আস্থাসহ সবকিছু তাঁর উপর ন্যস্ত করি। আমাদের জীবনে এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে সেই বিশ্বাস এখনও কাজ করেনি — ঐশ্বরিক জীবন এখনও সেখানে স্পর্শ করেনি। যীশুখ্রীস্টের জীবনে সেরকম কোনো স্থান ছিল না, আমাদের জীবনেও থাকবে না। যীশু প্রর্থনা করেছিলেন, "ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে ... জানিতে পায়" (যোহন ১৭ ৩)। অনন্ত জীবনের প্রকৃত অর্থ, এমন একটি জীবন যা অবিচলভাবে যে-কোনো জিনিসের মুখোমুখি হতে পারে। আমরা যদি এই দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করি, জীবন হয়ে উঠবে রোমান্সে পূর্ণ — সর্বদা বিস্ময়কর জিনিস দেখার মহিমময় সুযোগ লাভ করব। ক্ষমতার এই কেন্দ্রীয় স্থানে আনার জন্য ঈশ্বর আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করছেন।

৯ মে

সামর্থ্যের অতিরিক্ত(আয়ত্ত করার চেষ্টা

"দর্শনের অভাবে প্রজাগণ উচ্ছৃঙ্খল হয় ..." (হিতোপদেশ ২৯ ১৮)।

নীতি আঁকড়ে থাকা ও দর্শন লাভের মধ্যে পার্থক্য আছে। নৈতিক প্রেরণা থেকে নীতি আসে না, কিন্তু দর্শন আসে নৈতিক প্রেরণা থেকে। যাদের মন আদর্শবাদী নীতিতে পুরোপুরি আচ্ছন্ন, তারা কদাচিৎ কিছু *করে।* ঈ(্বর এবং তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে একজন ব্যক্তি(র নিজস্ব ধারণা তাঁর কর্তব্যে অবহেলার যুক্তি(হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যোনা এই বলে তাঁর অবাধ্যতার অজুহাত দেখাতে চেয়েছিলেন, "... আমি জানতাম, তুমি স্নেহময় ও (মতাশীল ঈ(্বর। তুমি নিজেকে সংবরণ কর" (যোনা ৪ ২)। ঈ(্বর এবং তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে আমারও সঠিক ধারণা থাকতে পারে, কিন্তু তা আমার কর্তব্যে অবহেলার কারণ হতে পারে। কিন্তু যেখানে দর্শন থাকে, সেখানে জীবনও হয় সততা ও ন্যায়পরায়ণতায় ভরা, কারণ দর্শন আমাকে নৈতিক উদ্দীপনা দেয়।

আমাদের নিজস্ব আদর্শবাদী নীতিগুলি আমাদের নিষ্(য় করে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে পারে। আপনার কাছে দর্শন আছে, না শুধুই নীতি আছে, জানার জন্য আত্মিকভাবে নিজেকে যাচাই ক(ন।

একজন মানুষ যা আরও করতে পারে,
তাকে তারও বেশি ঊর্ধ্বে পৌঁছতে হবে,
না হলে, স্বর্গ কীসের জন্য ?

"দর্শনের অভাবে ...।" আমরা যখন ঈ(্বরকে ভুলে যাই, আমরা বেপরোয়া হয়ে উঠি। যেসমস্ত কাজকে আমরা ভুল বলে জানি, তা থেকে আমরা কিছু বাধা ছুড়ে ফেলে দিই। আমরা প্রার্থনাকেও এক পাশে সরিয়ে রাখি, এবং জীবনের ছোট্ট-ছোট্ট বিষয়ে ঈ(্বরের দর্শন দেখা বন্ধ করে দিই। আমরা নিজেদেরই উদ্যমে কাজ শু(করে দিই। যদি আমরা আত্মনির্ভর হয়ে, ঈ(্বরের প্রত্যাশা না-করে, শুধু নিজেদের উদ্যমেই কাজ করি, তা হলে আমরা পতনের অভিমুখে এগিয়ে চলি। আমরা দর্শন হারিয়ে ফেলেছি। আজ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি ঈ(্বরের দর্শন থেকে প্রবাহিত হচ্ছে ? আমরা কি এমন প্রত্যাশা করছি যে, এতদিন তিনি যে-কাজ করেছেন, এখন তার চেয়েও মহৎ কাজ করবেন ? আমাদের আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি কি তরতাজা এবং প্রাণবন্ত ?

১০ মে

উদ্যমী হোন

"... আপনাদের বিশ্বাসে সদ্‌গুণ ... যোগাও" (২ পিতর ১ ৫)।

"যোগাও" — এর অর্থ আমাদের কিছু করতে হবে। আমরা ভুলে যাওয়ার মতো বিপদের মধ্যে থাকি যে, ঈশ্বর যা পারেন, আমরা তা পারি না, এবং আমরা যা পারি, ঈশ্বর তা করবেন না। আমরা নিজেদের উদ্ধার বা শুচি করতে পারি না — ঈশ্বর তা পারেন। ঈশ্বর আমাদের সুঅভ্যাস বা চরিত্র দেবেন না, এবং তাঁর সামনে সঠিকভাবে চলবার জন্য তিনি আমাদের জোরজবরদস্তি করবেন না। সে-সমস্ত আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। আমাদের "আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন করতে হবে", যা ঈশ্বর আমাদের *মধ্যে* করেছেন (ফিলিপীয় ২ ১২)। *যোগাও*-এর অর্থ, আমাদের কাজ করার অভ্যাসে অভ্যস্ত হতে হবে, এবং প্রাথমিক স্তরে তা অসুবিধাজনক। উদ্যমী হতে হলে শুরু করতে হবে — আপনি কোন পথে চলবেন, সে-নির্দেশ আপনাকেই দিতে হবে।

যখন আপনি পথ সম্পর্কে নিখুঁতভাবে ওয়াকিবহাল, তখন পথ সম্পর্কে প্রশ্ন করার প্রবণতা থেকে সাবধান হোন। উদ্যম গ্রহণ করুন — দ্বিধা করবেন না — প্রথম পদক্ষেপে এগিয়ে চলুন। ঈশ্বর আপনাকে যা বলেছেন, সেই অনুসারে বিশ্বাসে নির্ভর করে তৎক্ষণাৎ কাজ করার সিদ্ধান্ত নিন। কখনও নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করবেন না, বা আপনার প্রাথমিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করবেন না। ঈশ্বর যখন আপনাকে কিছু করতে বলেন, তখন দ্বিধা করলে আপনি অসতর্ক হয়ে উঠবেন, যে-অনুগ্রহের উপর আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, তাকেই প্রত্যাখ্যান করবেন। নিজেই উদ্যোগী হোন, এখনই আপনার ইচ্ছার বশে এগিয়ে চলুন। পশ্চাদপসরণকে অসম্ভব করে তুলুন। ফিরে যাবার পথ ধ্বংস করে দিন, বলুন, "আমি সেই পত্র *লিখব,*" বা "আমি সেই ঋণ পরিশোধ *করব,*" এবং সেই কাজ করে দেখান! একে অপরিবর্তনীয় করে তুলুন।

ঈশ্বর যা বলেন, আমাদের সব বিষয়ে সতর্কভাবে শোনার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তিনি যা বলেন, তা খুঁজে বের করতে হবে। সংকট উপস্থিত হলে, যদি সহজাতভাবে আমরা ঈশ্বরের দিকে ফিরি, তবে বুঝতে হবে, আমাদের মধ্যে সেই অভ্যাস গড়ে উঠেছে। আমরা এখনও যেখানে নেই, সেখানে নয়, যেখানে *আছি,* সেখান থেকেই আমাদের উদ্যোগী হতে হবে।

১১ মে

‘‘পরস্পরকে ভালোবাস’’

‘‘*... ভ্রাতৃস্নেহে প্রেম যোগাও*’’(২ পিতর ১ ৫,৭)।

আমাদের অধিকাংশের কাছেই ভালোবাসা অনন্ত, সীমাহীন(ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে আমরা তার অর্থ বুঝি না। একজন ব্যক্তির জন্য আরেক জনের সবচেয়ে বড়ো পছন্দ হল ভালোবাসা এবং আত্মিকভাবে যীশু দাবি করেন যে, এই সার্বভৌম অগ্রাধিকার হতে হবে তাঁর জন্য (লুক ১৪ ২৬ দেখুন)। যখন ঈশ্বরদত্ত ‘‘পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়কে ঐশ্বরিক প্রেমে প্লাবিত’’ (রোমীয় ৫ ৫) করেন, তখন যীশুকে অগ্রাধিকার দেওয়া সহজ। কিন্তু তার পর ২ পিতর ১ অধ্যায়ে উল্লেখিত বিষয়গুলি আমাদের অনুশীলন করতে হবেই, যাতে সেগুলিকে আমাদের জীবনে সক্রিয় দেখতে পাই।

ঈশ্বর প্রথমেই যে-কাজটি করেন আমাদের জীবন থেকে তিনি কাপট্য, গর্ব এবং আত্মম্ভরিতাকে দূর করে দেন। এবং পবিত্র আত্মা আমার কাছে প্রকাশ করেন যে, আমি ভালোবাসার যোগ্য বলে ঈশ্বর আমাকে ভালোবাসেন না, কিন্তু ভালোবাসাই তাঁর প্রকৃতি। এখন তিনি অন্যদের প্রতিও আমাদের সেই ভালোবাসা দেখাতে আদেশ করেন, ‘‘আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তেমনই তোমরা পরস্পরকে ভালোবাস’’ (যোহন ১৫ ১২)। তিনি বলছেন, ‘‘তোমার চারপাশের মানুষদের তুমি শ্রদ্ধা করতে না-পারলেও, আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তাদের প্রতিও তেমনই ভালোবাসা দেখাও।’’ এই ধরনের ভালোবাসা ভালোবাসা পাবার অযোগ্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন নয়, এ ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং এ রাতারাতি প্রকাশ পাবে না। আমাদের কেউ কেউ হয়তো জোর করে পাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু অচিরেই আমরা ক্লান্ত ও হতাশ হয়েছি।

আমাদের প্রতি ‘‘অসীম তাঁর ধৈর্য। তাঁর ইচ্ছা নয় যে কেউ ধ্বংস হোক’’ (২ পিতর ৩ ৯)। আমাকে নিজের অন্তরের দিকে দেখতে হবে এবং স্মরণ করতে হবে যে, তিনি কত বিস্ময়করভাবে আমার সঙ্গে আচরণ করেছেন। আমার প্রতি ঈশ্বরের সীমাহীন ভালোবাসা আমাকে জগতের অন্যদের সেইভাবে ভালোবাসতে বাধ্য করে। হয়তো কোনো অবাধ্য লোকের সঙ্গে বাস করতে হতে পারে বলে আমি বিরক্ত হতে পারি। কিন্তু শুধু চিন্তা করে দেখুন, আমি কত ঈশ্বর-বিরোধী ছিলাম। আমি কি যীশুর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে একাত্ম হতে প্রস্তুত যে, তাঁর জীবন এবং মাধুর্য আমার মধ্য দিয়ে অবিরত সেচিত হবে? পরিচর্যা না-করলে স্বাভাবিক ভালোবাসা বা ঈশ্বরের স্বর্গীয় ভালোবাসা — কিছুই বিকশিত হতে পারে না। ভালোবাসা স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু শৃঙ্খলার মাধ্যমে একে বজায় রাখতে হবে।

১২ মে

অভ্যাস না-থাকার অভ্যাস

"এই গুণগুলি যদি তোমাদের থাকে ও বিকশিত হয়, তা হলে এগুলি তোমাদের ... নিষ্ফি(য় ও বিফল হতে দেবে না" (২পিতর ১ ৮)।

আমরা যখন প্রথম-প্রথম অভ্যাস গড়ে তুলতে শু(করি, সে-বিষয়ে আমরা পূর্ণ সচেতন থাকি। এক সময়ে আমরা সচেতন হয়ে উঠি যে, আমরা সদ্‌গুণান্বিত ও ধার্মিক হয়ে উঠছি, কিন্তু যখন আমরা আত্মিকভাবে বৃদ্ধিলাভ করি, এই সচেতনতা সেই স্তর পর্যন্ত থাকা উচিত। এই স্তরে যদি আমরা থেমে যাই, আমাদের মধ্যে এক অধ্যাত্ম গর্বের বোধ গড়ে উঠবে। ঐ(্বরিক অভ্যাসগুলি প্রভুর জীবনের মধ্যে নিমজ্জিত করে দিতে হবে, যত(ণ না সেগুলি আমাদের জীবনের এমন স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি(হয়ে ওঠে যে, সেগুলি সম্পর্কে আর কোনো সচেতনতা থাকবে না। আমাদের আত্মিক জীবন আত্ম-সমী(ার উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের মধ্যে আমাদের মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করে, কারণ এমন কিছু গুণ আছে, যা আমাদের জীবনে এখনও যুক্ত(করিনি।

আপনার ছোটো খ্রীস্টীয় অভ্যাস আপনার দেবতা হতে পারে — দিনের কোনো এক সময়ে প্রার্থনার অভ্যাস বা বাইবেল পাঠের অভ্যাস হতে পারে। অভ্যাসের প্রতীকের পরিবর্তে আপনি যদি অভ্যাসের আরাধনা করতে শু(করেন, তা হলে ল(ক(ন, আপনার পিতা আপনার নির্ঘণ্টকে কীভাবে বিপর্যস্ত করেন। আমরা বলি, "এই কাজটা আমি এখনই করতে পারি না(এই সময়টা আমার ঈ(্বরের সঙ্গে একান্তে থাকার সময়।" না, তখন আপনার অভ্যাসের সঙ্গে একান্তে থাকার সময়। আপনার মধ্যে এখনও একটি গুণের ঘাটতি রয়েছে। আপনার ঘাটতি খুঁজে বের ক(ন এবং তার পর, সেই হারিয়ে-যাওয়া গুণটিকে আপনার জীবনে কাজ করার সুযোগ করে দিন।

ভালোবাসার অর্থ, কোনো দৃশ্য অভ্যাস সেখানে উপস্থিত নেই — আপনার অভাসগুলি প্রভুতে এমনভাবে নিমজ্জিত হয়েছে যে, আপনি উপলব্ধি না-করেই তার অনুশীলন করেন। যদি আপনার নিজস্ব পবিত্রতা সম্পর্কে আপনার সচেতনতা থাকে, তা হলে কিছু কাজ — যার উপর ঈ(্বরের আদৌ কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, আপনি নিজেই সেই কাজের উপর সীমারেখা টেনে দেন, এর অর্থ, আপনার জীবনে যে-গুণ যোগ করা দরকার, তা হারিয়ে গেছে। একমাত্র যীশুই অতিলৌকিক জীবন যাপন করেছিলেন। তিনি সর্বত্র ঈ(্বরের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ ছিলেন। এমন কিছু স্থান আছে কি, যেখানে আপনি ঈ(্বরের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ নন? তা হলে, আপনি তাঁর সান্নিধ্যে পরিপক্ক হচ্ছেন, তাঁর গুণগুলি যোগ করছেন। পরিস্থিতি যে-রকমই হোক, তার মধ্য দিয়ে ঈ(্বরকে কাজ করতে দিন। আপনার জীবন তখন শিশুর মতো সহজ সরল হয়ে উঠবে।

১৩ মে

এক স্বচ্ছ বিবেক রক্ষা করার অভ্যাস

"...ঈশ্বর ও মানুষের কাছে আমি সর্বদাই আমার বিবেক নির্মল রাখতে চেষ্টা করি" (প্রেরিত. ২৪ ১৬)।

আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে-আজ্ঞা, আসলে তা আমাদের মধ্যে বসবাসকারী তাঁর পুত্রের জীবনের প্রতিই প্রদত্ত হয়েছে। সেই কারণে, আমাদের মানব-প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের যে পুত্র মূর্ত হয়ে উঠেছেন (গালাতীয় ৪ ১৯ দেখুন), তাঁর আজ্ঞা কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু আমরা যখন তার বাধ্য হই, সেগুলি ঐশ্বরিকভাবে সহজ হয়ে যায়।

বিবেক আমার অন্তরের সেই যোগ্যতা যা আমার জানা সর্বোচ্চ মানদণ্ডের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে, এবং তার পর আমাকে অবিরত স্মরণ করিয়ে দেয়, ওই মানদণ্ড আমার কাছে কী দাবি করে। এ হল মানস-চক্ষু যা ঈশ্বরের দিকে অথবা যাকে আমরা সর্বোচ্চ মানদণ্ড বলি, তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বিভিন্ন মানুষের বিবেক বিভিন্ন কেন, এর দ্বারা তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের মানদণ্ডকে সর্বদা আমার সামনে রাখার অভ্যাস আমার থাকে, আমার বিবেক আমাকে নিয়ত ঈশ্বরের নিখুঁত বিধানের দিকে চালিত করে এবং আমার কী করা উচিত, তার নির্দেশ দেবে। প্রশ্ন হল, আমি কি আজ্ঞা পালন করব? আমার বিবেককে এমন সংবেদনশীল করার চেষ্টা করতে হবে যে, আমি যেন কারও প্রতি কোনো অন্যায় না করেই জীবনধারণ করতে পারি। ঈশ্বরের পুত্রের সঙ্গে এমন নিখুঁত ঐক্যে জীবনযাপন করা উচিত যে, আমার মনের আত্মা জীবনের প্রত্যেক পরিস্থিতির মাধ্যমে নূতনীকৃত হয় এবং যেন পরীক্ষা করে জানতে পারি যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, যা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ (রোমীয় ১২ ২, ৪ ২৩ দেখুন)।

ঈশ্বর আমাদের সর্বদা অনুপুঙ্খ নির্দেশ দেন। আমার কান কি এমনই স্পর্শকাতর যে, আত্মার মৃদুতম অস্ফুট স্বরও আমি শুনতে পাই, যেন আমি জানতে পারি, আমার কী করা উচিত? "ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে তোমরা ক্ষুণ্ণ কোরো না..."(ইফিসীয়৪ ৩০)। তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে কথা বলেন না — তাঁর স্বর এতই মৃদু যে, তা অগ্রাহ্য করা সহজ। একমাত্র ঈশ্বরের জন্য আমাদের অন্তরের কান খুলে রাখার অভ্যাসই আমাদের বিবেককে তাঁর প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে। বিবাদের সূত্রপাত হলে সঙ্গে সঙ্গে থেমে যান। কখনও জিজ্ঞাসা করবেন না, "কেন আমি এ কাজ করতে পারি না?" আপনি ভুল পথে চলেছেন। আপনার বিবেক কথা বললে তর্ক-বিতর্ক সম্ভব নয়। তা যা কিছুই হোক—বন্ধ করুন। আপনার অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকে স্বচ্ছ রাখার দিকে দৃষ্টি দিন।

১৪ মে

প্রতিকূলতা উপভোগের অভ্যাস

“....যেন যীশুর জীবনও আমাদের দেহে প্রকাশ পায়” (২ করিন্থীয় ৪ ১০)।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের অন্তরে কী কাজ করেছে, তা অভিব্যক্ত করার জন্য আমাদের ঐশ্বরিক অভ্যাসগুলি বিকশিত করতে হবে। এ শুধু নরক থেকে উদ্ধার পাবার প্রশ্ন নয়, কিন্তু মুক্তি পাবারও প্রশ্ন, “যেন যীশুর জীবনও আমাদের দেহে প্রকাশ পায়” এবং প্রতিকূলতা আমাদের মরণশীল শরীরে তাঁর জীবন প্রকাশ করে। আমার জীবন কি ঈশ্বর-পুত্রের মাধুর্যের নির্যাস প্রকাশ করছে, না শুধু “আমার” যন্ত্রণাকে প্রকাশ করছে, যা আমাকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়? একমাত্র ঈশ্বর-পুত্রের জীবনকে আমার মধ্যে প্রকট হতে দেবার তীব্র আগ্রহই আমাকে প্রতিকূলতা উপভোগ করার যোগ্য করে তুলবে। কত কিছুই কঠিন হতে পারে, তবু আমি অবশ্যই বলব, “প্রভু, তোমার আজ্ঞা মান্য করে আমি আনন্দিত।” তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর-পুত্র আমার জীবনের সর্বাগ্রে এগিয়ে আসবেন, এবং আমার দেহে তিনি এমন কিছু প্রকাশ করবেন, যা তাঁকে গৌরবদান করবে।

আপনি তর্ক-বিতর্ক করবেন না। যে-মুহূর্তে আপনি ঐশ্বরিক জ্যোতির আজ্ঞাবহ হন, সেই প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁর পুত্র আলোক বিচ্ছুরণ করেন। কিন্তু আপনি যদি ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ করেন, তাঁর আত্মাকে আপনি দুঃখ দেন (ইফিসীয় ৪ ৩০ দেখুন)। আপনার মধ্যে ঈশ্বর-পুত্রের জীবনকে প্রকাশিত হতে দেবার মতো আপনি নিজেকে অবশ্যই সঠিক অবস্থায় রক্ষা করবেন, কিন্তু আপনি যদি আত্মাদরকে স্থান দেন, তা হলে আপনি নিজেকে যোগ্য রাখতে পারবেন না। ঈশ্বর-পুত্র কত বিস্ময়করভাবে শুদ্ধ এবং অসাধারণ পবিত্র, তা প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বর আমাদের পরিস্থিতিকে ব্যবহার করেন। ঈশ্বর-পুত্রকে প্রকাশ করার এক নতুন পথ খুঁজে পেয়ে আমাদের অন্তর এক নতুন উত্তেজনায় স্পন্দিত হবে। প্রতিকূলতাকে বেছে নেওয়া এক কথা এবং ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের দ্বারা আমাদের পরিস্থিতির মধ্যে থেকে মধুর সংগীতের জন্ম দেওয়া অন্য কথা। এবং ঈশ্বর যদি আপনাকে প্রতিকূলতার মধ্যেই রাখেন, তা হলে আমাদের “সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করতে” (ফিলিপীয় ৪ ১৯) তিনিই যথেষ্ট।

ঈশ্বর-পুত্রের জীবনকে প্রকাশ করার জন্য নিজেকে উপযুক্ত অবস্থায় রাখুন। আপনার অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকবেন না, কিন্তু আপনার মধ্যে সর্বদা ঈশ্বরের বাক্যকে বাস করতে ও কাজ করতে দিন।

১৫ মে

ঘটনাকে অতিত্র(ম করার অভ্যাস

“...যেন তোমরা জানতে পার তাঁর আহ্বানে নিহিত রয়েছে কীসের প্রত্যাশা....” (ইফিসীয় ১ ১৮)।

মনে রাখবেন, আপনার দেহে যেন যীশুর জীবন প্রকাশিত হয়, এ জন্য আপনি উদ্ধারলাভ করেছেন (২ করিন্থীয় ৪ ১০)। আপনার পূর্ণ (মতার সমস্ত শক্তি(কে এমনভাবে চালিত ক(ন, যেন ঈ(্বর-সন্তান হিসাবে আপনার সমস্ত প্রাপ্য আপনি অর্জন করতে পারেন। আপনার পথে যা কিছুই আসুক, সর্বদা তার ঊর্ধ্বে উঠুন।

আপনার পরিত্রাণের জন্য আপনি কিছু করেননি, কিন্তু পরিত্রাণকে প্রকাশ করার জন্য আপনাকে অবশ্যই কিছু করতে হবে। ঈ(্বর ইতিমধ্যেই আপনার *মধ্যে* যে-পরিত্রাণ সাধন করেছেন, সেই “নিজের নিজের পরিত্রাণের জন্য *সত্রি(য়*” হতে হবে (ফিলিপীয় ২ ১২)। আপনার কথাবার্তা, আপনার চিন্তা এবং আপনার আবেগ কি প্রমাণ দিচ্ছে যে, আপনি এ জন্য সত্রি(য় ? আপনি এখনও একই রকমের দুর্দশাগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট থাকেন এবং নিজের পথেই চলেছেন, তবে এ কথা বললে মিথ্যাচার করা হবে যে, ঈ(্বর আপনাকে উদ্ধার ও শুচি করেছেন।

ঈ(্বর কুশলী পরিকল্পনাকারী এবং তিনি আপনার জীবনে দুঃখদুর্দশা আসতে দেন(তিনি দেখতে চান, আপনি যথার্থভাবে সেগুলি অতিত্র(ম করতে পারেন কি না—“আমার ঈ(্বরের দ্বারা প্রাচীর উল্লঙঘন করি (গীতসংহিতা ১৮ ২৯)। ঈ(্বর কখনও তাঁর পুত্র-কন্যা হবার প্রয়োজনীয়তা থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবেন না। ১ পিতর ৪ ১২ বলে, “...তোমাদের যাচাই করার জন্য যে-অগ্নিপরী(া হচ্ছে, তা অস্বাভাবিক মনে করে বিচলিত হোয়ো না... ।” এই ঘটনা — পরী(া আপনার কাছে যা দাবি করে, তার ঊর্ধ্বে উঠুন। আপনার দেহে যীশুখ্রীস্টকে প্রকাশ করার জন্য এ যদি ঈ(্বরকে সুযোগ দেয়, তবে এ আপনাকে কত আঘাত দিয়েছে, গ্রাহ্য করবেন না।

ঈ(্বর আমাদের মধ্যে যেন কোনো অভিযোগের চিহ্(খুঁজে না পান, কিন্তু তিনি আমাদের সামনে আত্মিক প্রাণশক্তি(— যে-কোনো বিষয়ের মোকাবিলা করার তৎপরতা নিয়ে আসেন। ঈ(্বরের পুত্রকে প্রকাশ করাই জীবনের একমাত্র ল(্য(এবং যখন তা ঘটে, ঈ(্বরের কাছে আমাদের সকল দাবি অদৃশ্য হয়ে যায়। আমাদের প্রভু তাঁর পিতাকে কখনও আজ্ঞা করেননি, আমরাও ঈ(্বরকে আজ্ঞা করব না। তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেদের সমর্পণ করার জন্য আমরা এখানে আছি, যেন তাঁর চাহিদা মতো আমাদের মধ্য দিয়ে কাজ করতে পারেন। যখন আমরা এ উপলব্ধি করি, তিনি আমাদের ভগ্ন-(টি ও সেচিত দ্রা(ারসে পরিণত করেন, যা অন্যদের আহার জোগাবে ও পরিপুষ্ট করবে।

১৬ মে

ঈশ্বরের ব্যবস্থা চিনতে পারার অভ্যাস

"*...তোমরা ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হও*" (২পিতর ১ ৪)।

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব প্রকৃতি গ্রহণ করে বা সহভাগী হয়ে আমরা তাঁর "ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী" হয়েছি। এর পর, ঐশ্বরিক অভ্যাস গড়ে তোলার দ্বারা সেই ঐশ্বরিক স্বভাবকে আমাদের মানবিক স্বভাবে পরিণত করতে হবে। প্রথমেই আমাদের যে অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, তা হল আমাদের জন্য ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে চিনতে পারার অভ্যাস। আমরা প্রায়ই বলি, "আমি এত খরচ করতে পারি না।" এই উক্তির মধ্যে একটি অন্যতম জঘন্যতম মিথ্যা লুকিয়ে আছে। আমরা এমনভাবে বলি যেন আমাদের স্বর্গ-নিবাসী পিতা আমাদের নিঃসন্তান অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন! আমরা মনে করি, দিনের শেষে এ কথা বলা সত্যিই অপমানজনক, "আজকের দিন তো কোন রকমে কেটে গেল, কিন্তু এ জন্য অনেক লড়াই করতে হয়েছে।" তবু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সবকিছুই প্রভু যীশুতে আমাদেরই! যদি আমরা শুধু তাঁর আজ্ঞা পালন করি, আমাদের আশীর্বাদ করার জন্য তিনি কোনো চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। আমাদের পরিস্থিতি যদি কঠিন হয়, তাতে কী? কঠিন কেন হবে না? আমরা যদি আত্মাদরকে স্থান দিই এবং দুঃখবিলাসী হই, আমাদের জীবন থেকে আমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে দূর করে দিই এবং অন্যদের ঈশ্বরের ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে বাধা দিই। আত্মাদরের মতো আর কোনো জঘন্যতম পাপ নেই, কারণ এ আমাদের জীবন-সিংহাসন থেকে ঈশ্বরকে অপসারিত করে, তাঁর স্থানে আমাদের নিজস্ব স্বার্থকে স্থান দিই। এর কারণে আমরা শুধুই অভিযোগ করি এবং আমরা আত্মিক শোষকে পরিণত হই — সর্বদা শুষে নিই, কখনও দিই না এবং কখনও পরিতৃপ্ত হই না। আমাদের জীবন সম্পর্কে কিছু সুন্দর, উদার কিছু থাকে না।

আমাদের নিয়ে সন্তুষ্ট হবার আগে, ঈশ্বর আমাদের তথাকথিত সম্পদের সবকিছুই নিয়ে নেবেন, যতক্ষণ না আমরা শিখছি যে, তিনিই আমাদের উৎস, গীতিকার যেমন বলেছেন, "আমার সমস্ত উনুই তোমার মধ্যে" (৮৭ ৭)। যদি ঈশ্বরের গৌরব, অনুগ্রহ এবং ক্ষমতা আমাদের মধ্যে প্রকাশ না-পায়, ঈশ্বর দায়ী করবেন আমাদের। "তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আশীর্বাদ বিপুল পরিমাণে দেওয়ার ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে..." (২ করিন্থীয় ৯ ৮)। অন্যদের অকাতরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দিতে শিখুন। আপনার উপর ঈশ্বরের স্বভাবের ছাপ পড়তে দিন, তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠুন এবং আপনার মধ্য দিয়ে সর্বদা ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রবাহিত হবে।

১৭ মে

তাঁর স্বর্গারোহণ এবং আমাদের প্রবেশাধিকার

"সেখানে তিনি হাত তুলে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন এবং সেই অবস্থায়ই তাঁদের কাছে থেকে পৃথক হয়ে স্বর্গে উন্নীত হলেন" (লুক ২৪ ৫১)।

রূপান্তরের পর আমাদের প্রভুর জীবনে যেসব ঘটনা ঘটেছিল,আমাদের জীবনে তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল একেবারেই পরিবর্তমূলক। রূপান্তরের সময় পর্যন্ত, তিনি এক স্বাভাবিক, নিখুঁত মানব-জীবন প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু রূপান্তর পরবর্তীকালে— গেথশিমানী, ত্রু(শ, পুন(ত্থান—সবকিছুই আমাদের কাছে অপরিচিত। তাঁর ত্রু(শ একটি দ্বার, যার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মানব-সন্তান ঐ(্বরিক জীবনে প্রবেশ করতে পারে(তাঁর পুন(ত্থানের দ্বারা সকলকে অনন্তজীবন দানের অধিকার তাঁর আছে। এবং তাঁর পুন(ত্থানের দ্বারা আমাদের প্রভু স্বর্গে প্রবেশ করলেন, মানবজাতির জন্য প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত(রেখে।

স্বর্গারোহণের পর্বতে যীশুর রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়েছিল। রূপান্তরের পর্বত থেকে যীশু যদি সরাসরি স্বর্গারোহণ করতেন, তিনি একাকীই যেতেন। তিনি আমাদের কাছে এক মহিমময় ব্যক্তি(ছাড়া আর কিছুই হতেন না। কিন্তু তিনি মহিমা ত্যাগ করে পতিত মানবজাতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার জন্য পর্বত থেকে নেমে এলেন।

স্বর্গারোহণের মধ্যে রূপান্তর পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আমাদের প্রভু তাঁর মূল মহিমায় ফিরে গেলেন, কিন্তু শুধুই ঈ(্বর-পুত্র রূপে নয়— তিনি পিতার কাছে ফিরে গেলেন মানবপুত্র রূপেও। এখন মানব-পুত্রের স্বর্গারোহণের কারণে ঈ(্বরের সেই সিংহাসনের সামনে যে-কোনো মানুষই সরাসরি প্রবেশাধিকার পেয়েছে। মানব-পুত্ররূপে, যীশুখ্রীস্ট স্বেচ্ছায় তাঁর সর্বশক্তি(মানতা, সর্বত্র বিদ্যামানতা ও সর্বজ্ঞতাকে খর্ব করেছিলেন, কিন্তু এখন এই গুণ তাঁর মধ্যে পূর্ণশক্তি(তে চরমভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। মানব-পুত্ররূপে, যীশুখ্রীস্ট ঈ(্বরের সিংহাসনে সমস্ত (মতার অধিকারী হয়েছেন। তাঁর স্বর্গারোহণের পর, তিনি হয়েছেন রাজাধিরাজ ও প্রভু।

১৮ মে

অনাড়ম্বর জীবনযাপন—তবু

“আকাশের পাখিদের দিকে তাকাও ... মেঠো ফুলের কথা চিন্তা কর, ... (মথি৬ ২৬,২৮)।

“মেঠো ফুলের কথা চিন্তা কর, দেখ কীভাবে তারা বেড়ে ওঠে। অথচ ওরা কোনো শ্রম করে না, এমনকী সুতোও কাটে না”—তারা শুধু *আছে*। সমুদ্র, বাতাস, সূর্য, ন(ত্ররাশি এবং চন্দ্র — এগুলোও শুধুই *আছে* — অথচ আমাদের হয়ে ওরা কত কাজ করে চলেছে! আমাদের সঙ্গতিপূর্ণ ও উপযোগী হবার সচেতন প্রচেষ্টার কারণে আমরা কত বার ঈ(্বরের পরিকল্পিত প্রভাবের (তিসাধন করেছি যা তিনি আমাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। যীশু বলেছিলেন, আত্মিকভাবে বিকশিত হওয়ার ও বৃদ্ধিলাভ করার একটি মাত্র পথ আছে—ঈ(্বরের প্রতি দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করা। যীশুর বক্ত(ব্যের নির্যাস ছিল, “অন্যদের কাজে লাগছে কি না, এ ভেবে দুশ্চিন্তা কোরো না।” অন্যভাবে বলা যায়, **উৎসের** দিকে মনোযোগ দাও এবং তোমার মধ্য থেকে “উৎসারিত হবে জীবনদায়ী জলের স্রোত” (যোহন ৭ ৩৮)। আমরা সাধারণ বুদ্ধি এবং যুক্তি(র মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাকৃতিক জীনের উৎস আবিষ্কার করতে পারি না। এবং যীশু এখানে শি(া দিচ্ছেন যে, আমাদের আত্মিক জীবনের বৃদ্ধি সরাসরি এর উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করা থেকে আসে না, আসে স্বর্গনিবাসী পিতার প্রতি দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে। আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা আমদের পরিস্থিতিকে জানেন এবং যদি আমরা পরিস্থিতির দিকে নয়, ঈ(্বরের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করি, আমরা আত্মিকভাবে বৃদ্ধিলাভ করব— মাঠের “মেঠো ফুলের” মতোই।

যারা অবিরত কথা বলে আমাদের সময়ের অপচয় করে, তারা নয়, যারা আকাশের ন(ত্ররাশির মতো, “মেঠো ফুলের” মতো — সরল সাধাসিধাভাবে জীবনযাপন করে, তারাই আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। এই সব জীবনই আমাদের ছাঁচে ফেলে আকার দান করে।

যদি আপনি ঈ(্বরের কাজে ব্যবহৃত হতে চান, তাঁর প্রতি দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করে যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখুন। আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি আপনাকে ব্যবহার করবেন। যদিও আপনার জীবনের সচেতন স্তরে আপনার অজানা থেকে যাবে যে, আপনি তাঁর দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে চলেছেন।

১৯ মে

‘‘ধ্বংসাবশেষ থেকে আমি উঠে দাঁড়াই’’

‘‘খ্রীস্টের প্রেম থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে?’’ (রোমীয় ৮ ৩৫)।

ঈশ্বর তাঁর সন্তানকে সংকট থেকে রেহাই দেন না। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ‘‘... সংকটে আমি থাকব সাথে ...’’ (গীতসংহিতা ৯১ ১৫)। জীবনের দুঃখ-দুর্দশা যতই বাস্তব বা তীব্র হোক, কোনো কিছুই তাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে না। ‘‘...তাঁরই শক্তিতে আমরা এ সবকিছুর উপর চূড়ান্ত জয়লাভ করেছি’’ (রোমীয় ৮ ৩৭)। পৌল এখানে কাল্পনিক বিষয়ের কথা বলছেন না, তিনি বলছেন, বিপজ্জনকভাবে বাস্তব বিষয়ের কথা। তিনি বলছেন, আমাদের নিজস্ব অকপটতার কারণে নয়, আমাদের সাহসের জন্যও নয়, যীশু খ্রীস্টের মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে অত্যাবশ্যক সম্বন্ধ, সেগুলির কোনটিই এই সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে না বলে আমরা সেগুলির মধ্যে থেকে ‘‘অতিবিজয়ী’’ হয়েছি। আমি সেই খ্রীস্টবিশ্বাসীর জন্য দুঃখবোধ করি, যার জীবনের পরিস্থিতির মধ্যে এমন কিছুই নেই, যার জন্য সে ইচ্ছা করতে পারত যে, সেটা না থাকলে কত ভালো হত!

‘‘কী ক্লেশ... ?’’ ক্লেশ কখনই সুন্দর, আদরণীয় ঘটনা নয়; কিন্তু তা শ্রান্তিকর, বিরক্তিকর বা শুধু কিছু দুর্বলতার কারণ, যাই হোক—তা আমাদের খ্রীস্টের প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন— ক্লেশ বা ‘‘সাংসারিক চিন্তা ও বিষয়াসক্তি’’ যেন আপনাকে পৃথক করতে না পারে (মথি ১৩ ২২)।

‘‘....কী সংকট... ?’’ যখন আমাদের চারপাশের সবাই এবং সবকিছু বলে যে, ঈশ্বরের ভালোবাসা মিথ্যা এবং ন্যায়বিচার বলে কিছু নেই, তখনও কি ঈশ্বরের ভালোবাসা আমাদের দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে?

‘‘...কী দুর্ভিক্ষ ....’’? আমরা যখন অনাহারে থাকি, তখন শুধু ঈশ্বরের ভালোবাসায় বিশ্বাস করা নয়, বিজয়ী অপেক্ষা অধিক বিজয়ী হতে পারি না?

হয় যীশু একজন প্রতারক, এমনকী পৌলকেও প্রতারিত করেছিলেন, অথবা এমন একজনের জীবনে এমন অসাধারণ কিছু ঘটেছিল, যিনি সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে ঈশ্বরের ভালোবাসাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাঁর সামনে যে-প্রতিকূলতা এসে দাঁড়িয়েছিল, যুক্তি দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা যায় না। শুধু একটি বিষয়ই এর উত্তর দিতে পারে—যীশুখ্রীস্টেতে ঈশ্বরের প্রেম! প্রতিবারই ‘‘ধ্বংসাবশেষ থেকে আমি উঠে দাঁড়াই।’’

২০ মে

আমাদের নিজস্ব প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখা

"....সহ্য করার মধ্য দিয়েই তোমরা জীবন লাভ করবে"(লুক ২১ ১৯)।

কোনো ব্যত্তি(যখন নবজন্ম লাভ করে, কিছু কালের জন্য তার আগের মতো চিন্তা বা বিচার করার শত্তি(থাকে না। আমাদের মধ্যেকার এই নতুন জীবনকে কীভাবে প্রকাশ করতে হয়, শিখতে হবে, যা খ্রীস্টের স্বভাব গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে আসে (ফিলিপীয় ২ ৫ দেখুন)। লুক ২১ ১৯ পদের অর্থ, ধৈর্যের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখি। ঈ(্বর আমাদের মধ্যে এক নতুন জীবন স্থাপন করেছেন। সেই অনুসারে আমাদের প্রাণকে সৃষ্টি ও গঠন করার পরিবর্তে আমাদের অনেকেই খ্রীস্টীয় জীবনের প্রবেশ-দ্বারেই থমকে থাকতে পছন্দ করি। ঈ(্বর আমাদের কীভাবে নির্মাণ করেছেন,আমরা জানি না, তাই আমরা ব্যর্থ হই। এবং এ সমস্ত বিষয়ের জন্য আমরা শয়তানকে দোষারোপ করি, যা আসলে আমাদের বিশৃঙ্খল প্রকৃতির ফল। শুধু ভেবে দেখুন, যখন সত্যের প্রতি আমাদের জাগরণ ঘটবে, তখন কী ঘটতে পারে!

জীবনে কিছু বিষয় আছে, যেমন মেজাজ—যাদের জন্য প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। প্রার্থনার দ্বারা আমরা মেজাজের হাত থেকে অব্যাহতি পাব না। আমরা উদ্ধার পাব একে আমাদের জীবন থেকে বলপূর্বক অপসারণ করার দ্বারা। মেজাজের মূল নিহিত থাকে শারীরিক কিছু পরিস্থিতির অন্দরে, আমাদের প্রকৃত আন্তরসত্তায় নয়। আমাদের শারীরিক অবস্থার জন্য উদ্ভূত মেজাজকে গ্রাহ্য না-করার জন্য আমাদের অবিরত সংগ্রাম করতে হয়, কিন্তু আমরা এক মুহূর্তের জন্যও তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করব না। আমাদের নিজেদের ঝাঁকুনি দিতে হবে(তখন আমরা দেখতে পাব যে, যাকে আমরা অসাধ্য কর্ম বলে বি(্বাস করেছিলাম, এখন তা করতে পারি। সমস্যা হল, আমরা অধিকাংশই তা করছি না। খ্রীস্টীয় জীবন আত্মিক সাহস ও দৃঢ় সংকল্পের জীবন।

২১ মে

ঈ(্বরের প্রতি ‘‘অযৌক্তি(ক’’ বি(্বাস স্থাপন

‘‘সর্বাগ্রে তাঁর রাজ্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হও। তা হলে এ সবই তিনি তোমাদের জুগিয়ে দেবেন’’ (মথি ৬ ৩৩)।

যীশুর এই উক্তি(কে আমরা সবচেয়ে বেশি বিপ-বাত্মক বলে মনে করি, মানুষ যা আগে কখনও শোনেনি। ‘‘*সর্বাগ্রে* তাঁর রাজ্য ... প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হও।’’ এমনকী, সর্বাধিক আত্মিক মনোভাবাপন্ন আমাদের অনেকেই এর ঠিক বিপরীত যুক্তি(দেখাই, বলি, ‘‘কিন্তু আমাকে তো বেঁচে থাকতে হবে(আমাকে তো কিছু পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করতে হবে(আমাকে পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে হবে(আমাকে আহার করতে হবে।’’ ঈ(্বরের রাজ্য আমাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে বড়ো চিন্তা নয়, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো চিন্তা হল, জীবনধারণের জন্য আমরা কীভাবে নিজেদের যত্ন নেব। যীশু এর পর্যায় পরিবর্তন করেছেন এবং বলেছেন যে, প্রথমেই ঈ(্বরের সঙ্গে আমাদের সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং একে আমাদের জীবনের প্রাথমিক চিন্তা করতে হবে, এবং জীবনের অন্যসব বিষয়ের জন্য আমরা কখনই চিন্তা করব না।

‘‘...*প্রাণধারণের জন্য চিন্তা কোরো না* ...’’ (৬ ২৫)। আমাদের প্রভু তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেখিয়েছেন যে, আমাদের উদ্বিগ্নতা একেবারেই অযৌক্তি(ক, আমাদের প্রাণধারণের জন্য দুশ্চিন্তা অর্থহীন। যীশু বলেননি, যে তার জীবনে কোনো কিছুর জন্যই চিন্তা করে না, সে আশীর্বাদ পাবে — না, সে মূর্খ। কিন্তু যীশু শি(া দিয়েছেন, তাঁর শিষ্যরা ঈ(্বরের সঙ্গে সম্পর্ককেই অগ্রাধিকার দেবে, এবং এর সঙ্গে তুলনায়, অন্য আর সবকিছু সম্পর্কে সতর্কভাবে দুশ্চিন্তামুক্ত(থাকতে হবে। সংে(পে, যীশু বলছেন, ‘‘খাদ্য ও পানীয়ের চিন্তা যেন তোমার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ না করে, পুরোপুরি ঈ(্বরের দিকে তোমার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত কর।’’ কিছু মানুষ তাদের পানাহার, পরিধান সম্পর্কে অমনোযোগী। এ জন্য তারা কষ্টভোগ করে(জাগতিক বিষয়ে তারা অমনোযোগী এবং এ জন্য ঈ(্বর তাদেরই দায়ী করেন। যীশু বলছেন, ঈ(্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককেই অগ্রাধিকার দিতে হবে, আর সব কিছুরই স্থান দ্বিতীয়।

এই পদগুলিতে যীশুর শি(ার সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য পবিত্র আত্মাকে অনুমতি দেওয়া, খ্রীস্টীয় জীবনের সবচেয়ে কঠিন, অথচ সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ অনুশাসন।

২২ মে

আমাদের কঠিন পরিস্থিতির প(ব্যাখ্যা

"... তুমি যেমন আমার মধ্যে বিরাজমান এবং আমি তোমাতে বিরাজিত, তেমনই তারাও যেন আমাদের মাঝে একান্ত হয়ে বিরাজ করে ..." (যোহন ১৭ ২১)।

যদি আপনি নিঃসঙ্গতাময় সময়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছেন, যদি নিজেকে একলা মনে হয়, যোহন ১৭ অধ্যায়টি পাঠ ক(ন। এ আপনাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করবে, আপনি কেন, কোথায় আছেন — কারণ যীশু প্রার্থনা করেছেন, তিনি ও পিতা যেমন এক, তেমনই আপনিও যেন পিতার মাঝে "একান্ত হয়ে বিরাজ" করেন। আপনি কি এই প্রার্থনার উত্তর দেবার জন্য ঈ(রকে সাহায্য করছেন, অথবা আপনার জীবনের আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে? যেদিন থেকে আপনি শিষ্য হয়েছেন, আগে যে-রকম স্বাধীন ছিলেন, এখন আর সে-রকম স্বাধীন থাকতে পারেন না।

সতেরো অধ্যায়ে ঈ(র প্রকাশ করেছেন যে, শুধু আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা যেন তাঁর মননকে চিনতে পারি। তবু, একটি প্রার্থনা আছে, ঈ(রকে যার উত্তর দিতে হবে, এবং সেই প্রার্থনাটি হল যীশুর প্রার্থনা — "... যেন তারা আমাদেরই মতো একাত্ম হয়" (১৭ ২২)। আমরা কি যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে সেই রকম ঘনিষ্ঠ?

আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে ঈ(রের মাথাব্যথা নেই(তিনি জিজ্ঞাসা করেন না, "তুমি কি প্রিয়জনকে হারানোর এই অসুবিধার অথবা এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যেতে চাও?" না, তাঁর নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি এই সমস্ত জিনিসকে আসতে দেন। যেসমস্ত বিষয়ের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি, হয় সেগুলি আমাদের মধুরতর, উৎকৃষ্টতর এবং ভদ্রজনোচিত মানুষে পরিণত করছে, অথবা সেগুলি আমাদের সমালোচক, ছিদ্রান্বেষী বা একবগ্‌গা করে তুলছে। ঈ(রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এবং অন্তরঙ্গতার মাত্রার উপর নির্ভর করে কোন জিনিসটি আমাদের মন্দ, অথবা কোন জিনিসটি আমাদের আরও সাধু প্রকৃতির করবে। আমাদের নিজস্ব জীবন সম্পর্কে আমরা যদি প্রার্থনা করি, "তোমার ইচ্ছাই সাধিত হোক" (মথি ২৬ ৪২), তা হলে যোহন ১৭ অধ্যায় আমাদের অনুপ্রেরণা ও সান্ত্বনা দেবে(আমরা জানব যে, পিতা তাঁর আপন প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করছেন, যা সবচেয়ে ভালো, তা-ই করছেন। আমরা ঈ(রের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারলে সংকীর্ণমনা ও উন্নাসিক হব না। আমাদের সঙ্গে একাত্মতা ছাড়া যীশু আর কিছুই প্রার্থনা করেননি — যেমন একাত্মতা ছিল তাঁর পিতার সঙ্গে। আমরা অনেকেই এই একাত্মতা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি(তবু তাঁর সঙ্গে একাত্ম না-হওয়া পর্যন্ত ঈ(র আমাদের ত্যাগ করবেন না — কারণ যীশু প্রার্থনা করেছিলেন, "... তারা সকলেই যেন এক হয় ...।"

২৩ মে

আমাদের সযত্ন অবিশ্বাস

“....প্রাণধারণের জন্য খাদ্য ও পানীয় কিংবা দেহের আবরণের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না...” (মথি ৬ ২৫)।

যীশু একজন শিষ্যের জীবনে সহজবুদ্ধি সতর্কতাকে *অবিশ্বাসরূপে* অভিহিত করেছেন। যদি আপনি ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা লাভ করে থাকেন, আত্মা আপনার জীবনে বলপূর্বক প্রবেশ করে জানতে চান, “এই ছুটিতে তুমি যে-পরিকল্পনা করেছ, বা যে-নতুন পুস্তকগুলি তুমি পাঠ করতে চাও, তার মধ্যে আমার স্থান কোথায়?” যত(ণ না আমরা তাঁকে অগ্রাধিকার দিতে শিখেছি, তত(ণ তিনি সর্বদা এ বিষয়েই চাপ দিতে থাকেন। যখনই আমরা অন্য বিষয়কে অগ্রাধিকার দিই, তখনই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

“...প্রাণধারণের জন্য...দুশ্চিন্তা কোরো না...।’ আপনার খাদ্য-বস্ত্র-পানীয়ের চাপ নিজের উপর নেবেন না। এ বিষয়ে দুশ্চিন্তা করা শুধু ভুলই নয়, এ অবিশ্বাস। দুশ্চিন্তা করার অর্থ, আমরা বিশ্বাস করি না যে, ঈশ্বর আমাদের জীবনের ব্যবহারিক খুঁটিনাটির দিকে নজর দেবেন(এবং আর কিছুই নয়, ওই খুঁটিনাটি বিষয়গুলিই আমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে। আপনি কি কখনও ল(করেছেন, আমাদের অন্তরে যীশু যে-বাক্য দিয়েছেন, যীশুর উক্তি(অনুসারে, কোন জিনিসটি সেই বাক্যকে চেপে দেয়? শয়তান? না — “সাংসারিক চিন্তা ও বিষয়াসক্তি(” (মথি ১৩ ২২)। এ সব সময়েই আমাদের ছোটো-ছোটো চিন্তা। আমরা বলি, “আমি দেখতে না পেলে বিশ্বাস করব না”—এবং এখানেই সূত্রপাত হয় অবিশ্বাসের। পবিত্র আত্মার প্রতি বাধ্যতাই অবিশ্বাসের একমাত্র প্রতিবিধান।

শিষ্যদের প্রতি যীশুর মহত্তম উক্তি(, *বর্জন কর, ত্যাগ কর*।

২৪ মে

নিরাশার আনন্দ

“তাঁকে দেখামাত্র আমি তাঁর চরণপ্রান্তে মৃতবৎ পতিত হলাম” (প্রকাশিত বাক্য ১ ১৭)।

হতে পারে, প্রেরিতশিষ্য যোহনের মতোই আপনি যীশু খ্রীস্টকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন। যখন তিনি অকস্মাৎ একেবারে অপরিচিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আপনার সামনে উপস্থিত হন, আপনার শুধু “তাঁর চরণাপ্রান্তে মৃতবৎ পতিত” হওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুই করার থাকে না। এবং দর্শনের ভয়ঙ্করতা আপনাকে নিরাশার আনন্দে নিয়ে আসে। আশাহীনতার মধ্যে আপনি এই আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করেন(উপলব্ধি করেন যে, যদি আপনাকে কেউ কখনও তুলে ধরতে পারেন, তবে তা হল, ঈ(্বরের হাত।

“....তিনি দ(িণহস্ত প্রসারিত করে আমাকে স্পর্শ করলেন...” (১ ১৭)। এক ভয়ঙ্করতার মধ্যে আপনি স্পর্শলাভ করলেন এবং আপনি জানেন যে, সে স্পর্শ যীশু খ্রীস্টের দ(িণ হস্তের। আপনি জানেন, এ শাসনের, সংশোধনের বা তিরস্কারের হাত নয়, এ চিরন্তন পিতার দ(িণ হস্ত। তিনি যখনই তাঁর হাত আপনার উপর স্থাপন করেন, তা আপনাকে অনির্বচনীয় শান্তি ও সান্ত্বনা এবং “নিম্নে চিরস্থায়ী তাঁর বাহুযুগল” (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩ ২৭)-এর উপলব্ধি দেয়। আপনি লাভ করেন পূর্ণ সমর্থন, সংস্থান, সান্ত্বনা এবং শক্তি(। তাঁর স্পর্শ লাভ করলে, আর কোনো কিছুই আপনাকে ভয়ত্রস্ত করতে পারে না। তাঁর স্বর্গারোহণের মহিমার মধ্যে প্রভু যীশু তাঁর অকিঞ্চিৎকর শিষ্যের কাছে এসে বলেন, “ভয় কোরো না” (প্রকাশিত বাক্য ১ ১৭)। তাঁর কোমলতার মাধুর্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি কি সেইভাবেই তাঁকে জানি?

নিরাশার কারণ, এমন কিছু বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত ক(ন। এক নিরাশা আছে, যার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই, কোনো সীমা নেই এবং উজ্জ্বলতর কোনো আশার ইঙ্গিত নেই। কিন্তু নিরাশার আনন্দ আসে তখনই যখন “আমি জানি যে, আমাতে, আমার মাংসে উত্তম কিছুই বাস করে না...” (রোমীয় ৭ ১৮)। এ কথা জেনে আমি আনন্দ করি যে, আমার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা আমার কাছে ঈ(্বর নিজেকে প্রকাশ করলে, তাঁর সামনে তা হীনবীর্য হয়ে পড়বে(এবং আরও জেনে আনন্দ করি যে, যদি আমি কখনও উত্থিত হই, তবে ঈ(্বরের হাতের দ্বারাই হবে সেই উত্থান। যত(ণ না আমি মানবিক সাধ্যের সীমানাকে উপলব্ধি করতে পারছি এবং আমার জীবনে অসম্ভব কাজকে সম্ভব করতে দিচ্ছি, ঈ(্বর তত(ণ আমার জন্য কিছুই করতে পারেন না।

২৫ মে

উত্তম, অথবা সর্বোত্তম?

“....তুমি যদি বাম দিকে যাও, তবে আমি দক্ষিণ যাব; আর তুমি যদি দক্ষিণে যাও, তা হলে আমি যাব বাম দিকে,” (আদিপুস্তক ১৩ ৯)।

যে-মুহূর্তে আপনি ঈশ্বর-নির্ভর জীবনযাপন শুরু করেন, আপনার সামনে মনোমুগ্ধকর ও শারীরিকভাবে সন্তুষ্টিদায়ক সম্ভাবনা এসে দাঁড়াবে। অধিকারবলে এ সমস্ত জিনিস আপনারই, কিন্তু আপনি বিশ্বাসপূর্ণ জীবন যাপন করলে আপনার অধিকার ত্যাগ করবেন এবং ঈশ্বরকে সুযোগ দেবেন যেন তিনি আপনার জন্য পছন্দ করেন। কখনও কখনও ঈশ্বর আপনাকে পরীক্ষার স্থানে আসতে দেন, যেখানে আপনার মঙ্গলের চিন্তা আপনার নিজেরই চিন্তা করা উপযুক্ত হবে, যদি আপনি বিশ্বাসপূর্ণ জীবনযাপন না-করে থাকেন। কিন্তু যদি আপনি বিশ্বাসপূর্ণ জীবনযাপন করেন, আপনি আনন্দে আপনার অধিকার ত্যাগ করবেন এবং আপনার জন্য পছন্দ করার সুযোগ ঈশ্বরকে দেবেন। তাঁর আজ্ঞা পালনের দ্বারা প্রাকৃতিককে আত্মিকে রূপান্তরিত করতে ঈশ্বর এই অনুশাসন প্রয়োগ করেন।

আমাদের *অধিকার* যখন আমাদের জীবনের দিক-নির্দেশক হয়ে ওঠে, এ আমাদের আত্মিক অন্তর্দৃষ্টিকে নিষ্প্রভ করে তোলে। পাপ আমাদের ঈশ্বর-নির্ভর বিশ্বাসপূর্ণ জীবনের সবচেয়ে বড়ো শত্রু নয়, আমাদের শত্রু উত্তম পছন্দগুলি, যা আসলে যথেষ্ট উত্তম নয়। উত্তম সর্বদাই সর্বোত্তমের শত্রু। এই অংশে, মনে হতে পারে যে, এই পৃথিবীতে অব্রাহামের জন্য সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে পছন্দ করা। এ ছিল তাঁর অধিকার, কিন্তু পছন্দ না করার জন্য তাঁর চারপাশের লোকেরা তাঁকে মূর্খ বলে মনে করবে।

আমরা অনেকেই আত্মিকভাবে বৃদ্ধিলাভ করি না, কারণ আমাদের জন্য পছন্দের ভার ঈশ্বরের হাতে অর্পণ করার পরিবর্তে আমরা আমাদের অধিকারের ভিত্তিতে পছন্দ করতে পছন্দ করি। ঈশ্বরের উপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করার মানদণ্ড অনুসারে আমাদের পথচলা শিখতে হবে। ঈশ্বর যেমন অব্রাহামকে বলেছিলেন, তেমনই আমাদেরও বলেন, “....তুমি আমার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে জীবনযাপন কর...” (আদিপুস্তক ১৭ ১)।

২৬ মে

যীশুর শি(া অনুসারে প্রার্থনা সম্পর্কে চিন্তা করা

“নিয়ত প্রার্থনা কর” (১ থেসালোনিকীয় ৫ ১৭)।

প্রার্থনা সম্পর্কে আমাদের চিন্তা সঠিক বা ভুল যা-ই হোক, তা আমাদের মনের নিজস্ব ধারণা অনুসারে গড়ে উঠেছে। প্রার্থনা সম্পর্কে সঠিক চিন্তা হল , একে আমাদের ফুসফুসের বাতাস এবং আমাদের হৃদ্‌পিণ্ডের রক্ত(বলে মনে করতে হবে। “নিয়ত” আমাদের রক্ত(বাহিত হয় ও (াসপ্র(াস চলতে থাকে(আমরা কোনো সময়ে এ বিষয়ে সচেতন নই, কিন্তু কখনও তা থেমে থাকে না। এবং আমরা সবসময়ে সচেতন নই যে, যীশু ঈ(রের সঙ্গে আমাদের নিখুঁত ঐক্যে রেখে দিয়েছেন, কিন্তু আমরা যদি তাঁর আদেশ পালন করি, তবে তিনি আমাদের সচেতন রাখেন। প্রার্থনা শরীরচর্চা নয়, প্রার্থনা পবিত্রজনের জীবন। প্রার্থনা করা বন্ধ করে দিতে পারে, এমন বিষয় থেকে সাবধান হোন। “নিয়ত প্রার্থনা কর”—সর্বদা ঈ(রের কাছে প্রার্থনায় আপনার হৃদয় নিবেদন করার মতো শিশুসুলভ অভ্যাস গড়ে তুলুন।

যীশু কখনও অনুত্তরিত প্রার্থনার কথা উল্লেখ করেননি। তাঁর অশেষ নিশ্চয়তা ছিল যে, প্রার্থনার উত্তর সর্বদাই মেলে। প্রার্থনা সম্পর্কে যীশুর যে-নিশ্চয়তা ছিল, ঈ(রের আত্মার মাধ্যমে আমরা কি সেই অবর্ণনীয় নিশ্চয়তা পেয়েছি অথবা আমরা কি সেই সব সময়ের কথা চিন্তা করি, যখন মনে হয়েছিল যে, যীশু আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেননি? যীশু বলেছিলেন, “যে চায় সে পায়...” (মথি ৭ ৮)। তবু আমরা বলি, “কিন্তু...., কিন্তু.... ।” ঈ(র প্রার্থনার উত্তর দেন সর্বোত্তম পদ্ধতিতে—শুধু কখনও কখনও নয়, কিন্তু প্রত্যেক সময়ে। তবে যে-(ে ত্রে আমরা উত্তর চাইছি, তার প্রমাণ সঙ্গে-সঙ্গে না-ও আসতে পারে। আমরা কি আশা করি যে, ঈ(র প্রার্থনার উত্তর দেবেন?

যীশু যা বলেছেন, আমরা আমাদের সহজবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তার অর্থকে লঘু করে দিতে চাই এবং তা খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু যদি এ শুধু সহজবুদ্ধি হত, তবে যীশু যা বলেছেন, তা সময়োপযোগী হত না। প্রার্থনা সম্পর্কে যীশু যা শি(া দিয়েছিলেন, তার মাধ্যমে আমাদের কাছে তিনি অতিলৌকিক সত্যকে প্রকাশ করেছেন।

২৭ মে

তাঁকে জানার জন্য জীবন

“...ঊর্ধ্বলোক থেকে শক্তি(লাভ না-করা পর্যন্ত তোমরা এই নগরেই থাকবে” (লুক২৪ ৪৯)।

শুধু তাঁদের নিজস্ব প্রস্তুতির জন্য নয়, প্রভু সম্পূর্ণভাবে মহিমান্বিত না-হওয়া পর্যন্ত শিষ্যদের পঞ্চাশত্তমীর দিন অবধি জে(জালেমে অপে(া করতে হয়েছিল। এবং তিনি যখনই মহিমান্বিত হলেন, কী ঘটল? “পিতা ঈ(্বরের পরাত্র(মে তিনি তাঁর দ(ি ণ পা(্বে উন্নীত ও গৌরবান্বিত হয়েছেন এবং তাঁরই প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মা লাভ করেছেন। আজ আপনারা যা দেখছেন এবং শুনছেন — এ তাঁরই শক্তি(র প্রকাশ” (প্রেরিত. ২ ৩৩)। যোহন বলেছেন, “যীশু মহিমান্বিত হননি বলে তখনও কেউ পবিত্র আত্মা লাভ করেনি” (৭ ৩৯)। পবিত্র আত্মা *প্রদত্ত হয়েছে,* প্রভু মহিমান্বিত *হয়েছেন*—আমাদের প্রতী(া ঈ(্বরের সদয় তত্ত্বাবধান ও দূরদর্শিতার উপর নির্ভরশীল নয়, আমাদের নিজস্ব আত্মিক স(মতার উপর নির্ভর করে।

পঞ্চাশত্তমীর পূর্বেও পবিত্র আত্মার প্রভাব ও (মতা কাজ করে চলেছিল, কিন্তু পবিত্র আত্মা সেখানে ছিলেন না। আমাদের প্রভু যখন তাঁর স্বর্গারোহণে মহিমান্বিত হলেন, পৃথিবীতে পবিত্র আত্মার আগমন ঘটল, এবং তখন থেকেই তিনি এখানে আছেন। আমাদের এই প্রকাশিত সত্যকে গ্রহণ করতে হবে যে, তিনি এখানে বিরাজিত। আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করার ও স্বাগত জানানোর দৃষ্টিভঙ্গি একজন বি(্বাসীর সর্ব(ণের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত। পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের স্বর্গোত্থিত প্রভুর পুন(জ্জীবিত জীবনকে গ্রহণ করি।

পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম মানুষকে পরিবর্তিত করে না, কিন্তু পবিত্র আত্মার মাধ্যমে স্বর্গোত্থিত খ্রীস্টের জীবন এসে মানুষকে পরিবর্তিত করে। আমরা বিভিন্ন বিষয়কে প্রায়ই পৃথক করে দিই, নতুন নিয়ম যা কখনই পৃথক করেনি। যীশুখ্রীস্টকে বাদ দিয়ে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম একটি অভিজ্ঞতা নয়—এ স্বর্গোত্থিত খ্রীস্টের প্রমাণ।

পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম আপনাকে সময় বা অনন্তের বিষয় চিন্তা করায় না— এ *এখন* এক বিস্ময়কর মহিমময় বিষয়। “....ইহাই আনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে,... জানিতে পায়” (যোহন ১৭ ৩)। এখনই তাঁকে জানার কাজ শু(ক(ন, এবং সেই জানা যেন কখনও শেষ না হয়।

২৮ মে

প্রশ্নাতীত প্রকাশ

"সেদিন আমার কাছে তোমাদের আর কিছুই জিজ্ঞাসা করার থাকবে না" (যোহন ১৬ ২৩)
।

"সেদিনটি" কবে? যেদিন স্বর্গোত্থিত প্রভু আপনাকে পিতার সঙ্গে এক করবেন। "সেদিন" পিতার সঙ্গে আপনি এক হবেন, যেমন ছিলেন যীশু। এবং তিনি বলেছিলেন, "সেদিন আমার কাছে তোমাদের আর কিছুই জিজ্ঞাসা করার থাকবে না।" আপনার মধ্যে যীশুর পুনরুত্থিত জীবন পূর্ণরূপে প্রকাশিত না-হওয়া পর্যন্ত, বহু বিষয়ে আপনার মনে বহু প্রশ্ন উঁকি দেবে। কিন্তু কিছু পরে আপনি দেখবেন, আপনার সমস্ত প্রশ্ন মিলিয়ে গেছে—আপনার আর কিছুই জিজ্ঞাস্য নেই। আপনি যীশুর পুনরুত্থিত জীবনের সম্পূর্ণ নির্ভরতার স্থানে উপনীত হয়েছেন, যা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের সঙ্গে আপনাকে সম্পূর্ণ একাত্ম করবে। আপনি কি এখন সেই জীবন যাপন করছেন? যদি তা না হয়, কেন নয়?

"সেদিন" তখনও বহু বিষয় আপনার কাছে সংগুপ্ত বা আপনার বোধাতীত থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলি আপনার অন্তর ও ঈশ্বরের মাঝে এসে দাঁড়াবে না। "সেদিন আমার কাছে তোমাদের আর কিছুই জিজ্ঞাসা করার থাকবে না" — আপনার জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হবে না। কারণ আপনি নিশ্চিতভাবে জানবেন যে, ঈশ্বরও তাঁর ইচ্ছানুসারে বিষয়গুলি প্রকাশ করবেন। যোহন ১৪ ১ পদের বিশ্বাস ও শান্তি আপনার অন্তরের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠেছে, এবং আর কোনো জিজ্ঞাস্য নেই। যদি কোনো কিছু আপনার কাছে রহস্যময় মনে হয়, বা ঈশ্বর এবং আপনার মাঝে এসে দাঁড়ায়, আপনার মনের কাছে ব্যাখ্যা খুঁজবেন না, কিন্তু আপনার প্রাণের —আপনার প্রকৃত আন্তরপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করুন—সমস্যা রয়েছে সেখানেই। আপনার অভ্যন্তরীণ আত্মিক প্রকৃতি একবার যীশুর জীবনের কাছে সমর্পিত হতে চাইলে, আপনার উপলব্ধি নিখুঁতভাবে স্বচ্ছ হয়ে উঠবে, এবং আপনি এমন এক স্থানে অবস্থান করবেন, যেখানে পিতার এবং আপনার মধ্যে কোনো দূরত্ব থাকবে না। আপনি তাঁর সন্তান, কারণ প্রভু আপনাকে এক করেছেন। "সেদিন আমার কাছে তোমাদের আর কিছুই জিজাসা করার থাকবে না।"

২৯ মে

শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক

“ সেদিন তোমরা আমার নামে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে—কারণ পিতা স্বয়ং তোমাদের ভালোবেসেছেন” (যোহন ১৬ ২৬-২৭)।

“সেদিন তোমরা আমার নামে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে...” অর্থাৎ আমার প্রকৃতিতে। “তোমরা আমার নাম একটি ঐন্দ্রজালিক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করবে,” তা নয়, কিন্তু “তোমরা আমার এত ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকবে যে, তোমরা আমার সঙ্গে এক হবে।” “সেদিন”—পরবর্তী জীবনের কোনো একটি দিন নয়, কিন্তু এ দিন হল, এখন ও এখনকার দিন। “...কারণ পিতা স্বয়ং তোমাদের ভালোবেসেছেন”—যীশুর সঙ্গে আমাদের একাত্মতা সম্পূর্ণ এবং চরম এবং এর মধ্য দিয়ে পিতার ভালোবাসা প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের প্রভু বলেননি যে, আমাদের জীবন বাইরের ঝড়ঝঞ্ঝা এবং অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত(হবে, কিন্তু পিতার হৃদয় ও মনকে তিনি যেভাবে জানতেন, পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মের দ্বারা আমরাও তাঁর দ্বারা স্বর্গীয় স্থানে উন্নীত হতে পারি, যেন পিতার শি(াকে তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন।

“.....আমার নামে তোমরা পিতার কাছে যদি কিছু প্রার্থনা কর...” (১৬ ২৩)। “সেদিন” শান্তির দিন এবং ঈ(্বর ও তাঁর পবিত্রজনের মধ্যে এক শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের দিন। যীশু যেমন নিষ্কলঙ্কও পবিত্র অবস্থায় তাঁর পিতার সান্নিধ্যে অবস্থান করতেন, আমরাও তেমনই পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মের প্রবল (মতায় ও কার্যকারিতায় সেই সম্পর্কে উন্নীত হতে পারি—“....যেন তারা আমাদেরই মতো একাত্ম হয়” (১৭ ২২)।

“....তিনি তা পূর্ণ করবেন” (যোহন ১৬ ২৩)। যীশু বলেছিলেন, তাঁর নামের কারণে ঈ(্বর আমাদের প্রার্থনা স্বীকার করবেন আর উত্তর দেবেন। তাঁর নামে প্রার্থনা করার কী মহান চ্যালেঞ্জ এবং আমন্ত্রণ! যীশুর পুন(ত্থান এবং স্বর্গারোহণের (মতায় ও তাঁর প্রেরিত পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা এই চরম এক সম্বন্ধে উন্নীত হতে পারি। আমরা যখন একবার সেই বিস্ময়কর স্থানে উন্নীত হই, যীশু খ্রীস্টের দ্বারা সেখানে স্থান লাভ করে, আমরা যীশুর নামে—তাঁর প্রকৃতিতে ঈ(্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা এই অনুগ্রহ দান লাভ করেছি, এবং যীশু বলেছিলেন, “....আমার নামে তোমরা পিতার কাছে যদি কিছু প্রার্থনা কর, তিনি তা পূর্ণ করবেন।” যীশুর নিজের উক্তি(র মধ্য দিয়ে তাঁর সার্বভৌম চরিত্র পরী(িত ও প্রমাণিত হয়েছে।

৩০ মে

‘‘হ্যাঁ—কিন্তু...!’’

‘‘প্রভু, আমি আপনার অনুসরণ করব, কিন্তু...!’’ (লুক ৯ ৬১)।

মনে ক(ন, প্রভু আপনাকে এমন কিছু করতে বললেন, যা আপনার সাধারণ বুদ্ধির কাছে একটা সাংঘাতিক পরী(া, সম্পূর্ণ এর বি(দ্ধ। আপনি কী করবেন? আপনি কি পিছিয়ে যাবেন? যদি শারীরিকভাবে আপনি কোনো কিছু করতে অভ্যস্ত হন, দৃঢ় সিদ্ধান্তের দ্বারা সেই অভ্যাসকে ভঙ্গ না করা পর্যন্ত যতবারই পরী(া হোক, আপনি প্রতিবারই তা করবেন। আত্মিক (ে ত্রেও একই কথা। যীশু যা চান, আপনি বার বার তা-ই করবেন, কিন্তু ঈ(্বরের কাছে পূর্ণ আত্মসর্মপণের সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত আপনি প্রতিবারই আসল পরী(ার সময়ে ব্যর্থ হবেন। তবু আমরা বলতে চাই, ‘‘হ্যাঁ, কিন্তু—মনে ক(ন, এ বিষয়ে আমি ঈ(্বরের আজ্ঞা পালন করলাম, তা হলে কী হবে...?’’ অথবা আমরা বলি, ‘‘আমার সম্পর্কে ঈ(্বর যা বলেন, তা যদি আমার সহজবুদ্ধির বি(দ্ধ না হয়, তবে আমি তাঁর আজ্ঞা পালন করব, কিন্তু আমাকে অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে বলবেন না।’’

যাঁরা যীশুর উপর তাঁদের আস্থা স্থাপন করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে তিনি একই প্রকারের অনিয়ন্ত্রিত, সাহসিকতাপূর্ণ প্রাণশক্তি(দাবি করেন, যা স্বাভাবিক মানুষ প্রদর্শন করে। কোনো ব্যক্তি(যদি কোনো সময়োপযোগী কাজ করতে চান, তবে এমন সময় আসবে যখন তাঁকে সবকিছুতে ঝুঁকি নিয়ে অন্ধকারে লাফ দিতে হবে। আত্মিক (ে ত্রে, যীশু খ্রীস্ট দাবি করেন, সবকিছুতেই আপনি ঝুঁকি নিন, অথবা সাধারণ বুদ্ধির মাধ্যমে বি(্বাস ক(ন এবং তাঁর আজ্ঞা মতো বি(্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। একবার তাঁর বাধ্য হলে আপনি সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবেন যে, তাঁর আজ্ঞা সাধারণ বুদ্ধির মতোই দৃঢ় সঙ্গতিপূর্ণ।

সাধারণ বুদ্ধির নিরিখে, যীশুর উক্তি(গুলি পাগলামি মনে হতে পারে, কিন্তু বি(্বাসের পরী(ার মাধ্যমে যেন সেগুলি আপনি যাচাই করেন। আপনার অন্তরাত্মা এই আশ্চর্য সত্যে পূর্ণ হয়ে যাবে যে, সেগুলি ঈ(্বরেরই বাক্য। ঈ(্বরের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন ক(ন। তিনি যখন আপনাকে সাহসিকতাপূর্ণ কাজের নতুন এক সুযোগ দেন, তা আপনি অবশ্যই গ্রহণ ক(ন। সংকটের সময়ে আমরা বিধর্মীদের মতো কাজ করি— বিশাল জনতার মধ্যে শুধু একজনই ঐ(্বরিক চরিত্রে বি(্বাস স্থাপন করার হিম্মত দেখাই।

৩১ মে

ঈশ্বরকে অগ্রাধিকার দিন

"...তাদের এই বিশ্বাসে যীশুর আস্থা ছিল না, কারণ তিনি সকলকে ভালোভাবেই জানতেন..." (যোহন ২ ২৪-২৫)।

ঈশ্বরের উপরে আস্থায় অগ্রাধিকার দিন— আমাদের প্রভু কখনও কোনো মানুষের উপর আস্থা স্থাপন করেননি। তবু কখনও কারও প্রতি সন্দেহ ও তিক্ততা দেখাননি এবং কারও প্রতি তিনি কখনও আশাহত হননি, কারণ ঈশ্বরের প্রতি আস্থাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ অন্যদের প্রতি যা করতে পারে, তারই উপর ছিল তাঁর চরম আস্থা। আমি যদি প্রথমেই মানুষের উপর আস্থা রাখি, তার শেষ পরিণতি হবে হতাশজনক এবং প্রত্যেকের প্রতি আমি নিরাশ হব। আমার মন তিক্ততায় ভরে উঠবে, কারণ মানুষ কখনও যা হতে পারে না,—চরম কিছু এবং ন্যায়বান—আমি তাই হবার জন্য মানুষকে পীড়াপীড়ি করেছি। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে বা আপনার নিজের মধ্যে যা আছে, তার উপর ভরসা করবেন না।

ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দিন— "...আমি এসেছি তোমার ইচ্ছা পালন করতে..." (ইব্রীয় ১০ ৯)।

একজন ব্যক্তি যে-বিষয়টি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, তিনি সেটার প্রতিই বশ্য থাকেন। কিন্তু আমাদের প্রভুর বশ্যতা ছিল তাঁর পিতার ইচ্ছাপূরণের প্রতি। আজকের রব হল, "আমাদের কাজে লেগে পড়তে হবে। অবিশ্বাসীরা ঈশ্বরবিহীন থাকায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমাদের তাদের কাছে গিয়ে তাঁর কথা অবশ্যই বলতে হবে।" কিন্তু আমাদের প্রথমেই নিশ্চিত হতে হবে, ব্যক্তিগতভাবে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের "প্রয়োজন" এবং ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে কি না। যীশু বলেছিলেন, ".... ঊর্ধ্বলোক থেকে শক্তিলাভ না করা পর্যন্ত তোমরা এই জগতেই থাকবে" (লুক ২৪ ৪৯)। আমাদের খ্রীস্টীয় প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যই হল, আমাদের ঈশ্বরের "প্রয়োজন" এবং ইচ্ছার সঠিক সম্পর্কের মধ্যে নিয়ে আসা। একবার ঈশ্বরের "প্রয়োজন" আমাদের মধ্যে পূরণ হলে, আমরা তাঁর ইচ্ছাপূরণের, যে-কোনো স্থানে তাঁর "প্রয়োজন" পূরণের পথ খুলে দেব।

ঈশ্বরের পুত্রকে অগ্রাধিকার দিন। ".... যে একটি...শিশুকে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই বরণ করে" (মথি ১৮ ৫)।

ঈশ্বর নিজেকে আমার হাতে তুলে দেবার জন্য এক শিশুরূপে এসেছিলেন। তাঁর প্রত্যাশা, আমার ব্যক্তিগত জীবন যেন "বেথলেহেম" হয়ে ওঠে। অন্তর্বাসী ঈশ্বর-পুত্রের জীবন দ্বারা আমার প্রাকৃতিক জীবনকে আমি কি ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হতে দিচ্ছি? আমার মধ্যে তাঁর পুত্রের প্রকাশই ঈশ্বরের চরম উদ্দেশ্য।

১ জুন

বিহ্বলকর প্রশ্ন

"তিনি আমাকে বললেন, হে মর্ত্যমানব, এই অস্থিগুলিতে প্রাণ ফিরে আসতে পারে কি?" (যিহিষ্কেল ৩৭ ৩)।

পাপী কি সাধুতে পরিণত হতে পারে? বাঁকাচোরা জীবন কি ঋজু হতে পারে? এর একমাত্র একটি উত্তর আছে, "হে সর্বাধিপতি প্রভু, এর উত্তর একমাত্র আপনিই দিতে পারেন" (৩৭ ৩)। আপনার ধর্মীয় সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে কখনও এগিয়ে চলবেন না এবং বলবেন না, "ও, হ্যাঁ, শুধু একটু বেশি বাইবেল পাঠ, আরাধনা ও প্রার্থনায় সময় অতিবাহিত করা—আমি দেখব, কেমনভাবে তা করা যেতে পারে।"

ঈশ্বরের উপর আস্থা স্থাপন করার চেয়ে কিছু *করা* অনেক বেশি সহজ। আমরা অনুপ্রেরণার জন্য সক্রিয়তা এবং ভুলের উদ্বেগ দেখি। এই কারণেই আমরা ঈশ্বরের *সহকর্মী* হিসাবে অতি অল্প সংখ্যক লোককে দেখতে পাই, যদিও বহু মানুষ ঈশ্বরের *জন্য* কাজ করে চলেছে। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার চেয়ে আমরা বরং তাঁর জন্য অনেক বেশি কাজ করব। আমি কি সত্যিই বিশ্বাস করি যে, আমি যা পারি না, ঈশ্বর আমার মধ্যে তা করবেন? অন্যদের জন্য আমি হতাশা বোধ করি, এর কারণ, ঈশ্বর আমার জন্য কী করেছেন, আমি কোনোদিনই তা উপলব্ধি করিনি। ঈশ্বরের পরাক্রম ও শক্তি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত এমন অভিজ্ঞতা আছে কি যে, আমার পরিচিত অন্য কারও জন্য আমি কখনও হতাশা বোধ করব না? আমার মধ্যে কোনো অধ্যাত্মকর্ম আদৌ সাধিত হয়েছে? আমার জীবনে উদ্বেগের সক্রিয়তার মাত্রা আমার ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মাত্রার সমান।

"....তাদের বল, আমি সর্বাধিপতি প্রভু তাদের সমাধি উন্মুক্ত করব..." (৩৭ ১২)। ঈশ্বর যখন আপনাকে দেখাতে চান, তাঁর কাছ থেকে পৃথক্‌কৃত মানবপ্রকৃতি কেমন, তিনি আপনার মধ্যেই আপনাকে তা দেখান। ঈশ্বরের আত্মা যদি কখনও আপনাকে দর্শন দিয়ে থাকেন যে, তাঁর অনুগ্রহ ব্যতিরেকে আপনি কেমন (এবং তাঁর আত্মা যখন আপনার মধ্যে সক্রিয়, কেবল তখনই তিনি তা করবেন), আপনি জানবেন, বাস্তবে এমন মন্দ অপরাধী আর কেউ নেই, তাঁর অনুগ্রহ বিনা আপনি নিজে যা হতে পারেন। ঈশ্বর আমার 'সমাধি' উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং "...আমি জানি যে, আমাতে অর্থাৎ আমার মাংসে উত্তম কিছুই বাস করে না" (রোমীয় ৭ ১৮)। ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে দূরে সরে গেলে মানবপ্রকৃতি কেমন হয়, ঈশ্বরের আত্মা তাঁর সন্তানদের কাছে অবিরত তা প্রকাশ করে চলেছেন।

২ জুন

আপনি কি কোনো কিছুর দ্বারা আবিষ্ট?

''সে ব্যত্তি(কে যে প্রভুকে ভয় করে?'' (গীতসংহিতা ২৫ ১২)।

আপনি কি কোনো কিছুর দ্বারা আবিষ্ট? সম্ভবত আপনি বলবেন, ''না, কোনো কিছুর দ্বারা নয়।'' কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই কোনো কিছুর দ্বারা আবিষ্ট— সাধারণত নিজেদের দ্বারা অথবা আমরা যদি খ্রীস্টবি(্বাসী হই, আমাদের খ্রীস্টীয় জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা। কিন্তু গীতিকার বলেন যে, আমাদের ঈ(্বরের দ্বারা আবিষ্ট হতে হবে। খ্রীস্টীয় জীবনে স্থায়ী সচেতনতা হবেন স্বয়ং ঈ(্বর, শুধু তাঁর সম্পর্কিত চিন্তা নয়। আমাদের জীবনের অন্তর-বাহিরের পূর্ণ সত্তা ঈ(্বরের উপস্থিতির দ্বারা একান্তভাবে আবিষ্ট হতে হবে। একজন শিশুর সচেতনতা তার মায়ের থেকে এমনভাবে আত্মভূত হয় যে, সমস্যা দেখা দিলে, তার মায়ের সঙ্গেই তার স্থায়ী সম্বন্ধ রচিত হয়। একইভাবে, ''তাঁর মধ্যেই নিহিত আমাদের জীবন, গতি ও সত্তা'' (প্রেরিত. ১৭ ২৮)। এবং তাঁর সম্পর্কিত সব বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে, কারণ তাঁর সম্পর্কিত আমাদের স্থায়ী সচেতনতা অবিরত আমাদের জীবনের অগ্রভাগে থাকে।

আমরা যদি ঈ(্বরের দ্বারা আবিষ্ট হই, আর কোনো কিছুই আমাদের জীবনে প্রবেশ করতে পারে না— কোনো উদ্বেগ, ক্লেশ, কোনো দুশ্চিন্তা উঁকি দেয় না। এবং তখন আমরা বুঝতে পারি, আমাদের প্রভু উদ্বেগের পাপকে কেন এত গু(ত্ব দিয়েছেন। ঈ(্বর যখন আমাদের সম্পূর্ণভাবে ঘিরে থাকেন, তখন কীভাবে আমরা অবি(্বাস করার সাহস দেখাতে পারি? ঈ(্বর কর্তৃক আবিষ্টতা শত্রুর সকল আত্র(মণের বি(দ্ধে এক কার্যকর বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

''তাহার প্রাণ কুশলে বাস করিবে...'' (গীতসংহিতা ২৫ ১৩)। ঈ(্বর আমাদের ''শ্রীবৃদ্ধি'' করবেন, এমনকী ক্লেশ, ভুল বোঝাবুঝি এবং অপমানের মধ্যেও তিনি আমাদের জীবনকে মসৃণ করবেন, যদি আমাদের জীবন খ্রীস্টের সঙ্গে ঈ(্বরে নিহিত হয় (কলসীয় ৩ ৩)। আমরা ঈ(্বরের সঙ্গে এই স্থায়ী সম্বন্ধের অলৌকিক, প্রকাশিত সত্য থেকে বঞ্চিত থেকে যাই। ''ঈ(্বর আমাদের সুর(ত আশ্রয়...'' (গীতসংহিতা ৪৬ ১)। তাঁর সুর(ত আশ্রয় ভেদ করে কোনো কিছুই ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না।

৩ জুন

মহাপ্রভুর গূঢ়মন্ত্রণা

"মহাপ্রভুর গূঢ়মন্ত্রণা তাঁহার ভয়কারীদের অধিকার...." (গীতসংহিতা ২৫ ১৪)।

বন্ধুর চিহ(কী? এটাই কী যে, তিনি আপনাকে তাঁর গোপন দুঃখের কথা বলেন? না, বন্ধুতার চিহ(হল, তিনি আপনাকে তাঁর গোপন আনন্দের কথা বলেন। বহু মানুষ আপনার কাছ থেকে তাঁদের গোপন দুঃখ লুকিয়ে রাখবেন, কিন্তু তাঁরা যেন আপনাকে তাঁদের গোপন আনন্দের শরিক করেন, সেটাই অন্তরঙ্গতার চূড়ান্ত চিহ(। আমরা কি কখনও ঈ(্বরকে তাঁর আনন্দের কথা আমাদের বলতে দিয়েছি? অথবা, আমরা কি অবিরত ঈ(্বরকে আমাদের গোপন কথা বলে যাচ্ছি, তাঁকে আমাদের কিছু বলতে দিচ্ছি না? আমাদের খ্রীস্টীয় জীবনের শু(তে আমরা ঈ(্বরের কাছে কত অনুরোধ জানিয়েছি। কিন্তু পরে আমরা দেখলাম যে, ঈ(্বর চাইছেন, আমরা যেন তাঁর সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করি — তিনি আমাদের তাঁর উদ্দেশ্যর সংস্পর্শে আনতে চান। "তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক" (মথি ৬ ১০)—যীশুর এই প্রার্থনার সঙ্গে আমরা কি এতই ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত(যে, আমরা ঈ(্বরের গোপন রহস্যকে আঁকড়ে ধরতে পারি? আমাদের প্রতি ঈ(্বরের বড়ো বড়ো আশীর্বাদ নয়, তাঁর ছোটো ছোটো বিষয়ই তাঁকে আমাদের কাছে প্রিয় করে তুলেছে, কারণ সেগুলি আমাদের সঙ্গে তাঁর বিস্ময়কর অন্তরঙ্গতা প্রদর্শন করে—আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তি(গত জীবনের খুঁটিনাটি তিনি জানেন।

"প্রভু পরমে(্বর তাদেরই দেন পথের নির্দেশ..." (গীতসংহিতা ২৫ ১২)। শু(তে, আমরা জানতে চাই, ঈ(্বর আমাদের পথের নির্দেশ দিচ্ছেন কি না। কিন্তু এর পর যখন আমরা আত্মিকভাবে পরিপক্ক হই, ঈ(্বর-চেতনা আমাদের মনকে এমনভাবে জুড়ে থাকে যে, তাঁর ইচ্ছা কী, আমাদের সে-কথা জানারও প্রয়োজন হয় না, কারণ আমাদের অন্য রাস্তায় চলার চিন্তাও মনে আসে না। যদি আমরা উদ্ধার লাভ করে ও শুচিশুদ্ধ হয়ে থাকি, তবে প্রতিদিনের পছন্দের মধ্য দিয়ে ঈ(্বর আমাদের নির্দেশনা দেন। এবং আমরা যদি তাঁর অনাকাঙ্(িত কোনো বিষয়কে পছন্দ করতে উদ্যোগী হই, তিনি আমাদের এক সন্দেহের চেতনা বা বাধা দেবেন এবং সে-বিষয়ে আমাদের অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। সন্দেহ দেখা দিলেই থামুন। "আমার অবাক লাগছে, কেন আমি এটা করব না"— বলে তর্ক-বিতর্ক করবেন না। আমরা যা বাছাই করি, ঈ(্বর তাতেই আমাদের নির্দেশ দেন(অর্থাৎ, আসলে তিনি আমাদের সাধারণ বুদ্ধিকে নির্দেশনা দেন। আমরা যখন তাঁর শি(ায় ও নির্দেশনায় সমর্পিত হই, "এখন প্রভু, তোমার ইচ্ছা কী?"— এ কথা বলে তাঁর আত্মাকে আর কখনও বাধা দেব না।

৪ জুন

ঈশ্বর আমাদের কখনও ত্যাগ করেন না

“ঈশ্বর বলেছেন, আমি কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করব না, বা তোমাকে অসহায় অবস্থায় ফেলব না” (হিব্রীয় ১৩ ৫)।

আমার চিন্তাধারা কোন পথে চলে? ঈশ্বর যা বলেন, আমি কি তা শুনি, না আমার ভয়কেই প্রাধান্য দিই? ঈশ্বর যা বলেন, আমি কি শুধু তারই পুনরাবৃত্তি করছি, না আমি তাঁর কথায় কর্ণপাত করতে শিখছি এবং তার পর তাঁর কথার উত্তর দিচ্ছি? “...ঈশ্বর বলেছেন, আমি কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করব না, বা তোমাকে অসহায় অবস্থায় ফেলব না। সুতরাং আমরা সাহস করে বলতে পারি, প্রভু আমার সহায়,আমি ভয় করব না। লোকে আমার কী করবে?” (১৩ ৫-৬)।

আমি কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করব না...” — কোনো কারণেই নয়(আমার পাপ, স্বার্থপরতা, অনমনীয়তা বা বিপথগামিতা, কোনো কারণেই নয়। আমি কি সত্যিই ঈশ্বরকে বলতে দিয়েছি যে, তিনি আমাকে কোনো দিনই পরিত্যাগ করবেন না? ঈশ্বরের কাছ থেকে আমি যদি এই নিশ্চয়তা না শুনে থাকি, তা হলে আমি যেন আবার শোনার জন্য প্রস্তুত থাকি।

“আমি কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করব না .....।” কখনও কখনও এ জীবনের প্রতিবন্ধকতা নয়, কিন্তু এর নীরবতা আমাকে চিন্তা করতে বাধ্য করে যে, ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করবেন। যখন বড়ো ধরনের কোনো প্রতিবন্ধকতা জয় করার নেই, ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনো দর্শন নেই, বিস্ময়কর বা সুন্দর কোনো বিষয় নেই — শুধু জীবনের প্রাত্যহিক কর্ম—এ সমস্তের মধ্যেও কি আমি ঈশ্বরের নিশ্চয়তা শুনতে পাই?

আমাদের ধারণা যে, ঈশ্বর কোনো ব্যতিক্রমী কাজ করতে চলেছেন—ভবিষ্যতের কিছু অনন্যসাধারণ কাজের জন্য তিনি আমাদের প্রস্তুত ও যোগ্য করে তুলছেন। কিন্তু যখন আমরা তাঁর অনুগ্রহে বৃদ্ধিলাভ করি, আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর এখন এবং এখানে, ঠিক এই মুহূর্তে নিজেকে গৌরবান্বিত করছেন। আমাদের পশ্চাতে যদি ঈশ্বরের নিশ্চয়তা থাকে, সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যজনক সার্মথ্য হয়ে যায় আমাদের, এবং অতি সাধারণ দিনে, অতি সাধারণ জীবনেও আমরা ঈশ্বরের স্তুতি ও তাঁর মহিমাকীর্তন করতে শিখি।

৫ জুন

ঈশ্বরের নিশ্চয়তা

"...ঈশ্বর বলেছেন, ...সুতরাং আমরা সাহস করে বলতে পারি..." (ইব্রীয় ১৩ ৫-৬)।

ঈশ্বর আমাকে যে-নিশ্চয়তা দিয়েছেন, তারই উপর ভিত্তি করে আমার নিশ্চয়তাকে গড়ে তুলতে হবে। ঈশ্বর বলেন, "আমি কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করব না...", এই জন্যই যে, আমি যেন তখন সাহস করে বলতে পারি, "প্রভু আমার সহায়, আমি ভয় করব না" (১৩ ৫-৬)। অন্যভাবে বলা যায়, আমি ভয়ের দ্বারা আমার মনকে আচ্ছন্ন হতে দেব না। এর অর্থ নয় যে, আমি ভয় পাব না, কিন্তু আমি ঈশ্বরের নিশ্চয়তার কথা স্মরণ করব। কোনো শিশু যেমন তার পিতার মানে পৌঁছবার জন্য লড়াই করে, আমি তেমনই সাহসে পরিপূর্ণ থাকব। বহু মানুষের চিন্তায় যখন ভয় অনুপ্রবেশ করে, তাদের বিশ্বাস স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং তারা ঈশ্বরের নিশ্চয়তার অর্থ ভুলে যায়— তারা গভীর আত্মিক শ্বাস নিতে ভুলে যায়। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের নিশ্চয়তার বাণীর প্রতি কর্ণপাত করাই আমাদের জীবন থেকে ভয়কে দূর করার একমাত্র পথ।

আপনি কীসে ভয় পাচ্ছেন? ভয় যেজন্য হোক, আপনি ভীত নন, আপনি এর মুখোমুখি দাঁড়াতে প্রস্তুত, তবু আপনার মনে তখনও ভয় রয়েছে। যখন মনে হবে, আপনাকে সাহায্য করার কেউ নেই, আপনি নিজেকে বলুন, "এই মুহূর্তে, এমনকী আমার বর্তমান পরিস্থিতিতে 'প্রভু আমার সহায়'।" বলার আগে আপনি কি ঈশ্বরের কথা শোনার শিক্ষা করছেন, অথবা আপনার বলা-কথা অনুসারে ঈশ্বরের বাক্যকে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করছেন? পিতার নিশ্চয়তাকে আঁকড়ে ধরুন এবং তার পর অটল সাহসের সঙ্গে বলুন, "আমি ভয় করব না।" আমাদের চলার পথে কোন মন্দ, কোন ভুল আসছে, কিছু যায়-আসে না, "কারণ ঈশ্বর বলেছেন, আমি কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করব না....।"

মানবিক দুর্বলতা আর একটি বিষয়, যা ঈশ্বরের নিশ্চয়তার বাক্য এবং আমাদের নিজস্ব কথা এবং চিন্তার মাঝে এসে দাঁড়ায়। যখন আমরা উপলব্ধি করি, আমরা এতই দুর্বল যে, প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি না, প্রতিকূলতা তখন দৈত্যাকার গ্রহণ করে এবং আমরা হয়ে উঠি ফড়িং-এর মতো, ঈশ্বরের অস্তিত্ব তখন হারিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের প্রতি ঈশ্বরের নিশ্চয়তাকে স্মরণ করুন — "*আমি কখনও তোমাকে ত্যাগ করব না।*" ঈশ্বরের মূলসুর শোনার পর আপনি কি গান গাইতে শিখেছেন? আমাদের মনে কি অবিরত এমন সাহস রয়েছে যে, আমরা বলতে পারি, "প্রভু আমার সহায়," অথবা ভয়ের কাছে আমরা নতিস্বীকার করেছি?

৬ জুন

ঈ(রআপনার মধ্যে যে "প্রেরণা জোগাচ্ছেন", তার জন্য "সত্রি(য় হোন"

"*... নিজের নিজের পরিত্রাণের জন্য সত্রি(য় হও।...ঈ(রেরই তোমাদের প্রেরণা জোগাচ্ছেন*" (ফিলিপীয় ২ ১২ ১৩)।

আপনার ইচ্ছা ঈ(রের ইচ্ছার সঙ্গে মিলে যায়, কিন্তু আপনার মাংসের মধ্যে যে প্রকৃতি রয়েছে, আপনি যা করা উচিত বলে মনে করেন, তা করার শত্তি(দেয় না। প্রভু যখন প্রাথমিকভাবে আমাদের বিবেকের সংস্পর্শে আসেন, আমাদের বিবেক প্রথমেই আমাদের ইচ্ছার জাগরণ ঘটায় এবং আমাদের ইচ্ছা সর্বদা ঈ(রের ইচ্ছার সঙ্গে মিলে যায়। "কিন্তু আমার ইচ্ছা ঈ(রের ইচ্ছার অনুসারী কি না আমি জানি না।" যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত ক(ন এবং আপনি দেখতে পাবেন যে, আপনার ইচ্ছা এবং আপনার বিবেক সব সময়েই ঈ(রের ইচ্ছার সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে। "আমি আজ্ঞা মানব না"— যে কারণে আপনি এ কথা বলেন, তা আপনার ইচ্ছার চেয়ে কিছুটা কম গভীর এবং এর ভেদ্যতাও কম। এ বিকৃতি বা অনমনীয়তা, এবং এ দুটি কখনও ঈ(রের সঙ্গে সহমত হয় না। মানুষের মধ্যে তার সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ বিষয় হল, তার ইচ্ছা, তার পাপ নয়।

ঈ(রের মানবসৃষ্টিতে ইচ্ছা একটি অত্যাবশ্যক উপাদান — পাপ একটি বিকৃত প্রকৃতি যা মানুষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। নবজন্মপ্রাপ্ত ব্যত্তি(র ইচ্ছার উৎস হলেন সর্বশত্তি(মান ঈ(র। "তোমাদের ইচ্ছা ও কর্ম যাতে যা তাঁর মনমতো হয়, তার জন্য ঈ(রেরই তোমাদের অন্তরে প্রেরণা জোগাচ্ছেন।" কেন্দ্রীভূত মনোযোগ এবং সতর্কতার সঙ্গে ঈ(র আপনার মধ্যে যে "প্রেরণা" জোগাচ্ছেন, তাতে "সত্রি(য়" হতে হবে— "আপনার নিজস্ব পরিত্রাণ" সম্পন্ন বা অর্জন করার জন্য নয়, কিন্তু "সত্রি(য় হোন" যেন প্রভুর পূর্ণ ও নিখুঁত উদ্ধারণের উপর দৃঢ় অকম্পিত বি(াসভিত্তিক জ্ঞানের প্রকাশ আপনি দেখাতে পারেন। আপনি যখন তা করেন, ঈ(রের ইচ্ছাবি(দ্ধ কোনো ইচ্ছাকে সামনে আনবেন না। আপনার স্বাভাবিক পছন্দ হবে ঈ(রের ইচ্ছার অনুসারী এবং আপনার জীবনযাপন হয়ে উঠবে আপনার (াস-প্র(াসের মতোই স্বাভাবিক। অনমনীয়তা একটি মূর্খামিপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা, তা মানসিক জাগরণকে প্রত্যাখ্যান করে এবং জ্ঞানের প্রবাহকে বাধা দেয়। এক "ডিনামাইট" দিয়ে অনমনীয়তার এই বাধাকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে এবং সেই "ডিনামাইট" হল পবিত্র আত্মার প্রতি বাধ্যতা।

আমি কি বি(াস করি যে, সর্বশত্তি(মান ঈ(র আমার ইচ্ছার উৎস? ঈ(র তাঁর ইচ্ছাপূরণের জন্য শুধু আমাকে প্রত্যাশাই করেন না, কিন্তু তা পূরণ করার জন্য তিনি আমার মধ্যেই বিরাজ করেন।

৭ জুন

শক্তি(র সবচেয়ে বড়ো উৎস

“আমার নামের মহিমার জন্য যা কিছু তোমরা প্রার্থনা করবে, আমি তা পূর্ণ করব....” (যোহন ১৪ ১৩)।

আমার জীবনের গভীরে লুকিয়ে থাকা এই বিনতির পরিচর্যা আমি কি পূর্ণ করছি? প্রকৃত বিনতিতে প্রতারিত হবার কোনো ফাঁদ বা কোনো বিপদ নেই অথবা গর্ব প্রকাশ করার অবকাশ নেই। এ এক গোপন পরিচর্যা যা এমন ফল উৎপন্ন করে যার মধ্য দিয়ে পিতা মহিমান্বিত হন। আমার অধ্যাত্মজীবনকে আমি অপচয়িত হতে দিচ্ছি, অথবা সমস্ত বিষয়কে আমি একই কেন্দ্রবিন্দুতে — আমার প্রভুর প্রায়শ্চিত্তে নিয়ে আসছি? আমার জীবনের প্রত্যেক আগ্রহের উপর যীশুখ্রীস্ট কি আরও, আরও অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করছেন? যদি প্রভুর প্রায়শ্চিত্ত আমার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয় বা সবচেয়ে (মতাশালী প্রভাব হয়, তা হলে আমার জীবনের প্রতি ে(ত্রে তাঁর জন্য ফল উৎপাদিত হবে।

কিন্তু (মতার এই কেন্দ্রবিন্দু কী, তা উপলব্ধি করার জন্য আমাকে অবশ্যই সময় ব্যয় করতে হবে। এ বিষয়ে মনঃসংযোগ করার জন্য আমি কি প্রতি ঘন্টায় এক মিনিট সময় দিতে প্রস্তুত আছি? “যদি তোমরা আমাতে থাক...,” অর্থাৎ যদি সেই কেন্দ্রবিন্দু থেকে আপনি সত্রি(য় হতে, চিন্তা ও কাজ করতে পারেন — “তা হলে তোমরা যা চাইবে, তা-ই পাবে” (যোহন ১৫ ৭)। আমি কি তাঁকে আশ্রয় করেছি? তাঁর মধ্যে থাকার জন্য আমি কি সময় দিচ্ছি? আমার জীবনে (মতার সবচেয়ে বড়ো উৎস কী? তা কি আমার কাজ, সেবা এবং অন্যদের জন্য আত্মত্যাগ, অথবা, ঈ(্বরের কাজ করার জন্য আমার প্রাণপণ প্রচেষ্টা? এর কোনোটিই হওয়া উচিত। নয়— প্রভুর প্রায়শ্চিত্তই আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো (মতা হওয়া উচিত যে-বিষয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করি, তা আমাদের সবচেয়ে ভালোভাবে গঠন করে না, সেই বিষয়টি গঠন করে যা আমাদের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে। খ্রীস্টের ত্রু(শের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের উপর আমাদের ইচ্ছা এবং আগ্রহের বিষয়গুলি সীমিত এবং কেন্দ্রীভূত করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

“আমার নামের মহিমার জন্য যা কিছু তোমরা প্রার্থনা করবে, আমি তা পূর্ণ করব।” যে-শিষ্য যীশুর মধ্যে বাস করেন, তিনি ঈ(্বরের ইচ্ছা এবং যাকে তাঁর স্বাধীন পছন্দ বলে মনে হয়, আসলে তা ঈ(্বরের পূর্ব-নির্ধারিত বিধিলিপি। এ কী রহস্যময়? এ কি যুক্তি(বি(দ্ধ এবং অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, কিন্তু ঈ(্বরের একজন সাধু প্রকৃতির মানুষের কাছে এ কত গৌরবময় সত্য!

৮ জুন

এর পর কী করতে হবে

“এ কথা যদি তোমরা জেনে থাক এবং তা যদি কার্যত পালন কর, তা হলে তোমরা হবে ধন্য” (যোহন ১৩ ১৭)।

অন্যদের চেয়ে বেশি জানার সিদ্ধান্ত নিন। যে-রশি আপনাকে বন্দরের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে, তা আপনি নিজেই যদি খুলে না-দেন, তা হলে ঈশ্বর এমন এক ঝড়কে ব্যবহার করবেন যে, সেই ঝড় বন্ধন ছিন্ন করে আপনাকে মাঝ সমুদ্রে নিয়ে যাবে। আপনার জীবনের সবকিছুকে ঈশ্বরের উপর ভাসমান রাখুন, তাঁর উদ্দেশ্যের প্রবল স্রোতে সমুদ্রে ভেসে যান এবং আপনার চক্ষু উন্মীলিত হবে। আপনি যদি যীশুকে বিশ্বাস করেন, পোতাশ্রয়ের ভিতরে শান্ত জলের মধ্যে থেকে আপনার সমস্ত সময় ব্যয় করতে হবে না, যা আনন্দপূর্ণ, কিন্তু সর্বদা বন্দরে বেঁধে রাখুন। আপনাকে পোতাশ্রয় থেকে বের হয়ে ঈশ্বরের অতলান্ত গভীরতায় আসতে হবে এবং বিভিন্ন বিষয় জানতে শুরু করুন— আত্মিক উপলব্ধি লাভ করতে আরম্ভ করুন।

আপনি যখন কোনো কাজ করা উচিত বলে মনে করেন এবং তা করেন, সঙ্গে-সঙ্গে আপনি আরও অনেক কিছু জানতে পারেন। পরীক্ষা করে দেখুন, কোথা থেকে আপনার আলস্য শুরু হয়েছে এবং কোথা থেকে আপনি অধ্যাত্ম-আগ্রহ হারিয়েছেন এবং আপনি দেখতে পাবেন, যে-কাজটি আপনার করা উচিত বলে মনে করেছিলেন, অথচ করেননি, ঠিক সেখান থেকেই এর সূচনা হয়েছে। আপনার সেই কাজটি না-করার কারণ, কাজটিকে আপনি জরুরি বলে মনে করেননি। কিন্তু এখন আপনার অন্তর্দৃষ্টি বা উপলব্ধি নেই, এবং সংকটের সময়ে আপনি আত্ম-নিয়ন্ত্রিত হবার পরিবর্তে আত্মিকভাবে বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়েছেন। আরও শেখবার, আরও জানবার মানসিকতাকে ত্যাগ করা বিপজ্জনক।

আজ্ঞাপালনের নকল মন এমন এক মানসিক অবস্থা যেখানে আপনি আত্মত্যাগের নিজস্ব সুযোগ সৃষ্টি করেন, এবং আপনার আগ্রহ ও উৎসাহ চিনতে ভুল হয়। রোমীয় ১২ ১-২ পদে উল্লিখিত আত্মিক শেষগতি পূরণ করার চেয়ে আত্মত্যাগ করা অনেক সহজ। আত্মত্যাগের বড়ো বড়ো কাজ করার চেয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জেনে আপনার জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করা অনেক ভালো। “....পূর্ণাহুতি কিংবা বলিদানের চেয়ে আদেশ পালনেই কি প্রভুর প্রীতি অধিক নয়... ?(১শমুয়েল১৫ ২২)। যখন ঈশ্বর চান, আপনি এমন কিছু হয়ে উঠুন যা আগে কখনও ছিলেন না, তখন আগের অবস্থায় মনঃসংযোগ করা বা ফিরে যাওয়া থেকে সাবধান হোন। “যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে চায় সে-ই বুঝবে....” (যোহন ৭ ১৭)।

৯ জুন

তা হলে এর পর কী করতে হবে?

''যে চায়, সে পায়...'' (লুক ১১ ১০)।

যদি না পেয়ে থাকেন তো চান। চাওয়ার চেয়ে কঠিন আর কিছু নেই। কিছু কিছু জিনিসের জন্য আমাদের আকাঙ্(া এবং বাসনা থাকে, এবং সেই বাসনা চরিতার্থ না হওয়ায় আমরা কষ্টভোগও করি, কিন্তু যত(ণ না আমরা নিরাশার সীমানায় পৌঁছে যাচ্ছি, আমরা চাইতে থাকব। আত্মিকভাবে বাস্তবতাবোধের অভাবে আমরা চাইতে থাকি। আপনার সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ততা এবং দারিদ্রের গভীরতার জন্য কখনও কি প্রার্থনা করেছেন? ''তোমাদের কারও যদি জ্ঞানের অভাব হয়, ঈ(্বরের কাছে প্রার্থনা কর...'' (যাকোব ১ ৫) । কিন্তু চাইবার পূর্বে আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, আপনার সত্যিই জ্ঞানের অভাব আছে। কিন্তু আপনার পছন্দ মতো যে-কোন সময়ে আপনি নিজেকে আত্মিক বাস্তবতার (ে ত্রে আনতে পারেন না। সবচেয়ে ভালো হবে, আপনি যখন একবার বুঝতে পারেন, আত্মিকভাবে আপনি বাস্তব নন, যীশুখ্রীস্টের প্রতিমূর্তির উপর নির্ভর করে ঈ(্বরের কাছে পবিত্র আত্মার অনুরোধ জানান (লুক ১১ ১৩ দেখুন)। যীশু আপনার জন্য যে-কাজ করেছিলেন, পবিত্র আত্মাই আপনার জীবনে তা বাস্তব করে তোলেন।

''যে চায়, সে পায়...''। এর অর্থ নয় যে, আপনি না চাইলে পাবেন না। এর অর্থ, আপনি যত(ণ না চাইবার মতো অবস্থায় আসছেন, আপনি ঈ(্বরের কাছ থেকে *পাবেন* না (মথি ৫ ৪৫ দেখুন)। লাভ করার যোগ্যতার অর্থ, আপনাকে ঈ(্বর-সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে আসতে হবে, এবং এর পর আপনি মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি ও স্বীকার করেন যে, এই বিষয়গুলি এসেছে ঈ(্বরের কাছ থেকে।

''তোমাদের কারও যদি জ্ঞানের অভাব হয়...।'' আপনি যদি উপলব্ধি করে থাকেন যে, আত্মিক বাস্তবতার সংস্পর্শে আসার কারণে আপনার জ্ঞানের অভাব আছে, তা হলে আপনার চোখে আবার তর্কের ঠুলি পরাবেন না। 'চাও' শব্দের আসল অর্থ, ''ভি(া কর''। কিছু মানুষ এত গরিব যে, যেন দারিদ্রের প্রতিও তাদের আগ্রহ। আমাদের মধ্যে অনেকেই আত্মিক দারিদ্রের প্রতি আগ্রহী। মনের মধ্যে কিছু পরিণাম চিন্তা করে যদি চাই, আমরা কোনোদিনই পাব না। কারণ দারিদ্র নয়, এর পশ্চাতে আছে আমাদের লালসা।

১০ জুন

এবং এর পর আর কী করতে হবে?

"...চাও, তোমাদের দেওয়া হবে..."(লুক ১১ ৯)।

যদি না পেয়ে থাকেন, তবে চান। "তোমরা প্রার্থনা করলেও তা পাও না। কারণ তোমরা মন্দ উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে থাক" (যাকোব ৪ ৩)। আপনি যদি ঈ(রের কাছ থেকে না-চেয়ে জীবনের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয় চান, তবে আপনার চাওয়া হবে "মন্দ উদ্দেশ্যে" অর্থাৎ, আপনার স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য, কামনা বাসনা পূরণের জন্য চেয়ে থাকেন। আপনি নিজেকে যত সন্তুষ্ট করবেন, ঈ(রের কাছ থেকে চাইবেন তত অল্প। "...চাও তোমাদের দেওয়া হবে...।" কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন—আপনার সমস্ত মনঃসংযোগ এবং আগ্রহ একটি বিষয়েই নিবদ্ধ রাখুন। আপনি কি কখনও সর্বান্তঃকরণে ঈ(রের সন্ধান করেছেন, অথবা কিছু যন্ত্রণাময় আবেগানুভূতির পর ঈ(রকে দুর্বল স্বরে আহ্বান করেছেন? "...চাও **[মনোনিবেশ কর]**, তোমাদের দেওয়া হবে...।"

"... হে তৃষিত মানব, তোমরা এখানে জলের কাছে এস..." (যিশাইয় ৫৫ ১)। আপনি কি (ুধার্ত, অথবা আত্মতৃপ্ত এবং অনীহ—নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনি এতই তৃপ্ত যে, ঈ(রের কাছ থেকে আর কিছুই চান না? অভিজ্ঞতা কেবল একটি দ্বার, চরম ল(্য নয়। সাবধান, অভিজ্ঞতাকে আপনার বি(াসের ভিত্তি করবেন না, তা হলে, আপনার জীবন প্রকৃত সুরে স্পন্দিত হবে না, শুধু সমালোচনাপূর্ণ আত্মাকেই প্রকাশ করবে। মনে রাখবেন, আপনি যা পেয়েছেন, তা অন্যকে দিতে পারেন না, কিন্তু তা পাবার জন্য অন্যের মনে প্রেরণা জোগাতে পারেন।

"...দ্বারে আঘাত কর, দ্বার খুলে দেওয়া হবে" (লুক ১১ ৯)। "ঈ(রের সান্নিধ্যে এস..." (যাকোব ৪ ৮)। আঘাত ক(ন—দ্বার বন্ধ এবং আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার হৃদ্স্পন্দন দ্রুতগতি হবে। "...হাতের মলিনতা ধুয়ে ফেল" (৪ ৮)। আরও জোরে আঘাত ক(ন—আপনার মনে হবে যে, আপনি অশুদ্ধ হয়ে গেছেন। "... তোমরা অন্তর শুদ্ধ কর" (৪ ৮)। এ আরও ব্যক্তি(গত হয়ে উঠছে—আপনি এখন নিরাশ ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন—আপনি যা কিছু করার জন্য প্রস্তুত। "... শোক ও বিলাপ কর..." (৪ ৯)। আপনার আন্তরজীবনের অবস্থার জন্য আপনি কি কখনও ঈ(রের সামনে দুঃখপ্রকাশ করে বিলাপ করেছেন? আত্মাদরের কোনো ভীতি অবশিষ্ট নেই, শুধু পড়ে আছে এক হৃদয়-বিদারক কঠিনতা এবং বিস্ময়, আপনি আসলে কোন প্রকৃতির ব্যক্তি(যা দেখার পর উৎপন্ন হয়। "...মাথা নত কর..." (৪ ১০)। ঈ(রের দ্বারে আঘাত করা এক বিনম্র অভিজ্ঞতা — ত্রু(শবিদ্ধ দস্যুর সঙ্গে আপনাকে আঘাত করতে হবে। "... যে দ্বারে আঘাত করে, তার জন্য দ্বার খুলে দেওয়া হয়" (লুক ১১ ১০)।

১১ জুন

সেখানে উপস্থিত থাকা

"... আমার কাছে এস ..." (মথি ১১ ২৮)।

যেখানে পাপ এবং দুঃখের অবসান হয়, সেখানে পবিত্রজনের স্তুতি শু(হয়। আমি কি সত্যিই এ রকম স্থানে আসতে চাই? আমি এখনই তা পারি। জীবনের যে প্র(গুলি সত্যিই গু(ত্বপূর্ণ, তার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে অল্প। এবং এই বাণীর মধ্য দিয়ে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে — "... আমার কাছে এস ...।" আমাদের প্রভু বলেন না যে, "এটা কর, বা ওটা কোরো না", তিনি বলেন, "আমার কাছে এস।" আমি যদি কেবল যীশুর কাছে আসি, আমার বাস্তব জীবন আমার বাস্তব ইচ্ছার সঙ্গে সমছন্দে স্পন্দিত হবে। আমি পাপ থেকে দূরে সরে যাব এবং দেখব, আমার জীবনের সূচনায় রয়েছে প্রভুর গীত।

আপনি কি কখনও যীশুর কাছে এসেছেন? আপনার অন্তরের কাঠিন্যর প্রতি দৃষ্টিপাত ক(ন। "আমার কাছে এস" — এই শিশুসুলভ সহজ কাজটি করার পরিবর্তে আপনি বরং অন্য যে-কোনো কাজ করতে চাইবেন। আপনি যদি সত্যিসত্যিই পাপ-রহিত হবার অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান, তবে আপনাকে যীশুর কাছে আসতেই হবে।

আপনার অকৃত্রিমতা নির্ধারণের জন্য যীশুখ্রীস্ট নিজেকে পরী(ায় পরিণত করেছেন। তিনি '*এস*' শব্দটি কীভবে প্রয়োগ করেছিলেন, ল(ক(ন। আপনার জীবনের একেবারেই অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে প্রভুর অস্ফুট স্বর শুনতে পান — "আমার কাছে এস," এবং আপনি তৎ(ণাৎ তাঁর প্রতি আকর্ষিত হন। যীশুর সঙ্গে ব্যক্তি(গত সংযোগ সবকিছুর পরিবর্তন ঘটায়। তাঁর কাছে আসার জন্য এবং তিনি যা বলেন, তাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট "মূর্খতা" দেখান। তাঁর কাছে আসার জন্য আপনার এক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন — আপনার ইচ্ছা সবকিছু ত্যাগ করার জন্য সিদ্ধান্ত নেবে এবং স্বেচ্ছায় এর সবকিছু তাঁর কাছে সমর্পণ করবে।

"... আমি দেব তোমাদের বিশ্রাম" — অর্থাৎ "অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য আমি তোমাকে শক্তি(দান করব।" তিনি বলছেন না যে, "আমি তোমাকে বিছানায় শয়ন করাব, তোমার হাত ধরে রাখব এবং ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে তোমাকে ঘুম পাড়াব।" কিন্তু তাঁর বক্ত(ব্যের নির্যাস, "আমি তোমাকে শয্যা থেকে তুলব, তোমার অবসন্নতা, তোমার শ্রান্তি থেকে তোমাকে বের করে আনব এবং তুমি জীবিত, তাই তোমার অর্ধমৃত অবস্থা থেকে তোমাকে র(া করব। আমি তোমাকে জীবনীশক্তি(দেব, এবং মহত্বপূর্ণ সক্রি(য়তার সিদ্ধতার দ্বারা তুমি র(া পাবে।" তবু আমরা কতই দুর্বল ও ক(ণার পাত্র হয়ে উঠি এবং প্রভুর ইচ্ছাকে "কষ্ট দেবার" মতো কথা বলি! এর মধ্যে ঈ(র-পুত্রের মহিমময় প্রাণবন্ততা এবং পরাক্র(ম কোথায়?

১২ জুন

সেখানে উপস্থিত থাকা

"... তাঁরা বললেন, কোথায় আপনি থাকেন গু(দেব? তিনি বললেন, এস, দেখতে পাবে" (যোহন ১ ৩৮-৩৯)।

যেখানে আমাদের স্বার্থপরতা নিদ্রিত থাকে এবং প্রকৃত স্বার্থ থাকে জাগরিত। "... তাঁরা...সেইদিন তাঁর সঙ্গেই কাটালেন ...।" আমাদের মধ্যে অনেকেই এ রকম করে থাকি। আমাদের জীবনের নিজস্ব বাস্তবতায় জাগরণের জন্য আমরা স্বল্পকাল তাঁর সঙ্গে অতিবাহিত করি। আমাদের স্বার্থ জাগ্রত হয় এবং তাঁর সঙ্গে থাকার সময় অতীত হয়ে যায়, তবু জীবনের এমন কোনো পরিস্থিতি নেই, যার মধ্যে আমরা যীশুর সঙ্গে থাকতে পারি না।

"... তুমি যোহনের পুত্র শিমোন, তোমার নাম হবে কৈফা অর্থাৎ পাথর" (১ ৪২)। ঈ⁄ের আমাদের জীবনের সেইসব স্থানে নতুন নাম লেখেন, যেখানে আমাদের গর্ব, অত্যধিক আত্মবি⁄াস এবং স্বার্থকে মুছে দেন। আমাদের অনেকেরই জীবনে আত্মিক হামের মতো, কিছু কিছু স্থানে নতুন নাম লেখা থাকে, এবং সেই (ত্রগুলি ঠিক আছে বলেই আমরা মনে করি। যখন আমরা সবচেয়ে ভালো আত্মিক অবস্থায় থাকি, আপনার মনে হবে যে, আমরা উচ্চতম গুণান্বিত সাধুপু(ষ। কিন্তু আমরা যখন সেই অবস্থায় থাকি না, তখন আমাদের দেখার মতো সাহস আপনার হবে না। একজন প্রকৃত শিষ্য তিনিই, যাঁর সর্বত্র নতুন নাম লিখিত আছে — স্বার্থ, গর্ব এবং অত্যধিক আত্মবি⁄াস মুছে গেছে।

গর্ব হল আমাদের "অহং"-কে দেবতায় পরিণত করার পাপ। আমাদের কেউ কেউ ফ্যারিসীদের মতো নয়, কর-সংগ্রাহকদের মতো (লুক ১৮ ৯-১৪ দেখুন) এই কাজ করে থাকি। কারণ আপনি বলেন, "আমি সাধু নই" — গর্বের মানবিক মানদণ্ড অনুসারে তা গ্রহণীয়, কিন্তু এ অবচেতনভাবে ঈ⁄ের-নিন্দা। নিজেকে সাধু করতে গিয়ে আপনি ঈ⁄েরকে তুচ্ছ করেন, যেন বলতে চান, আমি অত্যন্ত দুর্বল ও হতাশ এবং খ্রীস্টের ত্রু(শের প্রায়শ্চিত্তের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আপনি সাধু নন কেন? হতে পারে, আপনি সাধু হতে চান না, অথবা আপনি বি⁄াস করেন না যে, ঈ⁄ের আপনাকে সাধু ব্যক্তি(তে পরিণত করতে পারেন। আপনি বলেন, ঈ⁄ের যদি আপনাকে উদ্ধার করে সরাসরি স্বর্গে নিয়ে যান, সেটাই ভালো হবে। তিনি তো তা-ই করবেন! আমরা শুধু তাঁর আশ্রয়ে বাসই করব না, কিন্তু যীশু তাঁর পিতার এবং নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন, "... আমরা উভয়ে তার কাছে আসব, বাস করব তার সঙ্গে" (যোহন ১৪ ২৩)। আপনার জীবনে কোনো শর্ত আরোপ করবেন না — আপনার জন্য যীশুকে সবকিছু করতে দিন, এবং তিনি আপনাকে তাঁর সঙ্গে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন — শুধু একদিনের জন্য নয়, অনন্তকালের জন্য।

১৩ জুন

সেখানে উপস্থিত থাকা

"এস, আমার অনুসরণ কর" (লুক ১৮ ২২)।

যেখানে আমাদের নিজস্ব বাসনার মৃত্যু ঘটে ও পবিত্রীকৃত সমর্পণ জীবিত থাকে। যীশুর কাছে আসার একটি অন্যতম সবচেয়ে বড়ো বাধা হল, আমাদের নিজস্ব স্বভাবের অজুহাত দেওয়া। আমাদের স্বভাব এবং আমাদের স্বভাবজ বাসনাকে আমরা যীশুর কাছে আসার পথে বাধা করে তুলি। তবু যখন আমরা যীশুর কাছে আসি, প্রথম যে-বিষয়টি আমরা উপলব্ধি করি, তা হল, আমাদের স্বভাবজ বাসনার প্রতি তিনি দৃষ্টি দেন না। আমাদের ধারণা, আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের দান উৎসর্গ করতে পারি। কিন্তু যা আপনার নয়, তা আপনি ঈশ্বরকে উৎসর্গ করতে পারেন না। আসলে, মাত্র একটি জিনিস আপনি ঈশ্বরকে উৎসর্গ করতে পারেন, আর তা হল, আপনার নিজের উপর আপনার নিজের অধিকার (রোমীয় ১২ ১ দেখুন)। আপনি যদি ঈশ্বরকে আপনার নিজের উপরের অধিকার দিয়ে দেন, তিনি আপনাকে নিয়ে একটা পবিত্র পরীক্ষা করবেন — এবং তাঁর পরীক্ষাগুলি সব সময়েই সফল হয়। অভ্যন্তরীণ সৃজনশীলতাই ঈশ্বরের একজন পবিত্রজনের একটি প্রকৃত অভিজ্ঞান — যা যীশুখ্রীস্টের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ থেকে বাহিত হয়। পবিত্রজনের জীবনে এই বিস্ময়কর নির্ঝর থাকে, যা আদি জীবনের নিরবচ্ছিন্ন উৎস। ঈশ্বরের আত্মা একটি নির্ঝর, যা থেকে অবিরত নির্মল স্রোতধারা উৎসারিত হয়ে চলেছে। পবিত্রজন উপলব্ধি করেন যে, ঈশ্বরই তাঁর পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন; সেইসঙ্গে সেখানে কোনো অভিযোগ থাকে না, থাকে শুধু যীশুর প্রতি অনিয়ন্ত্রিত সমর্পণ। আপনার অভিজ্ঞতাকে কখনও অন্যের জন্য নীতিবাক্য করে তুলবেন না, কিন্তু আপনার মতোই অন্যদের জীবনেও ঈশ্বরকে সৃষ্টিশীল ও মৌলিক হতে দিন।

আপনি যদি সবকিছুই যীশুর কাছে বিলিয়ে দেন, এবং তিনি যখন বলেন, "এস", আপনি তাঁর কাছে আসেন, তিনি অবিরত আপনার মধ্য দিয়ে বলবেন, "এস।" খ্রীস্টের সেই "এস" প্রতিধ্বনিত করার জন্য আপনি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বেন। যাঁরা যীশুর কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করেছেন ও তাঁর কাছে এসেছেন, এটাই তাঁদের পরিণতি।

আমি কি তাঁর কাছে এসেছি? আপনি কি *এখন* তাঁর কাছে আসবেন?

১৪ জুন

শু(ক(ন!

"... আমার সঙ্গে সংযুক্ত(হয়ে থাক ..." (যোহন ১৫ ৪)।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়। খ্রীস্টের ত্রু(শের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের পথ ধরে আমার মধ্যে যীশুর আত্মাকে স্থাপন করা হয়েছে। এর পর, আমার প্রভুর সঙ্গে একে নিখুঁত ঐক্যে আনার জন্য আমার চিন্তাকে ধৈর্য ধরে গড়ে তুলতে হবে। ঈ(্বর আমাকে যীশুর মতো চিন্তা করতে সাহায্য করবেন না — আমাকে নিজেকেই তা করতে হবে। আমাকে "সমস্ত ভাবনা-চিন্তার মোড় ফিরিয়ে খ্রীস্টের বশে" আনতে হবে (২ করিন্থীয় ১০ ৫)। "আমার সঙ্গে সংযুক্ত(হয়ে থাক" — বুদ্ধিগত বিষয়ে, অর্থনৈতিক বিষয়ে, মানব জীবনের সমস্ত বিষয়ে। আমাদের জীবন এক সীমিত ((ত্রের জন্য নির্মিত হয়নি।

আমি কি এ কথা বলে ঈ(্বরকে আমার পরিস্থিতিতে কাজ করতে দিচ্ছি না যে, এ তাঁর এবং আমার সম্পর্কের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে? এ কত অপ্রাসঙ্গিক ও অশ্রদ্ধেয়! আমার পরিস্থিতি যা-ই হোক, কোনো পার্থক্য নেই। যে-কোনো প্রার্থনা সভার মতোই আমি যে-কোনো পরিস্থিতিতেই যীশুর সঙ্গে আমার সংযুক্তি(নিয়ে নিশ্চয়তা লাভ করতে পারি। নিজে থেকেই আমার পরিস্থিতিকে পরিবর্তন বা সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রভুর আন্তরবাস ছিল পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক। তাঁর শরীরী অবস্থান যেখানেই থাকুক, তিনি ঈ(্বরের সঙ্গে সর্বত্র উপস্থিত থাকতেন। তিনি নিজে কখনও পরিস্থিতিকে বেছে নেননি, কিন্তু তাঁর জন্য পিতার যে-পরিকল্পনা ও নির্দেশনা ছিল, তা তিনি বিনম্র অন্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমাদের প্রভুর জীবন কত আশ্চর্যজনক প্রশান্তিময় ছিল! আমাদের জীবনে ঈ(্বরকে আমরা উত্তেজনার চরমে স্থান দিতে চাই। আমাদের মধ্যে জীবনের কোনো শান্তি থাকে না, যা "খ্রীস্টের সঙ্গে ঈ(্বরে নিহিত রয়েছে" (কলসীয় ৩ ৩)।

যেসমস্ত বিষয় আপনাকে খ্রীস্টের সঙ্গে সংযুক্ত(থাকতে দেয় না, সে-বিষয়ে চিন্তা ক(ন। আপনি বলেন, "হ্যাঁ, প্রভু, আর এক মিনিট — আমার এখনও এ কাজটা করতে বাকি আছে। এই কাজটা শেষ হওয়ামাত্র বা এই সপ্তাহ শেষ হলেই আমি তোমার সঙ্গে থাকব। সব ঠিক হয়ে যাবে, প্রভু। আমি তখন তোমার সঙ্গে থাকব।" শু(ক(ন — *এখনই* থাকতে শু(ক(ন। প্রাথমিক স্তরে, এ জন্য আপনাকে অবিরত চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু পরবর্তী কালে, এ আপনার জীবনের এমন একটি অঙ্গ হয়ে উঠবে যে, কোনো রকম সচেতন প্রয়াস ব্যতীতই আপনি তাঁর মধ্যে বাস করতে থাকবেন। আপনি বর্তমানে যেখানেই থাকুন, বা ভবিষ্যতে যেখানেই থাকবেন, এখনই যীশুর সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক(ন।

১৫ জুন

শু(ক(ন!

"... তোমাদের বি(্বাসের সঙ্গে ..." (২ পিতর ১ ৫)।

নীরস কাজের বিষয়ে। এই অংশে পিতর বলেছেন যে, আমরা "ঈ(্বরীয় স্বভাবের সহভাগী" হয়েছি এবং ঐ(্বরিক স্বভাব গড়ে তোলার দিকে মনঃসংযোগ করে আমাদের "সম্পূর্ণ যত্ন প্রয়োগ" করতে হবে (১ ৪-৫)। চরিত্র বলতে যা বোঝায়, আমাদের জীবনে সেগুলি "সংযুক্ত(" করতে হবে।

প্রাকৃতিক বা অতিলৌকিক চরিত্র নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না(চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে হয়। আমরা স্বভাব নিয়েও জন্মাই না — ঈ(্বর আমাদের অন্তরে যে নতুন জীবন স্থাপন করেছেন, তার ভিত্তিতে আমাদের ঐ(্বরিক স্বভাব গড়ে তুলতে হবে। আমরা ঈ(্বরের নিখুঁত, উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ নই, কিন্তু যেন প্রতিদিনের সাধারণ জীবনে ঈ(্বরের অনুগ্রহের অলৌকিকতাকে প্রদর্শন করতে পারি। নীরস কাজ হল আসল চরিত্রের পরী(া। আমাদের অধ্যাত্মজীবনের সবচেয়ে বড়ো বাধা হল যে, আমরা শুধু বড়ো বড়ো কাজ করতে চাই। কিন্তু যীশু "একখানা তোয়ালে কোমরে জড়ালেন। ... এবং শিষ্যদের পা ধুইয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করলেন" (যোহন ১৩ ৩-৫)।

আমাদের সকলের জীবনেই এমন সময় এসেছে, যখন জীবনে কোনো আলোর ইশারা, কোনো রোমাঞ্চ ছিল না, যখন আমরা প্রতিদিনের (টিন মাফিক সাধারণ কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। বাস্তবিক, ঈ(্বরলব্ধ আমাদের মহান অনুপ্রেরণার সময়ে জীবনের দৈনন্দিন নির্ঘণ্টই আমাদের উদ্ধারের ঐ(্বরিক পন্থা। প্রত্যাশা করবেন না যে, ঈ(্বর আপনাকে তাঁর রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলি দেবেন, কিন্তু জীবনের সেই নীরস, বিস্বাদ মুহূর্তগুলিতে ঈ(্বরের শক্তি(তে বেঁচে থাকতে শিখুন।

পিতর এখানে যা "সংযোগ" করার কথা বলেছেন, আমাদের প(সে-কাজ কষ্টকর। আমরা বলি, আমরা আশা করি না যে, ঈ(্বর আমাদের বিনা আয়াসে স্বর্গে নিয়ে যাবেন, কিন্তু তবু আমরা এমন কাজ করি, যাতে মনে হয়, আমাদের প্রত্যাশা সেটাই! আমাকে উপলব্ধি করতে হবে যে, জীবনের (ু দ্রতম বিষয়ে আমার বাধ্যতার পশ্চাতে আছে ঐ(্বরিক অনুগ্রহের সর্বশক্তি(মান (মতা। আমি যদি আমার কর্তব্য করি, শুধু কর্তব্যের খাতিরে নয়, ঈ(্বর আমার সকল পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন — এই বি(্বাসে, তা হলে, আমার বাধ্যতার মুহূর্তে — খ্রীস্টের ত্রু(শের দ্বারা মহিমময় প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে আমি ঈ(্বরের আশ্চর্য অনুগ্রহ লাভ করি।

১৬ জুন

আপনি কি আপনার জীবন বিসর্জন দেবেন?

“... বন্ধুর জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে মহত্তর প্রেমের প্রকাশ আর কিছুতেই নেই।... তোমাদের আমি বন্ধু বলেছি ...”(যোহন ১৫ ১৩,১৬)।

যীশু আমাকে তাঁর জন্য মৃত্যুবরণ করতে নয়, জীবন বিসর্জন দিতে বলেছিলেন। পিতর প্রভুকে বলেছিলেন, “... আমি আপনার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত”, এবং তাঁর কথার অর্থও ছিল তা-ই (যোহন ১৩ ৩৭)। তাঁর বীরত্ববোধ ছিল বড়ো ধরনের। পিতরের মতো একই উক্তি(করার অযোগ্যতা আমাদের জন্য একটি মন্দ বিষয় হবে — কেবল আমাদের বীরত্ববোধের মধ্য দিয়ে আমাদের কর্তব্যবোধ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায়। প্রভু কি আপনাকে কখনও জিজ্ঞাসা করেছেন, “... সত্যিই কি তুমি আমার জন্য জীবন দিতে পারবে?” (যোহন ১৩ ৩৮)। ঈ্বরের উচ্চ আহ্বানের উপলব্ধি নিয়ে আপনার জীবনকে প্রতিনিয়ত বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে মৃত্যুবরণ করা সহজ। আমরা জীবনের উজ্জ্বল মুহূর্তের জন্য সৃষ্ট নই, কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের জীবনপথে সেগুলির আলোকে আমাদের পথ চলতে হবে। যীশুর জীবনে পর্বতে রূপান্তরই ছিল একমাত্র উজ্জ্বল মুহূর্ত। এখানেই তিনি দ্বিতীয় বারের জন্য নিজেকে মহিমাশূন্য করেছিলেন। এবং এর পর তিনি মন্দআত্মাগ্রস্ত উপত্যকায় নেমে এলেন (মার্ক ৯ ১-২৯ দেখুন)। তাঁর পিতার ইচ্ছাসিদ্ধির জন্য যীশু তেত্রিশ বছর ধরে তাঁর জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। “তিনি আমাদের জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। এর দ্বারাই আমরা জানতে পেরেছি প্রেমের স্বরূপ কী। সুতরাং আমাদের কর্তব্য, আমরাও যেন ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য নিজেদের প্রাণ দান করি” (১ যোহন ৩ ১৬)। অবশ্য, এ রকম করা আমাদের মানব-স্বভাব বি(দ্ধ।

আমি যদি যীশুর বন্ধু হই, আমি স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে তাঁর জন্য জীবন বিসর্জন দেব। এ কাজ করা কঠিন এবং এ কঠিন হওয়ার জন্য ঈ্বরকে ধন্যবাদ। আমাদের কাছে পরিত্রাণ সহজলভ্য, কারণ এ জন্য ঈ্বরকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। কিন্তু আমার জীবনে পরিত্রাণের প্রকাশ দেখান কঠিন। ঈ্বর একজন মানুষকে উদ্ধার করেন, তাকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করেন এবং এর পর তিনি বলেন, “একে তোমার জীবনে সত্রি(য় করে তোল এবং তোমার চারপাশের সবকিছুর প্রকৃতি তোমাকে অবি্বস্ত হতে প্ররোচিত করলেও তুমি আমার প্রতি বি্বস্ত থাক।” এবং যীশু আমাদের বলেন, “... আমি তোমাদের বন্ধু বলেছি...।” আপনার বন্ধুর প্রতি বি্বস্ত থাকুন। মনে রাখবেন, তাঁর মান-সম্মান আপনার শারীরিক জীবনের উপর তিনি ন্যস্ত করেছেন।

১৭ জুন

অপরের সমালোচনা করা থেকে সাবধান

“তোমরা অপরের বিচার কোরো না ...”(মথি ৭ ১)।

অপরের বিচার করা প্রসঙ্গে যীশুর নির্দেশ অত্যন্ত সহজ। তিনি বলেন, “*কোরো না।*” গড়পড়তা খ্রীস্টানই সবচেয়ে বেশি সমালোচক। মানুষের সাধারণ কাজ হল সমালোচনা করা, কিন্তু আধ্যাত্মিক ৫(ত্রে সমালোচনা দ্বারা কিছুই সাধিত হয় না। যার সমালোচনা করা হচ্ছে, সমালোচনা তার শক্তি(কে বিভাজিত করে দেয়। একমাত্র পবিত্র আত্মাই যথার্থ সমালোচক, এবং আঘাত বা (তবি(ত না-করে, একমাত্র তিনিই আমাদের ত্রুটি দেখিয়ে দিতে স(ম। সমালোচনার মনোবৃত্তি নিয়ে আপনি কিছুতেই ঈ(্বরের সাহচর্যে প্রবেশ করতে পারেন না। সমালোচনা আপনাকে কঠোর, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং নিষ্ঠুর করে তোলে। এবং যে-কোনভাবেই হোক, নিজেকে অন্যদের চেয়ে উচ্চ স্তরের বলে মনে করেন, যা আপনাকে সান্ত্বনা দেয় এবং নিজেই নিজের প্রশংসা করেন। যীশু বলেন, তাঁর শিষ্য হিসাবে আপনার প্রকৃতিকে এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যা কখনই সমালোচনামূলক হবে না। এই মনোবৃত্তি অকস্মাৎ গড়ে উঠবে না, কিন্তু কিছু সময়ের ব্যবধানে তা অবশ্যই গড়ে উঠবে। যা আপনাকে উচ্চতর স্তরের ব্যক্তি(বলে মনে করতে শেখায়, এমন চিন্তা থেকে সর্বদা সতর্ক থাকুন।

যীশু আমার জীবনে তন্নতন্ন অনুসন্ধান করতে চান — এ থেকে আমার অব্যাহতি নেই। যদি আমি আপনার চোখে এক টুকরো কাঠ দেখতে পাই, এর অর্থ, আমার চোখে কড়িকাঠ আছে (৭ ৩-৫ দেখুন)। আপনার মধ্যে আমি যা কিছু ত্রুটি দেখতে পাই, ঈ(্বর আমার মধ্যে তা-ই দেখেন। যতবার আমি অপরের বিচার করি, তত বারই আমি নিজেকে দোষী করি (রোমীয় ২ ১৭-২৪ দেখুন)। অপরের জন্য মাপদণ্ড খুঁজে বেড়ানো বন্ধ ক(ন। প্রত্যেক ব্যক্তি(র পরিস্থিতিতে, অন্য আরও একটি তথ্য আছে, যে-সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। ঈ(্বর প্রথম যে-কাজটি করেন, তা হল, তিনি আমাদের আদ্যোপান্ত আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা দেন। এর পর, আমাদের মধ্যে গর্বের আর কোনো চিহ্(থাকার সম্ভাবনা নেই। আমি কখনও এমন লোকের সন্ধান পাইনি, যার সম্পর্কে আমি হতাশ হয়েছি বা সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলেছি, যখন উপলব্ধি করেছি, ঈ(্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত আমার অন্তরে কী আছে।

১৮ জুন

যীশুকে চিনতে থাকুন

"... নৌকা থেকে নেমে পিতর জলের উপর দিয়ে হেঁটে যীশুর দিকে এগিয়ে চললেন। কিন্তু বাতাসের জোর দেখে তিনি ভয় পেলেন ..." (মথি ১৪ ২৯-৩০)।

বাতাস সত্যিই ছিল প্রবল, আর ঢেউ ছিল উঁচু উঁচু, কিন্তু পিতর প্রথমে সে-দিকে দৃষ্টি দেননি। তিনি সে-সমস্ত নিয়ে আদৌ ভাবেননি(তিনি শুধু তাঁর প্রভুকে চিনেছিলেন এবং প্রভুকে জেনে তিনি পা বাড়ালেন — "জলের উপর দিয়ে হেঁটে যীশুর দিকে এগিয়ে চললেন।" এর পর, তিনি তাঁর চারপাশের পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে শু(করলেন, এবং ডুবতে লাগলেন। আমাদের প্রভু তাঁকে ঢেউয়ের উপর দিয়ে হাঁটার যেমন সামর্থ্য দিয়েছিলেন, তার নিচে দিয়ে হাঁটার (মতা দেননি কেন? তিনি পারতেন, কিন্তু পিতরের প্রভু যীশুকে চেনার কাজ চালু না থাকা পর্যন্ত এই দুটি কাজের কোনোটিই হতে পারে না।

কতকগুলি বিষয়ে ঈ(্বরকে চিনতে পেরে আমরা পদ(প গ্রহণ করি, কিন্তু এর পর আমাদের জীবনে নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা প্রবেশ করে এবং আমরা ডুবতে শু(করি। আপনি যদি সত্যিই আপনার প্রভুকে চিনতে পেরে থাকেন, আপনার পরিস্থিতিগুলিকে তিনি কখন, কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন, তা নিয়ে আপনার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। চারপাশ থেকে যেসব বিষয় আপনাকে ঘিরে রেখেছে, তা *বাস্তব*, কিন্তু যখনই সেদিকে তাকাবেন, আপনি বিহ্বল হয়ে পড়বেন, এবং এমনকী যীশুকেও চিনতে পারবেন না। তখন আপনি তাঁর তিরস্কার শুনতে পাবেন, "... তুমি সন্দেহ করলে কেন ... ?" (১৪ ৩১)। আপনার পরিস্থিতি যেমনই হোক, যীশুকে চিনতে থাকুন, তাঁর উপর পরিপূর্ণ আস্থা বজায় রাখুন।

ঈ(্বর বলার পর, আপনি যদি এক মুহূর্তের জন্যও তর্ক-বিতর্ক করেন, জানবেন, আপনার জন্য সব শেষ হয়ে গেল। কখনও বলতে শু(করবেন না, "তিনি সত্যিই আমাকে বলেছিলেন কি না, আমি জানি না।" সব কিছু অগ্রাহ্য করে — সম্পূর্ণ ভাবে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে ও ঝুঁকির মানসিকতা নিয়ে সবকিছু তাঁর কাছে সমর্পণ ক(ন। আপনি জানেন না, তাঁর বাণী আপনার কাছে কখন আসবে, কিন্তু যখন ঈ(্বর-উপলব্ধি আসে, এমনকী কল্পনাসাধ্য (ীণতমভাবে, আপনার অহং-কে বিসর্জন দেবার দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিন(তাঁর কাছে সর্বস্ব সমর্পণ ক(ন। শুধু নিজেকে এবং আপনার পরিস্থিতিকে বিসর্জন দেওয়ার মধ্য দিয়েই আপনি তাঁকে চিনতে পারেন। আপনার সমস্ত বিষয়ে ঝুঁকি নিয়ে — শুধু সুস্পষ্ট বেপরোয়া মানসিকতার মাধ্যমেই আপনি তাঁর কণ্ঠস্বর চিনতে পারবেন।

১৯ জুন

আবেগপূর্ণ ভক্তি(র সেবা কাজ

“... তুমি কি আমায় ভালোবাস? ... তা হলে আমার মেষপালের তত্ত্বাবধান কর” (যোহন ২১ ১৬)।

যীশু আপনার চিন্তাধারা অনুসারে লোকদের পরিবর্তন করতে বলেননি, কিন্তু তিনি তাঁর মেষদের তত্ত্বাবধান করতে, এবং ঐ(্বরিক জ্ঞানে তাদের পরিপুষ্ট করতে বলেছিলেন। আমরা খ্রীস্টীয় কাজের নামে যা কিছু করি, তাকে সেবা বলি, কিন্তু আমরা তাঁর কাছে যা, যীশুখ্রীস্ট তাকেই সেবা বলেন, তাঁর জন্য যা *করি* তাকে নয়। খ্রীস্ট-ভক্তি(র উপর ভিত্তি করে শিষ্যত্ব গড়ে উঠেছে(কোনো বিশেষ ধর্মবি(্বাস বা মতবাদ অনুসরণ করে শিষ্য হওয়া যায় না। “আমার কাছে এসেও যদি কেউ ... তুচ্ছ করতে না পারে, তা হলে সে আমার শিষ্য হতে পারবে না” (লুক ১৪ ২৬)। এই পদে, যীশুকে অনুসরণ করার জন্য তাঁর প(থেকে কোনো যুক্তি(বা চাপ দেওয়া হয়নি(বস্তুত, তিনি শুধুই বলেন, “তুমি যদি আমার শিষ্য হতে চাও, তবে তোমাকে একান্তভাবে আমার প্রতি সমর্পিত হতে হবে।” কোনো ব্যক্তি(ঈ(্বরের পবিত্র আত্মার স্পর্শ পেলে বলে ওঠে, “এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, যীশু কে!” — এটাই হল সমর্পণের উৎস।

আজ আমরা ব্যক্তি(গত বি(্বাসের স্থলে মতবাদগত বি(্বাসকে স্থান দিয়েছি। এই কারণে বহু লোক ধর্মকর্মের প্রতি সমর্পিত এবং অল্প লোকই যীশুখ্রীস্টের প্রতি। বাস্তবিক, মানুষ যীশুর প্রতি সমর্পিত হতে চায় না, তারা সমর্পিত হতে চায় যীশুর শু(-করা কাজের প্রতি। আজকের শি(ত মনের প্রতি, যারা শুধু তাদের বন্ধু হিসাবেই যীশুকে পেতে চায়, বা যারা কোনোভাবেই যীশুকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়, তাদের প্রতি যীশুখ্রীস্ট গভীরভাবে অসন্তুষ্ট। আমাদের প্রভুর প্রাথমিক বাধ্যতা ছিল তাঁর পিতার ইচ্ছার প্রতি, মানুষের প্রয়োজনের প্রতি নয় — তাঁর পিতার প্রতি বাধ্যতার ফলে স্বাভাবিকভাবেই মানবমুক্তি(র কাজ এসেছে। আমি যদি শুধু মানবতার কারণে নিজেকে উৎসর্গ করি, তা হলে অচিরেই আমি ফুরিয়ে যাব, এবং এমন এক স্থানে উপস্থিত হব, যেখানে আমার ভালোবাসা দোলায়িত হবে এবং বাধা দেবে। কিন্তু যদি আমি যীশুখ্রীস্টকে ব্যক্তি(গত ও আবেগপূর্ণভাবে ভালোবাসি, তা হলে আমি মানুষের সেবা করতে পারি, চাইলে লোকে আমার সঙ্গে “পাপোশের” মতো ব্যবহার করতে পারে। যীশুখ্রীস্টের প্রতি অনুরক্তি(ই হল একজন শিষ্যের জীবনের গোপনকথা এবং আপাত তাৎপর্যহীনতা ও নম্রতাই সেই জীবনের বৈশিষ্ট্য। তবু এ এক গমের দানার মতো “মাটিতে পড়ে যার মৃত্যু হয়” — এর অঙ্কুরোধগম হবে এবং সমস্ত দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটাবে (যোহন ১২ ২৪)।

২০ জুন

আপনি কি এই অবস্থায় এসেছেন?

“ইয়োব তাঁর বন্ধুদের জন্য বিনতি করার পর প্রভু তাঁর দুর্দশা দূর করলেন ...” (ইয়োব ৪২ ১০)।

ক(ণ, দুর্বল এবং আত্মকেন্দ্রিক ধরনের প্রার্থনা ও দৃঢ় সংকল্পিত প্রচেষ্টা ও স্বার্থপর অভিলাষ ঈ(েরর সমর্থন লাভ করেছে, নতুন নিয়মে এমন দেখা যায় না। সত্য ঘটনা হল যে, আমি যে ঈ(েরর কাছে নির্ভুল হবার চেষ্টা করছি, তা যীশুখ্রীস্টের দ্বারা সাধিত প্রায়শ্চিত্তের বি(দ্ধে এক বিদ্রোহের চিহ(। আমি প্রার্থনা করি, “প্রভু, তুমি যদি আমাকে সাহায্য কর, আমার অন্তরকে আমি শুচি করব।” কিন্তু ঈ(েরর কাছে আমি নিজেকে নির্ভুল করতে *পারি না(* আমার জীবনকে আমি নিখুঁত করতে *পারি না*। কেবল আমি যদি প্রভু যীশুখ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্তকে চরম দান হিসাবে স্বীকার করি, তবেই আমি ঈ(েরর কাছে সঠিক হতে পারি। এ স্বীকার করার মতো কি আমার যথেষ্ট নম্রতা আছে? আমার সমস্ত অধিকার ও দাবিকে বিসর্জন দিতে এবং সমস্ত আত্মপ্রচেষ্টা বন্ধ করে দিতে হবে। আমাকে সম্পূর্ণভাবে তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে এবং তার পরই আমি বিনতির যাজকীয় কর্মে আমার জীবনকে ঢেলে দেবার কাজ শু(করতে পারি। প্রায়শ্চিত্তে প্রকৃত অবি(াসের (ে ত্রে প্রার্থনার বহু ভূমিকা আছে। যীশু আমাদের সবেমাত্র উদ্ধারের কাজ শু(করেননি, তিনি ইতোমধ্যেই আমাদের সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করেছেন। এ এক সাধিত কর্ম। এবং যে-কাজ তিনি ইতোমধ্যেই সাধন করে রেখেছেন, তা তাঁকে করতে বলার অর্থ, আমরা তাঁকে অসম্মানিত করছি।

যীশুর প্রতিশ্রুত “শতগুণ” (মথি ৯ ২৯ দেখুন) যদি আপনি এখন লাভ না-করে থাকেন এবং ঈ(েরর বাক্যের অন্তর্দৃষ্টি যদি না-পেয়ে থাকেন, তবে আপনার বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা শু(ক(ন — আন্তরজীবনের পরিচর্যায় প্রবেশ ক(ন। ইয়োব *তাঁর বন্ধুদের জন্য বিনতি করার পর* **প্রভু** তাঁর দুর্দশা দূর করলেন। উদ্ধারপ্রাপ্ত প্রাণ হিসাবে বিনতি-প্রার্থনা করাই আপনার জীবনের আসল কাজ। ঈ(র আপনাকে যে-কোনো পরিস্থিতিতেই রাখুন, সর্বদা সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থনা ক(ন যে, আপনার জীবনের মতোই অন্যদের জীবনেও যেন তাঁর প্রায়শ্চিত্ত স্বীকৃত ও পূর্ণরূপে উপলব্ধ হতে পারে। আপনার বন্ধুদের জন্য *এখন* প্রার্থনা ক(ন এবং যাদের সংস্পর্শে আপনি আসেন, তাদের জন্যও *এখন* প্রার্থনা ক(ন।

২১ জুন

আন্তরজীবনের সেবা কাজ

"তোমরা ... রাজকীয় যাজক শ্রেণি ..." (১ পিতর ২ ৯)।

কোন অধিকারে আমরা "রাজকীয় যাজক" হয়েছি? খ্রীস্টের ত্রু(শের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের অধিকারে এ সাধিত হয়েছে। আমরা কি উদ্দেশ্যমূলক ভাবে নিজেদের অস্বীকার করে প্রার্থনার যাজকীয় কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত আছি? আমরা যখন অবিরত আত্মানুসন্ধান করি, দেখতে চাই আমাদের যা হওয়া উচিত, তা হয়েছি কি না, দেখি, সেখানে রয়েছে এক আত্মকেন্দ্রিক, দুর্বল প্রকৃতির খ্রীস্টধর্ম — ঈ(্বর-সন্তানের বীর্যবান এবং সরল জীবন নয়। আমরা যত(ণ না ঈ(্বরের সঙ্গে সঠিক এবং যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপন করছি, তত(ণ আমরা কোনো প্রকারে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত(থাকি, যদিও আমরা বলি, "কী আশ্চর্য জয়লাভ করেছি আমি!" কিন্তু সেখানে এমন কিছুই নেই, যা উদ্ধারণের অলৌকিকতার প্রতি ইঙ্গিত দেয়। উদ্ধারণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে — এই বেপরোয়া, অনিয়ন্ত্রিত বি(্বাস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। এর পর নিজের সম্পর্কে আর দুশ্চিন্তা করবেন না, কিন্তু যীশুখ্রীস্টের কথানুসারে কাজ করতে শু(ক(ন, সং(পে বলা যায়, "মধ্যরাত্রে যে-বন্ধু আপনার কাছে আসে, তার জন্য প্রার্থনা ক(ন, ঈ(্বরের সাধু ব্যক্তি(দের জন্য প্রার্থনা ক(ন, এবং সকল মানুষের জন্য প্রার্থনা ক(ন।" এই উপলব্ধি নিয়ে প্রার্থনা ক(ন যে, কেবল যীশুখ্রীস্টেতেই আপনি নিখুঁত, সিদ্ধ, কিন্তু "হে প্রভু, আমি প্রাণপণ করেছি, এখন আমার কথায় কর্ণপাত কর" — এর ভিত্তিতে প্রার্থনা করবেন না।

আমাদের নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করার অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস থেকে মুক্ত(করার জন্য ঈ(্বর আর কতদিন সময় নেবেন? আমাদের নিজেদের মৃত্যুসাৎ করার অবস্থায় পৌঁছতে হবে, এমন অবস্থায় যদি ঈ(্বর আমাদের সম্পর্কে কিছু বলেন, আমরা কিছুতেই বিস্মিত হব না। আমাদের নিজস্ব দুর্বলতার গভীরে আমরা পৌঁছতে এবং উপলব্ধি করতে পারি না। শুধু একটি স্থানেই আমরা ঈ(্বরের সঙ্গে সঠিক হতে পারি এবং সেই স্থানটি হল যীশুখ্রীস্টের মধ্যে। একবার যখন আমরা সেখানে পৌছে যাই, আমাদের অভ্যন্তরীণ জীবনের এই সেবাকাজে আমাদের জীবনের সমস্ত যোগ্যতাকে ঢেলে দিতে হবে।

২২ জুন

বিচারের অপরিবর্তণীয় নিয়ম

"যেভাবে তোমরা অন্যের বিচার করবে, সেভাবে তোমাদেরও বিচার হবে। যে মানদণ্ডে তোমরা অন্যের বিচার করবে, সেই মানদণ্ডে তোমাদেরও বিচার করা হবে" (মথি ৭ ২)।

এই উক্তি(কিছু আকস্মিক মতামত নয়, এ ঈশ্বরের অনন্তকালীন নিয়ম। আপনি যেভাবে বিচার করবেন, ঠিক সেইভাবেই আপনার বিচার করা হবে। প্রতিহিংসাবশত শাস্তিদান ও ন্যায়সঙ্গত শাস্তিদানের মধ্যে পার্থক্য আছে। যীশু বলেছেন, জীবনের ভিত্তি হল ন্যায়সঙ্গত শাস্তিদান — "যে মানদণ্ডে তোমরা অন্যের বিচার করবে, সেই মানদণ্ডে তোমাদেরও বিচার করা হবে।" যদি আপনি কঠোরভাবে অন্যদের দুর্বলতা খুঁজে বেড়ান, মনে রাখবেন, আপনাকেও ঠিক একইভাবে পরিমাপ করা হবে। যে-ভাবে আপনি পরিশোধ করবেন, জীবন আপনাকে ঠিক সেইভাবেই ফিরিয়ে দেবে। ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে এই অনন্তকালীন নিয়ম আমাদের প্রতি কাজ করে বলেছে (গীতসংহিতা ১৮ ২৫-২৬ দেখুন)।

রোমীয় ২ ১ পদে এই বিষয়টি আরও নির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যে অন্যের সমালোচনা করে, সে-ও একই বিষয়ে দোষী। ঈশ্বর শুধু কাজটিই দেখেন না, কিন্তু সেই কাজ করার সম্ভাবনাও তিনি দেখেন, যা তিনি আমাদের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রত্যক্ষ করেন। প্রথমত, আমরা বাইবেলের মন্তব্যগুলি বিশ্বাস করি না। উদাহরণস্বরূপ, যে-বিষয়ে আমরা নিজেরাই দোষী, আমরা সেই বিষয়ে অন্যদের সমালোচনা করি — এ কথা কি আমরা সত্যিই বিশ্বাস করি? আমরা যে অন্যদের মধ্যে গুণ্ডামি, প্রতারণা এবং কৃত্রিমতা দেখি, তার কারণ, এগুলি আমাদের নিজেদের অন্তরেই রয়েছে। একজন পবিত্রজনের সবচেয়ে মহান বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর নম্রতা(এর প্রকাশ ঘটে সততা ও নম্রতার সঙ্গে এ কথা স্বীকার করার মধ্যে যে, "হ্যাঁ, যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ না থাকে, এই সমস্ত এবং অন্যান্য মন্দতা আমার মধ্যে প্রকাশ পাবে। তাই আমার অন্যদের বিচার করার কোনো অধিকার নেই।"

যীশু বলেছিলেন, "তোমরা অপরের বিচার কোরো না, যেন তোমাদেরও বিচার না হয়" (মথি ৭ ১)। তিনি আরও বললেন, "যে মানদণ্ডে তোমরা অন্যের বিচার করবে, সেই মানদণ্ডে তোমাদেরও বিচার করা হবে।" ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের কার বলার সাহস হবে, "ঈশ্বর আমার, আমি অন্যদের যেভাবে বিচার করেছি, আমার বিচার কর সেইভাবে?" আমরা অন্যদের পাপী বলে বিচার করেছি — যদি ঈশ্বর আমাদেরও একইভাবে বিচার করেন, আমরা তা হলে নরকদণ্ড ভোগ করব। তবু, খ্রীস্টের ক্রুশের দ্বারা সাধিত অলৌকিক প্রায়শ্চিত্তের ভিত্তিতে ঈশ্বর আমাদের বিচার করেন।

২৩ জুন

‘‘যাতনা পরিচিত’’

‘‘তিনি ... ব্যথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন ...’’(যিশাইয় ৫৩ ৩)।

আমাদের প্রভু যেভাবে যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন, আমরা সেভাবে ‘‘যাতনা পরিচিত’’ হইনি। আমরা যন্ত্রণা সহ্য করি, যন্ত্রণা নিয়েই বাস করি, কিন্তু এর সঙ্গে আমাদের সখ্য, অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে না। আমাদের জীবনের শু(তে, আমরা নিজেদের পাপের বাস্তবতার স্থানে নিয়ে আসি না। আমরা যুক্তি(র দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে দেখি, এবং বলি, কোনো ব্যক্তি(যদি তার সহজাত প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও শি(ত করতে পারে, তা হলে সে এমন জীবন গড়ে তুলতে পারে যা ধীরে ধীরে ঈ(্বরের জীবনে বিকশিত হয়। কিন্তু আমরা যতই জীবনের পথে এগিয়ে চলি, আমরা এমন একটি বিষয়ের উপস্থিতি খুঁজে পাই, যাকে আমরা তখনও ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি, বলা যেতে পারে, পাপ — এবং এ আমাদের সমস্ত চিন্তা ও পরিকল্পনাকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। পাপ আমাদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণহীন, অযৌক্তি(ক করে তোলে এবং আমাদের চিন্তাধারা নিয়ে আমরা কোনো রকম ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না।

আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, পাপ আমাদের জীবনের এক বাস্তব সত্য, শুধু এটা ঘাটতি নয়। পাপ ঈ(্বরের বি(দ্ধে এক প্রবল বিদ্রোহ এবং হয় পাপ, অথবা ঈ(্বরকে আমার জীবনে মৃত হতে হবে। নতুন নিয়ম আমাদের সামনে সরাসরি একটি বিষয় উপস্থিত করে — যদি পাপ আমার জীবনে আধিপত্য করে, আমার মধ্যেকার ঐ(্বরিক জীবন হত হবে(যদি ঈ(্বর আমার জীবনে রাজত্ব করেন, পাপ ধ্বংস হবে। এর চেয়ে গু(ত্বপর্ণ আর কিছুই নেই। যীশুখ্রীস্টের ত্রু(শমৃত্যু ছিল পাপের সর্বোচ্চ সীমা এবং পৃথিবীতে ঈ(্বরের ইতিহাসে যা ছিল সত্য, আপনার এবং আমার ইতিহাসেও তা সত্য হবে, অর্থাৎ পাপ আমার মধ্যেকার ঐ(্বরিক জীবনকে হত্যা করবে। পাপ সম্পর্কিত এই তথ্য সম্বন্ধে আমাদের মানসিকভাবে সহমত পোষণ করতে হবে। একমাত্র এই কারণেই যীশুখ্রীস্ট পৃথিবীতে এসেছিলেন। এবং এই জীবনের শোক ও দুঃখের কারণ এটাই।

২৪ জুন

পাপের তথ্যকে স্বীকার করা

"এখন তোমাদের সুযোগ এসেছে, কারণ অন্ধকারের শক্তি(এখন প্রবল" (লুক ২২ ৫৩)।

পাপের তথ্যের সঙ্গে সমন্বয়সাধন না-করা — পাপ স্বীকার না-করা এবং এর সঙ্গে সম্বন্ধ না-রাখা — এ সমস্তই জীবনের দুর্বিপাকের কারণ। মানব-প্রকৃতির উচ্চ গুণগুলো নিয়ে আপনি অনেক কথা বলতে পারেন, কিন্তু মানব-প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু আছে যা আপনার প্রত্যেকটি ন্যায়নীতিকে পরিহাস করবে। আপনি যদি মানবসত্তার মধ্যে দুষ্টতা, স্বার্থপরতা এবং পুরাদস্তুর ঘৃণা এবং গলদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন, এর সঙ্গে আপনার মিলন না-ঘটিয়ে যখন তা আপনার জীবনকে আত্র(মণ করে, আপনি তার সঙ্গে আপস করেন এবং বলেন, এর সঙ্গে লড়াই করা অনর্থক। 'এই সুযোগ এবং অন্ধকারের শক্তি(কে' আপনি কি ধর্তব্যের মধ্যে এনেছেন, অথবা যে-কোনো রকমের পাপকেই আপনি স্বীকার করেন না? যদি তা না হয়, আপনি দেখতে পাবেন, আপনি ফাঁদে পতিত হয়েছেন এবং তার সঙ্গে আপনি আপস করবেন। কিন্তু যদি আপনি পাপকে স্বীকার করেন, আপনি সঙ্গে - সঙ্গে এর বিপদ উপলব্ধি করবেন এবং বলবেন, "হ্যাঁ, এই পাপের অর্থ কী, আমি দেখতে পাচ্ছি।" পাপের স্বীকৃতি বন্ধুতার ভিত্তিকে ধ্বংস করে না — এ শুধু আমাদের মনে মেনে নেয় যে, পাপময় জীবনের ভিত্তি বিপর্যয়সূচক। যা পাপের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না, তাকে জীবনে স্থান দেওয়া থেকে সতর্ক থাকুন।

যীশু কখনই মানব-প্রকৃতির উপর আস্থা রাখেননি, তবু তিনি কখনও উন্নাসিক বা সন্দেহপ্রবণ ছিলেন না, কারণ মানব-প্রকৃতির জন্য তিনি কী করতে পারেন, সে-বিষয়ে তাঁর পুরোপুরি আস্থা ছিল। নির্দোষ ব্যক্তি(নয়, যে পু(ষ বা নারীর (তি হয় না, সে-ই শুদ্ধ। তথাকথিত নির্দোষ পু(ষ বা নারী কখনই নিরাপদ নয়। লোকদের নির্দোষ হবার জন্য চেষ্টা করার কোনো অধিকার নেই। ঈ্বের দাবি করেন, তারা হবে শুদ্ধ ও সদ্গুণবিশিষ্ট। দোষশূন্যতা হল শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যদি কোনো ব্যক্তি(পাপ সম্পর্কিত তথ্যকে মানতে না চায়, তবে সে দোষের যোগ্য।

২৫ জুন

দুঃখের আগুনে নিজেকে খুঁজে পাওয়া

"কী বলব আমি? পিতা, এই বিষম লগ্ন থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও? না, এই লগ্নের জন্যেই তো আমার আগমন" (যোহন ১২ ২৭-২৮)।

ঈ(্বরের পবিত্রজন হিসাবে দুঃখ এবং প্রতিবন্ধকতার প্রতি আমার এমন দৃষ্টিভঙ্গি হবে না যে, আমি সেগুলি প্রতিরোধ করতে বলব, কিন্তু আমি ঈ(্বরকে আমাকে র(া করতে বলব(আমার সমস্ত দুঃখের আগুন সত্ত্বেও তিনি যে-জন্য আমায় সৃষ্টি করেছেন, আমি যেন তেমনই থাকতে পারি। আমাদের প্রভু দুঃখের আগুনের মাঝে, তাঁর অবস্থানকে স্বীকার ও তাঁর উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি লগ্ন *থেকে* উদ্ধারলাভ করেননি, তিনি লগ্নকে *অতিত্র(ম* করে গিয়েছিলেন।

আমরা বলি, দুঃখ থাকা উচিত নয়, কিন্তু দুঃখ আছে। এর আগুনের মধ্যে আমাদের নিজেদের স্বীকার ও গ্রহণ করতে হবে। যদি আমরা দুঃখ থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করি, এক নিয়ে চলতে অস্বীকার করি, তা হলে আমরা মূর্খতার পরিচয় দেব। দুঃখ জীবনের একটি অন্যতম সবচেয়ে বড়ো ঘটনা, এবং দুঃখ থাকবে না, এ কথা বলা অর্থহীন। পাপ, দুঃখ এবং যন্ত্রণাভোগের অস্তিত্ব *আছে*, এবং এগুলিকে আমাদের জীবনে আসতে দিয়ে ঈ(্বর ভুল করেছেন, আমরা এমন কথা বলতে পারি না।

দুঃখ একজন ব্যক্তি(র অগভীরতাকে দূর করে দেয়, কিন্তু সব সময়ে তা ওই ব্যক্তি(কে উৎকৃষ্টতর করে না। দুঃখভোগ, হয় আমাকে নিজের কাছে ফিরিয়ে দেবে, অথবা তা আমাকে ধ্বংস করবে। সাফল্যের মাধ্যমে আপনি নিজেকে খুঁজে পেতে বা লাভ করতে পারেন না, কারণ গর্বের কাছে আপনি আপনার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। আপনার প্রাত্যহিক জীবনের একঘেঁয়েমির মাধ্যমে আপনি নিজেকে লাভ করতে পারেন না, কারণ আপনি অভিযোগ করতে থাকেন। শুধু দুঃখের আগুনেই আপনি নিজেকে খুঁজে পেতে পারেন। এ কেন এভাবে হবে, তা জানা গু(ত্বপূর্ণ নয়। ঘটনা হল, শাস্ত্রে এবং মানবিক অভিজ্ঞতায় এ সত্য। আপনি সব সময় জানতে পারেন, কে দুঃখের আগুনের মধ্য দিয়ে গেছেন এবং নিজেকে লাভ করেছেন, এবং আপনি জানেন, আপনার বিড়ম্বনার মুহূর্তে আপনি তাঁর কাছে যেতে পারেন এবং দেখতে পাবেন, তাঁর কাছে আপনার জন্য প্রচুর সময় আছে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি(যদি দুঃখের আগুনের মধ্য দিয়ে না-যান, তাঁর আপনাকে অবজ্ঞা করার সম্ভাবনা আছে, আপনার প্রতি তাঁর কোনো শ্রদ্ধা বা আপনার জন্য তাঁর কোনো সময় নেই। তিনি আপনাকে ফিরিয়ে দেবেন। দুঃখের আগুনের মধ্যে আপনি যদি নিজেকে লাভ করে থাকেন, অন্য মানুষের জন্য ঈ(্বর আপনাকে সমৃদ্ধ করবেন।

২৬ জুন

ঈশ্বরের অনুগ্রহের নিকটবর্তী হওয়া — এখনই

"... তোমাদের কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ — ঈশ্বরের অনুগ্রহ যেন তোমাদের জীবনে বিফল না হয়" (২ করিন্থীয় ৬ ১)।

কাল আপনার জন্য যে-অনুগ্রহ ছিল, আজকের জন্য তা যথেষ্ট নয়। অনুগ্রহ ঈশ্বরের উপচে-পড়া কৃপা। আপনি সর্বদা এর উপরে ভরসা করতে পারেন যে, যখনই আপনার প্রয়োজন হবে, আপনি তা লাভ করবেন। "... বিপুল ধৈর্যে আমরা সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট, অনটন, বিপদ ..." — অর্থাৎ যেখানে আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা হয় (৬ ৪)। আপনি কি সেখানে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর ভরসা করতে ব্যর্থ হয়েছেন? আপনি কি আপন মনে বলছেন, "এইবার তো আমি ওর উপর ভরসা রাখব না।" এ প্রার্থনা করার বা ঈশ্বরকে আপনাকে সাহায্য করতে বলার প্রশ্ন নয় — এ *এখন* ঈশ্বরের অনুগ্রহ নেবার প্রশ্ন। আমাদের সেবাকাজের প্রস্তুতির জন্য আমরা প্রার্থনা করতে আগ্রহী, কিন্তু বাইবেলে এ কথা কখনও বলা হয়নি। প্রার্থনা, ঈশ্বরের অনুগ্রহের নিকটবর্তী হওয়ার অনুশীলন। এ কথা বলবেন না যে "যতক্ষণ না আমি প্রার্থনার সময় বের করতে পারছি, আমি ততক্ষণ সহ্য করব।" *এখনই* প্রার্থনা করুন — আপনার প্রয়োজনের সময় ঈশ্বরের অনুগ্রহের নিকটবর্তী হোন। প্রার্থনা সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং উপযোগী বস্তু; এ শুধু আপনার ঈশ্বর ভক্তির প্রতিক্রিয়া নয়। আমরা প্রর্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাছে আসার শিক্ষা করতে বড়ো দেরি করি।

"... প্রহার, কারাবাস, গণবিক্ষোভ, কঠোর পরিশ্রম..." (৬ ৫) — এই সমস্ত বিষয়, আপনার জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহের নিকটবর্তী হওয়াকে প্রদর্শন করে, যা আপনার কাছে এবং অন্যদের কাছে প্রমাণ করবে যে, আপনি ঈশ্বরের এক আশ্চর্য-কর্ম। পরে নয়, এখনই তাঁর অনুগ্রহের কাছে আসুন। আত্মিক শব্দাবলির প্রাথমিক শব্দ—*এখনই*। পরিস্থিতি আপনাকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাক, কিন্তু আপনার যে-কোনো অবস্থাতেই আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রহের নিকটে থাকুন। আপনি যে ঈশ্বরের অনুগ্রহের নিকটবর্তী হয়েছেন, তার অন্যতম সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হল, আপনি অন্যদের সামনে সম্পূর্ণভাবে হৃতমান হবেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুর লেশমাত্র প্রদর্শন করবেন না।

"... আমাদের কিছুই নেই ...।" কখনও কোনো কিছু সংরক্ষণ করে রাখবেন না। নিজেকে বিলিয়ে দিন। আপনার সর্বোত্তম বিষয় দান করে সর্বদা দারিদ্র বরণ করুন। কখনও চাতুর্যের আশ্রয় নেবেন না, এবং ঈশ্বর আপনাকে যে-সম্পদ দিয়েছেন, সে-বিষয়ে সাবধান থাকুন। "... অথচ আমরা সবকিছুর অধিকারী" — এটাই হল, দারিদ্রের বিজয়োল্লাস।

২৭ জুন

ঈ্বরের ব্যক্তি(গত উদ্ধারণের ছায়াচ্ছন্নতা

“..... আমি সর্বদা তোমার কাছে থাকব, এবং র(া করব তোমায়, আমি প্রভু পরমে্বর, এই কথা বললাম” (যিরমিয় ১ ৮)।

ঈ্বর যিরমিয়কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি ব্যক্তি(গতভাবে তাঁকে উদ্ধার করবেন — “আমি তোমাকে নিরাপদে রাখব, ... তুমি প্রাণে বেঁচে যাবে ...” (যিরমিয় ৩৯ ১৮)। ঈ্বর তাঁর সন্তানদের এই প্রতিশ্রুতিই দেন। ঈ্বর আমাদের যেখানেই প্রেরণ ক(ন, আমাদের জীবনকে তিনি পাহারা দেবেন। আমাদের ব্যক্তি(গত সম্পত্তি এবং সম্পদের প্রতি আমাদের অনীহ হতে হবে, এবং শক্ত(হাতে আমরা সেগুলি আঁকড়ে থাকব না। যদি এ রকম না হয়, আমরা উদ্বেগ, মর্মব্যথা এবং দুঃখের শরিক হব। সঠিক দৃষ্টিকোণ থাকার অর্থ, ঈ্বরের ব্যক্তি(গত উদ্ধারের ছায়াচ্ছন্নতায় গভীরভাবে প্রোথিত বি্বাসের প্রমাণ।

পর্বতোপরি উপদেশ নির্দেশ দেয় যে, যখন আমরা যীশুখ্রীস্টের কাজে নিয়োজিত থাকি, আমাদের নিজেদের প(অজুহাত দেবার মতো সময় থাকে না। বস্তুত, যীশু বলেছেন, “তোমার সঙ্গে সঠিকভাবে আচরণ করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না।” আমরা যদি ন্যায়বিচারের দিকে তাকিয়ে থাকি, তা হলে বলতে হবে, আমরা ঈ্বর-ভক্তি(থেকে বিচ্যুত হয়েছি। এই পৃথিবীতে কখনও ন্যায়বিচারের সন্ধান করবেন না, কিন্তু ন্যায়বিচার দিতে বিরত হবেন না। যদি আমরা ন্যায়বিচারের সন্ধান করি, তা হলে আমরা অভিযোগ করতে শু(করব, এবং আত্মাদরের অতৃপ্তি আমাদের ছেয়ে ফেলবে, যেন আমরা বলতে চাই, “আমার সঙ্গে কেন এ রকম ব্যবহার করা হবে?” যদি যীশুখ্রীস্টের কাছে আমরা সমর্পিত হই, ন্যায় বা অন্যায় — আমাদের সামনে যা-ই আসুক, আমাদের কিছুই যায়-আসে না। মূল কথা, যীশু বলছেন, “আমি তোমাকে যা করতে বলেছি, দৃঢ়ভাবে তা করে যাও, এবং আমি তোমার জীবন র(া করব। তুমি যদি নিজেই নিজেকে র(া করার চেষ্টা কর, তা হলে তুমি নিজেকে আমার উদ্ধারণ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।” এমনকী, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিবেদিত-প্রাণও নিরী্বরবাদীর মতো বলতে পারে, আমরা ঈ্বরকে বি্বাস করি না। আমরা সিংহাসনের উপর আমাদের সাধারণ বুদ্ধি স্থাপন করি, এবং এর পর, সেখানে ঈ্বরের নাম সেঁটে দিই। সর্বান্তঃকরণে ঈ্বরের উপর আস্থা স্থাপন করার পরিবর্তে আমরা নিজেদের বোধবুদ্ধির উপর ঝুঁকে পড়ি (হিতোপদেশ ৩ ৫-৬ দেখুন)।

২৮ জুন

ঈশ্বরের বজ্রমুষ্টিতে ‘ধৃত’

“..... যাহার নিমিত্ত খ্রীস্ট যীশু কর্তৃক ধৃত হইয়াছি, কোনোক্রমে তাহা ধরিবার চেষ্টায় দৌড়িতেছি” (ফিলিপীয় ৩ ১২)।

ঈশ্বরের কর্মী হওয়াকে কখনও বেছে নেবেন না, কিন্তু একবার যখন ঈশ্বর তাঁর আহ্বান আপনার উপর স্থাপন করেছেন, তখন আপনি যদি তার “দক্ষিণে কি বামে ফেরেন” (দ্বিতীয় বিবরণ ৫ ৩২), তবে ধিক্ আপনাকে। আমরা ঈশ্বরের কাজ করাকে বেছে নিয়েছি বলে আমরা এখানে তাঁর কাজ করার জন্য নেই, কিন্তু আমরা তাঁর কাজ করছি, কারণ আমরা ঈশ্বর “কর্তৃক ধৃত হইয়াছি।” এবং তিনি যখন একবার এ রকম করেছেন, আমরা কখনই এ রকম চিন্তা করব না, “আমি সত্যিই এর যোগ্য নই।” আপনাকে কী প্রচার করতে হবে, তা-ও নির্ধারণ করে দেন ঈশ্বর, আপনার নিজস্ব স্বাভাবিক প্রবণতা বা বাসনা অনুসারে নয়। আপনার প্রাণকে ঈশ্বরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত রাখুন, এবং মনে রাখবেন যে, শুধু সাক্ষ্য দেবার জন্য আপনাকে আহ্বান করা হয়নি, আপনাকে সুসমাচার প্রচার করতেও আহ্বান করা হয়েছে। প্রত্যেক খ্রীস্ট-বিশ্বাসী অবশ্যই ঐশ্বরিক সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন, কিন্তু যখন প্রচারের আহ্বানের কথা আসে, সেখানে সেই উদ্দেশ্যে আপনার উপর ঐশ্বরিক হস্তের যন্ত্রণাদায়ক বজ্রমুষ্টি অবশ্যই থাকতে হবে। আমরা কতজন এইভাবে ‘ধৃত’ হয়েছি?

ঈশ্বরের বাক্যকে কখনও তরলায়িত করবেন না, অবিমিশ্র অনমনীয়ভাবে প্রচার করুন। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে, কিন্তু যখন আপনি অন্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধে আসেন, মনে রাখবেন, আপনি কে — স্বর্গে সৃষ্ট আপনি কোনো বিশেষ প্রাণী নন, আপনি একজন পাপী, ঈশ্বরের অনুগ্রহে উদ্ধারপ্রাপ্ত।

“বন্ধুগণ, আমি মনে করি না যে, আমি অভীষ্ট লাভ করেছি। তবে একটি কথাই শুধু বলতে পারি, ... ঊর্ধ্বলোক থেকে স্বয়ং ঈশ্বর পূর্ণসিদ্ধির পুরস্কার দানের জন্য যীশুখ্রীস্টের মাধ্যমে আহ্বান জানিয়েছেন — আমি সেই সিদ্ধির জন্য সোজা ছুটে চলেছি” (ফিলিপীয় ৩ ১৩-১৪)।

২৯ জুন

কঠোরতম শৃঙ্খলা

“তোমার ডান হাত যদি পাপের পথে তোমাকে প্ররোচনা দেয়, তবে সেটা কেটে ফেলে দাও। তোমার সম্পূর্ণ দেহ নরকে নি(প্ত হওয়ার চেয়ে একটি অঙ্গ হারানো বরং ভালো” (মথি ৫ ৩০)।

যীশু বলেননি যে, প্রত্যেকেই তার ডান হাত কেটে ফেলবে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে চলার পথে আপনার “ডান হাত যদি পাপের পথে ... প্ররোচনা দেয়”, বরং “সেটা কেটে ফেলে” দেওয়াই ভালো। বহু বিষয় রয়েছে যা পুরোপুরি বৈধ, কিন্তু যদি আপনি ঈ(েরের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তা হলে সেগুলি আপনি করতে পারেন না। আপনার ডান হাত আপনার অন্যতম সবচেয়ে ভালো একটি অঙ্গ, কিন্তু যীশু বলেন, যদি তাঁর নির্দেশ মানার পথে তা বাধা হয়, তবে “সেটা কেটে ফেলে” দিন। এখানে যে কঠোরতম শৃঙ্খলা বা নীতি শি(া দেওয়া হয়েছে, তা মানুষকে আগে কখনও এমনভাবে আঘাত করেনি।

যখন নবজন্মের মাধ্যমে ঈ(ের আপনাকে পরিবর্তিত করেন, আত্মিক নবজন্মের মাধ্যমে নতুন জীবন দান করেন, অ(মতা আপনার জীবনের একটি বিশেষত্ব হয়ে ওঠে। শত শত বিষয় রয়েছে, যা আপনি করতে সাহস পান না, যা আপনার কাছে পাপ এবং যারা সত্যিসত্যিই আপনাকে জানে, তাদের কাছেও পাপ বলে গণ্য হবে। কিন্তু আপনার চারপাশের অনাধ্যাত্মিক লোকেরা বলবে, “ওটা করার মধ্যে ভুল কী আছে? আপনি কত অবাস্তব!” এমন কোনো সাধুপু(ষ কখনও ছিলেন না, যিনি প্রাথমিকভাবে অ(ম জীবন যাপন করেননি। মানুষের দৃষ্টিতে সুন্দর, কিন্তু ঈ(েরের দৃষ্টিতে পঙ্গুত্ব, এমন জীবনের চেয়ে বরং ঈ(েরের দৃষ্টিতে সুন্দর অ(ম জীবনে প্রবেশ করা ভালো। শু(তে, যীশু তাঁর পবিত্র আত্মার দ্বারা আপনাকে বহু জিনিস করা থেকে সংযত করেন, যা সকলের প(উচিত কাজ মনে হলেও আপনার প(নয়। তবু, অন্য কারও সমালোচনা করা থেকে আপনি বিরত হন না।

খ্রীস্টীয় জীবন প্রাথমিকভাবে অ(ম জীবন, কিন্তু আটচল্লিশ পদে যীশু এক সম্পূর্ণ নিখুঁত জীবনের চিত্র দিয়েছেন — “তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সর্বগুণে সিদ্ধ, তোমরাও তেমনই *সিদ্ধ* হও।”

৩০ জুন

এখনই ক(ন

“তুমি যখন বিপ(র সঙ্গে পথে থাক, তখন তার সঙ্গে শীঘ্র মিলন কোরো ...” (মথি ৫ ২৫)।

এই পদে যীশু একটি গু(ত্বপূর্ণ নীতি শি(া দিয়েছেন, “যা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে, তা ক(ন — *এখনই*। শীঘ্র ক(ন। যদি না করেন, এক অবশ্যম্ভাবী প্রত্রি(য়া শু(হয়ে যাবে, ‘কড়ায়গণ্ডায় শোধ না হওয়া পর্যন্ত’ (৫ ৬), দুঃখ, যন্ত্রণা, দুর্দশা ভোগ না-করা পর্যন্ত মুক্তি(পাবেন না। ঈ(্বরের বিধান অপরিবর্তনীয়, সেখান থেকে কারও অব্যাহতি নেই। যীশুর শি(া সর্বদা আমাদের সত্তার গভীরে প্রবেশ করে।

আমার বিপ(আমাকে সমস্ত অধিকার দেবে — এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে চাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যীশু বলেন, আমার বিপ(কে আমি আমার ঋণ পরিশোধ করব — এ অনন্ত গু(ত্বপূর্ণ ও অনিবার্য বিষয়। আমি প্রতারিত হয়েছি কি না, আমাদের প্রভুর দৃষ্টিতে তা কোনো বিষয়ই নয়, কিন্তু গু(ত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমি কারও সঙ্গে প্রতারণা করব না। আমার অধিকারের জন্য আমি কি লড়াই করছি, অথবা যীশুর দৃষ্টিতে যা আমার ঋণ, তা পরিশোধ করছি?

শীঘ্র এ কাজ ক(ন — নিজেকে ন্যায়বিচারের সামনে নিয়ে আসুন। নৈতিক এবং আত্মিক বিষয়ে আপনাকে সঙ্গে-সঙ্গে সত্রি(য় হতে হবে। যদি আপনি তা না-করেন, এক অনিবার্য, কঠোর প্রত্রি(য়া শু(হয়ে যাবে। ঈ(্বর তাঁর সন্তানকে পবিত্র, শুদ্ধ এবং তুষার-শুভ্র রূপে পেতে চান, এবং তাঁর শি(ার প্রতি যত(ণ কোনো অবাধ্যতা থাকবে, আমাদের আজ্ঞাবহতার পথে আনার জন্য তাঁর আত্মাকে তিনি যে-কোনো প্রণালী অবলম্বন করার অনুমতি দেবেন। ঘটনা হল, আমাদের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং প্রায়ই তা ইঙ্গিত দেয় যে, আমাদের মধ্যে কিছু মাত্রায় অবাধ্যতা রয়েছে। তাই, ঈ(্বরের আত্মা প্রবলভাবে চান যে, আমরা যেন দৃঢ়ভাবে জ্যোতির মাঝে থাকি — এতে আশ্চর্যের কিছু নেই (যোহন ৩ ১৯-২১ দেখুন)।

“... বিপ(র সঙ্গে ... শীঘ্র মিলন কোরো ...।” আপনি কি হঠাৎ কারও সঙ্গে সম্বন্ধের (েত্রে দেখতে পাচ্ছেন যে, আপনার অন্তরে তার জন্য ত্রে(াধ জমা হয়েছে? শীঘ্র স্বীকার ক(ন — ঈ(্বরের সামনে একে ঠিক করে নিন। সেই ব্যক্তি(র সঙ্গে মিলনসাধন ক(ন — *এখনই ক(ন*।

১ জুলাই

অনিবার্য দণ্ড

"...তোমার দেনা কড়াগণ্ডায় শোধ না হওয়া পর্যন্ত তুমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না" (মথি ৫ ২৬)।

এমন কোনো স্বর্গ নেই, যার ছোটো কোণে নরক আছে। ঈ(্বর আপনাকে শুদ্ধ, পবিত্র এবং যথাযথ করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন এবং তিনি এক মুহূর্তের জন্যও আপনাকে পবিত্র আত্মার সমী(ার বাইরে যেতে দেবেন না। তিনি যখন আপনাকে দোষী করেছিলেন, তিনি আপনাকে তৎ(ণাৎ ন্যায়বিচারের সামনে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনি আজ্ঞা পালন করেননি। তখন অনিবার্য প্রণালীটি সত্রি(য় হয়ে উঠল, যা এর অনিবার্য দণ্ড নিয়ে এল। এখন আপনি কারাদণ্ড ভোগ করবেন এবং দেনা কড়ায়গণ্ডায় শোধ না হওয়া পর্যন্ত আপনি সেখানে থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন না (৫ ২৫-২৬ দ্রষ্টব্য)। তবু আপনি জিজ্ঞাসা করেন, "এই কি ক(ণা ও ভালবাসার ঈ(্বর?" ঈ(্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এ ভালোবাসার এক মহিমময় সেবাকাজ। ঈ(্বর আপনাকে পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক, বেদাগ করবেন, কিন্তু তিনি চান,আপনি যে-স্বভাব প্রদর্শন করছেন, তা স্বীকাব ক(ন— আপনার নিজের কাছে নিজের অধিকার দাবি করার স্বভাব। যে-মুহূর্তে আপনি ঈ(্বরের জন্য আপনার স্বভাবের পরিবর্তন ঘটাতে ইচ্ছুক, তাঁর পুনঃসৃষ্টির শক্তি(কাজ করতে শু(করবে । এবং যে-মুহূর্তে আপনি উপলব্ধি করবেন যে, আপনাকে তাঁর নিজের ও অন্যদের সঙ্গে সঠিক সম্বন্ধে নিয়ে আসাই তাঁর উদ্দেশ্য, আপনাকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করার জন্যে তিনি চেষ্টার কোনো রকম ত্রুটি করবেন না। এখনই এ কাজ করার সিদ্ধান্ত নিন এবং বলুন, "হ্যাঁ, প্রভু, আমি সেই পত্র অবশ্যই লিখব" অথবা "সেই ব্যক্তি(র সঙ্গে আমি সখ্য স্থাপন করব।"

যীশুখ্রীস্টের এই উপদেশগুলি আপনার ইচ্ছা এবং আপনার চেতনার জন্য, আপনার বুদ্ধির জন্য নয়। পর্বতোপরি উপদেশের এই পদগুলি যদি আপনার মস্তিষ্ক দিয়ে বিচার করেন, আপনার হৃদয়ের প্রতি এর আকর্ষণকে নিস্তেজ করে দেবেন।

আপনি যদি নিজের মনে এই প্র(্ন তোলেন, "আমি জানি না, কেন আমি ঈ(্বরের সাহচর্যে আত্মিকভাবে বেড়ে উঠছি না!" — এরপর ঈ(্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি নিজেকে প্র(্ন ক(ন, আপনার ঋণ পরিশোধ করছেন কি না। একদিন যা করতে হবে, এখনই তা ক(ন। প্রত্যেকটি নৈতিক প্র(্ন বা আহ্বানের পশ্চাতে থাকে "করতে হবে"— আমাদের কী করতে হবে, তা জানার জ্ঞান।

২ জুলাই

শিষ্যত্বের শর্ত

“আমার কাছে এসেও যদি কেউ তার বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, এমনকী নিজের প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করতে না পারে...নিজের ত্রু(শ বহন করে যে আমার অনুসরণ না-করে, ...তোমাদের মধ্যে যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারবে না, সে আমার শিষ্য হতে পারবে না” (লুক ১৪ ২৬-২৭,৩৩)।

যীশুখ্রীস্টের দাবির সঙ্গে যদি কোনো শিষ্যের জীবনের ঘনিষ্ঠতম সমন্ধগুলির বিরোধ বাধে, তবে আমাদের প্রভু চান, আমরা যেন তৎ(ণাৎ তাঁর আজ্ঞা পালন করি। শিষ্যত্বের অর্থ, এক ব্যত্তি(,আমাদের প্রভু যীশুখ্রীস্টের প্রতি ব্যত্তি(গত, আবেগময় অনুরাগ। একজন ব্যত্তি(র প্রতি এবং নীতি বা ধর্মকর্মের প্রতি অনুরাগের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। আমাদের প্রভু কখনও ধর্মকর্মের প্রচার করেননি— তিনি তাঁর প্রতি ব্যত্তি(গত অনুরাগকে প্রচার করেছিলেন। শিষ্য হতে গেলে হতে হবে নিবেদিতপ্রাণ ত্র(ীতদাস — প্রভু যীশুর প্রতি ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত। আমরা যারা নিজেদের খ্রীস্টবি(াসী বলি, তারা অনেকেই খ্রীস্টের প্রতি নিবেদিত নয়। পবিত্র আত্মা এই আবেগময় ভালোবাসা না দিলে এই পৃথিবীর কোন মানুষই তা পেতে পারে না। আমরা তাঁর প্রশংসা, তাঁকে শ্রদ্ধা করতে পারি, কিন্তু আমরা নিজে থেকে তাঁকে ভালোবাসতে পারি না। একমাত্র পবিত্র আত্মাই প্রভু যীশুকে সত্যিকারের ভালোবাসেন এবং তিনিই “আমাদের হৃদয়কে ঐ(রিক প্রেমে প্-াবিত করেছেন” (রোমীয়, ৫ ৫)। পবিত্র আত্মা যখনই আপনার মাধ্যমে যীশুকে গৌরবান্বিত করার সুযোগ পান, তিনি আপনার সমগ্র সত্তাকে গ্রহণ করবেন এবং যীশুখ্রীস্টের প্রতি সমুজ্জ্বল ভত্তি(তে আপনাকে দীপ্যমান করবেন।

খ্রীস্টীয় জীবন প্রকৃত এবং স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীলতার জীবন। সেই সঙ্গে, একজন শিষ্য, যীশুখ্রীস্ট যেমন অভিযুত্ত(হয়েছিলেন, সেই একই অভিযোগে, ধ(ন, অসঙ্গতির অভিযোগে অভিযুত্ত(হতে পারে। কিন্তু যীশুখ্রীস্ট সর্বদা ঈ(রের সঙ্গে সম্পর্কের (ে ত্রে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলেন এবং একজন বি(াসী তার অন্তরস্থ ঈ(র-পুত্রের জীবনের সঙ্গে অবশ্যই সঙ্গ তিপূর্ণ হবে, কঠোর অ-বশ্য মতবাদের প্রতি হয়। লোকেরা নিজেদের মতবাদের প্রতি আসত্ত(, এবং যীশুখ্রীস্টের প্রতি অনুরত্ত(করার আগে তাদের পূর্ব-ধারণা থেকে ঈ(রকে বের করে আনতে হবে।

৩ জুলাই

ব্যক্তিগত পাপের কেন্দ্রীকরণ

“হায়! আমার আর কোনো আশা নেই। আমার ওষ্ঠাধারের প্রতিটি কথা পাপময়...” (যিশাইয় ৬ ৫)।

যখন আমি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে এলাম, আমি উপলব্ধি করিনি যে, অনির্দিষ্ট অর্থে আমি একজন পাপী, কিন্তু হঠাৎই আমি উপলব্ধি করি এবং আমার জীবনের এক বিশেষ ক্ষেত্রে পাপের কেন্দ্রীকরণের দিকে আমার মনোযোগ চালিত হল। একজন ব্যক্তি অনায়াসেই বলবে, “আমি জানি, আমি একজন পাপী,” কিন্তু যখন সে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসে, এই ধরনের স্থূল ও অনির্দিষ্ট মন্তব্যের দ্বারা সে বাঁচতে পারে না। আমাদের দোষী সাব্যস্তকরণ আমাদের নির্দিষ্ট পাপের প্রতি নিবদ্ধ হয় এবং যিশাইয়র মতো আমাদের প্রকৃত অবস্থা আমরা উপলব্ধি করি। একজন ব্যক্তি, যে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে রয়েছে, এ সর্বদা তারই চিহ্ন। সেখানে আর কখনও পাপ সম্পর্কে অনিশ্চিত বোধ থাকে না, কিন্তু জীবনের কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে পাপের কেন্দ্রীকরণের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ থাকে। ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা আমাদের যে-দিকে মনোযোগ দেবার জন্য চালিত করেন, ঈশ্বর ঠিক সেই বিষয়টি থেকে আমাদের দোষী করতে শুরু করেন। সেই বিশেষ পাপ সম্পর্কে তাঁর দোষারোপ যদি আমরা মেনে নিই ও অবনত হই, তিনি আমাদের এমন স্থানে নিয়ে যাবেন, যেখানে তিনি সুবিস্তৃত অন্তঃসলিলা পাপ-প্রকৃতিকে প্রকাশ করতে পারেন। তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে যখন আমরা সচেতন থাকি, ঈশ্বর সর্বদা এইভাবেই আমাদের সঙ্গে আচরণ করেন।

আমাদের ব্যক্তিগত পাপের কেন্দ্রীকরণের প্রতি আমাদের মনোযোগের অভিজ্ঞতা চালিত হচ্ছে—মহত্তম পবিত্রজন থেকে নিকৃষ্টতম পাপী পর্যন্ত প্রত্যেকের জীবনেই এ কথা সত্য। একজন ব্যক্তি যখন প্রথম অভিজ্ঞতার সিঁড়িতে আরোহণ করতে শুরু করে, সে বলতে পারে, “আমার ভুল কোথায়, তা আমি জানি না,” কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা তাকে কিছু সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত বিষয় দেখাবেন। প্রভুর পবিত্রতার প্রতি যিশাইয়র দর্শনের প্রতিক্রিয়া তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, তাঁর “ওষ্ঠাধরের প্রতিটি কথা পাপময়।” “সেই জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে আমার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে বললেন, এই অঙ্গার তোমার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করেছে। এ বার ঘুচে গেল তোমার অপরাধ, ক্ষমা করা হল তোমার পাপ” (৬ ৭)। পাপ যেখানে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, সেখানে শুচিকরণ অগ্নি প্রয়োগ করতে হবে।

৪ জুলাই

ঈ(্বরের মহান ‘কোরো না’-র একটি

“ত্রে(াধ থেকে নিবৃত্ত হও, রোষ কর পরিহার, অন্যথায় পরিণামে শুধু ঘটবে বিপর্যয়” (গীতাসংহিতা ৩৭ ৮)।

ত্রে(াধের অর্থ, মানসিক ও আত্মিকভাবে আমাদের শান্ত অবস্থা বজায় রাখা। “ত্রে(াধ থেকে নিবৃত্ত হও”— এ কথা বলা এক কথা আর ত্রে(াধ না-করার মতো স্বভাব বজায় রাখা অন্য কথা। “প্রভুর সম্মুখে নীরব হও, তাঁর প্রতী(ায় থাক নিয়ত” (৩৭ ৭)— যত(ণ না আমাদের (ুদ্র জগৎ ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে, এবং আরও বহু লোকের মতো বিভ্রান্তি এবং যন্ত্রণার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হচ্ছি, তত(ণ এ কথা বলা সহজ। তখন কি “প্রভুর সম্মুখে নীরব” থাকা সম্ভব? যদি “কোরো না”, কাজ না-করে, তা হলে সেটা আর কোথাও কাজ করবে না। এই “কোরো না”-কে আমাদের প্রতিবন্ধকতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে এবং আমাদের শান্তিপূর্ণ দিনেও কাজ করতে হবে, অন্যথায় এ কখনই কাজ করবে না। এবং আমাদের বিশেষ কোনো (ে ত্রে এ যদি কাজ না-করে, তা আর কারও জন্যই কাজ করবে না। আপনার বাহ্যিক পরিস্থিতির উপর “প্রভুর সম্মুখে নীরব” থাকা কোনোত্র(মেই নির্ভর করে না, নির্ভর করে স্বয়ং ঈ(্বরের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের উপর।

দুশ্চিন্তা সবসময়ই পাপে পরিণত হয়। আমরা ভাবতে পছন্দ করি যে, সামান্য উদ্বিগ্নতা এবং দুশ্চিন্তা শুধুই আমাদের ইঙ্গিত দেয় যে, আসলে আমরা কত জ্ঞানী, তবু আমরা কত দুষ্ট প্রকৃতির, এ বরং আরও বেশি করে তারই ইঙ্গিত দেয়। আমাদের নিজের পথে চলার সিদ্ধান্তই ত্রে(াধের জন্ম দেয়। আমাদের প্রভু কখনও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা উদ্বিগ্ন হননি। কারণ তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা রূপায়িত করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি ঈ(্বরের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন। ঈ(্বর-সন্তানের প(ে ত্রে(াধ দুষ্টতা।

আপনার বুদ্ধিভ্রষ্ট প্রাণে কি এই ধারণাই রয়েছে যে, আপনার পরিস্থিতি এমনই যে, ঈ(্বর তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না? আপনার মতামত এবং অনুমানকে এক পাশে সরিয়ে রাখুন এবং “সর্বশক্তি(মানের ছায়াতে বসতি” ক(ন (গীতসংহিতা ৯১ ১)। ঈ(্বরকে বলুন, আপনার সম্পর্কিত কোনো বিষয়েই আপনি ভয় পাবেন না। ঈ(্বরকে বাদ দিয়ে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনার কারণেই আসে আমাদের সমস্ত ভয় এবং উদ্বেগ।

৫ জুলাই

ঈশ্বর ব্যতিরেকে কোনো পরিকল্পনা করবেন না

“প্রভুর চরণে সমর্পণ কর তোমার জীবনের গতি, নির্ভর কর তাঁর উপর, তিনিই করবেন কার্যসাধন” (গীতসংহিতা ৩৭ ৫)।

ঈশ্বর ব্যতিরেকে পরিকল্পনা করবেন না। যখন আমরা ঈশ্বর ব্যতিরেকে পরিকল্পনা করি, মনে হয়, তিনি সমস্ত পরিকল্পনাকে বানচাল করার জন্য এক আনন্দপূর্ণ পথ গ্রহণ করবেন। আমরা নিজেরা এমন সব পরিস্থিতিতে পড়ি যেগুলি ঈশ্বর-মনোনীত ছিল না এবং আমরা অকস্মাৎ উপলব্ধি করি যে, আমরা তাঁকে বাদ দিয়েই আমাদের পরিকল্পনা রচনা করছি— আমাদের জীবনের পরিকল্পনায় তাঁকে গু(ত্বপূর্ণ প্রাণদায়ী উপাদান হিসাবে বিবেচনা করিনি। তবু একটি মাত্র বিষয় যা আমাদের দুশ্চিন্তা করার সম্ভাবনা থেকে বাঁচাবে, তা হল, আমাদের সমস্ত পরিকল্পনায় আমরা ঈশ্বরকে সবচেয়ে বড়ো উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছি।

আত্মিক বিষয়ে ঈশ্বরকে অগ্রাধিকার দেওয়াই প্রথা, কিন্তু আমরা মনে করি যে, আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে তাঁকে অগ্রাধিকার দেওয়া অনুচিত এবং অনাবশ্যক। যদি আমাদের ধারণা থাকে যে, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসার আগে আমাদের “আত্মিক মুখোশ” পরতে হবে, তা হলে আমরা কোনোদিনই তাঁর কাছে আসতে পারব না। আমরা যেমন, ঠিক সেইভাবেই তাঁর কাছে আসব।

দুষ্ট মানসিকতা নিয়ে পরিকল্পনা করবেন না। ঈশ্বর কি সত্যিই বলতে চান যে, পরিকল্পনা রচনার সময় আমাদের চারপাশের দুষ্টতাকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনব না? “প্রেম...অনিষ্টাচরণ করে না” (১ করিন্থীয় ১৩ ৪-৫)। ভালোবাসা মন্দতার অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ নয়, কিন্তু একে পরিকল্পনার উপাদান হিসাবে গণ্য করে না। আমরা যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই, আমরা মন্দতাকে প্রশ্রয় দিই, একে মনে স্থান দিয়েই পরিকল্পনা করি। এবং এর দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের সমস্ত কাজের সমর্থন খুঁজতে চেষ্টা করি।

মনে দুর্দিনকে স্থান দিয়ে পরিকল্পনা করবেন না। আপনি যদি সত্যিই খ্রীস্টের উপর নির্ভর করেন, তা হলে দুর্দিনের জন্য মজুত করবেন না। যীশু বলেছিলেন, “তোমাদের হৃদয়কে উদ্বিগ্ন হতে দিয়ো না...” (যোহন ১৪ ১)। আপনার মনের উদ্বিগ্নতা থেকে ঈশ্বর আপনাকে র(া করবেন না। এ এক আদেশ — “...দিয়ো না...”। এই কাজ করার জন্য, দিনে শতবার পতন হলেও অবিরত নিজেকে তুলে ধ(ন, যত(ণ না ঈশ্বরকে অগ্রাধিকার দেবার এবং তাঁকে মনে স্থান দিয়ে পরিকল্পনা রচনা করার অভ্যাস গড়ে তুলছেন।

৬ জুলাই

দর্শন বাস্তব হয়ে উঠছে

"...তৃষিত ভূমিতে উঠবে জেগে জলের প্রস্রবণ..." (যিশাইয় ৩৫ ৭)।

কোনো বিষয় আমাদের কাছে বাস্তব হয়ে ওঠার আগেই আমরা সর্বদা সেই বিষয়ে একটা দর্শন পাই। যখন আমরা উপলব্ধি করি যে, দর্শনটি বাস্তব হলেও আমাদের কাছে তখনও তা বাস্তব নয়, শয়তান তার প্রলোভন নিয়ে আমাদের কাছে আসে এবং তখন আমরা বলতে চাই, আর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া নিরর্থক। দর্শন আমাদের কাছে বাস্তব হয়ে উঠার পরিবর্তে আমরা হৃতমানতার এক উপত্যকায় প্রবেশ করি।

জীবন এক নিশ্চি(য় আকরিক নয়।
কিন্তু নিরাশার মাঝে খুঁজে বের করা হয় লোহা,
আমাদের আকারদান এবং ব্যবহৃত হবার জন্য
দুঃখের আঘাতে হয় চূর্ণ-বিচূর্ণ।

ঈ(্বর আমাদের এক দর্শন দেন এবং সেই দর্শন অনুসারে আমাদের গঠন করতে, আমাদের ভগ্ন করার জন্য নিচে উপত্যকায় নিয়ে যান। এই উপত্যকাতেই আমরা অনেকে হতাশ ও নিস্তেজ হয়ে পড়ি। যদি আমরা ধৈর্য ধরে অপে(া করি, তা হলে ঈ(্বরদত্ত প্রত্যেক দর্শনই বাস্তব হয়ে উঠবে। ঈ(্বরের কাছে যে অফুরন্ত অবকাশ রয়েছে, শুধু সে-কথা চিন্তা ক(ন। তিনি কখনও ব্যস্ত হন না। তবু আমরা সর্বদা এই রকম প্রচণ্ড ব্যস্ততায় থাকি। যখন আমরা দর্শনের উজ্জ্বল আলোয় থাকি, আমরা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি, কিন্তু দর্শন তখন আমাদের কাছে বাস্তব নয়। ঈ(্বরকে আমাদের উপত্যকায় নিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের আকারদানের জন্য ভগ্ন করতে আগুন ও বন্যার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যত(ণ না আমরা এমন অবস্থায় আসি, যেখানে দর্শনের বাস্তবতা নিয়ে তিনি আমাদের উপর আস্থা রাখতে পারেন। যখন থেকে ঈ(্বর আমাদের দর্শন দিয়েছেন, তখন থেকেই তিনি কাজ করে চলেছেন। আমাদের জন্য তিনি ল(্য স্থির করে রেখেছেন, সেই অনুসারে তিনি আমাদের আকার দিচ্ছেন এবং তবুও, আমাদের ল(্য অনুযায়ী আকারদানের জন্য আমরা বার বার মহান স্থপতির হাত থেকে র(া পাবার চেষ্টা করি।

ঈ(্বরদত্ত দর্শন কোনো অধরা আকাশ-কুসুম নয়, কিন্তু এখানে, এই পৃথিবীতে ঈ(্বর আপনাকে দিয়ে যা করাতে চান, তারই দর্শন। মহান কুমোরকে অনুমতি দিন, তিনি আপনাকে তাঁর চত্রে(র উপর স্থাপন করে তাঁর ইচ্ছামতো আবর্তন করবেন। তখন, নিশ্চিতভাবে ঈ(্বর যেমন ঈ(্বর, আপনি যেমন আপনি, তেমনই নিশ্চিতভাবে দর্শনের অনুরূপে আপনি রূপান্তরিত হবেন। কিন্তু প্রত্রি(য়া চলাকালীন হতাশ হবেন না। যদি আপনি কখনও ঈ(্বরের কাছ থেকে দর্শন পেয়ে থাকেন, নিম্নতর স্তরে সন্তুষ্ট থাকার জন্য আপনি চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু ঈ(্বর কখনও তার অনুমতি দেবেন না।

৭ জুলাই

শ্রেষ্ঠতার জন্য সকল প্রয়াসই কঠিন

“সংকীর্ণ পথ দিয়ে প্রবেশ কর। ...জীবনের অভিমুখী পথ দুর্গম, দ্বারও সংকীর্ণ....” (মথি ৭ ১৩-১৪)।

যীশুর শিষ্যরূপে জীবনযাপন করতে হলে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, শ্রেষ্ঠতার জন্য সকল প্রয়াসই কঠিন। খ্রীস্টীয় জীবন মহিময়ভাবে কঠিন। কিন্তু এর কঠিনতা আমাদের নিস্তেজ করে না, বা ভেঙে পড়তে দেয় না— এ জয় করার জন্য উত্তেজিত করে। আমরা কি যীশুখ্রীস্টের অলৌকিক পরিত্রাণের এমনই প্রশংসা করি, যা ঈ(্বরের সর্বোচ্চের জন্য আমাদের সর্বোত্তম— তাঁর মহিমার জন্য আমাদের শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে?

ঈ(্বর তাঁর সার্বভৌম অনুগ্রহের দ্বারা যীশুর প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে মানুষকে উদ্ধার করেন এবং “ঈ(্বরেরই আপন হিতসংকল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য উভয়ের সাধনকারী” (ফিলিপীয় ২ ১৩)। কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে সেই পরিত্রাণকে “সম্পন্ন” করতে হবে (ফিলিপীয় ২ ১২)। তাঁর উদ্ধারণের ভিত্তিতে যদি আমরা তাঁর আজ্ঞা মতো কাজ করতে শু(করি, আমরা দেখতে পাব যে, আমরা তা করতে পারি। যদি আমরা ব্যর্থ হই, তার কারণ, ঈ(্বর আমাদের অন্তরে যা স্থাপন করেছেন, আমরা এখনও পর্যন্ত তার অনুশীলন শু(করিনি। কিন্তু আমরা অনুশীলন শু(করি বা না-করি, একটা সংকট দেখা দেবেই। আমরা যদি ঈ(্বরের আত্মার আজ্ঞাবহ হই, এবং ঈ(্বর তাঁর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমাদের অন্তরে যা স্থাপন করেছেন, আমাদের পার্থিব জীবনে তাঁর অনুশীলন করি, তখন সংকট এলে আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের নিজস্ব প্রকৃতি এবং ঈ(্বরের অনুগ্রহ আমাদের পাশে দাঁড়াবে।

ঈ(্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমাদের কঠিন কাজ করতে দিয়েছেন। তাঁর পরিত্রাণ এক আনন্দময় বিষয়, কিন্তু এর জন্য নির্ভীকতা, সাহস এবং পবিত্রতার প্রয়োজন। এ আমাদের যোগ্যতার পরী(া করে। যীশু “অনেক পুত্রকে প্রতাপে আনয়ন করেছেন” (ইব্রীয় ২ ১০)। এবং ঈ(্বর আমাদের পুত্রত্বের প্রয়োজন থেকে র(া করবেন না। ঈ(্বরের অনুগ্রহ নারী-পু(ষকে যীশু খ্রীস্টের পরিবারের সমরূপ করে তোলে। জীবনের বাস্তবতায় যীশুখ্রীষ্টের শিষ্যের যোগ্য ও উৎকৃষ্ট জীবনযাপনের জন্য প্রচণ্ড শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয়। এবং এক যোগ্য ও উৎকৃষ্ট জীবনযাপনের জন্য আমাদের সর্বদা চেষ্টা করা দরকার।

৮ জুলাই

বি(স্ত হবার ইচ্ছা

“আজই তোমরা স্থির করে নাও, কার সেবা-আরাধনা তোমরা করবে...” (যিহোশূয় ২৪ ১৫)।

সমগ্র সত্তার সক্রি(য়তার মধ্যে একজন ব্যক্তি(র ইচ্ছা মূর্ত হয়ে ওঠে। আমি আমার ইচ্ছা *ত্যাগ করতে* পারি না—আমাকে এর অনুশীলন করতে ও একে কাজে লাগাতে হবে। আজ্ঞা পালন করতে এবং ঈ(রের আজ্ঞা গ্রহণ করার জন্য আমাকে অবশ্যই ইচ্ছুক হতে হবে। ঈ(র যখন আমাকে এক সত্যের দর্শন দেন, সেখানে তিনি কী করবেন, সে-প্র(কখনই থাকে না, থাকে শুধু আমি কী করব, সেই প্র(। ঈ(র আমাদের প্রত্যেকের সামনে কিছু বড়ো বড়ো প্রস্তাব ও পরিকল্পনা রেখে চলেছেন। ঈ(র যখন আপনাকে স্পর্শ করতেন, সেই সময়, পূর্বে আপনি কী করতেন, সে-কথা স্মরণ করাই সবচেয়ে বড়ো কাজ হবে। আপনি যখন পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন, সেই মুহূর্তটিকে অথবা প্রথম যখন আপনি যীশুকে চিনেছিলেন বা কিছু সত্য উপলব্ধি করেছিলেন— সেই মুহূর্তগুলি স্মরণ ক(ন। তখন ঈ(রের কাছে আপনার আনুগত্য স্বীকার করা সহজ হয়ে ওঠে। ঈ(রের আত্মা যতবারই আপনার সামনে নতুন প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, সঙ্গে-সঙ্গে সেই প্রত্যেকটি মুহূর্ত মনে ক(ন।

“...আজই তোমরা স্থির করে নাও, কার সেবা-আরাধনা তোমরা করবে...।” আপনার পছন্দ, আপনার সিদ্ধান্ত একান্তই হবে স্বেচ্ছাকৃত—এ এমন কিছু নয়, যার মধ্যে আপনি আপনা-আপনিই চালিত হবেন। এবং যত(ণ না আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন, তত(ণ আপনার জীবনের আর সবকিছু সাময়িক কালের জন্য স্থগিত হয়ে যাবে। সেই প্রস্তাব আপনার এবং ঈ(রের মধ্যে — এ বিষয়ে “কোনো রক্ত(মাংসের মানুষের সঙ্গে পরামর্শ” করবেন না (গালাতীয় ১ ১৬)। প্রত্যেক নতুন প্রস্তাবের সঙ্গে, আমাদের চারপাশের লোকেরা, মনে হয়, আরও, আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ঠিক এখানেই চাপ সৃষ্টি হয়। ঈ(র তাঁর অন্য পবিত্রজনদের মতামতকে আপনার কাছে গু(ত্বপূর্ণ হতে দেন, এবং তবু, অন্যরা আপনার গৃহীত পদ(পকে সত্যিসত্যিই উপলব্ধি করতে পারছে কি না, সে বিষয়ে আপনার মনে ক্র(মশ অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। ঈ(র আপনাকে কোথায় চালিত করছেন, তা জানার অধিকার আপনার নেই। ঈ(র শুধু তাঁর নিজের সম্পর্কেই আপনার কাছে ব্যাখ্যা করবেন।

প্রকাশ্যে তাঁর কাছে ঘোষণা ক(ন, “আমি বি(স্ত থাকব।” কিন্তু মনে রাখবেন, যখনই আপনি যীশুর প্রতি বি(স্ত হতে চাইবেন, আপনি নিজেই নিজের সা((২৪ ২২ দ্রষ্টব্য) হবেন। অন্য বি(াসীদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন না, শুধু তাঁর সামনে ঘোষণা ক(ন, “আমি তোমার সেবা আরাধনা করব।” বি(স্ত হতে ইচ্ছুক হোন—এবং বি(স্ত হবার জন্য অন্যদেরও কৃতিত্ব দিন।

৯ জুলাই

আপনি কি নিজেকে পরীক্ষা করবেন?

“যিহোশূয় ইস্রায়েলীদের বললেন, তোমরা প্রভুর সেবা ও আরাধনা করতে পার না...” (যিহোশূয় ২৪ ১৯)।

ঈশ্বর ছাড়া আর অন্য কিছু বা অন্য মানুষের উপর আপনার সামান্যতমও নির্ভরতা আছে? আপনার মধ্যেকার কোনো স্বাভাবিক গুণ, বা কোনো বিশেষ পরিস্থিতির উপর আপনার কণামাত্র আস্থা আছে? ঈশ্বর আপনার সামনে যে নতুন প্রস্তাব বা পরিকল্পনা রেখেছেন, আপনি কি সে-বিষয়ে কোনোভাবে নিজের উপর ভরসা করছেন? এই সব সমীক্ষামূলক প্রশ্নের দ্বারা আপনি কি আত্মানুসন্ধান করবেন? “আমি পবিত্র জীবন-যাপন করতে পারি না”— এ কথা সত্য, কিন্তু আপনি একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন—আপনাকে পবিত্র করার ভার যীশুর উপর অর্পণ করতে পারেন। “তোমরা প্রভুর সেবা ও আরাধনা করতে পার না...”— কিন্তু আপনি নিজেকে এমন এক স্থানে স্থাপন করতে পারেন, যেখানে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পরাক্রম আপনার মাধ্যমে প্রবাহিত হবে। ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক এমনই কি যথেষ্ট যে, আপনার মধ্যে তাঁর বিস্ময়কর জীবনের প্রকাশের প্রত্যাশা করতে পারেন?

“লোকেরা যিহোশূয়কে বলল, না, প্রভুরই সেবা করব”(২৪ ২১)। এর পশ্চাতে কোনো আবেগ কাজ করছে না, এ তাদের স্বেচ্ছাকৃত অঙ্গীকার। আমরা বলতে পছন্দ করি, “কিন্তু এই কাজে ঈশ্বর *আমাকে* কখনও আহ্বান করতে পারেন না। আমি খুবই অযোগ্য। তিনি *আমার* কথা বলছেন না।” আপনার কথাই বলা হয়েছে, এবং আপনি যত বেশি অযোগ্য, যত বেশি দুর্বল, ততই ভালো। যে ব্যক্তি নিজের অন্তরস্থ কিছু বিষয়ের প্রতি এখনও আস্থাশীল ও নির্ভর করছে, “আমি প্রভুর সেবা ও আরাধনা করব”— তার পক্ষে যীশুর সান্নিধ্যে এসে এ কথা বলার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

আমরা বলি, “আমি যদি সত্যিই বিশ্বাস করতে পারতাম!” প্রশ্ন হল, “আমি কি বিশ্বাস করব?” এই জন্যই তো যীশু অবিশ্বাসের পাপের উপর এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। “তাদের অবিশ্বাসের জন্য তিনি সেখানে বেশি অলৌকিক কাজ করলেন না” (মথি ১৩ ৫৮)। আমরা যদি সত্যিই বিশ্বাস করতাম যে, তিনি যা বলেছেন, ঠিক সেটাই বলতে চেয়েছেন, তা হলে কল্পনা করে দেখুন, আমরা কী ধরনের হতাম। আমার কি সত্যিই এমন হিম্মত আছে যে, ঈশ্বর যা হবে বলছেন, তা আমার জন্য সব কিছু হতে দেব?

১০ জুলাই

আত্মিকভাবে অলস পবিত্রজন

“এস, আমরা পরস্পরের জন্য চিন্তা করি যেন সকলকে ভালোবাসায় ও ভালো কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারি। কেউ কেউ যেমন সভায় সম্মিলিত হতে চায় না, ... আমরা যেন তেমন না করি...” (ইব্রীয় ১০ ২৪-২৫)।

আমাদের সকলেরই আত্মিকভাবে অলস পবিত্রজন হবার যোগ্যতা আছে। আমরা জীবনের কঠিন পথগুলি দূর করতে চাই এবং সংসার থেকে দূরে সরে গিয়ে একান্তে শান্তিপূর্ণ অবকাশকে সুর(িত করাই আমাদের প্রাথমিক ল(্য। ইব্রীয় ১০ অধ্যায়ে এই ধারণাগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, আমরা যেন পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করি ও একত্রে সম্মিলিত হই। এই দুটি বিষয়ের জন্যই উদ্যমের প্রয়োজন—খ্রীস্টকে উপলব্ধি করার জন্য আমাদের প্রথম পদ(প গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হতে হবে, আমরা আত্মোপলব্ধির জন্য উদ্যোগী হব না। এক দূরবর্তী, প্রত্যাহৃত, নিঃসঙ্গ জীবনযাপন যীশু খ্রীস্টের আধ্যাত্মিকতা শি(ার একান্ত বিপরীত।

অন্যায়, অবমাননা, অকৃতজ্ঞতা এবং বি(োভের বি(দ্ধে আমরা যখন (খে দাঁড়াই, যেগুলি আমাদের আধ্যাত্মিকভাবে অলস করতে চায়, তখনই হয় আমাদের আধ্যাত্মিকতার পরী(া। যখন পরী(ত হচ্ছি, শান্ত অবসরের সন্ধানে আমরা প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠকে ব্যবহার করতে চাই। শুধু শান্তি ও আনন্দ পাবার জন্য আমরা ঈ(্বরকে ব্যবহার করি। যীশুখ্রীস্টের সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধির পরিবর্তে আমরা তাঁর কাছ থেকে শুধু আনন্দ খুঁজে পেতে চাই। এ ভুলপথে চলার প্রথম পদ(প। যেসমস্ত বিষয় আমরা সন্ধান করছি, সেগুলি শুধু পরিণাম, তবু সেগুলিকে আমরা কারণ করার চেষ্টা করি।

“... তোমাদের সচেতন করার জন্য এ সব কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করি” (২ পিতর ১ ১৩)। এ কথা বলেছিলেন পিতর। আমাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য ঈ(্বর যে-ব্যক্তি(কে ব্যবহার করছেন — এমন কেউ যিনি আত্মিক সক্রি(য়তায় ভরপুর, তিনি যখন আঘাত করেন, তখন মন বড়ো ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সাধারণ সক্রি(য় কাজ এবং আত্মিক সক্রি(য়তা এক বিষয় নয়। সক্রি(য় কাজ বাস্তবে আত্মিক সক্রি(য়তার ভান হতে পারে। আত্মিক আলস্যের প্রকৃত বিপদ হল যে, আমরা অনুপ্রাণিত হতে চাই না — আমরা শুধু সংসার থেকে আত্মিক অবসরের কথা শুনতে চাই। কিন্তু যীশুখ্রীস্ট কখনও অবসরের ধারণাকে উৎসাহিত করেননি—তিনি বলেন, “...তোমরা গিয়ে আমার ভ্রাতাদের বল...” (মথি ২৮ ১০)।

১১ জুলাই

আত্মিকভাবে সত্রি(য়-শক্তি(সম্পন্ন পবিত্রজন

“যেন আমি তাঁকে... জানতে পারি...” (ফিলিপীয় ৩ ১০)।

এক পবিত্রজন নিজস্ব উপলব্ধির জন্য নয়, যীশুখ্রীস্টকে জানার জন্য উদ্যোগী হবেন। এক আত্মিক শক্তি(সম্পন্ন পবিত্রজন কখনই বি(্বাস করেন না যে, তাঁর পরিস্থিতিগুলো এলোমেলোভাবে ঘটে, অথবা তিনি মনে করেন না যে, তাঁর জীবন সাংসারিক এবং আত্মিকভাবে বিভাজিত হচ্ছে। প্রত্যেক পরিস্থিতিকে তিনি যীশুখ্রীস্ট সম্পর্কিত মহত্তর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হিসাবে দেখেন এবং তাঁর সম্পর্কে এক স্বচ্ছন্দ ত্যাগ ও পূর্ণ সমর্পণের মনোবৃত্তি কাজ করে। পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনের সর্ব(ে ত্রে যীশুখ্রীস্ট সম্পর্কিত উপলব্ধি দিতে চান এবং যত(ণ না তা হয়, তিনি আমাদের বার বার একই স্থানে ফিরিয়ে আনেন। ঈ(্বরের পবিত্রজন যেখানে তাঁর সৎকর্মের মধ্য দিয়ে যীশুখ্রীস্টের মহিমা কীর্তন করেন, আত্মোপলব্ধি সেখানে সৎকর্মের মহিমা কীর্তনের দিকে চালিত করে। আমরা যা কিছু করি—এমনকী পানাহার বা শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেওয়া—আমাদের উপলব্ধির জন্য উদ্যোগী হতে হবে এবং এর মধ্যে যীশু খ্রীস্টকে চিনতে হবে। আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্বের পূরক অংশ আছে যীশুর জীবনে। সবচেয়ে তুচ্ছ কাজেও আমাদের প্রভু পিতার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ উপলব্ধি করেছিলেন। “যীশু ভালোভাবেই জানতেন যে, ... তিনি পিতার কাছ থেকে এসেছেন ও তাঁরই কাছে ফিরে যাচ্ছেন, ... এবং শিষ্যদের পা ধুইয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করলেন।” (যোহন ১৩ ৩-৫)।

আত্মিকভাবে সত্রি(য়-শক্তি(সম্পন্ন এক পবিত্রজনের ল(্যই হল, “যেন আমি তাঁকে ...জানতে পারি।” আজ আমি যেখানে আছি, সেখানে কি আমি তাঁকে জানি? যদি তা না হয়, আমি তাঁকে হতাশ করছি। আমি এখানে আত্মোপলব্ধির জন্য নেই, আমি আছি যীশু খ্রীস্টকে জানার জন্য। কাজ বাকি রয়েছে এবং আমাদের অবশ্যই তা করতে হবে — আমরা প্রায়ই এই উপলব্ধির বশবর্তী হয়ে খ্রীস্টীয় কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তবু, আত্মিকভাবে শক্তি(সম্পন্ন এক পবিত্রজনের দৃষ্টিভঙ্গি কখনই এমন হবে না। পরিস্থিতির প্রতিটি পর্বে যীশুখ্রীস্টের অনুভূতি অর্জন করাই হবে তাঁর ল(্য।

১২ জুলাই

আত্মিকভাবে স্বার্থসাধনে তৎপর মণ্ডলী

"যাবৎ... আমরা খ্রীস্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ পর্যন্ত, অগ্রসর না হই...." (ইফিসীয় ৪ ১৩)।

পুনর্মিলনের অর্থ, সমগ্র মানবজাতি এবং ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখা, ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বর যে-পরিকল্পনা করেছেন, সেই স্থানে ফিরিয়ে আনা। উদ্ধারণে যীশু ঠিক এই কাজটি করেছিলেন। মণ্ডলী যখন স্বার্থসাধনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্যই আগ্রহী হয়, মণ্ডলী তখন আর আত্মিক থাকে না। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে মানবজাতির পুনর্মিলনের অর্থ, শুধু আমাদের নিজেদের জীবনে তাঁকে উপলব্ধি করাই নয়, কিন্তু আমাদের যৌথজীবনেও তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে। এই একই উদ্দেশ্যে যীশুখ্রীস্ট প্রেরিতশিষ্য ও শিক্ষকদের প্রেরণ করেছিলেন— যেন, বহু সঙ্ঘের দ্বারা গঠিত তাঁর মণ্ডলী ও খ্রীস্টের মিলিতরূপ অস্তিত্ব এবং পরিচিতি লাভ করে। আমাদের নিজস্ব আত্মিক জীবনকে গড়ে তোলার অথবা এক শান্ত নিস্তরঙ্গ আত্মিক অবসর উপভোগ করার জন্য আমরা এখানে নেই। আমরা এখানে আছি যীশুখ্রীস্টের পূর্ণ উপলব্ধি লাভ করার জন্য, তাঁর দেহকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে।

আমি কি খ্রীস্ট-দেহকে গড়ে তুলছি, অথবা আমার ব্যক্তিগত উন্নয়নের দিকেই আমার একমাত্র লক্ষ্য? যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কই অত্যাবশ্যক বিষয়—"... যেন আমি তাঁকে... জানতে পারি (ফিলিপীয় ৩ ১০)। ঈশ্বরের নিখুঁত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আমার পরিপূর্ণ সমর্পণ অত্যাবশ্যক—তাঁর কাছে আমার পূর্ণ আত্মনিবেদন। কেবল আমার জন্যই যখন আমি বিভিন্ন বিষয় পেতে চাই, সম্পর্ক তখন ছিন্ন হয়ে যায়। যখন আমি স্বীকার করব এবং বুঝতে পারব যে, স্বয়ং যীশুখ্রীস্টের অনুভূতি সম্পর্কে সত্যিই আমি আগ্রহী হইনি, কিন্তু তিনি আমার জন্য কী করেছেন, তা জানতেই আমি আগ্রহী ছিলাম, তা আমাকে খুবই লজ্জায় ফেলবে।

আমার লক্ষ্য স্বয়ং ঈশ্বর, আনন্দ নয়, শান্তিও নয়,
এমনকী আশীর্বাদও নয়, কেবল তিনি, আমার ঈশ্বর।

আমার জীবনকে কি আমি এই মানদণ্ড দিয়ে পরিমাপ করছি, না কি কোনো ক্ষুদ্রতর মানদণ্ড দিয়ে?

১৩ জুলাই

দর্শনের মূল্য

“রাজা উৎসিয়ের যে-বছর মৃত্যু হয়, সেই বছর আমি দিব্য দর্শন পেলাম...”(যিশাইয় ৬ ১)।

ঈ(্বরের সঙ্গে আমাদের আত্মার ব্যক্তি(গত ইতিহাস প্রায়ই আমাদের নায়কদের মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে জড়িত। আমাদের বন্ধুদের স্থানে নিজেকে স্থাপন করার জন্য তাদের ঈ(্বরকে দূর করতে হয়েছে। এবং সেই সময় আমরা ভয়ে পিছিয়ে পড়ি, ব্যর্থ ও হতাশ হই। এই বিষয়টি আমি ব্যক্তি(গতভাবে চিন্তা করতে চাই, যিনি আমার জন্য ঈ(্বরের প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে আমি কি জীবনের সবকিছু ত্যাগ করেছি? আমি কি অসুস্থ বা হতাশ হয়েছি? অথবা আমি কি যিশাইয়র মতোই কাজ করেছিলাম এবং ঈ(্বরের দর্শন পেয়েছিলাম?

আমার ঈ(্বর-দর্শন আমার চারিত্রিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। আমার কাছে সত্য প্রকাশিত হবে কি না, আমার চরিত্রই তা নির্ধারণ করে। “আমি প্রভুকে দেখেছি”—এ কথা বলতে পারার আগে, আমার চরিত্রের মধ্যে অবশ্যই এমন কিছু থাকতে হবে যা ঈ(্বর-সদৃশতাকে সুনিশ্চিত করে। যত(ণ না আমি নবজন্ম লাভ করছি এবং প্রকৃতই ঈ(্বরের রাজ্য দেখতে শু(করছি, আমি শুধু আমার নিজস্ব প(পাতপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি। অভ্যন্তরীণ শুদ্ধিকরণের জন্য তাঁর বাহ্যিক পরিস্থিতির প্রয়োগের মতো আমার প্রয়োজন ঈ(্বরের শল্য চিকিৎসার।

যত(ণ না আপনার জীবন অবিরত ঈ(্বরের মুখোমুখি হচ্ছে, অথবা অন্য কাউকে মনে না স্থান দিচ্ছেন, ঈ(্বরই হবেন আপনার অগ্রাধিকার—দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানও ঈ(্বরেরই। তখন আপনার প্রার্থনা হবে, “প্রিয় ঈ(্বর, সমগ্র জগতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই(কেউ নেই—একমাত্র তুমিই আছ।”

মূল্য পরিশোধ করতে থাকুন। ঈ(্বরকে দেখতে দিন যে, আপনি দর্শন অনুসারে জীবনযাপন করছেন।

১৪ জুলাই

দুঃখভোগ, নিপীড়ন এবং দ্বিতীয় মাইল যাওয়া

“আমি এখন বলছি, তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছে, তার প্রতিশোধ নিয়ো না, কেউ যদি তোমার ডান গালে চড় মারে, তোমার বাম গালও তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ো” (মথি ৫ ৩৯)।

এই পদটি খ্রীস্ট-বি(্বাসী হবার অপমানকে প্রকাশ করে। স্বাভাবিক জীবনে কোনো ব্যক্তি(যদি প্রত্যাঘাত না-করে, তবে সে একজন কাপু(ষ। কিন্তু আধ্যাত্মিক (েত্রে, সে যদি প্রত্যাঘাত না-করে, ঈ(্বর-পুত্র যে তার অন্তরে বিরাজ করছেন, তারই প্রমাণ। আপনি যখন অপমানিত হন, আপনি যে শুধু অপমানজনক মনে করবেন না তা-ই নয়, একে আপনার জীবনে ঈ(্বর-পুত্রের অবস্থিতিকে প্রকাশ করার একটি সুযোগ করে তুলবেন। এবং যীশুর প্রকৃতিকে আপনি অনুকরণ করতে পারেন না—হয় তা আপনার মধ্যে থাকবে, অথবা থাকবে না। একটি ব্যক্তি(গত অপমান এক পবিত্রজনের কাছে যীশুখ্রীস্টের অবি(্বাস্য মাধুর্যকে প্রকাশ করার সুযোগ হিসাবে উপস্থিত হয়।

পর্বতোপরি উপদেশের শি(া এই নয় যে, “আপনার কর্তব্য পালন ক(ন”, কিন্তু কার্যত, সেই শি(া হল, “তা-ই ক(ন, যা আমাদের কর্তব্য নয়।” দ্বিতীয় মাইল যাওয়া বা আপনার অন্য গালটি বাড়িয়ে দেওয়া আপনার কর্তব্য নয়। কিন্তু যীশু বলেছিলেন, আমরা যদি তাঁর শিষ্য হই, তবে আমরা সর্বদা এ সমস্ত কাজ করব। আমরা বলব না,“আমি আরও বেশি কিছু করতে পারব না। আমাকে ভুল বলা হয়েছিল আর ভুল বোঝানো হয়েছিল।” আমি যতবারই আমার অধিকার র(ার জন্য লড়াই করি, আমি আঘাত করি ঈ(্বর-পুত্রকে। অথচ সে আঘাত যদি আমি নিজে গ্রহণ করতাম, যীশুকে আঘাত পাওয়া থেকে আমি র(া করতে পারতাম। “...খ্রীস্টের ক্লেশবরণের পরও যা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, নিজের দেহপাত করে আমি তা-ই পূর্ণ করছি (কলসীয় ১ ২৪)—এর আসল অর্থ হল এটাই। একজন শিষ্য উপলব্ধি করবেন যে, তাঁর নিজস্ব মান-সম্মান নয়, তাঁর প্রভুর মান-সম্মানই মুখ্য বিষয়।

কখনও অন্যদের জীবনে ধার্মিকতা খুঁজে বেড়াবেন না, কিন্তু নিজের ধার্মিক হওয়ার প্রক্রি(য়াকে কখনও বন্ধ করে দেবেন না। আমরা সর্বদা ন্যায়ের সন্ধান করি। কিন্তু যীশুর পর্বতোপরি উপদেশের সারমর্ম হল, কখনও ন্যায়বিচারের সন্ধান করবেন না, কিন্তু অন্যদের ন্যায়বিচার দিতে বিরত হবেন না।

১৫ জুলাই

আমার জীবনের আত্মিক সম্মান এবং কর্তব্য

“গ্রিক, জ্ঞানী....সকলের কাছে আমি দায়বদ্ধ” (রোমীয় ১ ১৪)।

পৌল যীশুখ্রীস্টের প্রতি দায়বদ্ধতার চেতনায় আচ্ছন্ন ছিলেন এবং এই দায়বদ্ধতাকে ব্যত্ত(করেছেন সারা জীবন ধরে। যীশুখ্রীস্টকে তিনি মনে করতেন তাঁর আত্মিক উত্তমর্ণরূপে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল তাঁর মহত্তম প্রেরণা। প্রত্যেক পরিত্রাণহীন মানুষের জন্য আমি কি যীশুখ্রীস্টের প্রতি একই ধরনের দায়বদ্ধতা অনুভব করি? পবিত্রজন হিসাবে, এই সব হারানো আত্মার জন্য যীশুখ্রীস্টের প্রতি আমার ঋণ বা দায়বদ্ধতাকে পূর্ণ করাই হবে আমার আত্মিক জীবনের সম্মান এবং কর্তব্য। আমার জীবনের মূল্যবান প্রতিটি স্পন্দনের জন্য আমি যীশুখ্রীস্টের উদ্ধারণের কাছে ঋণী। অন্যদের জীবনে তাঁর মুত্তি(কে বাস্তবায়িত করার জন্য আমি কি এমন কিছু করছি, যা যীশুকে সাহায্য করবে? আমার মধ্যে এই দায়বদ্ধতার চেতনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা যদি সত্রি(য় হন, তবেই আমি এই কাজ করতে স(ম হব।

অন্য মানুষের মধ্যে আমি একজন উচ্চ স্তরের মানুষ নই—আমি যীশুখ্রীস্টের একজন ত্র(ীতদাস। পৌল বলেছিলেন, “...তোমরা নিজেরা নিজেদের প্রভু নও, মূল্য দিয়ে তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে...” (১ করিন্থীয় ৬ ১৯-২০)। পৌল নিজেকে যীশুখ্রীস্টের কাছে বিত্রি(করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, “যীশুখ্রীস্টের সুমাচারের জন্য পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে ঋণী(তাঁর একান্ত ত্র(ীতদাস হবার জন্যই আমি স্বতন্ত্র।” আত্মিক সম্মান এবং কর্তব্যের এই স্তর যখন বাস্তব হয়ে ওঠে, এক খ্রীস্ট-বিশ্বাসীর জীবনের বৈশিষ্ট্য তা-ই হয়ে ওঠে। নিজের বিষয়ে প্রার্থনা করা বন্ধ ক(ন এবং যীশুর ত্র(ীতদাস হিসাবে অন্যদের কারণে জীবন উৎসর্গ ক(ন। বাস্তব জীবনে ভগ্ন-(টি এবং সেচিত দ্রা(াসের প্রকৃত অর্থ এটাই।

১৬ জুলাই

ঐ(্বরিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা

“মন্দ হয়েও যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের ভালো জিনিস দিতে পার, তা হলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছে যারা চাইবে, তিনি তাদের আরও কতই না ভালো জিনিস দেবেন” (মথি ৭ ১১)।

এই অংশে যীশু সেই সব মানুষের জন্য আচরণ-বিধি রচনা করছেন, যাদের কাছে তাঁর আত্মা আছে। তিনি সর্ববিষয়ে ঈ(্বরিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ধারণায় আমাদের ভরিয়ে রাখতে বলেছেন, যার অর্থ, একজন শিষ্য চাইবার এবং অনুসন্ধান করার আগ্রহ এবং নিখুঁত আস্থার মানসিকতা বজায় রাখবে।

ঈ(্বরের অস্তিত্বে আপনার মনকে ভরিয়ে রাখুন। একবার আপনার মন যখন সত্যিসত্যিই এই চিন্তায় ভরপুর থাকে, আপনার কষ্টকর অভিজ্ঞতার সময়েও এ কথা মনে রাখা (্বাস-প্র(্বাস গ্রহণের মতোই সহজ হয়ে ওঠে যে, “আমার স্বর্গনিবাসী পিতা এ সমস্তই জানেন।” এর জন্য আপনাকে আদৌ কোনো উদ্যোগ নিতে হবে না, কিন্তু প্রতিবন্ধকতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দিলে এ এক সাধারণ বিষয় হয়ে উঠবে। ঐ(্বরিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত এই ধারণাকে এত শক্তি(শালী করে গড়ে তোলার আগে, সাহায্যের জন্য আপনি বিভিন্ন লোকের কাছে যেতেন, কিন্তু এ বিষয়ে আপনি এখন ঈ(্বরের কাছেই যান। যীশু সেইসব লোকের জন্য আচরণ-বিধি রচনা করেছেন, যারা তাঁর আত্মার অধিকারী এবং এই নীতি অনুসারে তা কাজ করে ঈ(্বর আমার পিতা, তিনি আমাকে ভালোবাসেন এবং আমি কখনও এমন কিছু চিন্তা করব না, যা তিনি ভুলে যাবেন। তাই কেন আমি দুশ্চিন্তা করব?

যীশু বলছেন, এমন সময় আসবে, যখন আপনার কাছ থেকে ঈ(্বর অন্ধকার দূর করতে পারবেন না, কিন্তু আপনাকে তাঁর উপর আস্থা রাখতে হবে। কখনও কখনও ঈ(্বর নির্দয় বন্ধুর মতো আবির্ভূত হবেন, কিন্তু তিনি তা নন(কখনও কখনও তিনি অস্বাভাবিক পিতারূপে আবির্ভূত হবেন, কিন্তু তিনি তা নন(তিনি অন্যায়ী বিচারকের মতো আসবেন, কিন্তু তিনি তা নন। মনে রাখবেন, সমস্ত বিষয়ের পশ্চাতে ঈ(্বরের মনন কাজ করে চলেছে। ঈ(্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে জীবনের (ুদ্রতম বিষয়টিও ঘটে না। তাই, তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। প্রার্থনা শুধু চাওয়া নয়, কিন্তু এক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি যা এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি করে যেখানে চাওয়াটা একান্ত স্বাভাবিক। “চাও, তোমাদের দেওয়া হবে....”(৭ ৭)।

১৭ জুলাই

বিশ্বাসের অলৌকিকতা

“তোমাদের কাছে আমি যা বলেছি ও যে সুসমাচার প্রচার করেছি, তা জাগতিক জ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত নয়...” (১ করিন্থীয় ২ ৪)।

পৌল ছিলেন একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ও উচ্চ স্তরের বাগ্মী। তিনি এখানে গভীর বিনম্রতায় কথা বলেছেন না, কিন্তু তিনি বলছেন যে, সুসমাচার প্রচারের সময় তিনি যদি তাঁর বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা লোকদের প্রভাবিত করতেন, তবে তিনি ঈশ্বরের পরাক্রমকে আড়াল করতেন। যীশুতে বিশ্বাস এমন এক অলৌকিক যা একমাত্র মুক্তির কার্যকারিতার দ্বারা উৎপন্ন হয়— প্রভাবশালী ভাষণ, সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং জবরদস্তির দ্বারা নয়, কিন্তু পুরাদস্তুর বাইরের সাহায্য ছাড়াই ঈশ্বরের ক্ষমতার দ্বারা। মুক্তির সৃষ্টিধর্মী ক্ষমতা আসে সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে, প্রচারকের ব্যক্তিত্বের দ্বারা কখনই নয়।

একজন প্রচারকের খাদ্য থেকে দূরে থাকা আসল এবং কার্যকর উপবাস নয়— অলঙ্কারপূর্ণ, বাক্‌পটুতা, প্রভাবশালী রচনাশৈলী, এবং আর সবকিছু যা ঈশ্বরের প্রচারে বিঘ্নসৃষ্টি করতে পারত, তা থেকে দূরে থাকাই আসল উপবাস। সেখানে প্রচারক ঈশ্বরের একজন প্রতিনিধিমাত্র— “...ঈশ্বর নিজেই যেন আমাদের মাধ্যমে আবেদন জানাচ্ছেন...” (২করিন্থীয় ৫ ২০)। ঈশ্বরের সুসমাচার পেশ করার জন্য তিনি আছেন। যদি কেবল আমার প্রচারের কারণেই লোকেরা উন্নততর জীবনযাপন করতে ইচ্ছা করে, তবে তারা কোনোদিনই যীশু খ্রীস্টের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে পারবে না। সুসমাচার প্রচারের সময় যদি কোনো কিছু আমার আত্মতুষ্টির কারণ হয়, তবে তা আমাকে যীশুর প্রতি এক বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করবে, এবং তাঁর মুক্তির সৃজনশীল ক্ষমতাকে আমি কাজ করতে বাধা দেব।

“আমি যখন ঊর্ধ্বে উন্নীত হব, তখন সমস্ত মানুষকে আমার দিকে আকৃষ্ট করব” (যোহন ১২ ৩২)।

১৮ জুলাই

বি(্বাসের রহস্য

''তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে প্রভু?'' (প্রেরিত. ৯ ৫)।

মুক্তি(র অলৌকিক কর্মের মাধ্যমে তার্ষ নগরের শৌল তৎ(ণাৎ এক দৃঢ়চেতা ও প্রভাবশালী ফ্যারিসী থেকে বিনম্র ও প্রভু যীশুর এক নিবেদিতপ্রাণ ত্র(ীতদাসে পরিণত হলেন।

আমরা যেসমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারি, তার মধ্যে কোনো অলৌকিকতা বা রহস্যময়তা নেই। ব্যাখ্যাসাধ্য বিষয়কে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, সেইসঙ্গে সবকিছুর জন্য ব্যাখ্যা খুঁজে বেড়ানো স্বাভাবিকমাত্র। আজ্ঞাপালন স্বাভাবিক নয়, তবু আজ্ঞা লঙঘন আবশ্যকীয়ভাবে পাপপূর্ণ নয়। যত(ণ না একজন ব্যক্তি(আদেশদাতার উচ্চতর অধিকারকে মেনে নিচ্ছে, তত(ণ সেখানে কোনো প্রকৃত অবাধ্যতা, বা বাধ্যতার মধ্যে কোনো নৈতিক সদ্‌গুণ থাকতে পারে না। যদি এই মান্যতার অস্তিত্ব না থাকে, তা হলে আদেশদাতা অন্য ব্যক্তি(র অবাধ্যতাকে স্বাধীনতা হিসাবে দেখতে পারে। ''তোমাকে এ কাজ অবশ্যই করতে হবে'' এবং ''তুমি ওটা করবে''— বলে কেউ যদি অন্যের উপর আধিপত্য করেন, তবে তিনি মানুষের মনকে ভেঙে চুরমার করে দেন এবং ঈ(্বরের প(নিজেকে অযোগ্য, অনুপযুক্ত(করে তোলেন। আজ্ঞাপালনের পশ্চাতে যদি এক পবিত্র ঈ(্বরের মান্যতা না থাকে, তা হলে সেই ব্যক্তি(আজ্ঞাপালনের দাসে পরিণত হন।

বহু লোক যখন ধার্মিক হবার প্রচেষ্টা বন্ধ করেন, তখন তাঁরা ঈ(্বরের কাছে আসতে শু(করেন, কারণ মানব-হৃদয়ের মালিক একজনই— যীশুখ্রীস্ট, ধর্ম নয়। কিন্তু তাঁকে দেখার পরেও আমি যদি তাঁর *আজ্ঞা পালন না-করি*, তবে ধিক্ আমাকে (যিশাইয় ৬ ৫ এবং ১ পদ দেখুন)। আজ্ঞা পালনের জন্য যীশু আমাকে কখনও জোরজবরদস্তি করবেন না, কিন্তু আমি যদি আজ্ঞা পালন-না করি, তবে আমি আমার আত্মায় ঈ(্বর-পুত্রের মৃত্যুর শংসাপত্রে স্বা(র করতে শু(করেছি। যখন আমি যীশুখ্রীস্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে বলি, ''আমি মানব না,'' তিনি কখনও আমাকে জবরদস্তি করবেন না। কিন্তু যখন আমি পালন করি, তাঁর মুক্তি(র পুনঃসৃষ্টির (মতা থেকে দূরে সরে যাই। আমি যদি জ্যোতিতে আসি, আমি কত ঘৃণিত, তা উপলব্ধি করি এবং ঈ(্বরের অনুগ্রহের উপর তা কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু আমি যদি জ্যোতিকে প্রত্যাখান করি, তবে ''ধিক্ আমাকে'' (যোহন ৩ ১৯-২১ দেখুন)।

১৯ জুলাই

বি(্বাসীর অধীনতা

“তোমরা আমায় ‘গু(দেব’, ‘প্রভু’ বলে ডাক এবং তা ঠিকই , কারণ আমি তা-ই” (যোহন ১৩ ১৩)।

আমাদের প্রভু আমাদের উপর কখনও জোর করে তাঁর অধিকার চাপিয়ে দেননি। তিনি কখনও বলেন না, “তোমরা আমার অধীনতা স্বীকার করবে।” তিনি আমাদের পছন্দ করার স্বাধীনতা দেন— এমনই স্বাধীনতা যে, আমরা তাঁর মুখে থুতু দিতে বা তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি, যেমন অন্যেরা করেছে(এবং তবুও তিনি একটা কথা বলবেন না। কিন্তু তাঁর মুক্তি(র মাধ্যমে একবার যখন আমার মধ্যে তাঁর জীবন সৃষ্টি হয়, আমি তৎ(ণাৎ আমার উপর তাঁর পূর্ণ অধিকার উপলব্ধি করি। এক সম্পূর্ণ এবং কার্যকর আধিপত্য, যেখানে আমি স্বীকার করি, “হে আমাদের প্রভু... তুমিই.. *যোগ্য*” (প্রকাশিত বাক্য ৪ ১১)। শুধু আমার অন্তরস্থ অযোগ্যতাই আমাকে নত হতে বা যিনি যোগ্য, তাঁর স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধা দেয়। যখন আমার চেয়ে যোগ্যতর কোনো ব্যক্তি(র সঙ্গে আমার সা(াৎ হয়, এবং তাঁর যোগ্যতাকে স্বীকার করি না, বা আমার প্রতি তাঁর নির্দেশ মান্য করি না, তা আমার নিজস্ব অযোগ্যতাকেই প্রকাশ করে। যারা বুদ্ধিগতভাবে নয়, পবিত্রতায় আমার চেয়ে কিছুটা উন্নত, ঈ(্বর তাদের ব্যবহার করে আমাদের শি(া দেন। এবং আমরা স্বেচ্ছায় অধীনতা স্বীকার না-করা পর্যন্ত তিনি তা করে চলেন। তখন আমাদের জীবনের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর প্রতি আজ্ঞাবহতায় পরিণত হয়।

আমাদের প্রভু যদি আজ্ঞাপালনের জন্য আমাদের জবরদস্তি করেন, তা হলে তিনি হবেন একজন কঠোর কর্ম-পরিদর্শক, এবং তাঁর কাছে প্রকৃত কোনো অধিকার থাকে না। তিনি আজ্ঞাপালনের জন্য কখনও জবরদস্তি করেন না, কিন্তু যখন সত্যিই আমরা তাঁর দর্শন পাই, আমরা তৎ(ণাৎ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করি। তখন তিনি অনায়াসে আমাদের জীবনের প্রভু হয়ে ওঠেন এবং দিবারাত্র তাঁর প্রশংসায় আমরা জীবন অতিবাহিত করি। আমি আজ্ঞাপালনকে কোন দৃষ্টিতে দেখি, তার মধ্য দিয়ে আমার অনুগ্রহে পরিপক্কতার স্তর প্রকাশিত হয়। *আজ্ঞাবহতা* শব্দটিকে আমাদের অনেক বেশি উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে এবং জগতের পঙ্কিলতা থেকে একে র(া করতে হবে। পরস্পরের সঙ্গে সমসম্পর্কে আবদ্ধ ব্যক্তি(দ্বয়ের মধ্যেই কেবল আজ্ঞাবহতা সম্ভবপর— যেমন পিতা ও পুত্রের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যেকার সম্পর্ক হয়। “আমি এবং আমার পিতা এক” (যোহন ১০ ৩০)—এ কথার মধ্য দিয়ে যীশু এই সম্পর্ককে প্রকাশ করেছিলেন। “পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি দুঃখদহনের মধ্যে দিয়েই বাধ্যতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন” (৫ ৮)। আমাদের পরিত্রাতারূপে পুত্র আজ্ঞাবহ ছিলেন, কারণ *তিনি ছিলেন পুত্র*, ঈ(্বরের পুত্রে পরিণত হবার জন্য নয়।

২০ জুলাই

ঈ(রের উপস্থিতির উপর নির্ভর

“যাহারা সদাপ্রভুর অপে(া করে....তাহারা গমন করিলে ক্লান্ত হইবে না”(যিশাইয় ৪০ ৩১)।

হাঁটা-চলার মধ্যে কোনো উত্তেজনা নেই, তবু এ আমাদের দৃঢ়তা ও সহ্য করার গুণের পরী(া। “গমন করিলে ক্লান্ত হইবে না”— সম্ভবত শক্তি(র সবচেয়ে বড়ো পরিমাপ। বাইবেলে *গমন* শব্দটি কোনো ব্যক্তি(র চরিত্র প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে— “... যোহন... সেখান দিয়ে যীশুকে *যেতে* দেখে.. বললেন, ওই দেখ, ঈ(রের মেষশাবক! (যোহন ১ ৩৫-৩৬)। বাইবেলে কোনো বিমূর্ততা বা অস্পষ্টতা নেই(সবকিছু স্পষ্ট এবং বাস্তব। ঈ(র বলেন না যে, “আত্মিক হও”, কিন্তু তিনি বলেন, “... তুমি আমার সা(াতে গমনাগমন করিয়া সিদ্ধ হও”(আদিপুস্তক ১৭ ১)।

আমরা যখন দৈহিক বা আবেগগতভাবে অসুস্থ অবস্থায় থাকি, আমরা সর্বদা জীবনে উত্তেজনার সন্ধান করি। আমাদের দৈহিক জীবনে এ আমাদের পবিত্র আত্মার কাজকে সফল করার চেষ্টার দিকে চালিত করে(আমাদের আবেগগত জীবনে এ আমাদের বদ্ধ-সংস্কার এবং নৈতিকতার ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং আমাদের আত্মিক জীবনে যদি আমরা কেবল উত্তেজনার সন্ধান করি, “ঈগল প ীর ন্যায় প(সহকারে ঊর্ধ্বে” উঠি (৪০ ৩১), তার পরিণামস্বরূপ আমাদের আত্মিকতা ধ্বংস হয়ে যাবে।

ঈ(রের উপস্থিতির বাস্তবতা কোনো বিশেষ পরিস্থিতি বা স্থানের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু সর্বদা প্রভুকে আমাদের সামনে রাখার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। যখন তাঁর উপস্থিতির বাস্তবতার উপর আমরা আস্থা রাখতে চাই না, তখনই দেখা দেয় বিভিন্ন সমস্যা। গীতিকারের অভিজ্ঞতা বলে, “আমরা ভয় করব না, যদিও...”(৪৬ ২)। ঈ(রের উপস্থিতির বাস্তব সত্যের উপর যদি আমরা দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে থাকি, শুধু সাধারণ সচেতনতা নয়, এর বাস্তবতা সম্পর্কে উপলব্ধি থাকলে, এই অভিজ্ঞতা হবে আমাদেরও। তখন আমরা বলে উঠব, “তিনি তো সবসময় এখানেই আছেন!” আমাদের জীবনের সংকটময় মুহূর্তে ঈ(রের নির্দেশনা চাওয়া জ(রি, কিন্তু “হে প্রভু, আমাকে এই বিষয়ে বা ওই বিষয়ে চালনা দাও”—সর্বদা এ রকম বলা অপ্রয়োজনীয়। অবশ্য, তিনি পরিচালনা দেবেন, এবং প্রকৃতপ(, তিনি তো পরিচালনা দান করেই চলেছেন। আমাদের প্রতিদিনের সিদ্ধান্ত যদি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী না হয়, তিনি আমাদের আত্মায় বাধা দেবেন। তখন আমরা শান্ত হয়ে তাঁর উপস্থিতির নির্দেশনার জন্য প্রতী(া করব।

২১ জুলাই

স্বর্গরাজ্যের প্রবেশদ্বার

“অহংবোধ নেই যাদের, তারাই ধন্য, ...” (মথি ৫ ৩)।

সাবধান, আমাদের প্রভুকে শুধু একজন গু(মনে করবেন না। যদি যীশুখ্রীস্ট শুধুই একজন গু(হতেন, আমার সামনে এমন এক আদর্শ স্থাপন করতেন, যা আমি অর্জন করতে পারতাম না, এবং হতাশ হতাম। আমার সামনে এমন উচ্চ আদর্শ স্থাপন করায় লাভ কী, যদি আমি তার নাগাল না পাই? যদি আমি কখনও এ না-জানতাম, তা হলে বরং আমি আরও বেশি সুখী হতাম। আমি যা কখনই হতে পারব না — “নির্মলান্তঃকরণ” (৫ ৮) হতে, আমার কর্তব্যের চেয়ে আরও বেশি কিছু করতে, অথবা ঈ(্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদিত-প্রাণ হতে—তা বলায় লাভ কী? এক উচ্চ আদর্শ যা শুধু হতাশাই নিয়ে আসে, তা ছাড়া, আমার কাছে তাঁর শি(া র কোনো অর্থ আছে কি না জানার আগে আমাকে যীশুখ্রীস্টকে আমার পরিত্রাতারূপে অবশ্যই জানতে হবে। আমি যখন ঈ(্বরের আত্মায় নবজন্ম লাভ করেছি, আমি জানি, যীশুখ্রীস্ট শুধু আমাকে *শি(া* দিতে দিতে আসেননি — তিনি এসেছেন তাঁর *শি(া অনুসারে আমাকে গড়ে তুলতে*। মুত্তি(র অর্থ, যে-প্রকৃতি তাঁর নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই একই প্রকৃতি তিনি যে-কোনো মানুষের মধ্যে স্থাপন করতে পারেন। এবং ঈ(্বর আমাদের যেসব মানদণ্ড দিয়েছেন, সেই প্রকৃতিই তার ভিত্তি।

পর্বতোপরি উপদেশের শি(া স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে হতাশাবোধ জাগিয়ে তোলে — যীশুর উদ্দেশ্যও ছিল তা-ই। আমাদের মধ্যে যত(ণ কিছু ধার্মিকম্মন্যতা থাকবে যে, যীশুর শি(া অনুসারে আমরা চলতে স(ম, ঈ(্বর আমাদের তত(ণই সেই পথে চলতে দেবেন, যত(ণ না আমাদের পথে বাধা পেয়ে আমাদের নিজস্ব অজ্ঞতাকে প্রকট করি। কেবল তখনই আমরা নিঃস্ব ব্যত্তি(র মতো তাঁর কাছে আসি এবং তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করি। “অহংবোধ নেই যাদের, তারাই ধন্য ...।” ঈ(্বরের রাজ্যে এটাই প্রথম নীতি। যীশুখ্রীস্টের রাজ্যের মূল বনিয়াদ হল দারিদ্র, সম্পত্তি নয়(যীশুর প(সিদ্ধান্ত গ্রহণ নয়, এমন চরম ব্যর্থতার বোধ যে, শেষ পর্যন্ত আমরা স্বীকার করি, “প্রভু, এমনকী, এই কাজ আমি শু(করতেও পারি না।” তখন যীশু বলেন, “ধন্য তোমরা ...” (৫ ১১)। এটাই স্বর্গ-রাজ্যের প্রবেশ-দ্বার। তবু এ কথা বি(্বাস করতে আমাদের এত বিলম্ব হয় যে, সত্যিই আমরা দরিদ্র! আমাদের নিজস্ব দরিদ্রতার জ্ঞান আমাদের এমন স্থানে নিয়ে আসে যেখানে যীশুখ্রীস্ট তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করেন।

২২ জুলাই

পবিত্রীকরণ

"ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, তোমরা পবিত্র হও ..." (১ থেসালোনিকীয় ৪ ৩)।

মৃত্যুর দিক। পবিত্রীকরণে ঈশ্বরকে আমাদের সঙ্গে জীবনের দিকে এবং মৃত্যুর দিকে কাজ করতে হবে। পবিত্রীকরণের জন্য আমাদের মৃত্যুর স্থানে আসা প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের অনেকেই সেখানে এত সময় অতিবাহিত করি যে, আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। পবিত্রীকরণের পূর্বে সর্বদা এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধে — আমাদের অন্তরের কিছু একটা খ্রীস্টের দাবির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়। পবিত্র আত্মা যখন আমাদের কাছে পবিত্রীকরণের অর্থ প্রকাশ করেন, তৎক্ষণাৎ সংঘর্ষ বেধে যায়। যীশু বলেছিলেন, "আমার কাছে এসেও যদি কেউ ... নিজের প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করতে না পারে, তা হলে সে আমার শিষ্য হতে পারে না" (লুক ১৪ ২৬)।

পবিত্রীকরণের প্রণালীতে, পবিত্র আত্মা আমাকে এমনভাবে নগ্ন করে দেন যে, তখন আমি ছাড়া আমার মধ্যে আর কিছুই থাকে না এবং সেটাই হল মৃত্যুর স্থান। আমি কি "আমিই" থাকতে ইচ্ছুক, আর কিছু নয়? আমি কি চাই যে, আমার কোনো বন্ধু, পিতা-ভ্রাতা এবং স্বার্থ — কোনো কিছুই থাকবে না, শুধু মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি? পবিত্রীকরণের জন্য এই শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন। এই জন্যই যীশু বলেছিলেন, "... মনে কোরো না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি, শান্তি নয়, আমি এসেছি খড়্গ দিতে" (মথি ১০ ৩৪)। এই স্থানেই যুদ্ধ শুরু হয়, এবং যেখানে আমাদের মধ্যে অনেকেই পিছিয়ে পড়ি। এই সময়ে, আমরা যীশুখ্রীস্টের মৃত্যুর সমরূপ হতে প্রস্তুত নই। আমরা বলি, "কিন্তু এ তো অনেক কঠিন। তিনি নিশ্চয় আমার কাছ থেকে এ রকম চান না।" আমাদের প্রভু কঠোর, এবং আমাদের কাছ থেকে তিনি এই রকমই চান।

আমি কি আমাকে "আমার" স্থানে নামিয়ে আনার জন্য প্রস্তুত? আমার বন্ধুরা আমার সম্পর্কে যা ভাবে এবং আমি নিজের বিষয়ে যা চিন্তা করি, সে-সমস্ত বিষয় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিতে আমি কি ইচ্ছুক? আমার সাধারণ নগ্ন অহং-কে ঈশ্বরের হাতে তুলে দেবার জন্য আমি কি প্রস্তুত, এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি? যখনই আমি সংকল্প গ্রহণ করব, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে সম্পূর্ণরূপে শুচি করবেন এবং আমার জীবন ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত হবে (১ থেসালোনিকীয় ৫ ২৩-২৪ দেখুন)।

যখন আমি প্রার্থনা করব, "প্রভু, আমার জন্য পবিত্রীকরণের অর্থ কী, তা আমাকে দেখাও", তিনি আমাকে দেখাবেন। এর অর্থ, যীশুর সঙ্গে একাত্ম হওয়া। পবিত্রীকরণ এমন কিছু বিষয় নয়, যা যীশু আমার মধ্যে স্থাপন করেন — স্বয়ং *তিনি* আমার মধ্যে বিরাজ করেন (১ করিন্থীয় ১ ৩০ দেখুন)।

২৩ জুলাই

পবিত্রীকরণ

“তাঁর সহায়তায় তোমরা খ্রীস্ট যীশুতে স্থিতিলাভ করেছে, ... তাঁর কাছ থেকে আমরা লাভ করি ... পবিত্রতা ... (১ করিন্থীয় ১ ৩০)।

জীবনের দিক। পবিত্রীকরণের রহস্য হল, যীশুখ্রীস্টের নিখুঁত গুণাবলি আমাকে উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছে, ত্র(মে-ত্র(মে নয়, কিন্তু বি(াসে যখন আমার এই উপলব্ধি হল যে, “তাঁর কাছ থেকে ... লাভ করি ... পবিত্রতা”, তৎ(ণাৎ। পবিত্রীকরণের অর্থ, যীশুর পবিত্রতা আমার হয়ে যাচ্ছে এবং আমার জীবনে তা প্রদর্শিত হচ্ছে।

এক পবিত্র জীবনযাপনের সবচেয়ে বিস্ময়কর রহস্য হল, যীশুর অনুকরণ নয়, যীশুর নিখুঁত গুণগুলি আমার মানব-শরীরে প্রদর্শিত হতে দেওয়া। পবিত্রীকরণ হল, আমাদের “অন্তরে বিরাজমান খ্রীস্ট ...” (কলসীয় ১ ২৭)। পবিত্রীকরণে তাঁর বিস্ময়কর জীবন আমাকে প্রদান করা হয় — ঈ(রের অনুগ্রহের সার্বভৌম উপহার হিসাবে বি(াসের মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছে। তাঁর বাক্যে যেমন আছে, তেমনইভাবে পবিত্রীকরণকে কি আমি বাস্তব করে তোলার জন্য ঈ(রের দারস্থ হতে প্রস্তুত আছি?

পবিত্রীকরণের অর্থ, যীশুখ্রীস্টের পবিত্র গুণাবলি আমাকে প্রদান করা হয়েছে। এ তাঁর ধৈর্য, ভালোবাসা, বি(াস, পবিত্রতা এবং ঈ(রত্বের উপহার যা প্রত্যেক পবিত্রীকৃত মানুষের মধ্যে এবং মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। পবিত্রীকরণের অর্থ, পবিত্র হবার জন্য যীশুর কাছ থেকে শক্তি(লাভ করা নয়, যীশুর কাছ থেকে সেই পবিত্রতা লাভ করা যা তাঁর মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছিল এবং এখন তিনি আমার মধ্যে যা প্রকাশ করছেন। পবিত্রীকরণ হল, প্রদান করা, অনুকরণ করা নয়। অনুকরণ একেবারে অন্য ধরনের জিনিস। সবকিছুর সিদ্ধতা রয়েছে যীশুখ্রীস্টের মধ্যে, এবং পবিত্রীকরণের রহস্য হল, যীশুর সমস্ত সিদ্ধ গুণ আমার অধিকারে রয়েছে। সেই সঙ্গে, ধীরে-ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমি অনির্বচনীয় শৃঙ্খলাপূর্ণ, প্রগাঢ় এবং পবিত্র জীবনযাপন করতে শু(করি — “ঈ(রের শক্তি(তে ... রি(ত ...” (১ পিতর ১ ৫)।

২৪ জুলাই

তাঁর প্রকৃতি এবং আমাদের উদ্দেশ্য

"... শাস্ত্রী ও ফরিশীদের চেয়ে তোমাদের ধর্মাচরণের মান যদি উন্নত না হয়, তা হলে তোমরা কিছুতেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না" (মথি ৫ ২০)।

সৎকর্ম করা একজন শিষ্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য হতে হবে সৎ এবং ঈ(্বরের অতিলৌকিক অনুগ্রহের দ্বারা তিনি সৎ মানুষে পরিণত হয়েছেন। সৎকর্ম করার চেয়ে আরও বড়ো একটি বিষয় আছে, আর তা হল, সৎ *হওয়া*। যীশু যে-কোনো মানুষের মধ্যে এক নতুন বংশগতি দিতে এসেছিলেন, যার মধ্যে থাকবে শাস্ত্রী ও ফরিশীদের চেয়ে উন্নততর বংশগতি। যীশু বলছেন, "তুমি যদি আমার শিষ্য হও, শুধু তোমার কর্মে তোমাকে সঠিক হলে চলবে না, তোমার উদ্দেশ্য, তোমার উচ্চাকাঙ্(্া, এবং তোমার মানসিক চিন্তার গভীর গহনে তোমাকে সঠিক হতে হবে।" আপনার উদ্দেশ্য এতই পবিত্র হবে যে, সর্বশক্তি(মান ঈ(্বর আপনাকে তিরস্কার করার মতো কিছুই খুঁজে পাবেন না। এমন কে আছে যে, ঈ(্বরের অনন্ত জ্যোতির সামনে দাঁড়ালেও তিরস্কার করার মতো কোনো বিষয় তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না? সে যোগ্যতা আছে একমাত্র ঈ(্বর-পুত্রের। যীশুখ্রীস্ট দাবি করেন যে, তাঁর মুক্তি(র মাধ্যমে তিনি যে-কোনো মানুষের মধ্যে তাঁর নিজস্ব প্রকৃতিকে স্থাপন করতে এবং সেই ব্যক্তি(কে পবিত্র এবং শিশুর মতো সরল করতে পারেন। ঈ(্বর যে-পবিত্রতার দাবি করেন, আমি যদি অন্তরে নতুনভাবে সৃষ্টি না হই, তা হলে অসম্ভব। এবং তাঁর মুক্তি(র মাধ্যমে যীশু ঠিক এই কাজটি করার দায়িত্ব নিয়েছেন।

কোনো মানুষই বিধান পালন করে নিজেকে পবিত্র করতে পারে না। যীশুখ্রীস্ট আমাদের কিছু নিয়ম-বিধি দেন না — তিনি আমাদের সত্যময় শি(্া দান করেন, যা কেবল তাঁর প্রকৃতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যা তিনি আমাদের মধ্যে স্থাপন করেছেন। যীশুখ্রীস্টের পরিত্রাণের মহান বিস্ময় হল যে, তিনি আমাদের বংশগতির পরিবর্তন করেন। তিনি মানব-প্রকৃতিকে পরিবর্তন করেন না — তিনি এর উৎসের রূপান্তর ঘটান, এবং তার দ্বারা এর উদ্দেশ্যকেও পরিবর্তন করেন।

২৫ জুলাই

আমি কি এর মতো ধন্য ?

“তারাই ধন্য ...” (মথি ৫ ৩-১১)।

আমরা যখন প্রথমে যীশুর উক্তি(গুলি পাঠ করি, সেগুলি বিস্ময়করভাবে সরল ও সাধারণ মনে হয়, এবং আমাদের অবচেতন মনে সেগুলি হারিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, যীশু-কথিত ‘স্বর্গসুখগুলি’ প্রাথমিকভাবে অত্যধিক আত্মিক এবং কর্মহীন লোকের কাছে সান্ত্বনাদায়ক, কিন্তু আজ আমরা যে কঠোর, দ্রুতগতি, কর্মঠাসা পৃথিবীতে বাস করি, সেখানে এগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প। কিন্তু আমরা শীঘ্রই দেখতে পাব যে, স্বর্গসুখগুলির মধ্যে পবিত্র আত্মার “ডায়নামাইট” রয়েছে। এবং আমাদের জীবনের পরিস্থিতি সে-রকম হলে সেগুলি “বিস্ফোরণ” ঘটায়। যখন পবিত্র আত্মা কোনো একটি ‘স্বর্গসুখকে’ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, আমরা বলি “এ কত চমকপ্রদ উক্তি(!” এর পর আমরা প্রচণ্ড আত্মিক উত্থানকে স্বীকার করব কি না, আমাদের সে-সিদ্ধান্ত অবশ্যই নিতে হবে, যে-উত্থান তাঁর বাক্য পালন করলে আমাদের পরিস্থিতিতে উৎপন্ন হয়। ঈ(্বরের আত্মা এইভাবেই কাজ করেন। পর্বতোপরি উপদেশকে আ(রিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য নতুন জন্মগ্রহণের প্রয়োজন নেই। পর্বতোপরি উপদেশের আ(রিক ব্যাখ্যা বালসুলভ সহজ। কিন্তু ঈ(্বরের পবিত্র আত্মা যখন আমাদের প্রভু-কথিত উক্তি(কে আমাদের পরিস্থিতির উপর প্রয়োগ করেন, এক পবিত্রজনের কাছে সেই ব্যাখ্যা কঠিন ও কঠোর হয়ে ওঠে।

আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনা করলে অনেক উচ্চ মার্গের মনে হয় এবং প্রাথমিকভাবে সেগুলি আমাদের কাছে আশ্চর্যজনক অস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসে। কিন্তু পবিত্র আত্মা যখন যীশুর উপদেশগুলি আমাদের পরিস্থিতির উপর প্রয়োগ করেন, ধীরে-ধীরে আমাদের চলন এবং আলাপচারিতাকে যীশুর নীতির অনুকূল করতে হবে। পর্বতোপরি উপদেশ একগুচ্ছ আচরণ-বিধি নয় — এ আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র, যখন পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারবেন।

২৬ জুলাই

পবিত্রতার পথ

“মুখ থেকে যা বেরিয়ে আসে, তা আসে মন থেকেই। ... কারণ মনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে যত কুচিন্তা, নরহত্যা, ব্যভিচার, চুরি, মিথ্যাসা(্য ও পরনিন্দা। এ সবই মানুষকে অশুচি করে ... (মথি ১৫ ১৮-২০)।

প্রাথমিকভাবে আমরা আমাদের অজ্ঞানতার উপর আস্থা রাখি আর একে বলি, দোষশূন্যতা এবং পরে, আমাদের দোষশূন্যতার উপর আস্থা রাখি, তখন একে বলি পবিত্রতা। তার পর, যখন আমরা আমাদের প্রভুর কাছ থেকে এই কঠোর উক্তি(গুলি শুনি, আমরা সংকুচিত হয়ে বলি, “কিন্তু আমার অন্তরে আমি এই সব ভয়ঙ্কর বিষয় কখনও উপলব্ধি করিনি।” তিনি যা প্রকাশ করেন, তাতে আমরা অপ্রসন্ন হই। হয় যীশুখ্রীস্ট মানব-হৃদয়ের সর্বাধিপতি, অথবা মনোযোগ আকর্ষণের কোনো যোগ্যতাই তাঁর নেই। আমার হৃদয়ে তাঁর বাক্যের ভেদনের উপর আমি কি আস্থা রাখতে প্রস্তুত, অথবা আমার “নির্দোষ অজ্ঞানতার” উপর আস্থা রাখতে পছন্দ করি? আমার তথাকথিত অজ্ঞানতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে আমি যদি সততার সঙ্গে নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করি, এবং তার পরী(া নিই, তা হলে আমার মধ্যে এই বোধের উন্মেষ ঘটবে যে, যীশুখ্রীস্ট যা বলেছেন, তা সত্য, এবং আমার মধ্যেকার মন্দতা ও দোষ দেখে আমার আতঙ্কিত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যত(ণ আমি আমার নিজস্ব “দোষশূন্যতার” মিথ্যা ঘেরাটোপে অবস্থান করি, আমি এক মূর্খের স্বর্গে বাস করছি। যদি আমি প্রকাশ্যে কখনও রূঢ়তা না দেখাই এবং কটূক্তি(না করি, তার কারণ, আমার নিজস্ব ভী(তা এবং সভ্য জীবনযাপনের নিরাপত্তাবোধ। কিন্তু যখন ঈ(্বরের সামনে আমার নগ্নতা প্রকাশ হয়ে পড়ে, আমি দেখি যে, যীশুখ্রীস্ট সঠিকভাবেই আমার রোগ নির্ণয় করেছেন।

একমাত্র যীশুখ্রীস্টের মুক্তি(ই আমাদের প্রকৃত নিরাপত্তা দেয়। যদি আমি শুধুই তাঁর হাতে নিজেকে তুলে দিই, আমার অন্তরে যা রয়েছে, তার ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার অভিজ্ঞতা কখনই লাভ করব না। আমার কাছে পবিত্রতা এমনই গভীর বিষয় যে, স্বাভাবিকভাবে আমি তার নাগাল পাব না। কিন্তু যখন পবিত্র আত্মা আমার মধ্যে আসেন, তিনি আমার ব্যক্তি(গত জীবনের কেন্দ্রে সেই আত্মাকে নিয়ে আসেন যা যীশুখ্রীস্টের জীবনে প্রদর্শিত হয়েছিল, যা পবিত্র আত্মা নামে অভিহিত এবং যা একান্তভাবেই অবিমিশ্র পবিত্রতা।

২৭ জুলাই

জ্ঞানের পথ

"যে ঈ(রের ইচ্ছা পালন করতে চায়, সে-ই বুঝবে...আমার শি(া..." (যোহন ৭ ১৭)।

আত্মিক সমঝোতা অর্জনের জন্য যে সোনালি নিয়ম অনুসরণ করতে হবে, তা বৃদ্ধি নয়, কিন্তু আজ্ঞা পালন। কোনো ব্যক্তি(যদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পেতে চায়, তবে তাকে বৌদ্ধিক কৌতুহলকে নির্দেশক করতে হবে। কিন্তু সে যদি যীশুখ্রীস্টের শি(ার জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি পেতে চায়, সে শুধু আজ্ঞা পালনের মধ্য দিয়েই তা পেতে পারে। আমার কাছে আত্মিক বিষয়গুলি যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সংগুপ্ত হয়, তা হলে আমি নিশ্চিত হতে পারি যে, আমার জীবনে কোথাও একটা অবাধ্যতা রয়েছে। বৌদ্ধিক অন্ধকার আসে অজ্ঞতা থেকে, কিন্তু আত্মিক অন্ধকার আসে এমন কিছু থেকে যা আমি পালন করতে চাই না।

কোনো ব্যক্তি(যখন ঈ(রের বাণী লাভ করে, তৎ(ণাৎ সে সেই বিষয়ে পরী(ার সম্মুখীন হয়। আমরা আজ্ঞা লঙঘন করি এবং তার পর সবিস্ময়ে ভাবি, কেন আমরা আত্মিকভাবে পরিপক্ক হচ্ছি না। যীশু বলেন, "বেদিতে নৈবেদ্য নিবেদন করতে গিয়ে যদি তোমার মনে পড়ে যে, তোমার বি(দ্ধে তোমার ভাইয়ের কোনো অভিযোগ আছে, তা হলে বেদির সামনে নৈবেদ্য রেখে ফিরে যাও, আগে ভাইয়ের সঙ্গে মিটমাট কর, তার পরে এসে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর" (মথি ৫ ২৩-২৪)। তাঁর বক্ত(ব্যের নির্যাস, "আমাকে আর কিছু বোলো না, সব বিষয় ঠিক করে প্রথমে আজ্ঞাবহ হও।" যীশুর শি(া আমাদের আঘাত করে। আমাদের ভণ্ডামি নিয়ে আমরা তাঁর সামনে এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারি না। ছোটো ছোটো বিষয়ে তিনি আমাদের নির্দেশ দেন। ঈ(রের আত্মা আমাদের নিজস্ব দোষশূন্যতার আত্মাকে অনাবৃত করে এবং পূর্বে যেসমস্ত বিষয়ে আমরা চিন্তা করিনি, সে-বিষয়ে আমাদের সংবেদনশীল করে তোলে।

ঈ(র যখন তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আপনাকে কিছু বলতে চান, কৌশলে তাকে এড়িয়ে যাবেন না। যদি আপনি তা করেন, তা হলে আপনি একজন ভণ্ড ধার্মিকরূপে পরিগণিত হবেন। যেসমস্ত বিষয় আপনি ঝেড়ে ফেলে দিতে চান, এবং যেখানে আপনি অবাধ্য হয়েছেন, সেগুলি পরী(া করে দেখুন। তখন আপনি জানতে পারবেন, কেন আপনি আত্মিকভাবে পরিপক্ক হচ্ছেন না। লোকে আপনাকে গোঁড়া ভাবার ঝুঁকি থাকতে পারে, তবু যীশু যেমন বলেছিলেন, "প্রথমে যাও" — সেইভাবে ঈ(রের নির্দেশ মান্য করে এগিয়ে চলুন।

২৮ জুলাই

ঈ(্বরের উদ্দেশ্য, না আমার?

"... যীশু তাঁর শিষ্যদের নৌকায় তুলে দিয়ে তাঁর আগেই সাগরের ওপারে ... পাঠিয়ে দিলেন ..." (মার্ক ৬ ৪৫)।

আমরা ভাবতে পছন্দ করি যে, যীশুখ্রীস্ট যদি আমাদের কোনো কাজ করতে বাধ্য করেন, এবং আমরা তাঁর আজ্ঞা পালন করি, তবে তিনি আমাদের আরও মহান সাফল্যের পথে নিয়ে যাবেন। আমরা যেন কখনও না ভাবি যে, আমাদের সাফল্যলাভের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তোলাই ঈ(্বরের উদ্দেশ্য। প্রকৃতপ(, তাঁর উদ্দেশ্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারে। আমাদের ধারণা, ঈ(্বর এক বিশেষ পরিণাম, বা ঈপ্সিত ল(্যের দিকে আমাদের চালিত করছেন, কিন্তু তা নয়। আমরা কোনো বিশেষ ল(্যে পৌঁছাচ্ছি কি না, সে-প্র্নের গু(ত্ব কম, এবং সেই পর্যন্ত পৌঁছানোর পথ শুধুই একটি উপাখ্যান মাত্র। আমরা যাকে বিশেষ ল(্যে পৌঁছনোর প্রক্রি(য়া বলে মনে করি, ঈ(্বর তাকে ল(্য বলে মনে করেন।

আমার জন্য ঈ(্বরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমার দর্শন কী? তা যা কিছু হতে পারে। আমার জন্য তাঁর উদ্দেশ্য হল, তাঁর উপর এবং তাঁর শক্তি(র উপর আমি যেন *এখন* নির্ভর করি। জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে আমি যদি শান্ত, বি(্বস্ত থাকি এবং বিভ্রান্ত না হই, ঈ(্বরের উদ্দেশ্যর ল(্য আমার মধ্যে সাধিত হচ্ছে। কোনো বিশেষ ল(্যসিদ্ধির জন্য ঈ(্বর কাজ করছেন না — তাঁর প্রণালীই হল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি চান, আমি যেন তাঁকে "সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে" দেখি, যেখানে কোনো কিনারা নেই, সাফল্য নেই, ল(্য নেই, আছে শুধু একান্ত নিশ্চয়তা যে, সবকিছুই ঠিক আছে, কারণ আমি তাঁকে "সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে" দেখি (৬ ৪৯)। এ প্রণালী, পরিণাম নয়, যা ঈ(্বরকে গৌরবান্বিত করছে।

ঈ(্বরের প্রশি(ণ বর্তমানের জন্য, পরবর্তী কালের জন্য নয়। তাঁর উদ্দেশ্য এই মুহূর্তের জন্য, ভবিষ্যতের কোনো কিছুর জন্য নয়। আমাদের আনুগত্যের পরিণাম কী হবে, তা নিয়ে আমাদের কিছু করার নেই, এবং এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা করা ভুল। মানুষ যাকে প্রস্তুতি বলে, ঈ(্বর তাকে ল(্য হিসাবে দেখেন।

ঈ(্বর আমার জীবনের ঝঞ্ঝার উপর দিয়ে এখনই হাঁটতে পারেন — আমাকে এ দেখার যোগ্যতা দেওয়াই ঈ(্বরের উদ্দেশ্য। আমাদের মনে যদি আরও বড়ো একটি ল(্য থাকে, তা হলে, আমরা বর্তমান সময়ের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছি না। কিন্তু যদি আমরা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করি যে, আনুগত্যই ল(্য, তা হলে, আমাদের সামনে আসা প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান।

২৯ জুলাই

আপনার মেঘের মধ্যে কি আপনি যীশুকে দেখেন?

“দেখ, মেঘবাহনে তিনি আসছেন ...” (প্রকাশিত বাক্য ১ ৭)।

বাইবেলে মেঘকে সর্বদা ঈ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত(করা হয়েছে। আমাদের ব্যক্তি(গত জীবনের ভিতরে বা বাইরে মেঘ হল দুঃখ, যন্ত্রণা বা ঈ্বরদত্ত পরিস্থিতি, যা আপাতভাবে ঈ্বরের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। তবু এই সব মেঘের মাধ্যমে ঈ্বর আমাদের শি(া দেন, কীভাবে বি্বাসের পথে চলতে হয়। জীবনে যদি কোনোরকম মেঘ না থকে, তা হলে আমাদের বি্বাসও থাকবে না। “... মেঘ তাঁহার পদধূলি” (নহূম ১ ৩)। মেঘ ঈ্বরের উপস্থিতির চিহ্(। এ কথা জানার মধ্য দিয়ে কী এক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় যে, দুঃখ, শোক এবং কষ্ট বাস্তবে মেঘ, যা ঈ্বরের সঙ্গে আসে! মেঘ ছাড়া ঈ্বর আমাদের কাছে আসতে পারেন না — তিনি স্বচ্ছ-কিরণ উজ্জ্বলতার মধ্যে আসেন না।

আমাদের পরী(ার মধ্যে ঈ্বর আমাদের শি(া দিতে চান — এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। আমাদের চলার পথে তিনি যে-মেঘ নিয়ে আসেন, তার মাধ্যমে তিনি আমাদের কিছু বিষয় ভোলাতে চান। আমাদের বি্বাসকে সরল করাই তাঁর মেঘ ব্যবহারের উদ্দেশ্য, যত(ণ না তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঠিক একজন শিশুর মতো হয় — ঈ্বর এবং আমাদের আত্মার মধ্যে সম্বন্ধ, যেখানে অন্য লোকেরা ছায়ামাত্র। অন্য লোকেরা যত(ণ না আমাদের কাছে ছায়ামাত্র হয়ে যাচ্ছে, মেঘ ও অন্ধকার আমাদের সর্ব(ণের সঙ্গী হবে। ঈ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি আগের চেয়ে বেশি সরল হয়ে যাচ্ছে?

ঈ্বরদত্ত পরিস্থিতি এবং তাঁর সম্পর্কে আমরা যা জানি, তার মধ্যে একটা সংযোগ আছে। এবং আমাদের ঈ্বরদত্ত জ্ঞানের আলোকে জীবন-রহস্যকে ব্যাখ্যা করতে শিখতে হবে। ঐ্বরিক চরিত্র সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে (তিগ্রস্ত না করে, জীবনের গভীরতম, অন্ধকারতম ঘটনার মুখোমুখি না-হওয়া পর্যন্ত আমরা তাঁকে জানতে পারব না।

“... শিষ্যরা মেঘে ঢাকা পড়তেই ভয় পেয়ে গেলেন” (লুক ৯ ৩৪)। আপনার মেঘে যীশু ছাড়া কি আর কেউ আছে? যদি তা-ই হয়, এমন স্থানে না-পৌঁছান পর্যন্ত আপনার জীবন আরও অন্ধকারময় হয়ে উঠবে, যেখানে “যীশুকে ছাড়া আর কাউকে” (মার্ক ৯ ৮(আরও দেখুন ২-৭ পদ) দেখতে পাবেন না।

৩০ জুলাই

মোহমুক্তি(সম্পর্কে শি(া

"তাদের এই বি(াসে যীশুর আস্থা ছিল না। কারণ ... মানুষের অন্তরের ভাব তিনি জানতেন" (যোহন ২ ২৪-২৫)।

মোহমুক্তি(র অর্থ, জীবনে আর কোনো ভুল ধারণা, মিথ্যা প্রভাব এবং ভ্রান্ত বিচার না থাকা(এর অর্থ, এই সব প্রবঞ্চণা থেকে মুক্ত(হওয়া। কিন্তু আর প্রতারিত না হলেও, আমাদের মোহমুক্তি(র অভিজ্ঞতা আমাদের উন্নাসিক এবং অন্যদের প্রতি সামালোচনায় মুখর করে তুলতে পারে। কিন্তু ঈ(রদত্ত মোহমুক্তি(আমাদের লোকেরা যেমন, তাদের সেইভাবেই দেখতে সাহায্য করে(সেখানে কোনো উন্নাসিকতা, বা কোনো তী(, তিক্ত(সমালোচনা থাকে না। জীবনের বহু বিষয়, যা সবচেয়ে বড়ো আঘাত, দুঃখ, বা যন্ত্রণা নিয়ে আসে, তার দ্বারা আমরা ভ্রমের শিকারে পরিণত হই। আমরা পরস্পরের কাছে *ঘটনার* মতো সত্য নই, আমরা প্রকৃত যা, সেইভাবে পরস্পরকে দেখি না। আমরা শুধু পরস্পরের প্রতি ভ্রান্ত ধারণাকে প্রশ্রয় দিই। আমাদের চিন্তা অনুসারে, হয় সবকিছু আনন্দময়, উত্তম অথবা মন্দ, বিদ্বেষপূর্ণ, এবং কাপুরষোচিত।

মানব-জীবনের বহু কষ্টের কারণ হল, আমরা মোহমুক্তি(ঘটাতে চাই না। এবং সেই দুঃখ-কষ্ট এইভাবে ঘটে — আমরা যদি কাউকে ভালোবাসি, কিন্তু ঈ(রকে ভালোবাসি না, আমরা সেই ব্যক্তি(র কাছ থেকে পূর্ণ সিদ্ধতা এবং ধার্মিকতা দাবি করি, এবং যখন তা পাই না, আমরা নিষ্ঠুর এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠি। আমরা একজন মানুষের কাছে এমন কিছু চাইছি, যা তার প(ে দেওয়া কার্যত অসম্ভব। কেবল একজনই আছেন, যিনি আহত মানব-হৃদয়কে পরিপূর্ণ তৃপ্ত করতে পারেন — এবং সেই একজন হলেন প্রভু যীশুখ্রীস্ট। আমাদের প্রভু কোনো মানবিক সম্বন্ধের সঙ্গে আপস করেন না, কারণ তিনি জানেন, যে-সম্পর্ক তাঁর প্রতি বি(স্ততাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, তার পরিণতি হবে দুঃখদায়ক। আমাদের প্রভু কারও উপর আস্থা রাখেননি, এবং কখনও মানুষের উপর বি(াস স্থাপন করেননি, তবু তিনি কখনও সন্দেহ করেননি, বা তিক্ত(তা দেখাননি। আমাদের প্রভুর আস্থা ছিল ঈ(রের উপর এবং ঈ(রের যে-অনুগ্রহ যে-কোনো মানুষের জন্য যা কিছু করতে সমর্থ, তা এতই সিদ্ধ ছিল যে, তিনি কখনও হতাশ হননি, কোনো মানুষের জন্যই আশা ত্যাগ করেননি। আমাদের নির্ভরতা যদি হয় মানুষের উপর, তা হলে প্রত্যেক মানুষ সম্পর্কে আমরা হতাশ হব।

৩১ জুলাই

একান্ত তাঁরই হয়ে ওঠা

“তোমরা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাক, তা হলে তোমরা হবে সিদ্ধ ও লাভ করবে জীবনের পূর্ণতা। কোনো বিষয়ে তোমাদের দৈন্য থাকবে না” (যাকোব ১ ৪)।

আমাদের অনেককে সাধারণভাবে দেখে মনে হয়, সবকিছু ঠিকই আছে, কিন্তু এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে তখনও অমনোযোগিতা এবং আলস্য রয়েছে। এটা পাপ নয়, কিন্তু আমাদের পার্থিব জীবনে কিছু অংশ রয়েছে যা আমাদের অমনোযোগী করতে চায়। অমনোযোগিতা পবিত্র আত্মার কাছে অসম্মানজনক। আমাদের নিজেদের বিষয়ে, বা আমাদের উপাসনায় অথবা পানাহারে কোনো রকম অমনোযোগিতা থাকা উচিত নয়।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে শুধু যথাযথ হবে তা-ই নয়, কিন্তু সেই সম্পর্কের বাহ্যিক অভিব্যক্তিও সঠিক হতে হবে। ঈশ্বর আমাদের কোনো কিছু থেকে অব্যাহতি পেতে দেবেন না, আমাদের জীবনের ছোটো-বড়ো সকল বিষয়ই তাঁর দৃষ্টিতে থাকবে। আমরা সেই শিক্ষা যতক্ষণ না হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি, ঈশ্বর বার বার অসংখ্য পদ্ধতিতে আমাদের সেখানে ফিরিয়ে আনবেন। এই কাজে তিনি কখনও ক্লান্ত হন না। কারণ তাঁর উদ্দেশ্যই হল “নিখুঁত জিনিস” তৈরি করা। আমাদের আবেগপ্রবণ স্বভাবের জন্য সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর বার বার অশেষ ধৈর্য ধরে আমাদের সেই নির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়ে আনেন। অথবা আমাদের অলস, এলোমেলো চিন্তা, বা আমাদের স্বাধীন প্রকৃতি এবং স্বার্থ সমস্যার কারণ হতে পারে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ঈশ্বর একটি জিনিস দেখাবার চেষ্টা করেন যা আমাদের জীবনে একেবারেই সঠিক নয়।

ঐশ্বরিক মুক্তির প্রকাশিত সত্য সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমরা এক সুন্দর সময় অতিবাহিত করে আসছি, এবং ঈশ্বরের প্রতি আমাদের হৃদয় সিদ্ধ। এবং আমাদের জীবনে সাধিত তাঁর বিস্ময়কর কাজ আমাদের জানিয়ে দেয় যে, আমরা তাঁর সঙ্গে সর্বৈবভাবে সঠিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছি। “সেই ধৈর্য সিদ্ধ কার্যবিশিষ্ট হউক…।” পবিত্র আত্মা যাকোবের মাধ্যমে বলছেন, “এখন আপনার ধৈর্যকে এক নিখুঁত জিনিস হতে দিন।” জীবনের ছোটখাটো বিষয়ে অমনোযোগী হওয়া থেকে সতর্ক হোন এবং বলবেন না, “এখনকার জন্য ওই কাজটা করতে হবে।” যা কিছুই হোক, আমরা যতক্ষণ না পুরোপুরি তাঁর হয়ে উঠছি, ঈশ্বর বার বার ধৈর্য ধরে আমাদের তা দেখিয়ে যাবেন।

১ অগাস্ট

তাঁর পথ সম্পর্কে শি(া

“যীশু তাঁর বারোজন শিষ্যকে এই সমস্ত নির্দেশ দেবার পর সেই স্থান ছেড়ে শি(া দিতে ও প্রচার করতে বিভিন্ন নগরে চলে গেলেন” (মথি ১১ ১)।

যেখান থেকে আমাদের ছেড়ে যেতে বলেন, তিনি সেখানেই আসেন। আপনার পরিবারের লোকদের জন্য আপনি এতই চিন্তিত যে, ঈ্বরের আজ্ঞা সত্ত্বেও যদি আপনি ঘরেই থেকে যান, তা হলে, প্রকৃত প(যীশুখ্রীস্টের শি(া থেকে আপনি তাদের বঞ্চিত করেন। যখন আপনি আজ্ঞা পালন করেন এবং সকল পরিণতিকে ঈ্বরের হাতে সমর্পণ করেন, শি(া দেবার জন্য প্রভু আপনার নগরে যান, কিন্তু যতদিন আপনি অবাধ্য থাকবেন, তাঁর পথে আপনি বাধা হয়ে দাঁড়ান। সাবধান হোন, আপনি কোথায় তাঁর সঙ্গে বচসা শু(করেছেন এবং আপনি যাকে কর্তব্য বলেন, ঈ্বরের আজ্ঞা অনুসারে তা ক(ন। আপনি যদি বলেন, “আমি জানি, তিনি আমাকে যেতে বলেছেন, কিন্তু আমার কর্তব্য-কর্ম তো এখানেই,” এর সহজ সরল অর্থ হল, আপনি বি্বাস করেন না যে, তাঁর কথা ও তার অর্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে।

তিনি আমাদের যেখানে শি(া না-দেবার নির্দেশ দেন, তিনি শি(া দেন সেখানেই। “... গু(দের ... আমরা তিনটি তাঁবু খাটাই ...” (লুক ৯ ৩৩)।

আমরা কি অন্যদের জীবনে ঈ্বরের ভূমিকা নেবার চেষ্টা করছি? অন্যদের নির্দেশ দিতে গিয়ে আমরা কি এতই শোরগোল তুলছি যে, ঈ্বর তাদের ধারে-কাছে পৌঁছতে পারছেন না? আমাদের মুখ বন্ধ রাখতে ও আত্মাকে সজাগ রাখতে শিখতে হবে। ঈ্বর তাঁর পুত্র সম্পর্কে আমাদের নির্দেশ দিতে চান, এবং আমাদের প্রার্থনার সময়কে তিনি রূপান্তরের পর্বতমালায় পরিণত করতে চান। আমরা যখন সুনিশ্চিত হই যে, ঈ্বর কোনো নির্দিষ্ট পথে কাজ করতে চলেছেন, সেই পথে তিনি আর কখনই কাজ করবেন না।

তিনি আমাদের যেখানে অপে(া করতে পাঠান, সেখানেই কাজ করেন।

“... যে পর্যন্ত...না...অবস্থিতি কর” (লুক ২৪ ৪৯)।

“প্রভু পরমে্বরের প্রতী(ায় থাক” এবং তিনি সক্রি(য় হবেন (গীতসংহিতা ৩৭ ৩৪)।

কিন্তু আত্মিকভাবে গোমড়ামুখো হয়ে এবং নিজের জন্য দুঃখবোধ নিয়ে প্রতী(া করবেন না, কারণ আপনার সামনে আপনি এক ইঞ্চিও দেখতে পাবেন না। “প্রভুর নিকটে নীরব” (৩৭ ৭) হওয়ার জন্য আমরা কি নিজেদের নিজস্ব আত্মিক আবেগ থেকে যথেষ্ট পৃথক করতে পেরেছি? প্রতী(ার অর্থ এই নয় যে, আমরা কিছু না-করে জোড়-হাতে বসে থাকব। প্রতী(ার অর্থ, আমাদের যা করতে বলা হয়েছে, সেই অনুযায়ী কাজ করতে শেখা।

তাঁর পথের এমন কিছু পল আছে, যা আমরা খুব কমই চিনতে পারি।

২ অগাস্ট

দুঃখ-যন্ত্রণা সম্পর্কে শি(া

“... জগৎ তোমাদের দুঃখ-যন্ত্রণা দেবে, কিন্তু সাহস কর, ... আমিই জয় করেছি এই জগৎকে” (যোহন ১৬ ৩৩)।

খ্রীস্টীয় জীবনকে আমরা এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি — এর অর্থ, সমস্ত রকমের দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি(। কিন্তু বাস্তবে এর অর্থ, দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে মুক্তি(, যা একেবারেই অন্য রকমের। “যে ব্যক্তি(পরাৎপরের অন্তরালে থাকে, সে সর্বশক্তি(মানের ছায়াতে বসতি করে। ... তোমার কোনো বিপদ ঘটিবে না, কোনো উৎপাত তোমার তাঁবুর নিকটে আসিবে না” (গীতসংহিতা ৯১ ১,১০)। আপনি ঈ(রের সঙ্গে যেখানে একাত্ম, সেখানে কোনো দুঃখ-কষ্ট আসতে পারে না।

আপনি যদি ঈ(রের সন্তান হন, আপনাকে দুঃখ - যন্ত্রণার সম্মুখীন হতেই হবে। কিন্তু যীশু বলছেন, দুঃখ-যন্ত্রণা এলে আপনি বিস্মিত হবেন না। “... জগৎ তোমাদের দুঃখ-যন্ত্রণা দেবে, কিন্তু সাহস কর, ... আমিই জয় করেছি এই জগৎকে।” তিনি বলছেন, “তোমার ভয় পাবার মতো কিছুই নেই।” যারা পবিত্রাণ লাভের আগে তাদের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা বলতে চায় না, সেই তারাই নতুন জন্ম লাভের পর প্রায়ই অভিযোগ করে এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়, কারণ পবিত্রজনসুলভ জীবনযাপনের অর্থ কী, সে-সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা থাকে।

ঈ(র আমাদের বিজয়ী জীবন দেন না — বিজয়ী হবার পর তিনি আমাদের জীবন দেন। জীবনের নিষ্পেষণ আমাদের শক্তি(বৃদ্ধি করে। নিষ্পেষণ না থাকলে শক্তি(থাকবে না। আপনি কি আপনার জীবন, স্বাধীনতা এবং আনন্দ পাবার জন্য ঈ(রের কাছে প্রার্থনা করছেন? নিষ্পেষণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক না হলে, তিনি তা দিতে পারেন না। এবং একবার যখন আপনি নিষ্পেষণের মুখোমুখি হবেন, আপনি তৎ(ণাৎ শক্তি(লাভ করবেন। আপনার ভী(তাকে জয় করে প্রথম পদ(প গ্রহণ ক(ন। তখন ঈ(র আপনাকে পুষ্টি দেবেন — “যে জয়ী হবে, তাকে আমি পরম দেশে ঈ(রের উদ্যানের জীবন-বৃ(র ফল খেতে দেব” (প্রকাশিত বাক্য ২ ৭)। আপনি যদি দৈহিকভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেন, আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবেন। কিন্তু যখন আপনি আত্মিকভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেন, আপনি আরও শক্তি(লাভ করবেন। ঈ(র কখনও আমাদের আগামী দিন বা আগামী ঘণ্টার জন্য শক্তি(দেন না, তিনি শক্তি(দেন সেই মুহূর্তের নিষ্পেষণের জন্য। আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আমরা দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হবার জন্য প্রলোভিত হই। কিন্তু একজন পবিত্রজনকে আপাতভাবে পরাজিত হয়েছেন বলে মনে হলেও তিনি “সাহস করতে” পারেন, কারণ ঈ(র ব্যতীত আর সকলের কাছেই বিজয় এক অসম্ভব বিষয় বলেই মনে হয়।

৩ অগাস্ট

ঈ(রের বাধ্যতামূলক উদ্দেশ্য

“যীশু...তাঁদের বললেন, দেখ, এখন আমরা জে(শালেমে যাচ্ছি...” (লুক ১৮ ৩১)।

আমাদের প্রভুর জীবনে জে(শালেম দেখায় যে, সেখানেই তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছিলেন। যীশু বলেছিলেন, “... আমি নিজের ইচ্ছা নয়, কেবল যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পালন করি” (যোহন ৫ ৩০)। পিতার ইচ্ছা পালন করার ইচ্ছা আমাদের প্রভুর সারা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। চলার পথে তিনি আনন্দ-দুঃখ, সাফল্য বা ব্যর্থতা — যা কিছুরই সম্মুখীন হয়েছেন, কোনোকিছুই তাঁর সেই উদ্দেশ্য থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি। “ ... তিনি জে(শালেমে যাবার জন্য তত বেশি ব্যগ্র হয়ে পড়লেন” (লুক ৯ ৫১)।

সবচেয়ে বড়ো একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঈ(রের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য আমরা জে(শালেমে যাচ্ছি, নিজেদের ইচ্ছা পূরণের জন্য নয়। প্রাকৃতিক জীবনে আমাদের উচ্চাকাঙ্(া আমাদের নিজেদেরই, কিন্তু খ্রীস্টীয় জীবনে আমাদের নিজস্ব কোনো ল(্য নেই। খ্রীস্টের প(, খ্রীস্ট-বি(াসী হবার প(আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে বর্তমানে আমরা অনেক কথাই বলি, কিন্তু নতুন নিয়মে একমাত্র যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শিত হয়েছে, তা হল, ঈ(রের বাধ্যতামূলক উদ্দেশ্য। “... তোমরা আমাকে মনোনীত করনি, আমিই মনোনীত করেছি তোমাদের ...” (যোহন ১৫ ১৬)।

ঈ(রের উদ্দেশ্যর সঙ্গে আমরা সচেতন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইনি — এ বিষয়ে আদৌ সচেতন না-হয়ে আমরা ঈ(রের উদ্যেশ্যকে গ্রহণ করেছি। ঈ(রের উদ্দেশ্য কী হতে পারে, সে-বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা নেই(আমরা যখন আরও এগিয়ে চলি, তাঁর উদ্দেশ্য আরও, আরও বেশি অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। মনে হয়, ঈ(রের উদ্দেশ্য যেন ল(্যভ্রষ্ট হয়েছে, কারণ আমরা এতই অদূরদর্শী যে, আমরা ঈ(রের ল(্যের অভিমুখ দেখতে পাই না। খ্রীস্টীয় জীবনের শু(তে শুধু ঈ(রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের কতগুলি নিজস্ব ধারণা থাকে। আমরা বলি, “ঈ(র চান, আমি যেন ওখানে যাই,” এবং “এই বিশেষ কাজের জন্য ঈ(র আমাকে আহ্বান করেছেন।” আমরা যা সঠিক ভাবি, তা-ই করি, তবু ঈ(রের বাধ্যতামূলক উদ্দেশ্য আমাদের উপর থেকে যায়। যে-কাজ আমরা করি, ঈ(রের বাধ্যতামূলক উদ্দেশ্যর তুলনায় তা তুচ্ছ। এ তাঁর কাজ এবং পরিকল্পনার চারপাশের মাচান মাত্র। “যীশু তাঁর বারো জন শিষ্যকে একান্তে নিয়ে গিয়ে ...” (লুক ১৮ ৩১)। ঈ(র সর্বদা আমাদের একান্তে নিয়ে যান। ঈ(রের বাধ্যতামূলক উদ্দেশ্যকে জানার জন্য যাকিছু আছে, তার সবকিছু আমরা এখনও বুঝতে পারিনি।

৪ অগাস্ট

ঈ্বরের সাহসী বন্ধুতা

“যীশু তাঁর বারো জন শিষ্যকে একান্তে নিয়ে গিয়ে ...”(লুক ১৮ ৩১)।

আপনাকে বি্বাস করে ঈ্বর সাহসের পরিচয় দিয়েছেন! আপনি কি বলেন, “কিন্তু আমাকে মনোনীত করে তিনি অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, কারণ আমার মধ্যে ভালো কিছুই নেই এবং আমার কোনো মূল্যই নেই?” ঠিক এই কারণেই ঈ্বর আপনাকে মনোনীত করেছেন। আপনি যতদিন ভাববেন, তাঁর কাছে আপনি অমূল্য, তিনি আপনাকে মনোনীত করতে পারেন না, কারণ আত্মসেবাই আপনার উদ্দেশ্য। কিন্তু আপনি যদি তাঁকে আপনার আত্ম-নির্ভরতার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যেতে দেন, তা হলে তিনি আপনাকে তাঁর সঙ্গে “জে(শালেম” (১৮ ৩১) পর্যন্ত যাবার জন্য মনোনীত করবেন। এর অর্থ হবে, উদ্দেশ্যর পরিপূর্ণতা, যা তিনি আপনার সঙ্গে আলোচনা করেন না।

আমরা বলে থাকি যে, একজন ব্যক্তি(র মধ্যে স্বাভাবিক যোগ্যতা থাকায় তিনি এক উত্তম খ্রীস্ট-বি্বাসীতে পরিণত হবেন। এ আমাদের সজ্জিতাবস্থার বিষয় নয়, কিন্তু আমাদের দারিদ্রের বিষয়(যা আমরা নিজেদের সঙ্গে নিয়ে আসি না, কিন্তু ঈ্বর যা আমাদের মধ্যে স্থাপন করেন(প্রাকৃতিক গুণ, চারিত্রিক শক্তি(, জ্ঞানের বা অভিজ্ঞতার বিষয় নয় — এর কোনটিই এ বিষয়ে সহায়ক হবে না। কেবল একটি বিষয়ই মূল্যবান — ঈ্বরের বাধ্যতামূলক উদ্দেশ্যর শামিল হওয়া এবং তাঁর বন্ধুতে পরিণত হওয়া (১ করিন্থীয় ১ ২৬-৩১ দেখুন)। ঈ্বরের বন্ধুতা তাঁদেরই সঙ্গে যারা তাঁদের দারিদ্র সম্পর্কে অবহিত। যিনি মনে করেন, তিনি ঈ্বরের কাছে বহু উপযোগী, ঈ্বর তাঁকে নিয়ে কোনো কাজই সম্পন্ন করতে পারেন না। খ্রীস্ট-বি্বাসীরূপে আমরা এখানে নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নেই — আমরা এখানে আছি ঈ্বরের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং এ দুটি এক কথা নয়। আমরা জানি না, ঈ্বরের বাধ্যতামূলক উদ্দেশ্য কী, কিন্তু যা-ই ঘটুক, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে আমরা অবশ্যই বজায় রাখব। ঈ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে (তিগ্রস্ত করতে পারে, এমন কোনো কিছুই আমাদের জীবনে আসতে দেব না, কিন্তু কোনো বিষয় যদি (তিগ্রস্ত করে, তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেবার জন্য সময় দেব। আমরা যা করি, সেটাই খ্রীস্টধর্মের গু(ত্বপূর্ণ দিক নয়, কিন্তু আমাদের বজায়-রাখা সম্বন্ধ, চারপাশের প্রভাব এবং সেই সম্বন্ধ থেকে সৃষ্ট গুণাবলিই মহত্ত্বপূর্ণ। এ সমস্ত বিষয়েই ঈ্বর আমাদের মনোযোগ দিতে বলেন এবং এই বিষয়টি অবিরত আত্র(মণের সম্মুখীন হচ্ছে।

৫ অগাস্ট

ঈশ্বরের বিভ্রান্তিকর আহ্বান

"... মানব-পুত্রের সম্বন্ধে নবীরা যা কিছু লিখে গেছেন, সেই সমস্তই এবার পূর্ণ হবে।... তাঁরা কিন্তু এ সব কথার অর্থ বুঝতে পারলেন না" (লুক ১৮ ৩১, ৩৪)।

ঈশ্বর যে-কাজের জন্য যীশুখ্রীস্টকে আহ্বান করেছিলেন, সে-কাজ চরম সংকটপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। এবং যীশুখ্রীস্ট তাঁর শিষ্যদের আহ্বান করেছিলেন তাঁর ক্রুশমৃত্যু দর্শনের জন্য, তাঁদের এমন স্থানে নিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে তাঁদের অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যাবে। ঐশ্বরিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত আর সব দিক দিয়ে দেখলে তাঁর জীবন চরম ব্যর্থ বলেই মনে হবে। কিন্তু মানবিক দৃষ্টিতে যা ব্যর্থ বলে মনে হয়, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তা-ই ছিল বিজয়, কারণ ঈশ্বর এবং মানুষের উদ্দেশ্য কখনই এক নয়।

ঈশ্বরের এই বিভ্রান্তিকর আহ্বান আমাদের জীবনেও আসে। ঈশ্বরের আহ্বানকে কখনও চরমভাবে উপলব্ধি করা বা বাহ্যিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না; এ এমনই এক আহ্বান যা ইন্দ্রিয় দ্বারা, আমাদের প্রকৃত আন্তর-স্বভাবের দ্বারা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করতে হবে। ঈশ্বরের আহ্বান সমুদ্রের আহ্বানের মতো — যার মধ্যে সমুদ্রের প্রকৃতি আছে, সে ছাড়া যা আর কেউ শুনতে পায় না। কোন কাজের জন্য ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কারণ ঈশ্বরের নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের তাঁর বন্ধু হয়ে ওঠার লক্ষ্যেই তাঁর এই আহ্বান। ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, ঈশ্বরই তা জানেন — এ কথা বিশ্বাস করার মধ্যেই আমাদের আসল পরীক্ষা। যা ঘটে, তা অকস্মাৎ ঘটে না — ঈশ্বরের আদেশ অনুসারেই ঘটে। ঈশ্বর আধিপত্য সহকারে তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্য পূরণ করে চলেছেন।

যদি ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা ও একাত্মতা বজায় থাকে, এবং উপলব্ধি করি যে, তাঁর উদ্দেশ্যর মধ্যে তিনি আমাদের শামিল করেছেন, তা হলে তাঁর উদ্দেশ্যকে খুঁজে বেড়াবার জন্য আমাদের আর কখনও লড়াই করতে হবে না। আমরা খ্রীস্টীয় জীবনে যতই বৃদ্ধি পাই, আমাদের কাছে ততই তা সহজতর হয়ে ওঠে, কারণ তখন আমরা এ কথা প্রায় বলিই না যে, "ঈশ্বর কেন এটা বা ওটা হতে দিলেন, তা ভেবে আমি অবাক হচ্ছি!" এবং তখন আমরা দেখতে শুরু করি যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে, ঈশ্বরের বাধ্যতামূলক উদ্দেশ্য অন্তরালে থেকে কাজ করে চলেছে। ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্যর সঙ্গে আমাদের একাত্ম করে গঠন করছেন। তিনিই খ্রীস্ট-বিশ্বাসী যিনি ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার উপর আস্থা রাখেন — তাঁর নিজস্ব যোগ্যতার উপর নয়। যদি আমাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য থাকে, তা হলে সেই উদ্দেশ্য সরলতা, শান্তি এবং আরামকে ধ্বংস করে দেয়, যা ঈশ্বর-সন্তানদের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।

৬ অগাস্ট

প্রার্থনায় ত্রু(শ

“সেদিন তোমরা আমার নামে প্রার্থনা করবে ...” (যোহন ১৬ ২৬)।

আমাদের কাছে ত্রু(শের অর্থ একটি — প্রভু যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ, একান্ত একাত্মতা — এবং প্রার্থনা ব্যতীত আর এমন কিছুই নেই, যার মধ্যে এই একাত্মতা আরও বাস্তব হয়ে ওঠে।

“.... তোমরা চাইবার আগেই তোমাদের পিতা জানেন, তোমাদের কী প্রয়োজন” (মথি ৫ ৮)। তা হলে, কেন আমরা চাইব? ঈ(্বরের কাছ থেকে উত্তর পাওয়া প্রার্থনার উদ্দেশ্য নয়, তাঁর সঙ্গে নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ একাত্মতাই ল(্য। শুধু উত্তর পাবার জন্যই যদি প্রার্থনা করি, তা হলে আমরা বিরক্ত(এবং ঈ(্বরের প্রতি ত্রু(দ্ধ হব। প্রার্থনা করার সময় প্রতিবারই আমরা উত্তর পাই, কিন্তু সেই উত্তর সর্বদা আমাদের প্রত্যাশামাফিক হয় না এবং আমাদের আত্মিক বিরক্তি(দেখায় যে, প্রার্থনায় আমরা প্রভু যীশুর সঙ্গে সত্যিসত্যিই একাত্ম হইনি। ঈ(্বর প্রার্থনার উত্তর দেন — এ কথা প্রমাণ করার জন্য আমরা এখানে নেই, আমরা এখানে আছি ঈ(্বরের অনুগ্রহের বিজয়োপহার হবার জন্য।

“... আমি বলছি না যে, তোমাদের হয়ে আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করব, কারণ পিতা স্বয়ং তোমাদের ভালোবাসেন ...” (যোহন ১৬ ২৬-২৭)। আপনি কি ঈ(্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার এমন স্তরে পৌঁছেছেন যে আপনার প্রার্থনা-জীবন এবং যীশুখ্রীস্টের প্রার্থনা-জীবন এক হয়ে উঠেছে? আমাদের প্রভু কি তাঁর জীবনদায়ক জীবনের সঙ্গে আপনার জীবনকে বিনিময় করেছেন? যদি তা-ই হয়, তা হলে “সেদিন” যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে আপনি এত নিবিড়ভাবে একাত্ম হবেন যে, সেখানে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

যখন প্রার্থনাকে অনুত্তরিত বলে মনে হয়, অন্য কারও উপর দোষারোপ করার প্রচেষ্টা থেকে সাবধান হোন। এটা সব সময়েই শয়তানের একটা ফাঁদ। যখন মনে হচ্ছে, আপনি প্রার্থনার উত্তর পাচ্ছেন না, সর্বদা তার একটি কারণ বর্তমান — ঈ(্বর আপনাকে কোন নিগূঢ় ব্যক্তি(গত নির্দেশ দেবার জন্য এই সময়গুলি ব্যবহার করছেন এবং এ শুধু আপনারই জন্য, আর কারও জন্য নয়।

৭ অগাস্ট

পিতার গৃহে প্রার্থনা

"... তাঁরা তাঁকে মন্দিরের মধ্যে পেলেন ...। তিনি তাঁদের বললেন, ... তোমরা কি জানতে না যে, আমাকে অবশ্যই আমার পিতার গৃহেই থাকতে হবে?" (লুক ২ ৪৬, ৪৯)।

আমাদের প্রভুর শৈশব এমন অপরিণত ছিল না যা পু(যত্বে পরিণত হওয়ার প্রতী(ায় ছিল — তাঁর শৈশব ছিল এক অনন্তকালীন ঘটনা। আমার প্রভু ও ত্রাণকর্তার সঙ্গে একাত্মতার কারণে আমি কি একজন পবিত্র, নির্দোষ ঈ(্বর-সন্তান? আমার জীবনকে কি আমি আমার পিতার গৃহরূপে দেখি? ঈ(্বর-পুত্র কি আমার অন্তরস্থিত তাঁর পিতার গৃহে বাস করছেন?

স্বয়ং ঈ(্বরই একমাত্র স্থায়ী বাস্তবতা, এবং তাঁর সুব্যবস্থা আমার কাছে মুহূর্তে-মুহূর্তে আসে। আমি কি অবিরত ঈ(্বরের বাস্তবতার সংস্পর্শে আছি, অথবা যখন সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে, যখন আমার জীবনে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, কেবল তখনই প্রার্থনা করি? পবিত্র সহভাগিতা এবং একাত্মতার মাধ্যমে আমাকে প্রভুর সঙ্গে নিবিড় ভাবে একাত্ম হবার শি(া গ্রহণ করতে হবে — যা আমরা অনেকেই এখনও শিখতে শু(করিনি। "... আমাকে অবশ্যই আমার পিতার গৃহেই থাকতে হবে" — এবং আমার পিতার গৃহেই আমাকে জীবনের প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকার শি(া গ্রহণ করতে হবে।

আপনার পারিপা(্বিকতা সম্পর্কে চিন্তা ক(ন। আপনি কি প্রভুর জীবনের সঙ্গে এমনইভাবে একাত্ম যে, আপনি শুধুই একজন ঈ(্বরের সন্তান, অবিরত তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন এবং উপলব্ধি করছেন যে, সবকিছুই আসে তাঁর হাত থেকে? আপনার মধ্যেকার অনন্তকালীন শিশু কি তাঁর পিতার গৃহে বাস করছেন? তাঁর সেবারত জীবনের অনুগ্রহ কি আপনার গৃহে, আপনার ব্যবসায় এবং আপনার বন্ধু-বান্ধবদের বৃত্তে কাজ করে চলেছে? আপনি কি অবাক হয়ে ভাবছেন, কেন বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আপনাকে যেতে হচ্ছে? প্রকৃতপ(, *আপনাকে* ওই সব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে না। এর কারণ, তাঁর পিতার সদয় ইচ্ছার মাধ্যমে যিনি আপনার অন্তরে বাস করছেন, সেই ঈ(্বর-পুত্রের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক রয়েছে। *তাঁকে* আপনার জীবনে কাজ করার অনুমতি দিন — তাঁর সঙ্গে নিখুঁত একাত্মতা র(া করে চলুন।

আপনার প্রভুর জীবন আপনার প্রাণদায়ী, অনাড়ম্বর জীবনের উৎস হয়ে উঠবে এবং এখানে, পৃথিবীতে মানুষের মাঝে বাস করার সময় তিনি যেভাবে সক্রি(য় ছিলেন, একইভাবে তিনি আপনার মধ্যে কাজ ক(ন এবং বাস ক(ন।

৮ অগাস্ট

পিতার সম্মানে প্রার্থনা

“... তোমার গর্ভে যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন, তিনি ঈ(রের পুত্র বলে অভিহিত হবেন” (লুক ১ ৩৫)।

ঈ(রের পুত্র যদি আমার মানব-শরীরে জন্মগ্রহণ করতেন, তা হলে আমি কি তাঁর পবিত্র দোষশূন্যতা, সরলতা এবং পিতার সঙ্গে একাত্বতাকে আমার মধ্যে প্রদর্শিত হবার সুযোগ দিতাম? পৃথিবীতে ঈ(র-পুত্রের জন্মগ্রহণের ইতিহাসে কুমারী মরিয়মের জন্য যা সত্য ছিল, প্রত্যেক পবিত্রজনের জন্যও একই রকম সত্য। ঈ(রের প্রত্য(সত্রি(য়তার মাধ্যমে ঈ(র-পুত্র আমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন(তা হলে, তাঁর সন্তান হিসাবে আমাকে অবশ্যই একজন সন্তানের অধিকার ভোগ করতে হবে — সে অধিকার হল, প্রার্থনার মাধ্যমে সর্বদা আমার পিতার সঙ্গে মুখোমখি হবার অধিকার। আমি কি আশ্চর্য হয়ে সব সময় বলতে থাকি যে, “কেন তুমি আমাকে এখানে ফিরিয়ে আনতে বা ওখানে যেতে বলতে চাও? তুমি কি জানতে না যে, আমাকে অবশ্যই আমার পিতার গৃহে থাকতে হবে?” (লুক ২ ৪৯)। আমাদের পারিপার্(িকতা যা-ই হোক, সেই পবিত্র, নির্দোষ এবং অনন্তকালীন শিশু-পুত্রকে তাঁর পিতার সংস্পর্শে অবশ্যই থাকতে হবে।

আমার জীবন কি এতই নিষ্কপট যে, এই ভাবে আমার প্রভুর সঙ্গে নিজেকে এক করে তুলতে পারি? তাঁর পুত্র আমার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠার দ্বারা ঈ(রের ইচ্ছা কি আমার মধ্যে পূরণ হচ্ছে (গালাতীয় ৪ ১৯ দেখুন), অথবা তাঁকে আমি সযত্নে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছি? আজ এত কলরব কেন! প্রত্যেকেই কেন এত উচ্চস্বরে চিৎকার করছে? লোকেরা আজ ঈ(র-পুত্রকে মৃত্যুমুখে নি(প করার জন্য সোরগোল করছে। এই মুহূর্তে, সেখানে ঈ(র-পুত্রের কোনো স্থান নেই — পিতার সঙ্গে পবিত্র সহভাগিতার, একত্বের এবং নির্জনে আত্মমগ্ন হবার মতো কোনো অবকাশ নেই।

পিতাকে সম্মানিত করার জন্য ঈ(র-পুত্র কি আমার মধ্যে প্রার্থনা করছেন, অথবা আমার দাবির সমর্থনে তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছি? পৃথিবীতে মানুষ হিসাবে থাকার সময় তিনি যেভাবে সেবাকাজ করেছিলেন, তিনি কি আমার মধ্যে একইভাবে সেবাকাজ করছেন? আমার অন্তরে বিরাজিত ঈ(র-পুত্র কি তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে চলেছেন? কোনো ব্যক্তি(ঈ(রের সবচেয়ে পরিপক্ক পবিত্রজনদের আন্তরজীবনকে যত বেশি করে জানতে পারেন, ঈ(রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি তত বেশি উপলব্ধি করেন “... খ্রীস্টের ক্লেশভোগের যে অংশ অপূর্ণ রহিয়াছে, তাহা আমার মাংসে...পূর্ণ করিতেছি” (কলসীয় ১ ২৪)। এবং যখন আমরা ভাবি, “পূর্ণ” করার জন্য কীসের প্রয়োজন, তখন বুঝতে পারি, এখনও অনেক কিছুই করা বাকি রয়ে গেছে।

৯ অগাস্ট

পিতার শ্রুতিগোচরে প্রার্থনা

“... যীশু আকাশের দিকে চেয়ে নিবেদন করলেন, পিতা, তুমি আমার আবেদন গ্রাহ্য করেছ, তাই তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাই” (যোহন ১১ ৪১)।

ঈশ্বর-পুত্র যখন প্রার্থনা করেন, তিনি শুধু তাঁর পিতার বিষয়েই মনোযোগী ও সচেতন থাকেন। ঈশ্বর সর্বদা তাঁর পুত্রের প্রার্থনা শোনেন। এবং যদি ঈশ্বর-পুত্র আমার মধ্যে মূর্ত হন (গালাতীয় ৪ ১৯ দেখুন), পিতা আমার প্রার্থনা সর্বদা শুনবেন। কিন্তু আমাকে সজাগ থাকতে হবে যে, ঈশ্বরের পুত্র যেন আমার মানব-শরীরে প্রকাশ লাভ করেন। “ ... ঈশ্বরদত্ত পবিত্র আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন এবং তোমাদের দেহ তাঁর মন্দির” (১ করিন্থীয় ৬ ১৯)। অর্থাৎ আপনার দেহ ঈশ্বর-পুত্রের বেথলেহেম। ঈশ্বর-পুত্রকে কি আমার মধ্যে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে? পৃথিবীতে থাকাকালীন তাঁর জীবনের সারল্য যেভাবে তাঁর জীবনে কাজ করেছিল, ঠিক একই ভাবে তা কি আমার জীবনেও কাজ করছে? আমি যখন সাধারণ মানুষ হিসাবে প্রতিদিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হই, পিতার কাছে ঈশ্বরের চিরন্তন পুত্রের প্রার্থনা কি আমার মধ্যে উচ্চারিত হচ্ছে? যীশু বলেন, “সেদিন তোমরা আমার নামে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে” (যোহন ১৬ ২৬)। তিনি কোনদিনের কথা বলছেন? তিনি সেই দিনের কথা বলছেন, যেদিন পবিত্র আত্মা আমার জীবনে আমার প্রভুর সঙ্গে আমাকে এক করেছেন।

আপনার জীবনের দ্বারা প্রভু যীশুখ্রীস্ট কি অশেষ পরিতৃপ্ত, অথবা তাঁর সামনে আমি কি আত্মিক গর্ব প্রকাশ করছি? আপনার সাধারণ বুদ্ধিকে কখনও এতই লক্ষণীয় ও প্রবল করবেন না যে, তা ঈশ্বর-পুত্রকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দেবে। সাধারণ বুদ্ধি ঈশ্বরদত্ত একটি উপহার যা তিনি আমাদের মানব-প্রকৃতিকে দিয়েছেন — কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি তাঁর পুত্রের উপহার নয়। অতিলৌকিক বুদ্ধি তাঁর পুত্রের উপহার, কিন্তু আমাদের সাধারণ বুদ্ধিকে আমরা কখনই সিংহাসনে স্থাপন করব না। পুত্র সর্বদা তাঁর পিতাকে চেনেন, এবং তাঁর সঙ্গে একাত্ম, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি কখনও এমন করেনি, এবং কখনও করবে না। আমাদের অন্তর্বাসী ঈশ্বর-পুত্রের দ্বারা রূপান্তরিত না-হওয়া পর্যন্ত আমাদের সাধারণ যোগ্যতায় আমরা কখনও ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি না। আমাদের মানব-শরীরকে সুনিশ্চিতভাবে তাঁর অধীনতায় আনতে হবে, প্রতি মুহূর্তে এর মাধ্যমে তাঁকে কাজ করতে দিতে হবে। আমরা কি প্রভু যীশুখ্রীস্টের উপর এমন মানবিক নির্ভরতার স্তরে জীবনযাপন করছি যে, প্রতি মুহূর্তে তাঁর জীবন আমাদের মধ্যে প্রদর্শিত হচ্ছে?

১০ অগাস্ট

পবিত্রজনের পবিত্র দুঃখভোগ

“যারা ঈ(রের সংকল্প অনুযায়ী নির্যাতন ভোগ করে, তারা সৎকর্ম করে চলুক এবং সৃষ্টিকর্তার হাতেই জীবন সমর্পণ ক(ক...” (১ পিতর ৪ ১৯)।

দুঃখভোগকে মেনে নেওয়া অর্থ, আপনার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ত্রুটি আছে, কিন্তু ঈ(রের ইচ্ছাকে মেনে নেওয়া — দুঃখভোগ করতে হলেও — এ একেবারে অন্য ধরনের। কোনো স্বাভাবিক, সুস্থ পবিত্রজন স্বেচ্ছায় দুঃখ-যন্ত্রণাকে বেছে নেননি(তিনি শুধুই যীশুর মতো ঈ(রের ইচ্ছাকে মেনে নেন — তা দুঃখভোগ বা আর যা কিছুই হোক। এবং কোনো পবিত্রজনই অন্য পবিত্রজনের জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণার শি(া দিতে কখনও সাহস করবেন না।

যে-পরিত্রজন যীশুর হৃদয়কে তুষ্ট করেন, তিনি অন্য পবিত্রজনদের যীশুর প(দৃঢ় এবং পরিপক্ক করে তুলবেন। কিন্তু যেসমস্ত লোক আমাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখায়, তারা কখনও আমাদের শক্তি(যুক্ত(করতে পারে না(প্রকৃতপ(, যারা আমাদের প্রতি সহমর্মী, তাদের দ্বারা আমরা বিঘ্ন পাই, কারণ সহমর্মিতা আমাদের দুর্বল করে তোলে। যে-পবিত্রজন সম্ভবপরভাবে যীশুর ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সান্নিধ্যে থাকেন, তাঁর চেয়ে আর কেউ অন্য এক পবিত্রজনকে ভালোভাবে বুঝতে পারেন না। আমরা যদি অন্য পবিত্রজনের সহমর্মিতাকে স্বীকার করি, তা হলে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি হয়, “ঈ(র আমার সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করছেন এবং আমার জীবনকে অত্যন্ত কষ্টকর করে তুলছেন।” এই কারণেই যীশু বলেছিলেন যে, শয়তানই আত্মাদরের উৎস (মথি ১৬ ২১-২৩ দেখুন) । ঈ(রের মর্যাদার প্রতি আমাদের সহৃদয়তা দেখাতে হবে। আমাদের প(ঈ(রের চরিত্রকে কলঙ্কিত করা সহজ, কারণ তিনি কখনই প্রতিবাদ করেন না(তিনি কখনই নিজেকে সমর্থন বা নির্দোষ প্রমাণ করতে চান না। পৃথিবীতে থাকাকালীন যীশুর সহানুভূতির প্রয়োজন ছিল, এমন চিন্তা করবেন না। তিনি মানুষের সহানুভূতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ তাঁর মহান বিজ্ঞতায় তিনি জানতেন যে, পৃথিবীর কোনো মানুষই তাঁর উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারেনি (১৬ ২৩ দেখুন)। তিনি শুধু তাঁর পিতার এবং স্বর্গদূতদের সহানুভূতিকে স্বীকার করেছিলেন (লুক১৫ ১০ দেখুন)।

জগতের বিচার অনুসারে, ল(ক(ন, ঈ(র তাঁর পবিত্রজনদের জন্য কত অবি(াস্য রকমের অপচয় করেছেন। আপাতভাবে মনে হয়, ঈ(র তাঁর পবিত্রজনদের সবচেয়ে অনুর্বর ভূমিতে রোপন করেছেন। এবং তখন আমরা বলি, “ঈ(র আমাকে এখানেই চেয়েছিলেন, কারণ তাঁর কাছে আমি খুবই প্রয়োজনীয়।” তবু, যীশু কোথায়, কীভাবে বিপুলতম পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছেন, তা তিনি কখনও পরিমাপ করে দেখেননি। পবিত্রজনরা যেখানে তাঁকে বেশি মহিমান্বিত করবেন, ঈ(র সেখানেই তাঁদের স্থাপন করেন। এবং সে-স্থানটি কোথায়, আমাদের তা বিচার করার যোগ্যতা নেই।

১১ অগাস্ট

এই অভিজ্ঞতা অবশ্যই আসতে হবে

"... একটি ঘূর্ণিঝড় এলিয়কে স্বর্গে তুলে নিয়ে গেল। ইলিশায় ... তাঁকে আর দেখতে পেলেন না ..." (২ রাজাবলি ২ ১১-১২)।

ঈশ্বর যতদিন আপনাকে আপনার "এলিয়কে" দেন, ততদিন তাঁর উপর নির্ভর করা ভুল নয়। কিন্তু মনে রাখবেন, এমন সময় আসবে, যখন তাঁকে বিদায় নিতেই হবে এবং তিনি আর আপনার পরিচালক বা নেতা হবেন না, কারণ ঈশ্বর চান না যে, তিনি আরও বেশিদিন থাকুন। এমনকী, সেই চিন্তাও আপনাকে বলতে বাধ্য করে, "আমার 'এলিয়' ছাড়া আমি কাজ চালিয়ে যেতে পারি না।" তবু ঈশ্বর আপনাকে কাজ চালিয়ে যেতে বলেন।

আপনার জর্ডনের তীরে একাকী আপনি (২ ১৪)। জর্ডন নদী বিচ্ছিন্নতার প্রতীক, যেখানে আর কারও সঙ্গে আপনার সহভাগিতা নেই, এবং যেখানে আপনার কাছ থেকে কেউ আপনার দায়িত্ব-ভার তুলে নিতে পারে না। আপনার "এলিয়র" সঙ্গে থাকার সময়ে আপনি যে-শিক্ষা লাভ করেছিলেন, এখন তার পরীক্ষা দিতে হবে। এলিয়র সঙ্গে আপনি বার বার জর্ডনে এসেছেন, কিন্তু এখন এর সামনে আপনি একা। আপনি যেতে পারেন না, এ কথা বলার কোনো অর্থ হয় না — আপনার সামনে রয়েছে আপনার অভিজ্ঞতা, এবং আপনাকে অবশ্যই যেতে হবে। যদি আপনি সত্যিই জানতে চান, আপনার বিশ্বাস যাঁকে ঈশ্বর বলে মানে, তিনি সেই ঈশ্বর কি না, তা হলে আপনি একাই "জর্ডন নদী" পার করুন।

আপনার "জেরিকোর" সামনে একাকী আপনি (২ ১৫)। জেরিকো সেই স্থানের প্রতীক, যেখানে আপনার "এলিয়কে" আপনি মহৎ কার্য করতে দেখেছিলেন। তবু আপনার "জেরিকোতে" আপনি যখন একাকী আসেন, এগিয়ে যাবার এবং ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার এক প্রবল অনিচ্ছা আপনার মধ্যে কাজ করে, পরিবর্তে, আপনি চান, আপনার পরিবর্তে অন্য কেউ যেন সে-দায়িত্ব নেয়। আপনার "এলিয়র" সঙ্গে থাকার সময়ে আপনি যে-শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তার প্রতি যদি বিশ্বস্ত থাকেন, তবে আপনি এক চিহ্ন লাভ করবেন — যেমন ইলিশায় পেয়েছিলেন — যে, ঈশ্বর আপনার সঙ্গে আছেন।

আপনার "বেথেলের" সামনে একাকী আপনি (২ ২৩)। আপনার "বেথেলে" আপনি কৌতুকের শেষপ্রান্তে এবং ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার সূচনায় পৌঁছবেন। যখন কৌতুকের শেষপ্রান্তে আসেন এবং ভয়ের অনুভূতি হয় — ঘাবড়াবেন না। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন এবং তিনি এমনভাবে তাঁর সত্য প্রকাশ করবেন যে, তা আপনার জীবনকে আরাধনার অভিব্যক্তিতে পরিণত করবে। আপনার "এলিয়র" সঙ্গে থাকার সময়ে যে-শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তা অনুশীলন করুন — তাঁর আলখাল্লা ব্যবহার করুন এবং প্রার্থনা করুন (২ ১৩-১৪ দেখুন)। ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখার সংকল্প করুন, এবং আর এলিয়র সন্ধানে থাকবেন না।

১২ অগাস্ট

ঈশ্বরে বিশ্রাম করার তত্ত্ব

“... তোমরা কেন এত ভয় পাচ্ছ, তোমাদের বিশ্বাস এত কম? ...” (মথি ৮ ২৬)।

আমরা যখন ভয় পাই, কমসে কম আমরা তো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি! কিন্তু আমাদের প্রভুর প্রত্যাশা করার অধিকার আছে যে, যারা তাঁর নামকীর্তন করবে, তাঁর উপর তাদের আস্থা থাকবে। ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের কাছে প্রত্যাশা করেন যে, তারা তাঁর প্রতি এত নির্ভরশীল হবে যে, যে-কোনো সংকটের সময়ে তারা নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠবে। তবুও, ঈশ্বরের উপর আমাদের আস্থা কিছু সীমা পর্যন্ত থাকে, তার পর আমরা সেইসব লোকের ভয়-পীড়িত প্রার্থনার অপেক্ষায় থাকি যারা এমনকী ঈশ্বরকে জানেও না। আমরা আমাদের বুদ্ধির শেষ সীমায় পৌঁছাই, দেখাই যে, তাঁর প্রতি অথবা জগতের উপর তাঁর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের প্রতি আমাদের সামান্যতম ভরসা নেই। আমাদের তাঁকে নিদ্রিত বলে মনে হয় এবং আমাদের সম্মুখবর্তী সমুদ্রের দৈত্যসম ঢেউগুলিকে ভেঙে পড়তে দেখি।

“ক্ষীণবিশ্বাসীর দল!” শিষ্যদের হৃদয়কে এক তীব্র যন্ত্রণা বিদীর্ণ করে গেল, এবং তাঁরা নিশ্চয়ই চিন্তা করেছিলেন, “আমরা আবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলাম!” আমরা যখন অকস্মাৎ উপলব্ধি করি, আমরা যীশুর হৃদয়কে পরিপূর্ণ আনন্দে ভরিয়ে দিতে পারতাম, অথচ তা পারিনি, তখন তীব্র যন্ত্রণা আমাদের বিদীর্ণ করে যায়।

এমন অনেক সময় আসে, যখন আমাদের জীবনে ঝড়-ঝঞ্ঝা বা সংকট — কিছুই থাকে না। মানবিকভাবে যা সম্ভব,আমরা সবকিছুই করি, কিন্তু যখন সংকট উপস্থিত হয়, আমরা কার উপর নির্ভর করছি, তৎক্ষণাৎ তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমরা যদি ঈশ্বর-আরাধনা শিখে থাকি এবং তাঁর উপর আমাদের আস্থা স্থাপন করি, তা হলে, সংকট আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, আমরা সংকট উল্লঙ্ঘন করার সীমা পর্যন্ত যেতে পারি, তাঁর উপর আমাদের নির্ভরতাকে লঙ্ঘন না-করেই।

আমরা পবিত্রীকরণ সম্পর্কে অনেক কথাই বলে আসছি, কিন্তু আমাদের জীবনে এর পরিণাম কী হবে? ঈশ্বরে শান্তিপূর্ণ বিশ্রামের মতো এ আমাদের জীবনে অভিব্যক্ত হবে, যার অর্থ, তাঁর সঙ্গে পরিপূর্ণ একত্ব। এবং এই একত্ব তাঁর দৃষ্টিতে আমাদের শুধু নির্দোষই করবে না, তাঁর কাছে প্রভূত আনন্দও নিয়ে আসবে।

১৩ অগাস্ট

‘‘পবিত্র আত্মাকে ব্যাহত কোরো না’’

‘‘পবিত্র আত্মাকে ব্যাহত কোরো না’’(১ থেসালোনিকীয় ৫ ১৯)।

ঈ(্বরের পবিত্র আত্মার স্বর গ্রীষ্মের মৃদুমন্দ বাতাসের মতোই — এত মৃদু যে, ঈ(্বরের সঙ্গে পূর্ণ সহভাগিতা ও একত্বে অবস্থান না করলে আপনি শুনতেই পাবেন না। আত্মা আমাদের যে সতর্কবাণী দেন, তা আমাদের কাছে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক মৃদুভাবেই আসে। তাঁর স্বরকে চিনতে পারার মতো আপনি যদি যথেষ্ট সংবেদনশীল না-হন, আপনি একে ব্যাহত করবেন, এবং আপনার আত্মিক জীবন দুর্বল হয়ে পড়বে। এই নিয়ন্ত্রণ-বোধ সর্বদা একটি ‘‘কোমল মধুর স্বরের’’ (১ রাজাবলি ১৯ ১২) মতো আসবে(এত (ীণ যে, ঈ(্বরের পবিত্রজন ব্যতীত আর কেউ ল(করবে না।

আপনার ব্যক্তি(গত সা( )দান কালে আপনি যদি বার বার অতীতে ফিরে যান, এবং বলেন, ‘‘এক সময়, কয়েক বছর আগে, আমি পরিত্রাণ পেয়েছিলাম’’, তা হলে সাবধান হোন। যদি আপনি ‘‘লাঙলে হাত’’ দিয়ে থাকেন এবং জ্যোতিতে বিচরণ করছেন, তা হলে ‘‘পিছন ফিরে দেখার’’ অবকাশ নেই — তা হলে, অতীত বর্তমানের আশ্চর্যজনক সহভাগিতা ও ঈ(্বরের সঙ্গে একত্বের মধ্যে মিশে গেছে (লুক ৯ ৬২(আরও দেখুন ১ যোহন ১ ৬-৭)। আপনি যদি জ্যোতির বাইরে আসেন, আপনি একজন অনুভূতিপ্রবণ খ্রীস্ট-বি(্বাসীতে পরিণত হন, এবং শুধু স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকেন। আপনার সা( )কে এক কঠোরতা ঘিরে থাকবে। আপনি যখন ‘‘জ্যোতির মাঝে বিচরণ’’ (১ যোহন ১ ৭) করতেন, সেই অতীত অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করে বর্তমানের ‘‘জ্যোতির মাঝে বিচরণ’’ করতে অস্বীকার করাকে লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা থেকে সাবধান হোন। আত্মা যখন আপনাকে এই নিয়ন্ত্রণ-বোধ দেন, থামুন এবং সবকিছু যথাযথ করে নিন, না হলে, আপনি অজ্ঞাতসারেই আত্মাকে ব্যাহত করবেন এবং তাঁকে দুঃখ দেবেন।

মনে ক(ন, ঈ(্বর আপনার জীবনে এক সংকট নিয়ে এলেন এবং আপনি প্রায় সবটাই সহ্য করলেন, কিন্তু পুরোপুরি নয়। তিনি আবার সংকট নিয়ে আসবেন, কিন্তু এই সময় কিছু তীব্রতা হারিয়ে যাবে। আপনার উপলব্ধি কম হবে এবং অবাধ্যতার কারণে হৃতমানতা হবে বেশি। তাঁর আত্মাকে যদি আপনি দুঃখ দিয়ে চলতেই থাকেন, এমন এক সময় আসবে যখন সেই সংকটের আর পুনরাবৃত্তি হবে না, কারণ আপনি তাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত করেছেন। কিন্তু আপনি যদি সংকটের মধ্য দিয়ে চলতে থাকেন, আপনার জীবন ঈ(্বরের উদ্দেশে নিবেদিত এক স্তবগীতি হয়ে উঠবে। যা ঈ(্বরকে আঘাত করতেই থাকে, এমন কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। কারণ আপনাকে এ থেকে মুক্ত(হতে হবে, যে-কোনো ধরনেরই হোক, ঈ(্বরকে আঘাত করতে দিতে হবে।

১৪ অগাস্ট

প্রভুর অনুশাসন

“... বৎস, প্রভুর শাসন তুচ্ছ কোরো না, তিনি অনুযোগ করলে হতাশ হোয়ো না” (হিব্রু ১২ ৫)।

ঈ(েরের আত্মাকে দুঃখ দেওয়া খুবই সহজ(আমরা প্রভুর অনুশাসনকে অবজ্ঞা করে বা তিনি তিরস্কার করলে হতাশ হয়ে তাঁকে দুঃখ দিই। আমাদের পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অভিজ্ঞতা বা পবিত্রীকরণের প্রণালীর মাধ্যমে পবিত্র হওয়ার ধারণা যদি এখনও ভাসাভাসা হয়, আমরা অন্য কিছু বিষয়ের জন্য ঈ(েরের বাস্তবিকতাকে ভুল করি। এবং ঈ(েরের আত্মা যখন আমাদের সতর্ক এবং নিয়ন্ত্রণ করেন, আমরা ভুলত্র(মে বলে উঠি, “এ নিশ্চয়ই শয়তানের খেলা।”

“পবিত্র আত্মাকে ব্যাহত কোরো না” (১ থেসালোনিকীয় ৫ ১৯), এবং তিনি যখন আপনাকে বলেন, “এ বিষয়ে আর কখনও অন্ধ হয়ে থেকো না, — তুমি যা ভাবছ, তুমি আত্মিকভাবে তত পরিপক্ক নও। এখনও পর্যন্ত আমি তোমার কাছে তা প্রকাশ করতে পারিনি, কিন্তু ঠিক এখনই আমি তোমার কাছে তা প্রকাশ করছি,” তখন তাঁকে তুচ্ছ করবেন না। প্রভু যখন এইভাবে আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, আপনার সঙ্গে তাঁকে সেইভাবেই কাজ করতে দিন। তিনি যেন আপনাকে ঈ(েরের সামনে সঠিক সম্বন্ধে আনতে পারেন — এ কাজে তাঁকে বাধা দেবেন না।

“... তিনি অনুযোগ করলে হতাশ হোয়ো না।” আমরা অসন্তুষ্ট হই, ঈ(েরের প্রতি বিরক্ত(হই, এবং তখন বলি, “আমার আর কিছুই করার নেই। আমি প্রার্থনা করেছি, কিন্তু সবকিছু ঠিকঠাক হয়নি। তাই আমি সবকিছু ছেড়ে দিচ্ছি।” আমাদের জীবনের অন্য কোনো ((ত্রে যদি আমরা এইরকম আচরণ করি, তা হলে কী ঘটবে, চিন্তা করে দেখুন!

আমি কি ঈ(েরকে তাঁর শক্তি(তে আমাকে ধরে রাখতে এবং আমার মধ্যে তাঁর যোগ্য কোনো কাজ করতে দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত? পবিত্রীকরণের চিন্তা আমার নিজের নয়, যা আমি চাই, ঈ(ের আমার জন্য ক(ন — পবিত্রীকরণ ঈ(েরের চিন্তা, যা তিনি আমার জন্য করতে চান। কিন্তু তাঁকে আমাকে মানসিক ও আত্মিক সুস্থ অবস্থায় পেতে হবে, যেখানে আমি তাঁকে আমাকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র করার অনুমতি দেব — তার জন্য যে-কোনো মূল্যই দিতে হোক (১ থেসালোনিকীয় ৫ ২৩-২৪ দেখুন)।

১৫ অগাস্ট

নতুন জন্মের প্রমাণ

“... তোমাদের অবশ্যই নবজন্ম লাভ করতে হবে ...” (যোহন ৩ ৭)।

“পরিণত বয়সে মানুষের প(আবার জন্মগ্রহণ করা কি সম্ভব?” — নিকদিমের এই প্র(ের উত্তর হল তখনই সম্ভব, যখন তার অধিকার, তার গুণাবলি, তার ধর্মসহ সবকিছুর জন্য তার জীবনে মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছুক এবং তার নিজের মধ্যে এক নতুন জীবন গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়, যা সে এর আগে কখনও সেই অভিজ্ঞতা লাভ করেনি (৩ ৪)। আমাদের সচেতন অনুতাপ ও অচেতন পবিত্রতার মধ্য দিয়ে এই নতুন জীবন প্রকাশিত হয়।

“কিন্তু যারা তাঁকে বরণ করল ...” (যোহন ১ ১২)। যীশু সম্পর্কিত আমার জ্ঞান কি আমার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ আত্মিক প্রত্য(করণ, অথবা অন্যদের কাছে শুনে যা আমি শিখেছি, তার ফলশ্রুতি? আমার জীবনে এমন কিছু কি আছে, যা আমার ব্যক্তি(গত পরিত্রাতা হিসাবে প্রভু যীশুকে আমার সঙ্গে সংযুক্ত(করে? যীশুখ্রীস্ট সম্পর্কে আমার ব্যক্তি(গত জ্ঞানই হবে আমার আধ্যাত্মিক ইতিহাসের বনিয়াদ। নতুন জন্ম লাভ করার অর্থ, আমি যীশুকে দর্শন করি।

“... নবজন্ম লাভ না হলে কেউ ঈ(রের রাজ্য দর্শন করতে পারে না” (যোহন ৩ ৩)। আমি কি শুধুই ঈ(রের রাজ্যের প্রমাণ খুঁজে বেড়াচ্ছি, অথবা, আসলে আমি তাঁর চরম সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণকে চিনতে পারছি? নতুন জন্ম আমাকে দর্শনের এক নতুন (মতা দেয়, যার দ্বারা আমি ঈ(রের নিয়ন্ত্রণকে চিনতে পারি। ঈ(রের সার্বভৌমত্ব সেখানে সব সময়েই ছিল, কিন্তু ঈ(র তাঁর স্বভাবানুগ হওয়ায়, যতদিন না তাঁর স্বভাবকে নিজের করে পেয়েছি, ততদিন আমি তা দেখতে পাইনি।

“যে ঈ(র থেকে জাত, সে পাপাচরণ করে না ... (১ যোহন ৩ ৯)। আমি কি পাপ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করছি, অথবা আমি সত্যিসত্যিই বিরত হয়েছি? ঈ(র থেকে জাত হওয়ার অর্থ, পাপ থেকে বিরত হবার জন্য আমি তাঁর অতিলৌকিক (মতা লাভ করেছি। বাইবেল কখনও জিজ্ঞাসা করে না, “একজন খ্রীস্ট-বি(াসীর কি পাপ করা উচিত?” বাইবেল জোরের সঙ্গে বলে যে, *একজন খ্রীস্ট-বি(াসী অবশ্যই পাপ করবে না।* আমরা যখন পাপ করি না, নতুন জন্মের কাজ ফলপ্রসূ হয়। আমাদের শুধু পাপ না-করার (মতাই থাকে না, আমরা আসলে পাপ থেকে বিরত হয়েছি। আরও, ১ যোহন ৩ ৯ বলে না যে, আমরা পাপ *করতে পারি না* — এর সরল অর্থ, আমাদের অন্তরস্থ ঐ(রিক জীবনের আজ্ঞা যদি পালন করি, *আমাদের পাপ করতে হবে না।*

১৬ অগাস্ট

তিনি আমাকে জানেন ?

"... সে তাদের নাম ধরে ডাকে ..." (যোহন ১০ ৩)।

আমি কখন তাঁকে দুঃখজনকভাবে ভুল বুঝেছি ? (যোহন ২০ ১১-১৮ দেখুন)। খ্রীস্টধর্ম সম্পর্কে সবজান্তা হয়েও আমি যীশুকে না-ও জানতে পারি। যখন মতবাদ সম্পর্কিত জ্ঞান যীশুকে অতিত্র(ম করে যায়, তাঁর সস্নেহ স্পর্শের তোয়াক্কা করে না, মানুষের আত্মা তখন ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হয়। মরিয়ম কেন কাঁদছিলেন ? তাঁর কাছে মতবাদের অর্থ, পায়ের তলায় দলিত ঘাসের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। প্রকৃত প(ে, যে-কোনো ফ্যারিসী মরিয়মকে তত্ত্বগতভাবে বোকা বানাতে পারত, কিন্তু একটি বিষয় নিয়ে তারা কখনই বিদ্রুপ করতে পারত না যে, যীশু তাঁর মধ্য থেকে সাতটি অপদেবতাকে দূর করেছিলেন (লুক ৮ ২ দেখুন)। তবু, যীশুকে জানার তুলনায় তাঁর আশীর্বাদ মরিয়মের কাছে কিছুই নয়। " ... তিনি পিছন ফিরে দেখতে পেলেন, যীশু দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন না। ... যীশু তাঁকে ডাকলেন, "মরিয়ম। ..." (যোহন ২০ ১৪, ১৬)। যীশু যখন মরিয়মকে নাম ধরে ডাকলেন, মরিয়ম তৎ(ণাৎ জানলেন যে, বক্ত(ার সঙ্গে তাঁর একটি ব্যক্তি(গত ইতিহাস আছে। "মরিয়ম চকিত হয়ে তাঁর দিকে ফিরে বলে উঠলেন, রব্বুনি !" (২০ ১৬)।

কখন আমি একগুঁয়ের মতো সন্দেহ করেছি ? (যোহন ২০ ২৪-২৯ দেখুন)। আমি কি যীশুর সম্পর্কে কিছু সন্দেহ করছি — হতে পারে একটি অভিজ্ঞতা, যে-বিষয়ে অন্যরা সা(্য দিয়েছে, কিন্তু যার অভিজ্ঞতা এখনও আমার হয়নি ? অন্য শিষ্যরা থোমাকে বলেছিলেন, "আমরা প্রভুকে দেখেছি" (২০ ২৫)। কিন্তু থোমা সন্দেহ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "... না দেখলে আমি এ কথা বি(্বাস করব না" (২০ ২৫)। থোমার জীবনে যীশুর ব্যক্তি(গত স্পর্শের প্রয়োজন ছিল। তাঁর স্পর্শ কখন আসবে, আমরা তা জানি না, কিন্তু যখন আসবে, তখন তা অবি(্বাস্য রকমের মূল্যবান। "থোমার কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হল, প্রভু আমার, ঈ(্বর আমার" (২০ ২৮)।

কখন আমি তাঁকে স্বার্থপরের মতো অস্বীকার করেছি ? (যোহন ২১ ১৫-১৭ দেখুন)। শপথ এবং অভিশাপপূর্বক পিতর যীশুখ্রীস্টকে অস্বীকার করেছিলেন (মথি ২৬ ৬৯-৭৫ দেখুন)। তবু, যীশু তাঁর পুন(ত্থানের পর শুধু পিতরের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যীশু পিতরকে একান্তে পুনরধিষ্ঠিত করেছিলেন, এবং পরে প্রকাশ্যে, অন্যদের সামনে তাঁকে পুনরধিষ্ঠিত করলেন। এবং পিতর তাঁকে বলেছিলেন, " ... আপনি জানেন যে, আপনাকে আমি ভালোবাসি" (২১ ১৭)।

যীশুর সঙ্গে কি আমার কোনো ব্যক্তি(গত ইতিহাস আছে ? শিষ্যত্বের একমাত্র চিহ(হল, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একত্ব — যীশুর সম্পর্কে জ্ঞান, যাকে কোনো কিছুই আন্দোলিত করতে পারে না।

১৭ অগাস্ট

আপনি কি হতাশ, অথবা নিবেদিত ?

“*... যীশু তাঁকে বললেন, এখনও তোমার একটি জিনিসের অভাব রয়েছে। তোমার যা কিছু আছে, সমস্ত বিক্রি(করে ... দাও, ... তার পর এস, আমার অনুসরণ কর। এ কথা শুনে সে খুব দুঃখিত হল, কারণ সে ছিল বিরাট ধনী ব্যক্তি(*” (লুক ১৮ ২২-২৩)।

আপনি কি যীশুকে কখনও কোনো কঠিন কথা বলতে শুনেছেন ? যদি না-শুনে থাকেন, তা হলে আমার সন্দেহ হয়, আপনি তাঁকে আদৌ কোনো কথা বলতে শুনেছেন কি না। আমাদের শোনার জন্য যীশু অনেক কথা বলেন, কিন্তু আসলে আমরা শুনি না। একবার যখন আমরা শুনি, তাঁর কথা আমাদের কাছে রূঢ় ও কঠোর বলে মনে হয়।

যীশু এই ধনী আধিকারিককে যা বলেছিলেন, তা যে সে পালন করবে, তিনি তা মনে করেননি বা এই লোকটিকে তাঁর সঙ্গে রাখার জন্য কোনো রকম চেষ্টাই করেননি। তিনি শুধু তাকে বলেছিলেন, “... তোমার যা কিছু আছে, সমস্ত বিক্রি(করে ... দাও, ... তার পর এস, আমার অনুসরণ কর।” আমাদের প্রভু তাকে কখনও মিনতি করেননি(তিনি তাকে কখনও প্রলোভিত করার চেষ্টাও করেননি — মানুষের অশ্রুতপূর্ব কঠোরতম ভাষায় তিনি তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এর পর তাকে তিনি তার নিজের পথে ছেড়ে দিলেন।

আমি কি যীশুকে এমনকিছু বলতে শুনেছি, যা আমার কাছে কঠিন ও কঠোর ? তিনি কি আমাকে ব্যক্তি(গতভাবে এমন কিছু বলেছেন, যা আমি বিশেষভাবে শুনেছি — এমন কিছু নয়, যা আমি অন্যদের জন্য ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু আমার উদ্দেশে তাঁকে সরাসরি কিছু বলতে শুনেছি কি ? এই লোকটি যীশুর কথা শুনে বুঝতে পেরেছিল। সে স্পষ্টভাবে শুনেছিল, এর অর্থ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং এ তার অন্তরকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। সে বি(ব্ধ মনে ফিরে যায়নি(সে দুঃখিত ও হতাশ হয়েছিল। সে যীশুর কাছে এসেছিল এক জ্বলন্ত আগ্রহ ও সংকল্প নিয়ে, কিন্তু যীশুর কথা তাকে শীতল করে দিল। যীশুর কাছে সাগ্রহী নিবেদনের পরিবর্তে তার অন্তর হৃদয়বিদারক হতাশায় ভরে গেল। যীশু তার পিছু পিছু গেলেন না, একবার যখন তাঁর বাক্য সে শুনেছে, একদিন না একদিন তার ফল ফলবেই। ভয়ঙ্কর কথা হল, আমরা অনেকেই এই জীবনে তাঁর বাক্যকে স-ফল হতে বাধা দিই। আমি ভেবে পাই না, শেষ পর্যন্ত বিশেষ (ে ত্রে যখন তাঁর কাছে নিজেদের নিবেদন করার জন্য মনস্থির করি, আমরা কী বলব ? একটি বিষয় নিশ্চিত — আমাদের অতীতের ব্যর্থতাকে তিনি কখনই আমাদের মুখে ছুড়ে মারবেন না।

১৮ অগাস্ট

আপনি কি কখনও দুঃখে নির্বাক হয়ে গেছেন?

*"এ কথা শুনে সে খুব দুঃখিত হল, কারণ সে ছিল বিরাট ধনী ব্যক্তি(" *(লুক ১৮ ২৩)।

ধনী যুবক আধিকারিক দুঃখে নির্বাক হয়ে যীশুর কাছ থেকে চলে গেল — যীশুর কথার প্রত্যুত্তরে তার কিছুই বলার ছিল না। যীশু যা বলেছিলেন, সেই কথায় বা তার অর্থ সম্পর্কে তার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। এ তার মনে দুঃখ জাগাল(এর কোনো উত্তর তার কাছে ছিল না। আপনি কি কখনও এ রকম অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন? ঈ(্বর-বাক্য কি আপনার জীবনের এমন কোনো (্ে ত্রের দিকে নির্দেশ করেছে, যেখানে আপনার তাঁর কাছে সমর্পিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল? হতে পারে, তিনি আপনার ব্যক্তি(গত গুণাবলি, বাসনা এবং স্বার্থের দিকে, বা আপনার হৃদয় ও মনের সম্বন্ধের দিকে নির্দেশ করেছেন। যদি তা-ই হয়, তা হলে আপনি প্রায়ই দুঃখে নির্বাক হয়ে থেকেছেন। ঈ(্বর আপনার অনুসরণ করবেন না(তিনি আপনার কাছে মিনতিও করবেন না। কিন্তু প্রতিবারই তাঁর নির্দেশিত স্থানে তিনি আপনার সঙ্গে সা(াৎ করবেন(তিনি শুধু তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করবেন, "তুমি যা বলছ, তার অর্থ যদি তা-ই হয়, তা হলে তার শর্ত এইগুলি।"

"... তোমার যা কিছু আছে, সমস্ত বিত্রি(করে ... দাও ..." (১৮ ২২)। অন্য ভাষায়, ঈ(্বরের সামনে একজন সচেতন মানুষ হিসাবে, যাকে সম্পত্তি বলে মনে করা হয়, ঈ(্বরের হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত(ক(ন। আসল যুদ্ধ এখানেই শু(হয় — ঈ(্বরের সামনে আপনার ইচ্ছার (্ে ত্রে। স্বয়ং যীশুর প্রতি, না যীশু কী চান, সেই ধারণার প্রতি আপনি বেশি মনোযোগ দেন? যদি তা-ই হয়, তা হলে আপনি সেই লোক, যাকে যীশুর কাছে থেকে কঠোর বাক্য শুনতে হবে, এবং যা আপনার মনে দুঃখের উদ্রেক করবে। যীশু যা বলছেন, সত্যিই তা কঠিন — শুধু যাদের মধ্যে ঈ(্বরের প্রকৃতি আছে, তাদের কাছেই তাঁর বাক্য সহজ। সাবধান, যীশুখ্রীস্টের কঠিন বাক্যকে কোনো কিছুর দ্বারা কোমল হতে দেবেন না।

আমার নিজস্ব দারিদ্রে, অথবা আমি কিছুই নই, এই বোধের দ্বারা আমি এমন ধনী হতে পারি যে, আমি কোনোদিনই যীশুর শিষ্য হয়ে উঠব না। অথবা আমি একজন কেউকেটা, এই বোধের দ্বারা আমি এমন ধনী হতে পারি যে, আমি কোনো দিনই একজন শিষ্য হয়ে উঠব না। আমার নিঃসঙ্গতা এবং দারিদ্র-বোধের মধ্যে আমি কি নিঃসঙ্গ এবং দরিদ্র হতে প্রস্তুত? যদি তা না হয়, সেই কারণেই আমি হতাশ হয়েছি। হতাশা হল মোহমুক্ত(আত্মাদর এবং আত্মাদর আমার যীশু-ভক্তি(র প্রতি ভালোবাসা হতে পারে, কিন্তু স্বয়ং যীশুর প্রতি ভালোবাসা নয়।

১৯ অগাস্ট

আত্ম-সচেতনতা

"... আমার কাছে এস ..." (মথি ১১ ২৮)।

ঈ(্বর চান, আমরা যেন যীশুখ্রীস্টের আশ্রয়ে সম্পূর্ণ ও সুসমঞ্জস জীবন যাপন করি, কিন্তু এমন বহু সময় আসে, যখন বাইরে থেকে এই জীবনের উপর আত্র(মণ শানানো হয়। তখন আমরা পিছনে তাকিয়ে আত্ম-সমী(া করি, এমন একটি অভ্যাস, যা আমরা অপসৃত হয়েছে বলে মনে করেছিলাম। আত্ম-সচেতনতাই প্রথম বিষয়, যা আমাদের ঈ(্বরাশ্রিত জীবনের সম্পূর্ণতাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে, এবং আত্ম-সচেতনতা আমাদের জীবনে সর্বদা সংঘর্ষ ও অশান্তির বোধ জাগিয়ে রাখবে। আত্ম-সচেতনতা পাপ নয়, এবং স্নায়বিক আবেগ বা একেবারে নতুন পরিস্থিতির মধ্যে অকস্মাৎ পতিত হওয়ার কারণে এ উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু কখনই ঈ(্বরের ইচ্ছা নয় যে, তাঁর মধ্যে চরম সম্পূর্ণতার চেয়ে হীন হয়ে আমরা অন্য কিছু হই। ঈ(্বরের আশ্রয়ে আমাদের শান্তিতে যাকিছু বিঘ্ন ঘটায়, তা সঙ্গে-সঙ্গে সংশোধন করতে হবে। তাকে অবজ্ঞা করলে সংশোধিত হয় না, সংশোধিত হয় যীশুর কাছে আসার মাধ্যমে। যদি আমরা তাঁর কাছে আসি, এবং আমাদের মধ্যে খ্রীস্ট সম্বন্ধে সচেতনতাকে জাগিয়ে তুলতে অনুরোধ করি, তিনি সর্বদাই তা করবেন, যত(ণ না আমরা তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বাস করতে শিখি।

যা কিছু খ্রীস্টের সঙ্গে আপনার জীবনের একত্বকে বিভাজন বা ধ্বংস করে, তার মুখোমুখি না-দাঁড়িয়ে তাকে আপনার জীবনে কখনই অবস্থান করতে দেবেন না। সাবধান, আপনার বন্ধু-বান্ধব বা আপনার পারিপা(্বিকতাকে আপনার জীবনকে বিভাজন করতে দেবেন না। এ শুধু আপনার শক্তি(কে খর্ব করবে এবং আত্মিক বৃদ্ধিকে (-থগতি করবে। যা তাঁর সঙ্গে আপনার একত্বে চিড় ধরাতে পারে, যে-কারণে নিজেকে তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখার সম্ভাবনা থাকে, সে-বিষয়ে সতর্ক হোন। আত্মিকভাবে যথাযথ অবস্থায় থাকা ছাড়া আর কিছুই গু(ত্বপূর্ণ নয়। এর একমাত্র সমাধান, খুবই সরল "... আমার কাছে এস ...।" বুদ্ধিগত, নৈতিক এবং ব্যক্তি(হিসাবে আমাদের বাস্তবতার আত্মিক গভীরতা এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা পরী(ত হয় ও মাপা হয়। তবু আমাদের জীবনের যেসব (ে ত্রে আমরা বাস্তব হয়ে উঠতে পারি না, যীশুর কাছে আসার পরিবর্তে আমরা বিরোধে প্রবৃত্ত হই।

২০ অগাস্ট

খ্রীস্ট সম্পর্কে সচেতনতা

“*...আমি দেব তোমাদের বিশ্রাম*”(মথি ১১ ২৮)।

খ্রীস্টাশ্রিত আপনার জীবনকে যখন কোনো কিছু বিভাজন করতে চায়, তৎ(ণাৎ তাঁর দিকে ফি(ন এবং আপনার বিশ্রামকে পুনঃস্থাপন করতে অনুরোধ ক(ন। অশান্তি সৃষ্টিকারী কোনো কিছুকে আপনার জীবনে প্রশ্রয় দেবেন না। জীবনের ছোটো ছোটো যে সমস্ত বিষয় বিভাজনের কারণ, সেগুলিকে প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখবেন না, সেগুলির বি(দ্ধে আপনাকে লড়াই করতে হবে। প্রভুর কাছে মিনতি ক(ন, আপনার মধ্যে তিনি যেন তাঁর সম্পর্কে সচেতনতা স্থাপন করেন এবং তখন আপনার আত্ম-সচেতনতা অদৃশ্য হয়ে যাবে। তখন তিনিই হবেন আপনার সর্বস্ব। সাবধান, আত্ম-সচেতনাকে বহাল থাকতে দেবেন না, কারণ তা ধীরে-ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে আত্মাদরকে জাগিয়ে তুলবে, এবং আত্মাদর শয়তানের। নিজেকে বলতে দেবেন না, “ওরা আমাকে ভুল বুঝেছে, এবং এ-জন্য আমার কাছে ওদের (মা চাওয়া উচিত(আমি নিশ্চিত, আমি ইতিমধ্যেই তাদের সঙ্গে ঠিকঠাক করে নিয়েছি।” এ বিষয়ে অন্যদের একাকী ছাড়তে শিখুন। শুধু প্রভুকে বলুন, তিনি যেন খ্রীস্ট সম্পর্কে সচেতনতা দেন এবং তাঁর আশ্রয়ে আপনার সম্পূর্ণতা চরম অবস্থায় না-পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি আপনাকে স্থির রাখবেন।

এক সম্পূর্ণ জীবন হল শিশুসুলভ জীবন। আমি যখন খ্রীস্ট-সচেতনতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকি, বুঝতে হবে, এর মধ্যে কিছু ভুল আছে। শুধু অসুস্থ ব্যক্তি(ই জানে স্বাস্থ্যের অর্থ কী। ঈ(রের সন্তান ঈ(রের ইচ্ছা সম্পর্কে সচেতন নয়, কারণ সে-ই ঈ(রের ইচ্ছা। যখন ঈ(রের ইচ্ছা থেকে আমাদের সামান্যতম বিচ্যুতি ঘটে, আমরা প্র(করতে শু(করি, “প্রভু, তোমার ইচ্ছা কী?” ঈ(রের সন্তান কখনই প্রার্থনা করে না যে, ঈ(র প্রার্থনার উত্তর দেন — এ বিষয়ে তিনি যেন তাকে সজাগ করে তোলেন, কারণ সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, ঈ(র প্রার্থনার উত্তর দেন।

আমাদের যে-কোনো সাধারণ বুদ্ধি পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা যদি আত্ম-সচেতনতাকে জয় করার চেষ্টা করি, আমরা শুধু আমাদের আত্ম-সচেতনতাকে প্রবলভাবে শক্তি(যুক্ত(করব। যীশু বলেছিলেন, “... আমার কাছে এস, ... আমি দেব তোমাদের বিশ্রাম”, অর্থাৎ আত্ম-সচেতনতার স্থান নেবে খ্রীস্ট সম্পর্কে সচেতনতা। যীশু যখনই আসেন, তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন — আমাদের জীবনে সম্পূর্ণ কার্যসাধনের বিশ্রাম, যা নিজেই কখনও এ সম্পর্কে সচেতন নয়।

২১ অগাস্ট

অলি(ত ব্যক্তি(র সেবাকাজ

"অহংবোধ নেই যাদের, তারাই ধন্য ..." (মথি ৫ ৩)।

নতুন নিয়ম এমন সব বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে, আমাদের মানদণ্ড অনুসারে যা ল(করার যোগ্য নয়। "অহংবোধ নেই যাদের ...।" এর আ(রিক অর্থ, "নিঃস্ব ব্যক্তি(রাই ধন্য।" ল(ণীয়, নিঃস্ব একটি বহুব্যবহৃত শব্দ! আজকের প্রচারে একজন ব্যক্তি(র ইচ্ছাশক্তি(বা চারিত্রিক সৌন্দর্যের দিকে নির্দেশ করা হয় — যে-বিষয়গুলি সহজেই ল(করা যায়। আমরা প্রায়ই এমন কথা শুনি, "যীশুখ্রীস্টের প(সিদ্ধান্ত নিন — এমন কিছুর উপর জোর দেওয়া হয়, যার উপর প্রভুর কোনো আস্থা ছিল না। তিনি আমাদের কখনও তাঁর প(সিদ্ধান্ত নিতে বলেননি। তিনি তাঁর কাছে সমর্পিত হতে বলেছিলেন — যা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। যীশুখ্রীস্টের রাজ্যের ভিত্তিমূলে আছে ওই সব লোকের অকৃত্রিম সুন্দরতা — যা গতানুগতিক। আমার দারিদ্রের মধ্যে সত্যিই আমি ধন্য। আমার যদি কোনো ইচ্ছাশক্তি(, যোগ্যতাহীন প্রকৃতি বা উৎকৃষ্টতা না থাকে, তখন যীশু আমাকে বলেন, "তুমিই ধন্য, কারণ তোমার দারিদ্রের মধ্য দিয়ে তুমি আমার রাজ্যে প্রবেশ করতে পার।" আমার সদ্‌গুণের দ্বারা আমি তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করতে পারি না — আমি শুধু একেবারেই নিঃস্ব ব্যক্তি(হিসাবে সেখানে প্রবেশ করতে পারি।

ঈ(রের মহিমাকীর্তন করা সুন্দরতার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য(যে-ব্যক্তি(র মধ্যে সেই গুণ থাকে, সব সময়ই তার নিজের কাছে তা অলি(ত থেকে যায়। সচেতন প্রভাব গর্বোদ্ধত এবং অখ্রীস্টীয়। আমি ঈ(রের কোনো কাজে লাগছি কি না যদি ভাবি, আমি তৎ(ণাৎ প্রভুর স্পর্শের সৌন্দর্য এবং সতেজতা হারিয়ে ফেলি। "আমার উপরে যার বি(াস আছে, ... তার অন্তরে উৎসারিত হবে জীবনদায়ী জলের স্রোত" (যোহন ৭ ৩৮)। যদি আমি নির্গমনকে পরী(া করি, আমি প্রভুর স্পর্শ হারিয়ে ফেলি।

আমাদের উপর কারা সবচেয়ে বেশি প্রভাববিস্তার করেছে? যারা মনে করে, তারাই প্রভাব বিস্তার করেছে, তারা অবশ্যই নয় — আমাদের প্রভাবিত করা সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, তারাই। খ্রীস্টীয় জীবনে, ঐ(রিক প্রভাবের কখনও নিজস্ব সচেতনতা থাকে না। আমাদের প্রভাব সম্পর্কে যদি আমরা সচেতন থাকি, অকৃত্রিম সুন্দরতার বোধ শেষ হয়ে যাবে — যা যীশুর স্পর্শের বৈশিষ্ট্য। যীশুর সত্রি(য়তাকে আমরা সব সময়েই জানি, কারণ তিনি আমার মধ্যে গতানুগতিক এমন জিনিস উৎপাদন করেন যা অনুপ্রেরণাদায়ক।

২২ অগাস্ট

“আমি ... জলে, কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মায়”

“... আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি, কিন্তু ... তিনি পবিত্র আত্মায় ও অগ্নিতে তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন” (মথি ৩ ১১)।

আমি কি কখনও আমার জীবনে এমন স্থানে পৌঁছেছি যেখানে আমি বলতে পারি, “আমি ..., কিন্তু তিনি ... ?” সেই মুহূর্ত না-আসা পর্যন্ত, আমি কখনই জানতে পারব না, পবিত্র আত্মার অর্থ কী। আমি তো শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি, এবং আমি আর কিছু করতে পারি না — *কিন্তু* তিনি ঠিক সেখানেই শু(করেন — তিনি এমন কাজ করেন, যা আর কেউ কখনও করতে পারে না। তাঁর আগমনের জন্য আমি কি প্রস্তুত ? ভালো বা মন্দ যা-ই হোক, যত(ণ যীশুর আগমনের পথকে কিছু (দ্ধ করবে, তত(ণ যীশু আমার মধ্যে আসতে এবং কাজ করতে পারেন না। যীশু যখন আসবেন, এ পর্যন্ত আমি যে ভুল কাজ করেছি, সেগুলি কি আমি আলোয় আনতে প্রস্তুত আছি? ঠিক এখানেই তিনি উপস্থিত হন। যেখানে আমি জানি, আমি অশুচি, সেখানেই তিনি তাঁর পা রাখবেন এবং দাঁড়াবেন, এবং যেখানে আমি নিজেকে শুচি বলে চিন্তা করি, সেখানেই তিনি পা উঠিয়ে চলে যাবেন।

অনুতাপ পাপ-চেতনা নিয়ে আসে না — তা অনির্বচনীয় অযোগ্যতার চেতনা নিয়ে আসে। আমি যখন অনুতাপ করি, আমি উপলব্ধি করি যে, আমি একান্তই নিঃসহায়, এবং আমি জানি, তাঁর পাদুকা বহন করার যোগ্যতাও আমার নেই। আমি কি সেই রকম অনুতাপ করেছি, অথবা আমি কি আমার কাজকে সমর্থন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি ? আমি সম্পূর্ণভাবে অনুতপ্ত না-হওয়ার কারণে ঈ(্বর আমার জীবনে আসতে পারেন না।

“তিনি পবিত্র আত্মায় ও অগ্নিতে তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন।” যোহন এখানে এক অভিজ্ঞতা হিসাবে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মের কথা বলছেন না, তিনি বলছেন, যীশু খ্রীস্টের সাধিত কর্ম হিসাবে। “... তিনি ... তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন।” যাঁরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাঁরা তাঁদের চরম অযোগ্যতা সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকেন।

“আমি জলে” — এ ছিল অতীত, “কিন্তু তিনি” এসেছিলেন এবং কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। আপনি সেই স্থান পর্যন্ত পৌছে যান, যেখানে আপনি নিজে কিছুই করতে পারেন না, কিন্তু তিনি সবকিছুই করতে পারেন।

২৩ অগাস্ট

প্রার্থনা — গোপনস্থানে যুদ্ধ

"তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ কোরো, আর দ্বার (দ্ধ করে তোমার পিতা, যিনি অল(্যে উপস্থিত, তাঁর কাছে প্রার্থনা কোরো(তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দেবেন" (মথি ৬ ৬)।

যীশু বলেননি, "তোমার পিতার সম্পর্কে স্বপ্ন দেখ, যিনি অল(্যে উপস্থিত", কিন্তু তিনি বলেছিলেন, "... যিনি অল(্যে উপস্থিত, তাঁর কাছে *প্রার্থনা* কোরো ...।" প্রার্থনার মূলে আছে ইচ্ছা। আমাদের গোপন স্থানে প্রবেশ করে দ্বার বন্ধ করার পর, সবচেয়ে কঠিন কাজটি হল প্রার্থনা করা। কাজ করার জন্য আমাদের মনকে আমরা সুস্থির অবস্থায় রাখতে পারি না, প্রথমেই আমাদের বি(প্ত চিন্তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। আমাদের অলস এবং বি(প্ত চিন্তার সমস্যা থেকে জয়লাভ করাই আমাদের গোপন প্রার্থনার বড়ো লড়াই। আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রিত করতে শিখতে হবে এবং স্ব-ইচ্ছায় কৃত প্রার্থনার দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

প্রার্থনার জন্য আমাদের কতকগুলি বিশেষভাবে নির্বাচিত স্থান থাকতে হবে, এবং একবার যখন আমরা সেখানে পৌঁছাই, আমাদের মনে বি(প্ত চিন্তার কাজ শু(হয়। আমরা ভাবতে থাকি, "এই প্রয়োজনটা মেটাতে হবে এবং আমাকে ওই কাজটা আজই করতে হবে।" যীশু আপনাকে "দ্বার (দ্ধ" করতে বলেন। ঈ(্বরের সামনে গোপনে স্থিরচিত্তে আসার অর্থ, আমাদের আবেগ, অনুভূতির সামনে আমরা স্বেচ্ছায় দ্বার (দ্ধ করে দিয়েছি এবং তাঁর স্মরণে মনকে নিয়োজিত করেছি। আমরা যখন সত্যিই "গোপনস্থানে" বাস করি, আমাদের প(ঈ(্বরকে সন্দেহ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। অন্য কারও বা অন্য কিছুর চেয়ে আমরা তাঁর সম্পর্কে আরও বেশি নিশ্চিত হই। "অন্তরাগারে" প্রবেশ ক(ন এবং আপনি দেখতে পাবেন যে, ঈ(্বর প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আপনার সকল পরিস্থিতির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। সব বিষয়ে ঈ(্বরকে নিয়ে চলার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আপনি যদি আপনার জীবনের দ্বারকে সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত(করতে না-শেখেন এবং প্রতিদিনের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই যদি ঈ(্বরকে প্রবেশ করতে না-দেন, আপনি সারাদিন ধরেই ভুল স্তরে কাজ করবেন। কিন্তু আপনি যদি জীবন-দ্বারকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত(করে দেন, এবং "... পিতা, যিনি অল(্যে উপস্থিত, তাঁর কাছে প্রার্থনা" করেন, আপনার জীবনের প্রত্যেকটি প্রকাশ্য বিষয়ে ঈ(্বরের উপস্থিতির ছাপ চিহি(ত হবে।

২৪ অগাস্ট

আত্মিক অনুসন্ধান

“তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কে আছে যে নিজের সন্তান (টি চাইলে তাকে পাথর দেবে?” (মথি ৭ ৯)।

আমাদের প্রভু প্রার্থনার যে-দৃষ্টান্তটি এখানে ব্যবহার করেছেন, যেন একটা ভালো ছেলে কোনো ভালো জিনিসের জন্য বায়না করছে। আমরা প্রার্থনা সম্পর্কে এমন কথা বলি যেন ঈ(্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যেমনই হোক, তিনি আমাদের কথা শোনেন (মথি ৫ ৮৫ দেখুন)। কখনও বলবেন না যে, আপনার চাহিদা মতো জিনিস দেওয়া ঈ(্বরের ইচ্ছা নয়। হতাশ হয়ে প্রার্থনা করা পরিত্যাগ করবেন না, বরং আপনার না-পাওয়ার কারণ খুঁজে দেখুন(আপনার অনুসন্ধানের তীব্রতা বাড়ান এবং প্রমাণ যাচাই করে দেখুন। আপনার স্বামী/স্ত্রী, আপনার সন্তান এবং আপনার সতীর্থদের সঙ্গে কি আপনার সঠিক সম্পর্ক বজায় আছে? এই সমস্ত সম্পর্কে কি আপনি “ভালো ছেলে/মেয়ে? আপনাকে কি প্রভুকে বলতে হচ্ছে, “আমি খিট্‌খিটে, কিন্তু এখনও তোমার আত্মিক আশীর্বাদ চাই?” আপনার দৃষ্টিভঙ্গি যত(ণ না “ভালো ছেলে/মেয়ের” হচ্ছে, আপনি আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন না।

আমরা বিরোধিতাকে ভক্তি(বলে ভুল করি, সমর্পণের পরিবর্তে ঈ(্বরের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করি। যে-প্রমাণগুলি আমাদের স্পষ্টভাবে দেখায় যে, কোথায় আমরা ভুল করেছি, আমরা সেগুলি না-দেখে এড়িয়ে চলতে চাই। অন্যের কাছে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় থেকে তার ঋণ পরিশোধ না-করে আমি কি ঈ(্বরের কাছে অর্থ বা আমার প্রার্থিত কোনো জিনিসের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি? আমার সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো একজনের স্বাধীনতা হরণ করে আমি কি ঈ(্বরের কাছে স্বাধীনতা চাইছি? আমি কি কাউকে (মা করতে অস্বীকার করেছি, এবং সেই ব্যক্তি(র প্রতি আমি রূঢ় হয়েছি? আমার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আমি কি ঈ(্বর-সন্তান হিসাবে জীবনযাপন করছি? (মথি৭ ১২দেখুন)।

আমি শুধু নতুন জন্মের দ্বারা ঈ(্বরের সন্তানে পরিণত হয়েছি এবং তাঁর সন্তানরূপে আমি যখন “জ্যোতিতে বিচরণ” করি (১ যোহন ১ ৭), তখনই ভালো। প্রার্থনা আমাদের অনেকের কাছেই গতানুগতিক ধর্মীয় আচরণ হয়ে উঠেছে, ঈ(্বরের সঙ্গে এক অতীন্দ্রিয় ও আবেগগত সহভাগিতা। আত্মিক কুয়াশা আমাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিচ্ছে। কিন্তু যদি আমরা অনুসন্ধান করি ও প্রমাণটি পরী(া করি, কোনটি ভুল — একটি বন্ধুত্ব, পরিশোধ না-করা কোনো ঋণ, বা অনুচিত দৃষ্টিভঙ্গি — আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাব। ঈ(্বরের সন্তান হিসাবে জীবনযাপন না-করলে প্রার্থনার কোনো উপযোগিতা নেই। তখন যীশু তাঁর সন্তানদের সম্পর্কে বলেন, “যে চায়, সে পায়...” (মথি ৭ ৮)।

২৫ অগাস্ট

আত্মোৎসর্গ এবং বন্ধুতা

“... তোমাদের আমি বন্ধু বলেছি ...” (যোহন ১৫ ১৫)।

আমাদের জীবনের খুঁটিনাটি যত(ণ না সমর্পণ করছি, আমরা কোনো দিনই আত্মোৎসর্গের আনন্দ জানতে পারব না। তবু আত্ম-সমর্পণ করা আমাদের কাছে সবচেয়ে কঠিন কাজ। “আমি সমর্পণ করব, যদি ...,” — এ কথা বলে আমরা একে শর্তাধীন করে তুলি। আমরা এ কথাও বলি, “মনে হয়, ঈ(রের কাছে আমার জীবন সমর্পণ করতে হবে।” এইভাবে বা অন্য কোনো ভাবে, কোনো দিনই আত্মোৎসর্গের আনন্দ জানতে পারব না।

কিন্তু যখনই আমরা যীশুর কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত হই, পবিত্র আত্মা আমাদের তাঁর আনন্দের আস্বাদ দেন। আমাদের বন্ধুদের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই আমাদের আত্মদানের চরম ল(্য (১৫ ১৩-১৪ দেখুন)। পবিত্র আত্মা যখন আমাদের জীবনে আসেন, যীশুর জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়াই আমাদের মহত্তম বাসনা হয়ে ওঠে। তবু, আত্মদানের চিন্তা আমাদের মনকে কখনও অতিত্র(ম করে যেতে পারে না, কারণ আত্মদান পবিত্র আত্মার ভালোবাসার চরম প্রকাশ।

আমাদের প্রভুই আমাদের কাছে উৎসর্গীকৃত জীবনের উদাহরণ। এবং গীতসংহিতা ৪০ ৮ পদটি নিখুঁতভাবে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন “হে আমার আরাধ্য ঈ(র, তোমার ইচ্ছানুযায়ী চলতে আমি ভালোবাসি...।” তিনি প্রচণ্ড ব্যক্তি(গত ত্যাগ স্বীকার করেছেন, কিন্তু উপভোগ করেছেন উপচে-পড়া আনন্দ। আমি কি কখনও যীশুখ্রীস্টের কাছে নিজেকে পুরোপুরি বিলিয়ে দিয়েছি? একমাত্র তাঁরই দিকে আমি যদি নির্দেশনা ও পরিচালনার জন্য না তাকিয়ে থাকি, তা হলে আমার আত্মোৎসর্গ নিরর্থক। কিন্তু তাঁকেই আমার পাখির চোখ করে যখন আত্মোৎসর্গ করি, ধীরে-ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাঁর পরিবর্তনকারী প্রভাব আমার জীবনে প্রকট হয়ে ওঠে (হিব্রু ১২ ১-২ দেখুন)।

ঈ(রের সামনে বিচরণ করার পথে আপনার স্বাভাবিক বাসনাকে বাধা দিতে দেবেন না। সাবধান হোন। প্রত্যাখ্যান স্বাভাবিক ভালোবাসাকে হত্যা করার অন্যতম নিষ্ঠুরতম একটি উপায়, যে-ভালোবাসা স্বাভাবিক বাসনার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রভু যীশুকে লাভ করাই একজন পবিত্রজনের প্রকৃত বাসনা। ঈ(রের ভালোবাসা কিছু ভাবাবেগপ্রবণতা সৃষ্টিকর বা আবেগগত নয় — কারণ ঈ(র যেমন ভালোবাসেন, একজন পবিত্রজনকে সেইরকম ভালোবাসা কল্পনাসাধ্য সবচেয়ে ব্যবহারিক বিষয়।

“...তোমাদের আমি বন্ধু বলেছি ...।” যীশু আমাদের মধ্যে যে নতুন জীবন সৃষ্টি করেছেন, তার উপর ভিত্তি করে তাঁর সঙ্গে আমাদের বন্ধুতা গড়ে উঠেছে, আমাদের পুরাতন জীবনের সঙ্গে যার সাদৃশ্য, বা যার প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই, আছে শুধু ঐ(রিক জীবনের সঙ্গে। এই জীবন বিনত, পবিত্র এবং ঈ(রের প্রতি উৎসর্গীকৃত।

২৬ অগাস্ট

আপনি কি কখনও দুশ্চিন্তা করেছেন ?

“শান্তি আমি তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি” (যোহন ১৪ ২৭)।

আমাদের জীবনে এমন অনেক সময় আসে, যখন আমাদের নিজস্ব অজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে শান্তি আসে। কিন্তু জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে যখন সজাগ হই, যীশুর কাছ থেকে লাভ না করলে প্রকৃত অভ্যন্তরীণ শান্তি লাভ করা অসম্ভব। আমাদের প্রভু যখন শান্তির কথা বলেন, তিনি শান্তি সৃষ্টি করেন, কারণ তিনি যে সকল কথা বলেন, তা “আত্মা ও জীবন” (যোহন ৬ ৬৩)। যীশু যা বলেন, আমি কি তা পেয়েছি? “... *আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি”* — এমনই শান্তি যা আসে তাঁর শ্রীমুখ দর্শন এবং তাঁর পরিতৃপ্তির উপলব্ধি ও প্রাপ্তির মাধ্যমে।

আপনি কি এই মুহূর্তে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তাগ্রস্ত? আপনি কি শঙ্কিত এবং ঈ(্বর আপনার জীবনে যে-ঢেউ এবং আলোড়ন আসতে দিয়েছেন, তা নিয়ে কি আপনি বিভ্রান্ত? আপনার বি(্বাসের প্রতিটি স্তর যাচাই করার পরও কি আপনি কোনো শান্তি, আনন্দ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের আ(্বাস পাচ্ছেন না? আপনার কাছে আপনার জীবন কি সম্পূর্ণ বন্ধ্যা হয়ে উঠেছে? তা হলে যীশুর সন্তুষ্টি গ্রহণ ক(েন ও তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত ক(েন। তাঁর শান্তি যদি আপনার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়, সেটাই ঈ(্বরের সঙ্গে আপনার সঠিক সম্বন্ধকে প্রমাণ করবে। কারণ তাঁর প্রতি আপনার মন ফেরানোর স্বাধীনতাকে প্রদর্শন করছেন। ঈ(্বরের সঙ্গে যদি আপনার সম্পর্ক সঠিক না-হয়, আপনি নিজের প্রতি ছাড়া আর কোথাও আপনার মন ফেরাতে পারবেন না। যদি কোনো কিছুকে আপনার থেকে যীশুখ্রীস্টের শ্রীমুখকে লুকিয়ে রাখতে দেন, হয় তা আপনার দুশ্চিন্তার কারণ হবে, অথবা নিরাপত্তার ভ্রান্ত ধারণা দেবে।

যে-সমস্যা আপনাকে এই মুহূর্তে নিষ্পেষিত করছে, তা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আপনি কি “যীশুর প্রতি দৃষ্টি” (হিব্রু ১ ২) দিয়েছেন এবং তাঁর কাছ থেকে শান্তি গ্রহণ করছেন? যদি তা-ই হয়, তা হলে তিনি হবেন শান্তির মহাআশীর্বাদ এবং আপনার মধ্যে ও আপনার মাধ্যমে তা প্রকাশিত হবে। কিন্তু আপনি যদি শুধু সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য দুশ্চিন্তা করেন, আপনার মধ্যে তাঁর কার্যকারিতাকে আপনি ধ্বংস করবেন এবং সবকিছুর জন্য আপনি দায়ী হবেন। আমরা তাঁকে গ্রাহ্য করছি না বলে আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছি। কোনো ব্যক্তি(যখন যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে পরামর্শ করে, তখন বিভ্রান্তি বন্ধ হয়ে যায়, কারণ তাঁর মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি নেই। সব কিছু তাঁর সামনে মেলে ধ(েন, এবং যখন অসুবিধা, শোক এবং দুঃখের সম্মুখীন হবেন, শুনুন, তিনি বলছেন, “... শান্ত কর তোমাদের উদ্বিগ্ন হৃদয় ...” (যোহন ১৪ ২৭)।

২৭ অগাস্ট

আপনার ঈশতত্ত্বকে জীবন্ত করে তুলুন

‘‘যত(ণ জ্যোতি আছে, এগিয়ে যাও নিজেদের পথে, যাতে আঁধার তোমাদের আচ্ছন্ন করতে না পারে’’ (যোহন ১২ ৩৫)।

ঈ(্বরের সঙ্গে পর্বতের উপর থাকার সময়ে যা দেখেছেন, সেই অনুযায়ী কাজ ক(ন(না করলে, সাবধান হোন। আপনি জ্যোতির বাধ্য না-হলে তা অন্ধকারে পরিণত হবে। ‘‘যা তোমাদের প(আলোকস্বরূপ, তা-ই যদি অন্ধকারে পরিণত হয়, তা হলে কত ভয়াবহ হবে সেই অন্ধকার! (মথি ৬ ২৩)। যে-মুহূর্তে আপনি পবিত্রীকরণের বিষয়টি ত্যাগ করবেন, অথবা যে-কোনো বিষয়, যে-জন্য ঈ(্বর আপনাকে জ্যোতি দিয়েছিলেন, তা যদি অবহেলা করেন, আপনার আত্মিক জীবন আপনার মধ্যে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়বে। আপনার বাস্তব জীবনে সত্যকে অবিরত ব্যত্ত(ক(ন, জীবনের প্রতি ((ত্রে একে কাজ করতে দিন। তা না হলে, আপনি যে-জ্যোতি লাভ করেছেন, তা-ও অভিশাপরূপে প্রমাণিত হবে।

যে-ব্যত্তি(তার বিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে আত্মতুষ্ট এবং গর্বিত, এবং যে-অভিজ্ঞতা তার প্রতিদিনের জীবনে কাজে লাগছে না, তার সঙ্গে আচরণ করা সবচেয়ে কষ্টকর। আপনি যদি *বলেন* যে, আপনি পবিত্রীকৃত, তবে তা *দেখান*। অভিজ্ঞতা এমনই অকৃত্রিম হবে যে, তা আপনার জীবনে প্রদর্শিত হবে। যে-বি(্বাস আপনাকে অসংযমী বা আত্মতুষ্ট করে, তা থেকে সাবধান হোন, শুনতে খুব সুন্দর লাগলেও ওই বি(্বাস এসেছিল নরকের গহ্বর থেকে।

আপনার ঈশতত্ত্বকে কাজ করতে হবে, আপনার সবচেয়ে সাধারণ প্রতিদিনের সম্পর্কের মধ্যে তাকে প্রকাশিত হতে হবে। আমাদের প্রভু বলেছেন, ‘‘... শাস্ত্রী ও ফরিশীদের চেয়ে তোমাদের ধর্মাচরণের মান যদি উন্নত না হয়, তা হলে তোমরা কিছুতেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না’’ (মথি ৫ ২০)। অন্যভাবে বলা যায়, আপনার পরিচিত সবচেয়ে নৈতিক মানুষের চেয়ে আপনাকে আরও বেশি নৈতিক হতে হবে। আপনি পবিত্রীকরণ সম্পর্কিত ঈশতত্ত্বের সবকিছুই জানতে পারেন, কিন্তু আপনার প্রতিদিনের জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে তাকে কি লাগু করেছেন? শারীরিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক — আপনার জীবনের প্রত্যেকটি ছোটো-বড়ো বিষয় খ্রীস্টের ত্রু(শের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রায়শ্চিত্তের মান অনুসারে পরিমাপ ও বিচার করা হবে।

২৮ অগাস্ট

প্রার্থনার উদ্দেশ্য

"... শিষ্যদের মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, ... আপনিও আমাদের প্রার্থনা করতে শিখান" (লুক ১২ ১)।

প্রার্থনা প্রাকৃতিক মানুষের জীবনের সাধারণ অঙ্গ নয়। আমরা এমন কথা বলতে শুনি যে, প্রার্থনা না করলে মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসবে, কিন্তু আমার প্রশ্ন সেখানেই। আমার বিচারে, তার মধ্যেকার ঈশ্বর-পুত্রের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা খাদ্যবস্তুর দ্বারা নয়, প্রার্থনার দ্বারা লালিত হয়। কোনো ব্যক্তি যখন ঊর্ধ্ব থেকে নতুন জন্ম লাভ করে, ঈশ্বর-পুত্রের জীবন তার মধ্যে জন্ম নেয়। এবং সে সেই জীবনকে হয় লালন করবে, নয় তো অনশনে মেরে ফেলবে। প্রার্থনা একটি পথ যার দ্বারা আমাদের মধ্যেকার ঐশ্বরিক জীবন পরিপুষ্ট হয়। প্রার্থনা সম্পর্কিত আমাদের সাধারণ ধারণা বাইবেলে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা প্রার্থনাকে নিজেদের জন্য কিছু পাবার একটা উপায় হিসাবে মনে করি, কিন্তু বাইবেলসম্মত প্রার্থনার উদ্দেশ্য হল, আমরা যেন স্বয়ং ঈশ্বরকে জানতে পারি।

"চাও, পাবে ..." (যোহন ১৬ ২৪)। আমরা ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করি, কখনও কখনও খেদ ব্যক্ত করি বা তাঁর প্রতি উদাসীনতা দেখাই, কিন্তু খুব অল্প জিনিসই আমরা তাঁর কাছ থেকে *চাই*। কিন্তু একটা শিশু চাইবার জন্য কত সাহস দেখায়! আমাদের প্রভু বলেছিলেন, "... তোমরা যদি ... শিশুর মতো না হও" (মথি ১৮ ৩)। চান, ঈশ্বর আপনার চাওয়া পূরণ করবেন। যীশুখ্রীস্টকে কাজ করার সুযোগ ও অবকাশ দিন। সমস্যা হল, কোনো ব্যক্তি তার বুদ্ধির শেষ সীমায় না পৌঁছানো পর্যন্ত কখনও তা করবে না। যখন কোনো ব্যক্তি বিভ্রান্ত হয়, তখন প্রার্থনা করাকে কাপুরুষোচিত কাজ বলে মনে হয় না, প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরের সত্যের এবং স্বয়ং ঈশ্বরের বাস্তবতার সংস্পর্শে আসার একমাত্র পথ তার সামনে পড়ে থাকে। ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হোন এবং তাঁর সামনে আপনার সমস্যাকে — যে-সমস্ত বিষয় আপনাকে বিভ্রান্ত করেছে — নিয়ে আসুন। কিন্তু যতক্ষণ আপনি নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাববেন, ঈশ্বরের কাছে আপনি কিছু চাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন না।

"প্রার্থনা বিষয়ের পরিবর্তন ঘটায়" — এ কথা বলা আর "প্রার্থনা *আমার* পরিবর্তন ঘটায় এবং তখন আমি বিষয়কে পরিবর্তিত করি" — এই দুইয়ের সত্য এক নয়। ঈশ্বর বিভিন্ন বিষয় স্থাপন করেন যেন মুক্তির ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রার্থনা পরিবর্তন করতে পারে। প্রার্থনা বাহ্যিকভাবে পরিবর্তনকারী বিষয় নয়, কিন্তু একজন ব্যক্তির মধ্যে আশ্চর্য অলৌকিক কর্মের দ্বারা তার অভ্যন্তরীণ স্বভাবের পরিবর্তন ঘটায়।

২৯ অগাস্ট

পরীক্ষিত সত্যের অদ্বিতীয় অন্তরঙ্গতা

"... যীশু বললেন, আমি কি তোমায় বলিনি যে, যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, তা হলে দেখতে পাবে ঈশ্বরের মহিমা" (যোহন ১১ ৪০)।

যখনই আপনি আপনার বিশ্বাসের জীবনে অভিযান করেন, আপনার পরিস্থিতিতে আপনি এমন কিছু দেখতে পাবেন, যা সাধারণ বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে সরাসরি আপনার বিশ্বাসের বিরুদ্ধতা করবে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি বিশ্বাস নয় এবং বিশ্বাস সাধারণ বুদ্ধি নয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রাকৃতিক জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে যেমন পার্থক্য, এ দুটির মধ্যে তেমনই পার্থক্য বর্তমান। আপনার সাধারণ বুদ্ধি যেখানে যীশুখ্রীস্টের উপর আস্থা রাখতে পারে না, আপনি কি সেখানে তাঁর উপর নির্ভর করতে পারেন? আপনার বাস্তব সাধারণ বুদ্ধি যখন চিৎকার করে বলতে থাকে, "এ সব মিথ্যা", তখন কি আপনি যীশুখ্রীস্টের বাক্যের উপর নির্ভর করে সাহসপূর্বক অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারেন? পর্বতের উপর থেকে বলা সহজ, "হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর এ কাজ করতে পারেন," কিন্তু আপনাকে পর্বত থেকে নেমে অপদেবতা অধ্যুষিত উপত্যকায় আসতে হবে, এবং আপনাকে সেই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে যা রূপান্তরের পর্বতের বিশ্বাসকে বিদ্রুপ করে (লুক ৯ ২৮-৪২ দেখুন)। আমার ধর্মতত্ত্ব যখনই আমার মনের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আমি এর বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হই। আমি যখনই বলি, "আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমার সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু জুগিয়ে দেবেন", তখনই আমার বিশ্বাসের পরীক্ষা শুরু হয় (ফিলিপীয় ৪ ১৯)। আমার শক্তি যখন নিঃশেষ হয়ে যায় এবং দর্শন অন্ধকারে হারিয়ে যাবে, আমি কি তখনও আমার বিশ্বাসের পরীক্ষায় বিজয়ী হব, না আমি হার মেনে পশ্চাদপসরণ করব?

বিশ্বাসকে অবশ্যই পরীক্ষিত হতে হবে, কারণ সংগ্রামের মধ্যে এই বিশ্বাসই আপনার একমাত্র সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। এই মুহূর্তে, কোন বিষয়টি আপনার বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে? পরীক্ষা, হয় আপনার বিশ্বাসকে সঠিক বলে প্রমাণ করবে, নয় তো, তা বিশ্বাসকে শেষ করে দেবে। যীশু বলেছিলেন, "ধন্য সেই ব্যক্তি, আমার সম্বন্ধে যার মনে কোনো সংশয় নেই" (মথি ১১ ৬)। যীশুর প্রতি আস্থাই শেষ কথা। "যদি আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যয়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকতে পারি, তা হলে আমরা খ্রীস্টের শরিক" (হিব্রু ৩ ১৪)। তাঁকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করুন। যেসব বিষয় আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে, সেগুলি আপনার বিশ্বাসকে শক্তিযুক্ত করবে। আমাদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অবিরত বিশ্বাসের পরীক্ষা চলতে থাকবে। বিশ্বাস হল, ঈশ্বরের প্রতি চরম আস্থা — যে-আস্থা কখনই কল্পনাও করতে পারে না যে, তিনি আমাদের পরিত্যাগ করবেন (হিব্রু ১৩ ৫-৬ দেখুন)।

৩০ অগাস্ট

উপযোগিতা, না সম্পর্ক ?

“অপদেবতারা তোমাদের বশীভূত হচ্ছে বলে খুশি হোয়ো না, বরং স্বর্গে তোমাদের নাম লেখা হল বলে আনন্দিত হও” (লুক ১০ ২০)।

যীশুখ্রীস্ট এখানে বলছেন, “আমার কারণে তোমার সফল সেবার জন্য আনন্দ কোরো না, কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার সঠিক সম্পর্কের জন্য আনন্দ কোরো।” সফল সেবা — অর্থাৎ ঈ(্বর আপনাকে ব্যবহার করেছেন, এই কারণে আনন্দ করলে আপনি খ্রীস্টীয় কাজে ফাঁদে পতিত হতে পারেন। তবু, যীশুর সঙ্গে যদি আপনার সঠিক সম্পর্ক বজায় না থাকে, ঈ(্বর আপনার মধ্য দিয়ে কী করবেন, তা কোনো দিনই সম্পূর্ণভাবে পরিমাপ করতে পারবেন না। ঈ(্বরের সঙ্গে আপনার সঠিক সম্পর্ক বজায় থাকলে, যে-কোনো পরিস্থিতিই আসুক বা প্রতিদিন যে-কোনো বি(দ্ধ শক্তি(র সম্মুখীন হোন, তিনি আপনার মাধ্যমে জীবনদায়ী জলের স্রোত” (যোহন ৭ ৩৮) উৎসারিত করবেন। এবং তাঁর অনুগ্রহে, তিনি আপনাকে এ কথা জানতে দেন না। একবার যখন আপনি পরিত্রাণ ও পবিত্রীকরণের মাধ্যমে ঈ(্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে যুক্ত(হয়েছেন, মনে রাখবেন, আপনার পরিস্থিতি যা-ই হোক, ঈ(্বরই আপনাকে সেই পরিস্থিতির মধ্যে স্থাপন করেছেন। যতদিন আপনি “তিনি যেমন জ্যোতির মাঝে বিরাজ করেন”, “তেমনই ... জ্যোতির মাঝে বিরাজ” করবেন (১ যোহন ১ ৭), ঈ(্বর তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনার পরিস্থিতির প্রতি আপনার জীবনের প্রতিক্রি(য়াকে ব্যবহার করেন।

আজকের দিনে সেবার প্রতি গু(ত্ব আরোপ করাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। যেসব লোক কোনো একজনের উপযোগিতার নিরিখে সহায়তার অনুরোধ করে, তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। উপযোগিতাকে যদি আপনি পরী(া বানিয়ে তোলেন, তা হলে যীশুখ্রীস্ট চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। পুণ্যজনদের জন্য পরিচালনা এবং নির্দেশ আসে স্বয়ং ঈ(্বরের কাছ থেকে, সেই পুণ্যজনের উপযোগিতার পরিমাপ অনুসারে নয়। ঈ(্বর আমাদের মাধ্যমে যে-কাজ করেন, সেটাই মহত্ত্বপূর্ণ, তাঁর জন্য আমরা যে-কাজ করি, তা মহত্ত্বপূর্ণ নয়। ঈ(্বরের সঙ্গে কোনো ব্যক্তি(র সম্পর্কের দিকেই আমাদের প্রভু মনোযোগ দেন — পিতার কাছে এই সম্পর্কের মূল্য অপরিসীম। যীশু “... অনেক পুত্রকে প্রতাপে আনয়ন” করছেন (হিব্রু ২ ১০)।

৩১ অগাস্ট

“আমার অনন্দ ... তোমাদের আনন্দ”

“এ কথা আমি তোমাদের বলছি এ জন্য, যাতে আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে বিরাজিত হয়ে তোমাদের আনন্দকে পূর্ণতা দান করে” (যোহন ১৫ ১১)।

যীশুর কোন ধরনের আনন্দ ছিল? আনন্দ এবং সুখকে আমরা সমদৃষ্টিতে দেখব না। প্রকৃতপ(, যীশুর (ে ত্রে সুখ শব্দটি প্রয়োগ করলে আমরা তাঁকে অপমানই করব। যীশুর আনন্দ ছিল তাঁর পিতার প্রতি চরম আত্মসমর্পণ ও আত্মোৎসর্গের ফলশ্রুতি — পিতা তাঁকে যে-কাজ করতে পাঠিয়েছেন, তা সম্পাদন করার আনন্দ — যিনি “ভাবী আনন্দ লাভের জন্য ত্রু(শে মৃত্যুর চরম অপমান উপে(া করেছেন...” (হিব্রু ১২ ২)। “হে আমার আরাধ্য ঈ(্বর, তোমার ইচ্ছানুযায়ী চলতে আমি ভালোবাসি...” (গীতসংহিতা ৪০ ৮)। যীশু প্রার্থনা করেছিলেন যে, আমাদের আনন্দ যত(ণ না যীশুর আনন্দের সমান হয়, আমাদের আনন্দ যেন পরিপূর্ণতা পেতেই থাকে। আমি কি আমার জীবনে যীশুর আনন্দকে প্রবেশ করতে দিয়েছি?

এক সম্পূর্ণ ও পরিপ-াবিত জীবনযাপন দৈহিক স্বাস্থ্য, পরিস্থিতি, এমনকী ঈ(্বরের কাজের সাফল্য দেখার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে ঈ(্বরের সঙ্গে নিখুঁত সমঝোতা এবং যীশু তাঁর পিতার সঙ্গে যে-সহভাগিতা ও একাত্মতা উপভোগ করেছেন, যীশুর সঙ্গে আমাদের একই স্তরের সহভাগিতা ও একাত্মতার মধ্যে। কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি নিয়ে অত্যন্ত ভাবনা-চিন্তা করার ফলে যে দুর্বোধ্য বিরক্তি(জন্ম নেয়, প্রথমেই তা আমাদের সেই আনন্দকে ব্যাহত করতে পারে। যীশু বলেছিলেন, “জাগতিক চিন্তাভাবনা, ... এবং সাংসারিক সুখভোগের আসক্তি(তে ঈ(্বরের বাক্য চাপা পড়ে যায়, তখন তাতে আর ফসল হয় না” (মার্ক ৪ ১৯)। কী ঘটেছে, উপলব্ধি করার আগেই, আমরা চিন্তা - ভাবনার ফাঁদে জড়িয়ে যাই। ঈ(্বর আমাদের জন্য যা কিছু করেছেন, তা সূচনামাত্র — তিনি চান, আমরা এমন স্থানে পৌঁছাই যেখানে আমরা হব তাঁর সা(ী এবং যীশু কে — এ বিষয়ে ঘোষণা করব।

ঈ(্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখুন, সেখানেই আপনার আনন্দের সন্ধান লাভ ক(ন এবং আপনার অন্তর থেকে “উৎসারিত হবে জীবনদায়ী জলের স্রোত” (যোহন ৭ ৩৮)। নির্ঝর হয়ে উঠুন, যার মধ্য দিয়ে যীশু “জীবনদায়ী জল” উৎসারিত করতে পারেন। ভণ্ডামি করবেন না, গর্বোদ্ধত হবেন না। শুধু নিজের সম্পর্কে সচেতন হোন এবং “খ্রীস্টের সঙ্গে ঈ(্বরে নিহিত” (কলসীয় ৩ ৩) জীবনযাপন ক(ন। যিনি ঈ(্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক র(া করে চলেন, তিনি যেখানেই যান, (্বাস-প্র(্বাসের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করেন। যাঁরা তাঁদের জীবনের আশীর্বাদ সম্পর্কে সচেতন নন, তাঁদের জীবন আপনার কাছে মহত্তম আশীর্বাদের আকর হয়ে ওঠে।

১ সেপ্টেম্বর

পবিত্র হবার জন্য পূর্ব-নির্ধারিত

“শাস্ত্রের বাণী এই তোমরাও পবিত্র হও, কারণ আমি পবিত্র” (১ পিতার ১ ১৬)।

প্রতিনিয়ত আমাদের নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্মরণ করাতে হবে। আমরা সুখ বা স্বাস্থ্যের জন্য নয়, কিন্তু পবিত্রতার জন্য পূর্ব-নির্ধারিত। আজকের দিনে আমাদের বহু বাসনা, বহু বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে, এবং সেগুলি আমাদের জীবনকে গ্রাস করছে এবং অপচয়িত হচ্ছে। তার মধ্যে অনেকগুলিই সঠিক, মার্জিত এবং সুন্দর হতে পারে এবং অনেকগুলি পরবর্তীকালে বাস্তবায়িতও হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যেই ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের কাছে সেগুলির গুরুত্ব হ্রাস করবেন। একজন ব্যক্তি সেই ঈশ্বরকে গ্রহণ করবে কি না, যিনি তাকে পবিত্র করবেন—একমাত্র এই বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। যে-কোনো মূল্যেই হোক, একজন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সঙ্গে যথার্থ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে।

আমার পবিত্র হবার প্রয়োজনীয়তাকে কি আমি বিশ্বাস করি? আমি কি বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর আমার অন্তরে এসে আমাকে পবিত্র করতে পারেন? আপনার প্রচারের মাধ্যমে যদি আমাকে বিশ্বাস করাতে পারেন যে, আমি অপবিত্র, তা হলে আপনার প্রচারে আমি অসন্তুষ্ট হব। সুসমাচারের প্রচার এক তীব্র অসন্তোষ জাগিয়ে তোলে, কারণ আমার অপবিত্রতাকে প্রকাশ করার জন্যই এর পরিকল্পনা, কিন্তু সেই সঙ্গে সুসমাচার আমার মধ্যে এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার উদ্রেক করে। মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের শুধু একটিই লক্ষ্য—পবিত্রতা। পবিত্র মানুষকে সৃষ্টি করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। ঈশ্বর মানুষের ব্যবহারের জন্য কোনো অনন্তকালীন আশীর্বাদ দানের যন্ত্র নন। তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমাদের উদ্ধার করতে আসেননি— তিনি আমাদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন, কারণ পবিত্র হবার জন্য তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছিলেন। খ্রীস্টের ক্রুশের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্তের অর্থ, ঈশ্বর যীশুখ্রীস্টের মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের তাঁর সঙ্গে নিখুঁত একাত্মতায় নিয়ে আসতে পারেন; আমাদের মধ্যে আর কোন দিন অন্য কিছুর সন্ধান পাওয়া যাবে না।

নিজের বা অন্যদের প্রতি সহমর্মিতার কারণে ঈশ্বরের পবিত্রতার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোনো কিছুকে প্রশ্রয় দেবেন না। পবিত্রতার অর্থ, ঈশ্বরের সঙ্গে চলার পথে, আপনার মুখ থেকে নির্গত কথাবার্তায় এবং আপনার মনের প্রত্যেক চিন্তায় নিরঙ্কুশ নিষ্কলুষতা—স্বয়ং ঈশ্বরের কষ্টিপাথরের সামনে আপনার জীবনের খুঁটিনাটি সবকিছু স্থাপিত হচ্ছে। ঈশ্বর আমাকে যা দেন, শুধু সেটাই পবিত্রতা নয়, বরং ঈশ্বরদত্ত যা আমার জীবনে প্রদর্শিত হচ্ছে, সেটাই পবিত্রতা।

২ সেপ্টেম্বর

এক নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র বলিদানের জীবন

“আমার উপর যার বি(্বাস আছে, ... তার অন্তরে উৎসারিত হবে...” (যোহন ৭ ৩৮)।

যীশু বলেননি, ‘যে আমায় বি(্বাস করে, সে ঈ(্বরের পূর্ণতার সকল আশীর্বাদ উপলব্ধি করবে।’ বরং তিনি বলেছিলেন, ‘যে আমাকে বি(্বাস করে, সে যা কিছু পায়, তার ভিতর থেকে তা নির্গত হবে।’ আমাদের প্রভুর শি(া সর্বদা আত্মোপলব্ধির বি(দ্ধে। একজন ব্যক্তি(র উন্নয়ন ঘটানো তাঁর উদ্দেশ্য নয়, একজন ব্যক্তি(কে স্বয়ং তাঁরই মতো গড়ে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য এবং আত্ম-ব্যয়ের মধ্য দিয়ে ঈ(্বর-পুত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। আমরা যদি যীশুকে বি(্বাস করি, আমরা যা পাই, তা গু(ত্বপূর্ণ নয়, আমাদের মধ্য থেকে যা নির্গত হয়, সেটাই গু(ত্বপূর্ণ। আমাদের দৃষ্টিনন্দন নকল আঙুরে পরিণত করা ঈ(্বরের উদ্দেশ্য নয়, তিনি আমাদের এমন আঙুরে পরিণত করতে চান, যা থেকে আমাদের মাধুর্যকে তিনি নিষ্কাশন করতে পারেন। জগতের মানদণ্ড অনুসারে সাফল্যের মাপকাঠিতে আমাদের আত্মিক জীবনের পরিমাপ করা যায় না। কেবল আমাদের মধ্য থেকে ঈ(্বর যা উৎসারিত করেন, তা দিয়েই পরিমাপ করা যায় এবং আমরা তা আদৌ পরিমাপ করতে পারি না।

বেথানির মরিয়ম “স্ফটিকের পাত্রে বহুমূল্য সুগন্ধি আতর নিয়ে....সেটার মুখ ভেঙে যীশুর মাথায় ঢেলে” দিলে অন্যরা তার এই কাজের কোনো বিশেষত্ব খুঁজে পেল না(বস্তুত, “....কেউ কেউ এতে রেগে গিয়ে বলতে লাগল, এভাবে আতর নষ্ট করা হচ্ছে কেন?” (মার্ক ১৪ ৩-৪)। কিন্তু যীশু তার ভক্তি(র পরিচায়ক এই কাজের জন্য তার প্রশংসা করলেন, “... পৃথিবীর যেখানেই সুসমাচার প্রচারিত হবে, সেখানেই এর কথা স্মরণ করে এই কীর্তির উল্লেখ করা হবে” (মার্ক ১৪ ৯)। যীশু যখন আমাদের কাউকে মরিয়মের মতো কাজ করতে দেখেন—নিয়মের বেড়াজালে বাঁধা পড়ে নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ তাঁর প্রতি সমর্পিত হয়ে—তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন। ঈ(্বর তাঁর পুত্রের জীবনকে ঢেলে দিয়েছেন, যেন তাঁর মাধ্যমে জগৎ উদ্ধার লাভ করে (যোহন ৩ ১৭ দেখুন)। আমরা কি তাঁর জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত?

“আমার উপর যার বি(্বাস আছে,... তার অন্তরে উৎসারিত হবে জীবনদায়ী জলের স্রোত”—এবং আরও শত শত জীবন তরতাজা হয়ে উঠবে। এখন আমাদের জীবনের “স্ফটিকের পাত্র” ভেঙে ফেলার, আমাদের আত্মতৃপ্তি সন্ধান করা থেকে বিরত হবার এবং তাঁর সামনে আমাদের জীবনকে ঢেলে দেবার সময়। আমাদের প্রভু জানতে চাইছেন, তাঁর জন্য আমরা কে এই কাজ করব?

৩ সেপ্টেম্বর

সন্তুষ্টির জল ঢেলে দেওয়া

“... তিনি কিন্তু সেই জল খেলেন না। প্রভু পরমেশ্বরের কাছে নৈবেদ্যরূপে সেই জল ঢেলে দিলেন” (২ শমুয়েল ২৩ ১৬)।

সম্প্রতি কোন জিনিসটি আপনার কাছে “বেথলেহেমের কুয়োর জল” হয়ে উঠেছে— ভালোবাসা, বন্ধুতা বা হয়তো কিছু আত্মিক আশীর্বাদ (২৩ ১৬)? শুধুই আপনার সন্তুষ্টির জন্য, আপনার আত্মা ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি নিয়েও কি আপনি যা কিছুই হোক গ্রহণ করেছেন? যদি করে থাকেন, তা হলে “প্রভু পরমেশ্বরের কাছে” আপনি তা ঢেলে দিতে পারেন না। আপনার নিজস্ব সন্তুষ্টির জন্য যে-জিনিসটি আপনি নিজের করে পেতে চান, তা ঈশ্বরের জন্য কখনও আলাদ করে রাখতে পারেন না। ঈশ্বরের কাছে আশীর্বাদ নিয়ে আপনি যদি নিজেকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন, তা আপনাকে দূষিত করবে। আপনি তা ঈশ্বরের কাছে ঢেলে দিয়ে উৎসর্গ করুন—এমন কিছু যাকে আপনার সাধারণ বুদ্ধি অবাস্তব অপচয় বলে মনে করে।

আমি “প্রভু পরমেশ্বরের কাছে” কীভাবে প্রাকৃতিক ভালোবাসা এবং আত্মিক আশীর্বাদকে নিবেদন করতে পারি? পথ একটিই খোলা আছে— এ জন্য আমার মনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্য লোকেরা করে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা যীশুখ্রীস্টকে জানে, এমন ব্যক্তি কখনই গ্রহণ করতে পারে না, কারণ মানবিকভাবে সেগুলি পরিশোধ করা অসম্ভব। যখনই আমি কোনো বিষয়কে আমার জন্য অত্যন্ত সুন্দর বলে মনে হলেও নিজেকে তার অনুপযুক্ত মনে করি, সেই বিষয়টি আমি অবশ্যই “প্রভু প্রমেশ্বরের কাছে” ঢেলে দেব। তখন সেই বিষয়গুলি, যা আমার কাছে এসেছে, আমার চারপাশে “জীবনদায়ী জলের” মতো উৎসারিত হবে (যোহন ৭ ৩৮)। এবং সেগুলি ঈশ্বরের কাছে নিবেদন না-করা পর্যন্ত আমার প্রিয়জনদের এবং আমার নিজের কাছে বিপজ্জনক হবে, কারণ সেগুলি লালসায় পর্যবসিত হবে। হ্যাঁ, যেসমস্ত বিষয় নীচ, ঘৃণিত নয়, আমরা সেগুলি লালসা করতে পারি। এমনকী ‘প্রভু পরমেশ্বরের কাছে’ নিবেদনের দ্বারা ভালোবাসাকেও রূপান্তরিত করতে হবে।

ঈশ্বর যখন আপনাকে আশীর্বাদ দিয়েছিলেন, তা মজুত করার কারণে আপনার জীবন তিক্ততায় ভরে গেছে। তবু যদি আপনি তা ঈশ্বরের কাছে ঢেলে দেন, আপনি জগতের মধুরতম মানুষ হয়ে উঠতে পারেন। যদি আপনি সর্বদা আশীর্বাদকে নিজের করেই রেখে দেন এবং কোনো কিছুই “প্রভু পরমেশ্বরের কাছে” নিবেদন করতে না শেখেন, অন্য লোকেরা আপনার মাধ্যমে ঈশ্বরের দর্শনকে কোনোদিন বিস্তৃত হতে দেখবে না।

৪ সেপ্টেম্বর

তাঁর!

"... তারা তোমারই। তুমি তাদের আমাকে দিয়েছ..." (যোহন ১৭ ৬)

"আর তোমরা নিজের নও,..." (১ করিন্থীয় ৬ ২০)— পবিত্র আত্মা যখন কোনো ব্যক্তি(র মধ্যে এই উপলব্ধির উন্মেষ ঘটান, তিনি মিশনারি হয়ে ওঠেন। "আমি আর নিজের প্রভু নই," এ কথা বলার অর্থ,, আত্মিক ((ত্রে আমি অনেক উচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছি। প্রতিদিনের বিভ্রান্তির মধ্যে সেই জীবনের প্রকৃত স্বভাব অন্য আর এক ব্যক্তি(র উপর আমার স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করার সংকল্পের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়, আর সেই ব্যক্তি(হলেন যীশুখ্রীস্ট। আমাকে প্রভুর সঙ্গে একাত্ম করতে পবিত্র আত্মা আমার কাছে যীশুর প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি চান না, আমি প্রভুর শো-কেসে একটা দর্শনীয় বস্তু হয়ে থাকি। প্রভু তাঁর শিষ্যদের জন্য কী করেছেন, এর ভিত্তিতে তিনি কখনও তাদের অভিযানে পাঠান না। পুন(ত্থানের পর শিষ্যরা যখন পবিত্র আত্মার শক্তি(তে যীশুর স্বরূপ চিনতে পারলেন, এর পরই তিনি বলেছিলেন, "যাও" (মথি ২৮ ১৯(আরও দেখুন লুক ২৪ ৪৯ এবং প্রেরিত. ১ ৮)।

"আমার কাছে এসেও যদি কেউ তার বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, এমনকী নিজের প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করতে না পারে, তা হলে সে আমার শিষ্য হতে পারবে না"(লুক ১৪ ২৬)। তিনি বলছেন না যে, এই ব্যক্তি(ভালো এবং ঋজু হতে পারে না, কিন্তু সে এমন মানুষ না-ও হতে পারে, যার উপর যীশু *আমার* শব্দটি লিখে দিতে পারেন। এই পদে, আমাদের প্রভু যে সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে যে-কোনো একটি সম্পর্ক প্রভু যীশুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরাতে পারে। আমি আমার মা, বা স্ত্রী অথবা আমার নিজের সঙ্গেই থাকতে পছন্দ করতে পারি, কিন্তু ঘটনা যদি তা-ই হয়, যীশু বলেন, " [তোমরা] আমার শিষ্য হতে পারবে না।" এর অর্থ নয় যে, আমি পরিত্রাণ পাব না(এর অর্থ, আমি পুরোপুরি *তাঁর* হতে পারি না।

আমাদের প্রভু তাঁর শিষ্যকে নিজের সম্পত্তি করে তোলেন, তার জন্য দায়বদ্ধ হন। "... তোমরা আমার সা(ী হবে" (প্রেরিত. ১ ৮)। যীশুর জন্য কিছু করার বাসনা নয়, কিন্তু তাঁর কাছে পূর্ণ আনন্দের আকর হয়ে ওঠার বাসনাই একজন শিষ্যের অন্তরে জেগে ওঠে। একজন মিশনারির রহস্য হল, তিনি যেন সত্যসত্যই বলতে পারেন, "আমি তাঁর। আমার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর কাজ ও উদ্দেশ্য সম্পন্ন করছেন।"

পুরোপুরি তাঁরই হয়ে উঠুন!

৫ সেপ্টেম্বর

যীশুর সঙ্গে জেগে থাকা

“.... তোমরা এখানে অপে(া কর ও আমার সঙ্গে জেগে থাক” (মথি ২৬ ৩৮)।

“আমার সঙ্গে জেগে থাক।” কার্যত, যীশু বলছেন, “তোমার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, কিন্তু একান্তভাবে এবং পুরোপুরি আমার সঙ্গে জেগে থাক।” আমাদের খ্রীস্টীয় জীবনের প্রাথমিক পর্বে, আমরা যীশুর *সঙ্গে* জেগে থাকি না, আমরা তাঁর *জন্য* প্রতী(া করি। আমাদের জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বাইবেলের প্রকাশিত সত্যের আলোয় যীশুর সঙ্গে জেগে থাকি না। আমাদের নিজস্ব বিশেষ “গেথশিমানীর” অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের প্রভু তাঁর সঙ্গে আমাদের সমরূপ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমরা অস্বীকার করে বলি, “না, প্রভু, আমি এর অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না(তা ছাড়া এ খুবই যন্ত্রণাদায়ক।” বোধাতীত এমন একজনের সঙ্গে আমরা কীভাবে জেগে থাকতে পারি? আমরা যখন জানি না, তিনি কেন কষ্টভোগ করছেন, তা হলে, তাঁকে এত ভালোভাবে কী করে বুঝতে পারব যে, তাঁর সঙ্গে তাঁর গেথশিমানীতে জেগে থাকব? আমরা জানি না, তাঁর সঙ্গে কীভাবে জেগে থাকতে হয়—শুধু আমাদের এই ধারণাই আছে যে, যীশু আমাদের সঙ্গে জেগে আছেন।

শিষ্যরা তাঁদের স্বাভাবিক সামর্থ্যের সীমারেখা পর্যন্ত যীশুখ্রীস্টকে ভালোবেসেছিলেন, কিন্তু তাঁরা যীশুর উদ্দেশ্যকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। উদ্যানে তাঁরা তাঁদের দুঃখের ভারে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, এবং তিন বছরের শেষে তাঁদের জীবনের ঘনিষ্ঠতম এবং নিবিড়তম সম্পর্কের পরেও তাঁরা “তাঁকে ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন” (২৬ ৫৬)।

“তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় আবিষ্ট হলেন...” (প্রেরিত. ২ ৪)। “তাঁরা” বলতে সেই একই লোকদের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে কিছু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেছে—আমাদের প্রভুর মৃত্যু, পুন(ত্থান এবং স্বর্গারোহণ— এবং শিষ্যরা এখন “পবিত্র আত্মায় আবিষ্ট” হয়েছেন। আমাদের প্রভু বলেছেন, “পবিত্র আত্মা যখন তোমাদের উপর অধিষ্ঠান করবেন, তখন তোমরা শক্তি(লাভ করবে (প্রেরিত. ১ ৮) । এর অর্থ, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতে তাঁরা যীশুর *সঙ্গে* জেগে থাকতে শিখেছেন।

৬ সেপ্টেম্বর

সুদূরপ্রসারী জীবনদায়ী জলের স্রোত

"…. আমার উপর যার বিশ্বাস আছে,… তার অন্তরে উৎসারিত হবে জীবনদায়ী জলের স্রোত" (যোহন ৭ ৩৮)।

নদী এমন সব স্থানে পৌঁছায় যা তার উৎসকে জানে না। এবং যীশু বলেছেন যে, তাঁর পূর্ণতাকে লাভ করলে, আমাদের মধ্য থেকে "জীবনদায়ী জলের স্রোত" উৎসারিত হবে(আমাদের জীবনের প্রভাব যত ছোটো দেখতেই হোক, আশীর্বাদ নিয়ে "পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত" (প্রেরিত. ১ ৮) পৌঁছে যাবে। এর নির্গমনে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই— "ঈশ্বরের কার্য এই, যেন… তোমরা বিশ্বাস কর…" (যোহন ৬ ২৯)। কোনো ব্যত্তি(অন্যদের জীবনে কত আশীর্বাদ নিয়ে এসেছে, ঈশ্বর তাকে তা দেখার সুযোগ খুব কমই দেন।

নদী প্রবল বেগে সমস্ত বাধা অতিত্র(ম করে এগিয়ে চলে। নদী কখনও তার নিজের পথে অপ্রতিহতভাবে বয়ে চলে, কখনও তার সামনে বাধা উপস্থিত হয়। কখনও কখনও তার চলার ছন্দ (দ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সেই বাধাকে এড়িয়ে সে নতুন পথ তৈরি করে এগিয়ে যায়। অথবা কোনো নদী কয়েক মাইল পর্যন্ত দৃষ্টির আড়ালে থেকে গেল, কিন্তু পরে সেই নদীই আগের চেয়ে আরও বিস্তৃত ও বৃহৎ আকারে আবার বয়ে চলে। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন, ঈশ্বর অন্যদের জীবনকে ব্যবহার করছেন, কিন্তু আপনার জীবনে এক বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে এবং আপনার মনে হচ্ছে যে, ঈশ্বর আপনাকে আর কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না? তা-হলে, **উৎসের** দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক(ন, এবং ঈশ্বর আপনাকে হয় বাধা এড়িয়ে অন্য পথে নিয়ে যাবেন, অথবা সেই বাধা দূর করে দেবেন। ঈশ্বরের আত্মার স্রোত সব বাধাকে জয় করে। বাধা বা অসুবিধার দিকে কখনও দৃষ্টি দেবেন না। আপনি যদি শুধু **উৎসের** দিকে দৃষ্টি দেবার কথা মনে রাখেন, আপনার মধ্য থেকে বহমান স্রোতের মুখে সব বাধা ভেসে যাবে। আপনার এবং যীশুর মধ্যে কোনো কিছুকেই আসতে দেবেন না—আবেগ বা অভিজ্ঞতা, কিছুই নয়— কোনো কিছুই যেন আপনাকে সেই সার্বভৌম উৎসের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে না রাখে।

আরোগ্যদায়ক এবং সুদূর প্রসারী যে সমস্ত নদী আমাদের অন্তরে বিকশিত ও পরিপুষ্ট হচ্ছে, সেগুলির কথা চিন্তা ক(ন। ঈশ্বর আমাদের মনের কাছে বিস্ময়কর সব সত্যের অর্গল মুত্ত(করে দিয়েছেন এবং তার প্রতিটি (ে ত্রে তিনি বিস্তৃততর নদীর ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা তিনি আমাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করবেন। আপনি যদি যীশুকে বিশ্বাস করেন, দেখতে পাবেন, ঈশ্বর আপনার মধ্যে শত্তি(শালী, বেগবান সব নদীকে বিকশিতও পরিস্ফুট করছেন, যা অন্যদের জীবনে আশীর্বাদ বয়ে আনবে।

৭ সেপ্টেম্বর

আশীর্বাদের নির্ঝর

‘‘আমি যে জল দেব, তা যে পান করবে, সে আর কখন তৃষ(ার্ত হবে না, আমার দেওয়া জলে তার অন্তর থেকে উৎসারিত হবে অনন্ত জীবনের ধারা’’ (যোহন ৪ ১৪)।

আমাদের প্রভু এখানে শুধু একটি নির্ঝরের বর্ণনা করেননি, তা পরিপ-াবিত নির্ঝর। ‘‘পরিপূর্ণ’’ হয়ে উঠুন (ইফিসীয় ৫ ১৮) এবং যীশুর সঙ্গে আপনার মধুর গু(ত্বপূর্ণ সম্পর্ক যা আপনাকে অকাতরে দেওয়া হয়েছে, আপনার মধ্য থেকে সেই স্রোত অকাতরেই বাহিত হবে। যদি আপনি দেখেন যে, প্রত্যাশা মতো তাঁর জীবন উৎসারিত হচ্ছে না, সে-জন্য দোষারোপ করতে হবে আপনাকেই—প্রবাহের পথে কিছু একটা বাধা সৃষ্টি করছে। যীশু কি আপনাকে উৎসের প্রতি দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করতে বলেছেন, যাতে আপনি ব্যক্তি(গতভাবে আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন? না, আপনাকে উৎসের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে যাতে আপনার অন্তর থেকে এক অদম্য জীবন—‘‘অনন্ত জীবনের ধারা উৎসারিত হয়’’ (যোহন ৭ ৩৮)।

আমাদের হতে হবে নির্ঝর, যার মধ্য দিয়ে যীশু অন্যদের জীবনে আশীর্বাদের ধারা বাহিত করতে পারেন। কিন্তু আমাদের অনেকেরই জীবন ‘ ডেড সী-র’ মতো, সর্বদা গ্রহণ করছি, অথচ কখনও ফিরিয়ে দিচ্ছি না, কারণ প্রভু যীশুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সঠিক নয়। আমরা যেমন নিশ্চিতভাবে তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ পাই, সেইভাবে আমাদের মাধ্যমে তিনি অন্যদের জীবনকেও আশীর্বাদে সিঞ্চিত করবেন। কিন্তু যে-পরিমাণে আশীর্বাদ পাই, সেই একই মাত্রায় যদি আশীর্বাদ সিঞ্চিত না হয়, বুঝতে হবে, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে ত্রুটি আছে। যীশুখ্রীস্ট এবং আপনার মধ্যে কি কিছু আছে? তাঁর প্রতি আপনার বি(াসে কি কোনো বাধা সৃষ্টি হয়েছে? যদি তা না হয়, তা হলে যীশু বলছেন, আপনার ‘‘অন্তর থেকে উৎসারিত হবে অনন্তজীবনের ধারা।’’ এ এমন আশীর্বাদ নয় যে, আপনি হস্তান্তর করতে পারেন, বা এমন অভিজ্ঞতা নয় যে, অন্যদের তার শরিক করতে পারেন, কিন্তু তা এমন এক স্রোত যা অবিরত আপনার মাধ্যমে বাহিত হবে। যীশুখ্রীস্টের প্রতি বি(াসকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং তাঁর সঙ্গে যথার্থ সম্পর্ক বজায় রেখে **উৎসের** কাছে থাকুন। তখন অন্যদের জীবনে খরস্রোত বয়ে যাবে এবং তাদের জীবনে থাকবে না কোনো শুষ্কতা বা মৃতাবস্থা।

একজন বি(াসীর ব্যক্তি(গত জীবন থেকে স্রোত প্রবাহিত হবে — এ কথা বললে কি অতিশয়োক্তি(করা হবে? আপনি কি নিজের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘‘ কিন্তু আমি তো স্রোত দেখতে পাচ্ছি না?’’ ঈ(রের কর্মের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে আপনি সাধারণত দেখবেন যে, অজানা , অখ্যাত, অবহেলিত মানুষদের নিয়ে তিনি কাজ শু(করেছেন, কিন্তু সেইসব মানুষ সর্বদা যীশুখ্রীস্টের প্রতি দৃঢ় বি(াসে বলীয়ান ছিলেন।

৮ সেপ্টেম্বর

নিজে ক(ন

“... বিতর্ক সকল এবং ঈ(রের জ্ঞানের বি(দ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভাঙিয়া ফেলিতেছি...”(২ করিন্থীয় ১০ ৫)।

দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কিছু জিনিস ভেঙে ফেলুন। পাপমুক্তি(এবং মানব-প্রকৃতি থেকে মুক্তি(পাওয়া এক জিনিস নয়। মানব-প্রকৃতির কিছু বিষয়, যেমন কুসংস্কার, একজন পুণ্যজন শুধু একে অবহেলা করেই ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা বলপূর্বক ধ্বংস করতে হবে অর্থাৎ পবিত্র আত্মা দ্বারা আরোপিত ঐ(রিক শক্তি(র সাহায্যে। এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যাদের দিয়ে আমাদের লড়াই করতে হয় না, শুধু “....স্থির হইয়া দাঁড়াও। সদাপ্রভু অদ্য তোমাদের যে নিস্তার করেন, তাহা দেখ” (যাত্রাপুস্তক ১৪ ১৩)। কিন্তু প্রত্যেকটি তত্ত্ব বা চিন্তা যা “ঈ(রের জ্ঞানের বি(দ্ধে” দুর্গের মতো বাধা হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়, সেগুলি মানবিক প্রচেষ্টা বা আপসের দ্বারা নয় (২ করিন্থীয় ১০ ৪ দেখুন), দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ঐ(রিক শক্তি(র সাহায্যে ধ্বংস করতে হবে।

ঈ(র যখন আমাদের প্রকৃতির রূপান্তর ঘটান এবং আমরা পবিত্রীকরণের অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করি, কেবল তখনই সেই সংগ্রাম শু(হয়। এই সংগ্রাম পাপের বি(দ্ধে নয়(আমরা কখনই পাপের বি(দ্ধে লড়াই করি না—আমাদের মুক্তি(দিয়ে যীশুখ্রীস্ট সেই সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন। আমাদের প্রাকৃতিক জীবনকে আত্মিক জীবনে রূপান্তরের জন্য এই লড়াই। এ কখনই মসৃণভাবে হয় না, ঈ(রও তা চান না। শুধু নৈতিক পছন্দের এক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তা সম্পন্ন হয়। ঈ(র আমাদের পবিত্র করে তোলেন, কিন্তু এই অর্থে নয় যে, তিনি আমাদের চরিত্রকে পবিত্র করেন। এই অর্থে তিনি আমাদের পবিত্র করেন যে, তাঁর সামনে তিনি আমাদের দোষমুক্ত(করেছেন। এবং এর পর, সেই নির্দোষতাকে আমাদের নৈতিক পছন্দের মাধ্যমে পবিত্র চরিত্রে পরিণত করতে হবে। এই পছন্দগুলি সর্বদা আমাদের প্রাকৃতিক জীবনের বিষয়গুলির বি(দ্ধতা করছে, যা গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে— সেই সমস্ত বিষয় যা “ঈ(রের জ্ঞানের বি(দ্ধে” দুর্গের মতো বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঈ(রের রাজ্যে নিজেদের অনুপযুক্ত(প্রমাণ করে, হয় আমরা পিছু হটে যেতে পারি অথবা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এই সমস্তকে ধ্বংস করে দিতে এবং আর এক পুত্রকে প্রতাপে আনার জন্য যীশুকে অনুমতি দিতে পারি (হিব্রু ২ ১০ দেখুন)।

৯ সেপ্টেম্বর

নিজে ক(ন

"...সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া খ্রীস্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি"(২ করিন্থীয় ১০ ৫)।

দৃঢ়সংকল্প নিয়ে অন্য বিষয়গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ ক(ন। পুণ্যজনোচিত তেজঃপূর্ণ প্রকৃতির এ আর একটি কঠিন দৃষ্টিভঙ্গি । একটি সংস্করণে পৌলের এই কথাটির অনুবাদ করা হয়েছে, "খ্রীস্টের আজ্ঞাবহ করার জন্য আমি প্রতিটি প্রকল্পকে বন্দি করি।" আজকের দিনে বহু খ্রীস্টীয় কর্ম কখনও কোনো অনুশাসন, শৃঙ্খলা মানে না, কিন্তু শুধু আবেগের দ্বারা সেগুলি অস্তিত্ব লাভ করেছে। আমাদের প্রভুর জীবনে, প্রত্যেকটি প্রকল্প পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হত। তাঁর নিজস্ব ইচ্ছার প্রেরণা অনুসারে চলবার সামান্যতম চেষ্টাও তিনি কখনও করেননি— "পুত্র নিজে থেকে কিছুই করতে পারেন না..." (যোহন ৫ ১৯)। এখন, আমরা যা করি, এর সঙ্গে তার তুলনা ক(ন— আবেগের বশে যেসব চিন্তা বা প্রকল্প আমাদের মনে আসে, খ্রীস্টকে মান্য করার জন্য নিজেদের বন্দি এবং সংযমিত করার পরিবর্তে আমরা তৎ(ণাৎ সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বর্তমানে খ্রীস্টবি(্বাসীদের ব্যবহারিক কাজের উপর বিশেষ গু(ত্ব দেওয়া হচ্ছে, এবং যেসব পবিত্রজন তাঁদের 'সমস্ত চিন্তাকে [এবং প্রকল্পকে] বন্দি করে খ্রীস্টের আজ্ঞাবহ' করছেন, তাঁরা সমালোচিত হন এবং বলা হয় যে, তাঁদের কোনো দৃঢ়সংকল্প নেই, এবং ঈ(্বরের এবং অন্য মানুষের আত্মার জন্য তাঁদের কোনো ব্যাকুলতা নেই, কিন্তু ঈ(্বরকে মান্য করার মধ্যে প্রকৃত দৃঢ়সংকল্প এবং ব্যাকুলতা খুঁজে পাওয়া যায়, আমাদের অনিয়ন্ত্রিত মানব-প্রকৃতি থেকে তাঁর সেবা করার যে আগহ জন্মায়, তা থেকে নয়। এ কথা অচিন্তনীয়, তবু সত্য যে, পবিত্রজনরা "সমুদয় চিন্তাকে [এবং প্রকল্পকে] বন্দি করে খ্রীস্টের আজ্ঞাবহ" করছেন না, কিন্তু তাঁদের নিজস্ব মানব-প্রকৃতির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ঈ(্বরের জন্য কাজ করে চলেছেন, এবং দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা একে আত্মিক করে তুলছেন না।

আমাদের বিস্মৃত হবার একটা প্রবণতা আছে যে, একজন ব্যক্তি(শুধু পরিত্রাণের জন্য যীশুখ্রীস্টের কাছে উৎসর্গীকৃত নয়, কিন্তু ঈ(্বর সম্পর্কে, জগৎ সম্পর্কে, পাপ এবং শয়তান সম্পর্কে যীশুখ্রীস্টের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমর্পিত। এর অর্থ,প্রত্যেক মানুষকে "মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি রূপান্তরিত করে নবায়িত" (রোমীয় ১২ ২) হবার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

১০ সেপ্টেম্বর

মিশনারির হাতিয়ার

"…. তুমি যখন ডুমুর গাছের তলায় ছিলে, আমি তখনই তোমাকে দেখেছিলাম" (যোহন ১ ৪৮)।

প্রতিদিনের ঘটনায় আরাধনা করা। আমরা নির্দ্বিধায় মেনে নিই যে, আমাদের সামনে যদি বড়ো ধরনের সংকট দেখা দেয়, আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকব, কিন্তু আমাদের অন্তরে যা গড়ে ওঠে, তা সংকট নয়— আমরা কী দিয়ে নির্মিত হয়েছি, এ শুধু তা-ই প্রকাশ করে। আপনি কি কখনও নিজেকে বলতে শুনেছেন, "ঈ(্বর যদি আমাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন, আমি নিশ্চয়ই সেই ঘটনায় ঝাঁপিয়ে পড়ব?" কিন্তু ঈ(্বরের প্রশি(ণ ে(ত্রে প্রশি(ণ না-নেওয়া পর্যন্ত আপনি তা করতে পারেন না। যে-কাজ এখন আপনার হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে, যা ঈ(্বর আপনার জীবনে নিয়ে এসেছেন, সংকট দেখা দিলে, যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত(না হলে আপনি অযোগ্যরূপে প্রতিপন্ন হবেন। সংকট সর্বদা একজন ব্যক্তি(র প্রকৃত চরিত্রকে প্রকাশ করে।

ঈ(্বর-আরাধনার এক ব্যক্তি(গত সম্পর্ক আত্মিক যোগ্যতার অত্যাবশ্যক উপাদান। এই অংশে নথনিয়েল যেমন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, এক সময় আসবে যখন ব্যক্তি(গত "ডুমুর গাছের" জীবন আর কখনই সম্ভব হবে না। সবকিছু প্রকাশ্যে আসবে এবং আপনি যদি নিজের ঘরে প্রতিদিনের ঘটনায় ঈ(্বরের আরাধনা না-করে থাকেন, আপনি দেখতে পাবেন যে, সেখানে আপনার নিজের আর কোনো মূল্য নেই। ঈ(্বরের সঙ্গে আপনার গোপন সম্পর্কে আপনার আরাধনা যদি সঠিক হয়, তিনি যখন আপনাকে মুক্ত(করবেন, আপনি প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। আপনার অ-দৃশ্য জীবন, যা শুধু ঈ(্বর দেখেছিলেন, সে-জীবন নিখুঁতভাবে যোগ্য হয়ে উঠেছে। এবং সংকটের কষ্ট যখন আসে, ঈ(্বর আপনার উপর নির্ভর করতে পারেন।

আপনি কি বলছেন, "কিন্তু আমার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি পবিত্রীকৃত জীবন যাপনের প্রত্যাশা করতে পারি না। এই মুহূর্তে আমার প্রার্থনা করার বা বাইবেল অধ্যয়নের সময় নেই(তা ছাড়া, আমার যুদ্ধ করার সুযোগ এখনও আসেনি, কিন্তু যখন আসবে, আমি অবশ্যই প্রস্তুত থাকব।" না, আপনি প্রস্তুত থাকবেন না। প্রতিদিনের ঘটনায় আপনি যদি আরাধনা না-করে থাকেন, ঈ(্বরর কাজে যখন নিয়োজিত হবেন, আপনি শুধু নিজে অপদার্থ বলে বিবেচিত হবেন না, আপনার চারপাশের লোকদের কাছে আপনি বাধাস্বরূপ হয়ে উঠবেন।

একজন পবিত্রজনের গোপন, ব্যক্তি(গত আরাধনামূলক জীবনই ঈ(্বরের প্রশি(ণ ে(ত্র, যেখানে মিশনারির হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া যায়।

১১ সেপ্টেম্বর

মিশনারির হাতিয়ার

"... তোমাদের প্রভু এবং গু(হয়ে আমি যদি তোমাদের পা ধুইয়ে দিতে পারি, তা হলে, তোমাদেরও পরস্পরের পা ধুইয়ে দেওয়া উচিত" (যোহন ১৩ ১৪)।

প্রতিদিনের সুযোগে পরিচর্যা করা। আমাদের চারপাশে যেসব সুযোগ আমাদের ঘিরে থাকে, তার পরিচর্যা করার অর্থ নয় যে, আমরা নিজেরাই আমাদের পারিপার্(িকতাকে বেছে নিয়েছি—এর অর্থ, ঈ(েরদত্ত আপাত এলোমেলো পারিপার্(িকতায় ব্যবহৃত ও সুপ্রাপ্য হবার জন্য ঈ(েরের বিশেষ পছন্দের হয়ে ওঠা। আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে চরিত্রের যে প্রকাশ ঘটাই, অন্যান্য পারিপার্(িকতায় আমরা ঠিক কী রকম হব, এ তারই ইঙ্গিত দেয়।

যীশু যেসমস্ত কাজ করেছিলেন, প্রতিদিনের কাজের মধ্যে সেগুলি ছিল সবচেয়ে তুচ্ছ, এবং তাঁর পন্থা অনুসরণ করে সবচেয়ে মামুলি কাজ সম্পাদন করতেও আমার ঈ(েরের সমস্ত শক্তি(র প্রয়োজন—এ তারই ইঙ্গিত দেয়। আমি কি তাঁরই মতো করে একটা তোয়ালে ব্যবহার করতে পারি? তোয়ালে, বাসনপত্র, জুতো এবং আমাদের জীবনের অন্যান্য সাধারণ জিনিসগুলি প্রকাশ করে যে, অন্য বিষয়ের চেয়ে আমরা আরও তাড়াতাড়ি কোন উপাদানে নির্মিত হয়েছি। সবচেয়ে তুচ্ছ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আমাদের অন্তরে সর্বশক্তি(মান দেহায়িত ঈ(েরের উপস্থিতি প্রয়োজন।

যীশু বলেছিলেন, "আমি তোমাদের সামনে একটি আদর্শ রেখে গেলাম যেন আমি যা করলাম তোমরাও তা-ই কর" (১৩ ১৫)। ঈ(ের আপনার চারপাশে যে-সমস্ত মানুষকে নিয়ে আসেন, তাদের দিকে ল(ক(ন, এবং আপনি একবার যখন উপলব্ধি করবেন যে, এইভাবে ঈ(ের দেখাতে চান যে, আপনি তাঁর কাছে কোন ধরনের লোক ছিলেন, তখন আপনি লজ্জিত হবেন। এখন তিনি বলছেন, তিনি আমাদের কাছে যা প্রদর্শন করেছেন, আমাদের চারপাশের লোকদের কাছে আমাদের তা প্রদর্শন করতে হবে।

আপনি কি এ কথা বলবেন যে, "আমি যখন মিশন(ত্র থেকে অবসর নেব, তখন আমি এ সব কাজ করব?" এ ধরনের কথা বলার অর্থ, লড়াইয়ের ময়দানে যাবার সময় হাতিয়ার বের করার চেষ্টা করা — চেষ্টা করার সময়েই আপনার মৃত্যু ঘটবে।

ঈ(েরের সঙ্গে আমাদের "দ্বিতীয় মাইল" যেতে হবে (মথি ৫ ৪১ দেখুন)। কিন্তু আমরা অনেকেই প্রথম দশ পদ(পেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি, তখন আমরা বলি, "আমার জীবনের বড়ো ধরনের দ্বিতীয় সংকটের সংস্পর্শে না আসা পর্যন্ত আমি অপে(া করব।" কিন্তু আমরা যদি প্রতিদিনের সুযোগকে দৃঢ়ভাবে কাজে না লাগাই, সংকট এলে, আমরা কিছুই করতে পারব না।

১২ সেপ্টেম্বর

আত্মিক বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে পথ চলা

"…. যীশু বললেন, তোমরা যে কী চাইছ, তা জান না" (মথি ২০ ২২)।

আপনার আত্মিক জীবনে বিভ্রান্তিকর অনেক সময় আসে, কিন্তু আপনি বিভ্রান্ত হবেন না, শুধু এ কথা বললেই আপনি এ থেকে উদ্ধার পাবেন না। এ সঠিক, কি বেঠিক, ঘটনা তা নয়, কিন্তু ঈ্বর আপনাকে এমন এক পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, যা সাময়িকভাবে আপনি উপলব্ধি করতে পারেন না। এবং শুধু আত্মিক বিভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে গেলেই আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন, ঈ্বর আপনার জন্য কী চান।

তাঁর বন্ধুতার আবরণ (লুক ১১ ৫-৮ দেখুন)। এখানে যীশু এমন একজনের উদাহরণ দিয়েছেন, যাকে দেখে মনে হয়, বন্ধুর জন্য তার কোনো চিন্তা নেই। কার্যত, সে বলছে যে, কখনও কখনও স্বর্গীয় পিতাকে আপনারও এই রকমই মনে হবে। আপনার মনে হবে, তিনি নির্দয় বন্ধু, কিন্তু মনে রাখবেন—তিনি নির্দয় নন। এমন এক সময় আসবে, যখন সবকিছুই ব্যাখ্যাত হবে। হৃদয়ের বন্ধুতাকে মেঘাচ্ছন্ন বলে মনে হবে, এবং প্রায়ই আশীর্বাদের পূর্ণতর সহভাগিতা এবং একাত্মতার জন্য ভালোবাসাকেও যন্ত্রণা ও চোখের জল নিয়ে অপে(া করতে হতে পারে। যখন মনে হবে, ঈ্বর সম্পূর্ণভাবে আবরিত, ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গেছেন, তখনও কি আপনি তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করবেন?

তাঁর ছায়াবৃত পিতৃত্ব (লুক ১১ ১২-১৩ দেখুন)। যীশু বলেছিলেন, কখনও কখনও আপনার মনে হবে, আপনার স্বর্গীয় পিতা একজন অস্বাভাবিক পিতা— মনে হবে, তিনি কঠোর-হৃদয় ও উদাসীন—কিন্তু মনে রাখবেন, তিনি তা নন। "যে চায়, সে পায়…." (লুক ১১ ১০)। যদি এই মুহূর্তে আপনার পিতার শ্রীমুখকে ছায়াচ্ছন্ন বলে মনে হয়, তবে এই সত্যকে আঁকড়ে ধ(ন যে, পরিশেষে তিনি আপনাকে স্বচ্ছ বোধ দেবেন এবং তিনি যা কিছু আপনার জীবনে আসতে দিয়েছেন, তিনি পূর্ণরূপে নিজের ন্যায্যতা দেখিয়ে দেবেন।

তাঁর বি্বস্ততার বিস্ময়করতা (লুক ১৮ ১-৮)। "…মানবপুত্র যখন আসবেন, তখন কি তিনি পৃথিবীতে এই বি্বাস খুঁজে পাবেন?" (লুক ১৮ ৮)। বিভ্রান্তি সত্ত্বেও তাঁর উপর মানুষের দৃঢ় বি্বাস কি তিনি খুঁজে পাবেন? দৃঢ়ভাবে বি্বাস ক(ন(বি্বাস ক(ন যে, যীশু যা বলেছেন, তা সত্য, যদিও এই সময়ে আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন না, যীশু কী করছেন। এই মুহূর্তে আপনি তাঁর কাছ থেকে যে কতকগুলি নির্দিষ্ট জিনিস পেতে চাইছেন, অন্য কেউ বিপদগ্রস্ত হয়ে এর চেয়েও বড়ো কিছু বিষয় চাইছে!

১৩ সেপ্টেম্বর

সমর্পণের পর—এর পর কী ?

"... যে কর্তব্যভার তুমি আমার উপর ন্যস্ত করেছ, সেই কর্তব্য সমাধা করে আমি এ জগতে তোমাকে মহিমান্বিত করেছি" (যোহন ১৭ ৪)।

প্রকৃত সমর্পণ শুধু আমাদের বাহ্যিক জীবনের সর্মপণ নয়, কিন্তু আমাদের ইচ্ছার সমর্পণ — একবার তা সম্পূর্ণ হলে, সমর্পণ সম্পূর্ণ হয়। আমরা সবচেয়ে বড়ো যে-সংকটের সম্মুখীন হই, তা হল আমাদের ইচ্ছার সমর্পণ। তবু ঈ(্বর কখনও কোনো ব্যক্তি(কে ইচ্ছার সমর্পনের জন্য জোর-জবরদস্তি করেন না, এবং তিনি কখনও মিনতি করেন না। সেই ব্যক্তি(তাঁর কাছে সমর্পণ না-করা পর্যন্ত তিনি ধৈর্য ধরে অপে(া করেন। এবং একবার যখন সেই লড়াই শেষ হয়ে যায়, আর কখনও লড়াইয়ের প্রয়োজন হয় না।

উদ্ধারের জন্য সমর্পণ। "...আমার কাছে এস, আমি তোমাদের দেব বিশ্রাম" (মথি ১১ ২৮)। আমরা যখন পরিত্রাণের প্রকৃত অথের্র অভিজ্ঞতা লাভ করতে শু(করি, আমরা বিশ্রামের জন্য আমাদের ইচ্ছাকে যীশুর কাছে সমর্পণ করি। যা আমাদের মনে অনিশ্চয়তা বোধের কারণ হয়, আসলে তা হল, আমাদের ইচ্ছার আহ্বান—"আমার কাছে এস।" এবং সেই আসা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

ভক্তি(র জন্য সমর্পণ। "...কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আপনাকে অস্বীকার ক(ক...." (মথি ১৬ ২৪)। সমর্পণ এখানে যীশুর কাছে আমার আত্মসমর্পণ, আমার আন্তরসত্তায় আছে তাঁর বিশ্রাম। তিনি বলেন, " তুমি যদি আমার শিষ্য হতে চাও, নিজের উপর তোমার অধিকার আমার উপর সমর্পণ করতে হবে।" এবং একবার যখন আপনি তা করেন, আপনার অবশিষ্ট জীবন এই সমর্পণের প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই প্রদর্শন করবে না। ভবিষ্যতের গর্ভে আপনার জন্য কী অপে(া করে আছে, সে-বিষয়ে আপনাকে আর কখনও চিন্তা করতে হবে না। আপনার পরিস্থিতি যেরকমই হোক, আপনার প(যীশুই যথেষ্ট (২ করিন্থীয় ১২ ৯ এবং ফিলিপীয় ৪ ১৯ দেখুন)।

মৃত্যুর জন্য সমর্পণ। "...আর একজন তোমার কটি বন্ধন করে দেবে...." (যোহন ২১ ১৮ আরও দেখুন ১৯ পদ)। মৃত্যুর জন্য 'কটিবন্ধন' করার অর্থ কি আপনি শিখেছেন ? আপনার জীবনে কোনো এক ভাবাবেগবশত আপনি যে সমর্পণ করেছিলেন, সে-বিষয়ে সতর্ক হোন। কারণ এ আবার ফিরিয়ে নেবার সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃত সমর্পণের অর্থ, "তাঁর [যীশুর] মৃত্যুতে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত(হয়ে... তাঁর সাদৃশ্য" লাভ করতে হবে (রোমীয়৬ ৫)।

কিন্তু আপনার সমর্পণের পর — এর পর কী ? আপনার সমগ্র জীবন ঈ(্বরের সঙ্গে অখণ্ড সহভাগিতা ও একাত্মতা বজায় রাখার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠবে।

১৪ সেপ্টেম্বর

বাক-বিতণ্ডা, না আজ্ঞাপালন

“....*খ্রীস্টের প্রতি সরলতা...*”(২ করিন্থীয় ১১ ৩)।

বিষয়কে স্পষ্টভাবে দেখার রহস্য হল সরলতা। দীর্ঘ সময় অতিত্র(ান্ত না-হওয়া পর্যন্ত একজন পবিত্রজন স্বচ্ছভাবে *চিন্তা* করেন না, কিন্তু পবিত্রজনকে অনায়াসে স্বচ্ছভাবে *দেখতে* হবে। আত্মিক বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে আপনি বিষয়কে স্পষ্ট করার কথা চিন্তা করতে পারেন না(বিষয়কে স্পষ্ট করতে হলে আপনাকে আজ্ঞানুবর্তী হতে হবে। বুদ্ধিগত বিষয়ে আপনি বিচার-বিবেচনা করতে পারেন, কিন্তু আত্মিক বিষয়ে আপনি শুধু এলোমেলো ভাবনা নিয়েই চিন্তা করবেন এবং আরও বেশি বিভ্রান্ত হবেন। আপনার জীবনে যদি এমন কোনো বিষয় থাকে, যার উপর ঈ(র তাঁর চাপ দিচ্ছেন, তা হলে সেই বিষয়ে তাঁর আজ্ঞাপালন ক(ন। সেই বিষয়ে সমস্ত যুক্তি(-তর্ককে বিধ্বস্ত করে এবং সমস্ত ভাবনা-চিন্তার মোড় ফিরিয়ে খ্রীস্টের বশে আনুন (২ করিন্থীয় ১০ ৫ দেখুন) এবং তখন সবকিছুই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আপনার তর্ক করার যোগ্যতা আসবে পরে, কিন্তু তর্ক অনুসারে আমরা কখনই দেখি না। আমরা শিশুসুলভ দৃষ্টিতে দেখি, এবং যখন আমরা প্রাজ্ঞ হবার চেষ্টা করি, আমরা কিছুই দেখতে পাই না (মথি ১১ ২৫ দেখুন)।

এমনকী, পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রহীন যে-বিষয়কে আমরা আমাদের জীবনে আসতে দিই, আত্মিক বিভ্রান্তির জন্য তা সম্পূর্ণভাবেই যথেষ্ট এবং সমস্ত(ণ এ নিয়ে চিন্তা করলেও তা কখনও স্পষ্ট করতে পারে না। আত্মিক বিভ্রান্তি একমাত্র আজ্ঞাপালনের দ্বারাই জয় করা যায়। আজ্ঞাপালন করা মাত্র আমরা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি। এ অপমানকর, কারণ বিভ্রান্তির সময়ে আমরা জানি যে, এর কারণ রয়েছে আমাদের মানসিক অবস্থার মধ্যে। কিন্তু যখন আমাদের দৃষ্টির স্বাভাবিক (মতা পবিত্র আত্মার বাধ্যতা মেনে চলে, এ অত্যন্ত শক্তি(শালী হয়ে ওঠে, যার দ্বারা আমরা ঈ(রের ইচ্ছা উপলব্ধি করি এবং আমাদের সমস্ত জীবন সরলতায় বয়ে চলে।

১৫ সেপ্টেম্বর

আমাদের কী ত্যাগ করতে হবে?

“... সমস্ত লজ্জাজনক ও গোপনীয় কাজ আমরা পরিত্যাগ করি...”(২ করিন্থীয় ৪ ২)।

আপনি কি আপনার জীবনে “সমস্ত লজ্জাজনক ও গোপনীয় কাজ” পরিত্যাগ করেছেন— আপনার সম্মানও গর্ববোধ যে-বিষয়গুলিকে আলোয় আসতে দিতে চাইবে না? আপনি অনায়াসেই সেগুলি লুকিয়ে রাখতে পারেন। কোনো ব্যক্তি(সম্পর্কে আপনার মনে কি এমন চিন্তা আছে, যা আপনি প্রকাশ্যে আনতে চাইবেন না? তা হলে, মনে উদয় হওয়া মাত্রই তা ত্যাগ ক(ন—তার সবকিছু পুরোপুরি ত্যাগ ক(ন(আপনার সম্পর্কে যেন লুকানো কোনো অসততা বা ধূর্ততা না পাওয়া যায়। ঈর্ষা, হিংসা, শত্রুতা আপনার পাপের পুরনো স্বভাব থেকে জেগে ওঠে না, এর উদ্ভব হয় আপনার জৈবিকতা থেকে যা অতীতে এই ধরনের বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে (রোমীয় ৬ ১৯ এবং ১ পিতর ৪ ১-৩ দেখুন)। আপনার জীবনে এমন কোনো বিষয়কে আসতে দেবেন না যা আপনাকে লজ্জিত করবে—এ জন্য প্রতিনিয়ত সতর্ক থাকুন।

“...ধূর্ততায় চলি না ...” (২ করিন্থীয় ৫ ২)। এর অর্থ, আপনার মতলব হাসিল করার জন্য কোনো কিছুকে অবলম্বন না-করা। এ এক ভয়ঙ্কর ফাঁদ। আপনি জানেন, ঈ(্বর আপনাকে শুধু একটি পথে — সত্যের পথে কাজ করতে দেবেন। তাই অন্য পথে — প্রতারণার পথে লোকদের ধরার চেষ্টা করবেন না কখনই। যদি আপনি প্রতারণার সঙ্গে কাজ করেন, ঈ(্বরের অভিশাপ এবং ধ্বংস আপনার উপর নেমে আসবে। যা আপনার জন্য ধূর্ততা, অন্যদের জন্য ধূর্ততা না-ও হতে পারে — ঈ(্বর আপনাকে উচ্চতর মানের জন্য আহ্বান করেছেন। তাঁর সর্বোচ্চর জন্য আপনার সর্বোত্তমকে কখনও নিষ্প্রভ হতে দেবেন না— তাঁর মহিমার জন্য আপনি প্রাণপণ চেষ্টা ক(ন। আপনার প((, কিছু কাজ করার অর্থ, সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যর পরিবর্তে আপনি অন্যতর উদ্দেশ্যে আপনার জীবনে ধূর্ততাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, এবং ঈ(্বর আপনাকে যে-ল(্য দিয়েছেন, এ তাকে ব্যাহত করবে। ঐ(্বরিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিষয়কে দেখার আশঙ্কায় বহু মানুষ পশ্চাদপসরণ করেছে। সবচেয়ে বড়ো আত্মিক সংকট তখনই আসে যখন কোনো মানুষকে তার স্বীকৃত বি(্বাসের পরিবর্তে তার নিজস্ব বি(্বাসে আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে হয়।

১৬ সেপ্টেম্বর

গোপনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা

"…. প্রার্থনা করার সময়ে তোমরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করবে এবং অলক্ষ্যে উপস্থিত তোমাদের পিতার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করবে…"(মথি ৬ ৬)।

আত্মিক ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিন্তা হল— মানুষের উপর নয়, ঈশ্বরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন। একজন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি লাভ করা আপনার লক্ষ্য হবে না। প্রার্থনা করার জন্য একটা গুপ্ত কক্ষ খুঁজে নিন, যেখানে কেউ জানবে না যে, আপনি প্রার্থনা করছেন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে গোপনে কথা বলুন। স্বর্গনিবাসী পিতাকে জানা ছাড়া আপনার আর কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না। গোপন প্রার্থনার জন্য আলাদা করে সময় না-রেখে শিষ্য হিসাবে আপনার জীবনযাপন অসম্ভব।

"প্রার্থনার সময়ে…অর্থহীন বাগাড়ম্বর কোরো না" (৬ ৭)। আমাদের আন্তরিকতার কারণে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শোনেন না, তিনি শোনেন একমাত্র উদ্ধারণের ভিত্তিতে। আমাদের আগ্রহ, আন্তরিকতার দ্বারা ঈশ্বরকে কখনও প্রভাবিত করা যায় না। প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছু পাবার অবলম্বন নয়—এ সবচেয়ে প্রাথমিক ধরনের প্রার্থনা। যদি নবজন্মের মাধ্যমে ঈশ্বরের পুত্র আমাদের মধ্যে মূর্ত হয়ে থাকেন (গালাতীয় ৪ ১৯ দেখুন), তা হলে তিনি আমাদের অনবরত এগিয়ে নিয়ে যাবেন, যা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির বাইরে, এবং যে-বিষয়ে আমরা প্রার্থনা করি, সে-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করবেন।

"যে চায়, সে পায়…" (মথি ৭ ৮)। প্রার্থনার সময়ে আমাদের ইচ্ছাকে এর অন্তর্ভুক্ত না-করে ধার্মিকতার মোড়কে নানা অর্থহীন শব্দোচ্চারণ করি, এবং তার পর বলি, ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দিলেন না—কিন্তু বাস্তবে, আমরা কখনই তাঁর কাছ থেকে কিছুই *চাইনি*। যীশু বলেছিলেন, "…তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিও…"(যোহন ১৫ ৭)। চাওয়ার অর্থ, আমাদের ইচ্ছা অবশ্যই শামিল হবে। যীশু শিশুসুলভ সরলতা নিয়ে প্রার্থনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তখন আমরা সমালোচনার মনোবৃত্তি নিয়ে উত্তর দিই, "হ্যাঁ, কিন্তু যীশুই তো বলেছেন, আমাদের *চাইতে হবে!*" কিন্তু মনে রাখবেন, ঈশ্বরের কাছে এমন জিনিস চাইতে হবে যা তাঁর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যাঁকে যীশুখ্রীস্ট প্রকাশ করেছেন।

১৭ সেপ্টেম্বর

প্রলোভনের মধ্যে ভালো কী আছে?

"... *তিনি তোমাদের সাধ্যের অতীত কোনো প্রলোভনের সম্মুখীন হতে দেবেন না* (১ করিন্থীয় ১০ ১৩)।

আজ আমাদের কাছে "প্রলোভন" শব্দটির অর্থ খারাপ কোনো কিছু, কিন্তু শব্দটিকে আমরা ভুলভাবে ব্যবহার করে থাকি। প্রলোভন নিজে কোনো পাপ নয়(এ এমনই কিছু, মানুষ হওয়ার কারণে আমাদের যার সম্মুখীন হতেই হবে। প্রলোভিত না হওয়ার অর্থ, আমাদের অবস্থা এমনই লজ্জাজনক যে, আমরা ঘৃণিত হবারও অযোগ্য। তবু যে-প্রলোভনের যন্ত্রণাভোগ করার কথা নয়, আমাদের অনেককেই তার মুখোমুখি হতে হয়। এর সহজ কারণ, আমরা ঈ(্বরকে আমাদের উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে দিইনি, যেখানে আমরা অন্য ধরনের প্রলোভনের সম্মুখীন হতাম।

একজন ব্যক্তি(র আন্তরপ্রকৃতি, তার সত্তার আত্মিক অংশ নির্ধারণ করে বাহ্যিকভাবে সে কোন ধরনের প্রলোভনের সম্মুখীন হবে। ব্যক্তি(তার প্রকৃত স্বভাব অনুযায়ী প্রলোভিত হয় এবং তার প্রকৃতির সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি(তার নিজস্ব প্রলোভনের স্তরকে নির্ধারণ করে, কারণ তার নিয়ন্ত্রণকারী আন্তরপ্রকৃতির স্তর অনুসারে তার কাছে প্রলোভন আসবে।

প্রলোভন আমার উচ্চতম ল(্যের উপলব্ধির সং(প্ত পথ হিসাবে আমার কাছে উপস্থিত হয়—যা আমি মন্দ ভাবি, প্রলোভন আমাকে সে-দিকে নিয়ে যায় না, নিয়ে যায় যাকে আমি ভালো ভাবি, সে-দিকে। প্রলোভন এমন একটি বিষয়, যা কিছু সময়ের জন্য আমাকে বিভ্রান্ত করে এবং বিষয়টি ভুল, কি ঠিক, আমি তা জানি না। আমি যখন প্রয়োজনের কাছে নতিস্বীকার করি, আমি লালসাকে এক দেবতা বানিয়ে দিই এবং প্রলোভন নিজেই প্রমাণ হয়ে ওঠে যে, শুধু আমার নিজের ভয়ের জন্যই আমি আগে প্রলোভনে পতিত হইনি।

আমরা প্রলোভনকে এড়িয়ে যেতে পারি না(প্রকৃত প(, কোনো ব্যক্তি(র সুষম জীবনের জন্য প্রলোভন অত্যাবশ্যক। সাবধান, এমন চিন্তা করবেন না যে, আপনার মতো আর কেউ প্রলোভিত হয় না—মানবজাতির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সাধারণ প্রলোভনের মধ্য দিয়ে আপনি যাচ্ছেন—অন্যরা আগে সহ্য করেনি এমন কিছু নয়। ঈ(্বর আমাদের প্রলোভন থেকে উদ্ধার করেন না—প্রলোভনের মধ্যে তিনি আমাদের শক্তি(দান করেন (হিব্রু ২ ১৮ এবং ৪ ১৫-১৬ দেখুন)।

১৮ সেপ্টেম্বর

তাঁর প্রলোভন এবং আমাদের প্রলোভন

"...আমাদের মহান পুরোহিত এমন নন, যিনি আমাদের দুর্বলতায় সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারেন না, বরং তিনি আমাদের মতোই সর্বপ্রকার প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু পাপ করেননি" (হিব্রু ৪ ১৫)।

নবজন্ম লাভ না-করা পর্যন্ত আমরা শুধু যাকোব ১ ১৪ পদে উল্লিখিত প্রলোভনকেই বুঝতে পারি "প্রত্যেকে নিজের কামনা-বাসনার আর্কষণে প্রলুব্ধ হয়ে পরীক্ষায় পড়ে।" কিন্তু নবজন্মের মাধ্যমে আমরা এমন এক স্তরে উন্নীত হই, যেখানে অন্যান্য প্রলোভনেরও সম্মুখীন হই, যেমন আমাদের প্রভু যে-ধরনের প্রলোভনের মুখোমুখি হয়েছিলেন। অবিশ্বাসী হিসাবে আমাদের কাছে যীশুর প্রলোভনের কোনো আবেদন নেই, কারণ সেগুলি আমাদের মানব-প্রকৃতির অনুকূল নয়। আমরা নবজন্ম লাভ না-করা এবং তাঁর ভ্রাতা না-হয়ে ওঠা পর্যন্ত প্রভুর প্রলোভন এবং আমাদের প্রলোভনের মধ্যে পার্থক্য আছে। যীশুর প্রলোভন সাধারণ মানুষের প্রলোভনের মতো নয়, কিন্তু মানবরূপে ঈশ্বরের পরীক্ষা। নবজন্মের মাধ্যমে, ঈশ্বরপুত্র আমাদের মধ্যে মূর্ত হন (গালাতীয় ৪ ১৯ দেখুন) এবং আমাদের পার্থিব জীবনে আমরা যে-পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, পৃথিবীতে থাকাকালীন তিনিও একই পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। শয়তান আমাদের শুধু ভুল কাজে ব্যাপৃত করার জন্য প্রলোভিত করে না—নবজন্মের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের যা দিয়েছেন — ধরা যাক, ঈশ্বরের কাছে মূল্যবান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা—তা যেন আমরা হারিয়ে ফেলি, এ-জন্য শয়তান আমাদের প্রলোভিত করে। সে আমাদের পাপে প্রলোভিত করতে আসে না, সে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরির্তন ঘটাতে চায় এবং একমাত্র ঈশ্বরের আত্মাই একে শয়তানের প্রলোভন হিসাবে আবিষ্কার করতে পারে।

প্রলোভনের অর্থ, আমাদের অভ্যন্তরে আত্মিক সত্তার যে-সম্পদ রয়েছে, বাইরের এক অজানা শক্তি দ্বারা তার পরীক্ষা। এর দ্বারা আমাদের প্রভুর প্রলোভনকে ব্যাখ্যা করতে পারি। যীশুর বাপ্তিস্মের পর, 'জগতের পাপহারী' রূপে (যোহন ১ ২৯) তাঁর লক্ষ্য স্থির করার পর, তিনি "আত্মা দ্বারা প্রান্তরে চালিত হলেন" (মথি ৪ ১)। এবং তিনি শয়তানের পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। তবু তিনি শ্রান্ত বা নিঃশেষিত হলেন না। তিনি 'পাপবিহীন' অবস্থায় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং তাঁর আত্মিক প্রকৃতিকে তিনি অটুট রাখলেন।

১৯ সেপ্টেম্বর

আপনি কি যীশুর সঙ্গে পথ চলছেন?

“*...তোমরাই আমার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও পরী(ার দিনে আমার সঙ্গে রয়েছ*” (লুক ২২ ২৮)।

এ কথা সত্য যে, আমাদের প্রলোভনের সময় যীশু আমাদের সঙ্গে আছেন, কিন্তু তাঁর প্রলোভনের সময়ে আমরা কি তাঁর সঙ্গে আছি? যে-মুহূর্তে আমাদের অভিজ্ঞতা হয় যে, যীশু কী করতে পারেন, সেই মুহূর্ত থেকে আমরা অনেকেই তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করি। ঈ(্বর যখন আপনার পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটান, ল(ক(ন, আপনি যীশুর সঙ্গে পথ চলছেন, না জগৎ, জাগতিকতা এবং শয়তানের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমরা তাঁর নাম নিই, কিন্তু আমরা কি তাঁর সঙ্গে পথ চলছি? “যীশুর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে ত্যাগ করল, তাঁর সঙ্গে তারা আর মেলামেশা করত না” (যোহন ৬ ১৬)।

যীশু তাঁর সমগ্র পার্থিব জীবন ধরেই প্রলোভিত হয়েছেন এবং আমাদের অন্তর্বাসী ঈ(্বর-পুত্রের জীবনের মধ্য দিয়ে সেই প্রলোভন-পরী(া চলতেই থাকবে। এখন আমরা যে-জীবন যাপন করছি, সেই জীবনে কি আমরা যীশুর সঙ্গে চলছি?

আমাদের একটা ধারণা আছে যে, ঈ(্বর আমাদের চারপাশে যেসমস্ত বিষয় আনেন, তার কতকগুলি থেকে আমাদের নিজেদেরই বাঁচার পথ করে নিতে হবে। তা যেন কখনও না হয়। ঈ(্বর আমাদের পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন এবং পরিস্থিতি যা-ই হোক, আমাদের দেখতে হবে যে, অবিরত তাঁর সঙ্গে থাকার সময়ে তাঁর পরী(ায় আমরা তার মুখোমুখি হব। সেগুলি *তাঁর* প্রলোভন, আমাদের উদ্দেশে প্রলোভন নয়, কিন্তু আমাদের অন্তর্বাসী ঈ(্বর-পুত্রের জীবনের প্রতি প্রলোভন। আমরা কি সর্ববিষয়ে ঈ(্বর-পুত্রের প্রতি বি(্বস্ত আছি যা আমাদের মধ্যেকার তাঁর জীবনকে আত্র(মণ করে?

আপনি কি যীশুর সঙ্গে পথ চলছেন? পথ গেথশিমানী থেকে শু(করে, নগর-দ্বারের মধ্য দিয়ে ‘শিবিরের বাইরে” চলে গেছে (হিব্রু ১৩ ১৩)। পথ নির্জন এবং অনুসরণ করার মতো পদচিহ্(র সন্ধান না-পাওয়া পর্যন্ত চলে গেছে—কিন্তু কেবল একটি কণ্ঠস্বর বলছে, “আমায় অনুসরণ কর” (মথি ৪ ১৯)।

২০ সেপ্টেম্বর

জীবনের ঐশ্বরিক আজ্ঞা

"...তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সর্বগুণে সিদ্ধ, তোমরাও তেমনই সিদ্ধ হও" (মথি ৫ ৪৮)।

৩৮-৪৮ পদে আমাদের প্রভু অন্যদের প্রতি আমাদের আচরণে উদারতা দেখাতে বলেছেন। আপনার আত্মিক জীবনে আপনার পছন্দ অনুসারে জীবন যাপন করা থেকে সাবধান হোন। প্রত্যেকেরই স্বাভাবিক পছন্দ আছে—কিছু লোককে আমরা পছন্দ করি, অন্যদের করি না। তবু আমাদের পছন্দ-অপছন্দকে আমাদের খ্রীস্টীয় জীবনকে শাসন করতে দেব না। তিনি যেমন জ্যোতির মাঝে বিরাজ করেন, তেমনই আমরা যদি জ্যোতির মাঝে বিচরণ করি, তা হলে আমরা পরস্পর সংযুক্ত থাকি (১ যোহন১ ৭)। এমনকী, যাদের আমরা পছন্দ করি না, তাদেরও আমরা সহভাগিতা দেব।

আমাদের প্রভু এখানে যে-উদাহরণ দিয়েছেন, তা একজন ভালো লোকের বা একজন ভালো খ্রীস্টানেরও নয়, তিনি উদাহরণ দিয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর সম্পর্কে " তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সর্বগুণে সিদ্ধ, তোমরাও তেমনই সিদ্ধ হও।" অন্য ভাবে বলা যায়, ঈশ্বর আপনাকে যা দেখিয়েছেন, আপনি শুধু অন্যদের প্রতি তা দেখান। আপনার স্বর্গস্থ পিতা যেমন সর্বগুণে সিদ্ধ, তেমনই আপনিও সিদ্ধ কি না, তা প্রমাণ করার জন্য আপনার বাস্তব জীবনে ঈশ্বর আপনাকে বহু সুযোগ দেবেন। শিষ্য হওয়ার অর্থ, অন্যদের সম্পর্কে ঈশ্বরের যেমন আগ্রহ, আপনার আগ্রহ হবে ঠিক তেমনই। যীশু বলেন, 'একটি নূতন অনুশাসন আমি তোমাদের দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালোবাস। ...পরস্পরের প্রতি তোমাদের এই ভালোবাসা দেখেই সকলে জানবে, তোমরা আমার শিষ্য' (যোহন ১৩ ৩৪-৩৫)।

সৎকর্ম নয়, কিন্তু ঈশ্বর-সদৃশতার মধ্য দিয়ে খ্রীস্টীয় চরিত্র অভিব্যক্ত হয়। ঈশ্বরের আত্মা যদি আপনার অন্তরের রূপান্তর ঘটিয়ে থাকেন, আপনি শুধু সুন্দর মানবিক বৈশিষ্ট্য নয়, আপনার জীবনের স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্যকেও প্রদর্শন করবেন। আমাদের অন্তরস্থ ঐশ্বরিক জীবন ঈশ্বরের জীবনকে ব্যক্ত করে, মানব-জীবন ঐশ্বরিক হবার চেষ্টা করছে, এমন নয়। একজন বিশ্বাসীর জীবনের রহস্য হল, ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফলস্বরূপ অতিলৌকিক জীবন তার মধ্যে লৌকিক হয়ে যায়, এবং এই অভিজ্ঞতা ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহভাগিতার সময়ে নয়, প্রতিদিনের বাস্তব, অনুপুঙ্খ জীবনে সুপ্রকট হয়ে ওঠে। আমরা যখন বিভ্রান্তি এবং বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টিকারী বিষয়গুলির সংস্পর্শে আসি, সবিস্ময়ে দেখি, এ সমস্তের কেন্দ্রে অবস্থান করেও আমরা আশ্চর্যজনকভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি।

২১ সেপ্টেম্বর

মিশনারির পূর্ব-নির্ধারিত উদ্দেশ্য

“...প্রভু পরমেশ্বর তাঁর দাসরূপে নিয়োগ করার জন্যই সৃজন করেছেন আমায় মাতৃগর্ভে...” (যিশাইয় ৪৯ ৫)।

যীশুখ্রীস্টের আশ্রয়ে ঈশ্বরের দ্বারা আমাদের মনোনয়নকে উপলব্ধির পরেই প্রথম একটি বিষয় ঘটে আমাদের পূর্বে কৃত ধারণাগুলি, আমাদের সংকীর্ণমনা চিন্তা, আমাদের অন্য সমস্ত আনুগত্য ধ্বংস হয়ে যায়—আমরা ঈশ্বরের নিজস্ব উদ্দেশ্যকে পূরণ করার জন্য সেবকে পরিণত হই। সমগ্র মানবজাতির সৃষ্টি হয়েছিল ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন এবং চিরকাল ধরে তাঁকে উপভোগ করার জন্য। পাপ মানবজাতিকে অন্যপথে চালিত করেছে, কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে তা সামান্যতম মাত্রাতেও পরিবর্তন করতে পারেনি। আমরা যখন নবজন্ম লাভ করি, মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের মহান উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করি, যথা, তিনি নিজের জন্যই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর কর্তৃক আমাদের মনোনয়ন সম্পর্কিত উপলব্ধি পৃথিবীতে সবচেয়ে আনন্দময় বিষয়, এবং ঈশ্বরের এই প্রবল সৃজনধর্মী উদ্দেশ্যর উপর আমরা নির্ভর করব। ঈশ্বর প্রথমেই সমগ্র জগতের স্বার্থকে আমাদের হৃদয়ে স্থান দিতে বাধ্য করবেন। ঈশ্বরের ভালোবাসা, এবং এমনকী তাঁর প্রকৃতি আমাদের অন্তরে জন্ম নেবে। এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রকৃতিকে “ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করলেন”— যোহন ৩ ১৬ পদের উপর কেন্দ্রীভূত হতে দেখি।

আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের মনকে ঈশ্বরের সৃজনশীল উদ্দেশ্যর প্রতি মুক্ত রাখব এবং আমাদের নিজস্ব অভিপ্রায়ের দ্বারা কখনও একে বিভ্রান্ত বা মেঘাচ্ছন্ন করব না। যদি তা করি, যত আঘাতজনকই মনে হোক, ঈশ্বর আমাদের অভিপ্রায়কে বলপূর্বক একপাশে সরিয়ে দেবেন। একজন মিশনারির সৃষ্টি হয় ঈশ্বরের সেবক হবার উদ্দেশ্যর জন্য—যার মধ্যে ঈশ্বর মহিমান্বিত হন। আমরা যখন একবার উপলব্ধি করি যে, যীশুখ্রীস্টের পরিত্রাণের মাধ্যমে আমরা তাঁর উদ্দেশ্যের বিলকুল উপযুক্ত হয়ে উঠেছি, আমরা বুঝতে পারি, যীশুখ্রীস্ট তাঁর দাবি সম্পর্কে কেন এত কঠোর এবং নির্দয়। তাঁর সেবকদের কাছ থেকে তিনি চরম ধার্মিকতা দাবি করেন, কারণ তাদের মধ্যে তিনি তাঁর সেই প্রকৃতিকে স্থাপন করেছেন।

সাবধান হোন, না হলে আপনার জীবনের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে আপনি ভুলে যাবেন।

২২ সেপ্টেম্বর

মিশনারির প্রভু এবং গু(

“…তোমরা আমায় ‘গু(দেব’,‘প্রভু’ বলে ডাক এবং তা ঠিকই, কারণ আমি তা-ই। …সত্যি সত্যি আমি তোমাদের বলছি যে, ভৃত্য প্রভুর চেয়ে বড়ো নয়…” (যোহন ১৩ ১৩,১৬)।

আমার কাছে ‘প্রভু’ ও ‘গু(র’ অর্থ নয় যে, আমি কারও প্রভুত্বের অধীন এবং আমাকে শি(া দেওয়া হচ্ছে। আমার কাছে প্রভু ও গু(র অর্থ, এমন একজন আছেন, যিনি আমি নিজেকে যতটা জানি, তার চেয়েও আরও ভালোভাবে আমাকে জানেন। যিনি একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং যিনি আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশের খবর রাখেন এবং সেগুলি পুরোপুরি তৃপ্ত করতে পারেন। এর অর্থ, আমার কাছে এমন একজন আছেন, যিনি আমার সব সন্দেহের নিরসন করেছেন, এই বোধের নিশ্চয়তা দিয়েছেন(অনিশ্চয়তা এবং আমার মনের সমস্ত সমস্যা দূর করেছেন। আমার কাছে একজন প্রভু ও গু(থাকার অর্থ, “…তোমাদের একজন মাত্র গু(আছেন” (মথি ২৩ ৮)—এ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের প্রভু যা চান, আমাকে দিয়ে তিনি কখনও তা জোরজবরদস্তি করান না। কখনও কখনও আমি ভাবি, ঈ(্বর তাঁর চাহিদামতো কাজ আমাকে দিয়ে করানোর জন্য আমার উপর প্রভুত্ব ক(ন, আমাকে নিয়ন্ত্রণ ক(ন। কিন্তু তিনি তা করবেন না। এবং অন্য সময়ে আমি ভাবি, তিনি যেন আমাকে একাকী ত্যাগ করে চলে যান, কিন্তু তিনি তা করেন না।

“তোমরা আমায় ‘প্রভু’ ও ‘গু(’ বলে ডাক…”— কিন্তু তিনি? আমাদের শব্দাবলিতে গু(, প্রভু, মালিক শব্দগুলি অল্পই স্থান পেয়েছে। আমরা *পরিত্রাতা, পবিত্রকারী* এবং *আরোগ্যদাতা* শব্দগুলি পছন্দ করি। একমাত্র *ভালোবাসা* শব্দটি প্রকৃত অর্থে প্রভুত্বের অধীন হওয়াকে বর্ণনা করে। কিন্তু ঈ(্বর তাঁর বাক্যে ভালোবাসাকে প্রকাশ করলেও এ সম্পর্কে আমরা অল্পই জানি। আমরা *আজ্ঞাপালন* শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করি, তা এরই প্রমাণ দেয়। বাইবেলে, দুই সমান ব্যক্তি(ত্বের মধ্যেকার সম্পর্কের উপর আজ্ঞানুবর্তিতা নির্ভরশীল, যেমন পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক। আমাদের প্রভু শুধু ঈ(্বরের দাস ছিলেন না—তিনি ছিলেন তাঁর পুত্র, “পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি…বাধ্যতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন” (হিব্রু ৫ ৮)। যদি আমরা সচেতনভাবে জানি যে, আমাদের উপর প্রভুত্ব করা হচ্ছে, তবে সেই ধারণাই প্রমাণ যে, আমাদের কোনো প্রভু নেই। যদি যীশুর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই রকম হয়, তিনি আমাদের সঙ্গে যে-সম্পর্কে যুক্ত(হতে চান, তা থেকে আমরা অনেক দূরে অবস্থান করছি। তিনি আমাদের সঙ্গে এমন সম্পর্কে বাঁধা পড়তে চান, যেখানে তিনি এত অনায়াসেই আমাদের প্রভু ও গু(যে, এ সম্পর্কে আমাদের কোনো সচেতনতা নেই—এমন একটি সম্পর্ক, যেখানে আমরা সকলেই জানি যে, আজ্ঞাপালনের জন্যই আমরা তাঁর।

২৩ সেপ্টেম্বর

মিশনারির ল(্য

“.. যীশু তাঁদের বললেন, দেখ এখন আমরা জে(শালেমে যাচ্ছি”... (লুক ১৮ ৩১)।

আমাদের প্রাকৃতিক জীবনে বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উচ্চাকাঙ্(ার পরিবর্তন হয়, কিন্তু খ্রীস্টীয় জীবনে একেবারে প্রারম্ভিক পর্বেই ল(্য দিয়ে দেওয়া হয় এবং সূচনা ও সমাপ্তি হয় একই রকম, যেমন আমাদের স্বয়ং প্রভুর। আমরা খ্রীস্টকে দিয়ে শু(করি এবং শেষও করি তাঁকে দিয়েই—“যাবৎ আমরা সকলে...খ্রীস্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ পর্যন্ত অগ্রসর না হই...” (ইফিসীয় ৪ ১৩)। ঈ(্বরের ইচ্ছা পালন করাই মিশনারির ল(্য(সহায়ক হওয়া, বা নি(দ্দিষ্টকে জয় করা তাঁর ল(্য নয়। একজন মিশনারি সহায়ক হন এবং নি(দ্দিষ্টকে জয় করেন, কিন্তু সেটাই তাঁর ল(্য নয়। প্রভুর ইচ্ছা পূরণ করাই তাঁর ল(্য।

আমাদের প্রভুর জীবনে, জে(শালেম ছিল এমন একটি স্থান যেখানে তিনি ত্রু(শ নিয়ে তাঁর পিতার ইচ্ছার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছিলেন, এবং যত(ণ না আমরা যীশুর সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হচ্ছি, তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো বন্ধুতা বা সহভাগিতা নেই। আমাদের প্রভুকে কোনো কিছুই জে(শালেমের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। যে গ্রামে তিনি নিগৃহীত হয়েছেন, সেখান থেকে তিনি তাড়াতাড়ি চলে আসেননি, বা যেখানে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে, সেখানে তিনি দীর্ঘ(ণ থাকেননি। কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতা —কোনোকিছুই আমাদের প্রভুকে তাঁর “জে(শালেমে যাবার” উদ্দেশ্য থেকে কণামাত্র নড়াতে পারেনি।

“গু(র চেয়ে শিষ্য বড়ো নয়, প্রভুর চেয়ে বড়ো নয় ভৃত্য”(মথি ১০ ২৪)—অন্য ভাবে বলা যায়, আমাদের প্রভুর সঙ্গে যে-ঘটনা ঘটেছিল, আমাদের “জে(শালেমে” যাবার পথে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। আমাদের মধ্য দিয়ে ঈ(্বরের কর্ম প্রকাশিত হবে, লোকেরা আশীর্বাদ লাভ করবে। একজন, কি দু-জন কৃতজ্ঞতা দেখাবে, বাকিরা দেখাবে অকৃতজ্ঞতা, কিন্তু আমাদের জে(শালেমে যাবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

“...তারা তাঁকে ত্রু(শবিদ্ধ করল” (লুক ২৩ ৩৩)। আমাদের প্রভু জে(শালেমে পৌঁছবার পর এমনই ঘটেছিল এবং এই ঘটনাই আমাদের পরিত্রাণের প্রবেশ-দ্বার। কিন্তু ত্রু(শমৃত্যুতে পবিত্রজনের সমাপ্তি ঘটে না(প্রভুর অনুগ্রহে তাঁদের সমাপ্তি হয় মহিমায়। সেই সময় পর্যন্ত, আমাদের সতর্ক থেকে বলতে হবে, “আমিও জে(শালেম পর্যন্ত যাব।”

২৪ সেপ্টেম্বর

প্রস্তুতির "যাও"

"বেদিতে নৈবেদ্য নিবেদন করতে গিয়ে যদি তোমার মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে ভাইয়ের কোনো অভিযোগ আছে, তা হলে বেদির সামনে নৈবেদ্য রেখে ফিরে যাও, আগে ভাইয়ের সঙ্গে মিটমাট কর, তার পরে এসে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর" (মথি ৫ ২৩-২৪)।

আমরা অনায়াসেই কল্পনা করতে পারি যে, জীবনের একটা ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে আমরা আকস্মিকভাবে পূর্ণরূপে প্রস্তুত হব, কিন্তু প্রস্তুতি আকস্মিকভাবে হয় না। প্রকৃতপক্ষে প্রস্তুতি একটি প্রণালী এবং দৃঢ়ভাবে তাকে বজায় রাখতে হবে। আমাদের বর্তমান স্তরের অভিজ্ঞতায় অচল হয়ে থাকা বা আত্মপ্রসাদ লাভ করা বিপজ্জনক। খ্রীস্টীয় জীবনের জন্য প্রস্তুতি—আরও প্রস্তুতির প্রয়োজন।

একজন নবীন খ্রীস্ট-বিশ্বাসীর জীবনে বলিদানের বোধ সবসময়েই আবেদন নিয়ে আসে। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, আমাদের শৌর্যবোধ যীশু খ্রীস্টের প্রতি আমাদের আকর্ষণ করে এবং প্রভুর বাক্যের দ্বারা আমাদের অনুপুঙ্খ পরীক্ষা অকস্মাৎ এই পরীক্ষায় আগ্রহের বন্যা বইয়ে দেয়। "...ফিরে যাও, আগে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে মিটমাট কর...।" প্রস্তুতির "যাও"-এর অর্থ, আপনাকে নিবিড়ভাবে পরীক্ষার জন্য ঈশ্বরের বাক্যকে অনুমতি দিতে হবে। আপনার বীরত্বময় বলিদানের উপলব্ধি যথেষ্ট নয়। পবিত্র আত্মার কাজে আপনার যে-প্রকৃতি কোনো কাজেই লাগে না, পবিত্র আত্মা আপনার মধ্যেকার সেই প্রকৃতিকে আবিষ্কার করবেন। ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউ আপনার অন্তরের এই প্রকৃতিকে আবিষ্কার করতে পারেন না। ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার মতো আপনার জীবনে কিছু কি আছে? যদি থাকে, তা হলে ঈশ্বরকে তাঁর আলোয় আপনাকে পরীক্ষা করতে দিন। আপনার জীবনে যদি পাপ থাকে, শুধু *মেনে* নেবেন না, *স্বীকার* করুন। আপনার নিজের প্রতি আপনার অধিকার যতই অপমানজনক হোক, আপনি কি আপনার প্রভু এবং মালিকের আজ্ঞা পালন করতে প্রস্তুত?

পবিত্র আত্মা যদি কোনো বিষয়ে আপনার মনে চেতনার উন্মেষ ঘটান, তাকে অবহেলা করবেন না। ঈশ্বরের আত্মার কাছে সেই বিষয়টি যদি আপনার মনে জাগিয়ে তোলা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়, তা হলে জানবেন, সেই বিষয়টিই তিনি আপনার মনে আবিষ্কার করেছেন। আপনি ত্যাগ করার মতো বড়ো বিষয়ের সন্ধান করছেন, অথচ ঈশ্বর আপনাকে কিছু ছোটো ছোটো বিষয়কে বিদায় দিতে বলছেন। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র বিষয়ের পশ্চাতে আছে অবাধ্যতার দুর্গ এবং আপনি বলেন, "আমি নিজের উপর আমার অধিকার ছাড়ব না"—যদি আপনি যীশু খ্রীস্টের শিষ্য হতে চান, ঠিক এই বিষয়টি ঈশ্বর আপনাকে ত্যাগ করাতে চান।

২৫ সেপ্টেম্বর

সম্পর্কের ‘‘যাও’’

‘‘...কেউ যদি জোর করে তোমাকে তার সঙ্গে এক মাইল হাঁটতে বাধ্য করে, তুমি তার সঙ্গে দু-মাইল পথ চলে যাও’’ (মথি ৫ ৪১)।

আমাদের প্রভুর শি(ার সং(প্তসার এইভাবে করা যেতে পারে আমাদের জন্য যে-সম্পর্কের তিনি দাবি করেন, তিনি আমাদের মধ্যে অতিলৌকিক কাজ না-করা পর্যন্ত তা অসম্ভব। যীশুখ্রীস্ট দাবি করেন যে, অন্যায়-অবিচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁর শিষ্য তাঁর হৃদয়ে সামান্যতম অসন্তোষকেও স্থান দেন না। যীশুখ্রীস্ট তাঁর সেবকের উপর যে-চাপ স্থাপন করবেন, কোনো পরিমাণের উদ্যমই তার মোকাবিলা করতে পারবে না। শুধু একটি বিষয়ই চাপ বহন করতে পারে, এবং তা হল, স্বয়ং যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে ব্যক্তি(গত সম্পর্ক, যে-সম্পর্ক পরী(ত ও শুচিশুদ্ধ হয়েছে এবং যত(ণ না একটিমাত্র উদ্দেশ্য বজায় থাকে, এবং আমি সত্যিসত্যিই বলতে পারি, ‘‘ঈ(্বর আমাকে যেখানে ইচ্ছা প্রেরণ করতে পারেন এবং আমি সেইজন্যই এখানে আছি।’’ আর সবকিছুই কালিমালিপ্ত হতে পারে, কিন্তু যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে এই সম্পর্ক কখনই কালিমালিপ্ত হবে না।

পর্বতোপরি উপদেশ কিছু অনধিগম্য ল(্য নয়। যীশুখ্রীস্ট যখন আমার অন্তরে তাঁর নিজের প্রকৃতিকে স্থাপন করে আমার প্রকৃতির রূপান্তর ঘটিয়েছেন, তখন আমার মধ্যে কী ঘটবে, এখানে সে-কথাই বলা হয়েছে। যীশুখ্রীস্টই একমাত্র ব্যক্তি(যিনি পর্বতোপরি উপদেশকে সার্থক করতে পারেন।

আমাদের যদি যীশুখ্রীস্টের শিষ্য হতে হয়, আমাদের অবশ্যই অতিলৌকিকভাবে শিষ্যে পরিণত হতে হবে। যত(ণ পর্যন্ত আমরা তাঁর শিষ্য হবার নির্ধারিত উদ্দেশ্যকে বজায় রাখি, আমরা যে তাঁর শিষ্য, এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি। যীশু বলেন, ‘‘...তোমরা আমাকে মনোনীত করনি, *আমিই মনোনীত করেছি* তোমাদের...’’(যোহন ১৫ ১৬)। ঈ(্বরের অনুগ্রহ এইভাবেই শু(হয়। এই চাপ থেকে আমরা কখনই নিষ্কৃতি পেতে পারি না। আমরা এর অবাধ্য হতে পারি, কিন্তু আমরা কখনই নিজেরা এর শু(করতে বা এ উৎপন্ন করতে পারি না। ঈ(্বরের অতিলৌকিক অনুগ্রহ-কর্মের দ্বারা আমরা তাঁর কাছে এসেছি, এবং সেই কর্মের সূচনা কোথায়, আমরা তা খুঁজে পেতে পারি না। আমাদের প্রভুর শিষ্যে পরিণত করার কাজ অতিলৌকিক। আমাদের স্বাভাবিক সামর্থ্যের উপর তিনি কখনই গড়ে তোলেন না। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প(যা সহজ, ঈ(্বর আমাদের সে-রকম কাজ করতে বলেন না—তিনি শুধু আমাদের সেই কাজই করতে বলেন, তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে আমরা যে-কাজের জন্য উপযুক্ত(। এবং এখানেই আমাদের ত্রু(শ বহন করতে হবে, যা সব সময়েই আসবে।

২৬ সেপ্টেম্বর

পুনর্মিলনের ‘‘যাও’’

‘‘...যদি তোমার মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোনো অভিযোগ আছে...’’(মথি ৫ ২৩)।

এই পদটি বলে, ‘‘বেদিতে নৈবেদ্য নিবেদন করতে গিয়ে যদি তোমার মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোনো অভিযোগ আছে...।’’ পদটিতে বলা হয়নি, ‘‘আপনার অসম সংবেদনশীলতার জন্য আপনি যদি অনুসন্ধান করে কিছুর সন্ধান পান,’’ কিন্তু বলা হয়েছে, ‘‘...যদি তোমার মনে পড়ে...।’’ অন্য ভাষায় বলা যায়, ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা যদি আপনার চেতন মনে কিছু নিয়ে আসেন —‘‘...আগে ভাইয়ের সঙ্গে মিটমাট কর। তার পরে এসে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর’’ (৫ ২৪)। ঈশ্বর যখন আপনাকে ছোটো ছোটো বিষয়ে নির্দেশ দেন, ঈশ্বরের আত্মার তীব্র সংবেদনশীলতায় আপত্তি করবেন না।

‘‘...আগে ভাইয়ের সঙ্গে মিটমাট কর...।’’ ঈশ্বরের নির্দেশ সরল — ‘‘আগে মিটমাট কর...।’’ কার্যত, তিনি বলেন, ‘‘তুমি যে পথে এসেছ সেই পথেই ফিরে যাও— বেদির কাছে থাকার সময়ে তোমার মনে যে-চেতনা দেওয়া হয়েছে, তোমার বিরুদ্ধে যে-ব্যক্তির কিছু বলার আছে, তোমার মন ও আত্মায় তার প্রতি এমন মনোভাব রাখ, যা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো পুনর্মিলনকে সাধারণ করে তুলবে।’’ যীশু অন্য লোকটির কথা উল্লেখ করেননি—তিনি আপনাকে *যেতে* বলেন। এ আপনার অধিকারের বিষয় নয়। এক পবিত্রজনের প্রকৃত চিহ্ন হল, তিনি নিজের অধিকার ত্যাগ করতে এবং প্রভু যীশুর বাধ্য হতে পারেন।

‘‘...তার পরে এসে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।’’ পুনর্মিলনের প্রণালী স্পষ্টভাবে দেখা যায়। প্রথমে থাকে আত্মোৎসর্গের বীরোচিত মানসিকতা, তার পর অকস্মাৎ আসে পবিত্র আত্মার সংবেদনশীলতার দ্বারা দমিত অবস্থা, এবং তার পর আমাদের অপরাধ বোধের মুহূর্তেআমরা থেমে যাই। এর পর আসে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আজ্ঞানুবর্তিতা, যার প্রতি আমরা অন্যায় করেছি, যা তাকে দোষারোপ না-করার দৃষ্টিভঙ্গি বা মানসিক অবস্থা গড়ে তোলে। এবং সবশেষে সেখানে আসে এক আনন্দময়, ঈশ্বরের প্রতি আপনার উপহারের বাধাবন্ধহীন উৎসর্গ।

২৭ সেপ্টেম্বর

আত্মত্যাগের ‘‘যাও’’

‘‘...একটি লোক তাঁকে বলল, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানেই আপনার অনুসরণ করব’’(লুক ৯ ৫৭)।

এই লোকটির প্রতি প্রভুর মনোভাব তাকে প্রচণ্ডভাবে হতাশ করেছিল, ‘‘...মানুষের অন্তরের ভাব তিনি জানতেন’’ (যোহন ২ ২৫)। আমরা বলতে পারি, ‘‘ এই লোকটিকে জয় করার সুযোগ কেন তিনি হাতছাড়া করলেন! কল্পনা ক(ন, তার প্রতি এত শীতলতা দেখানো ও তাকে ফিরিয়ে দেওয়া খুবই হতাশাব্যঞ্জক। আপনার প্রভুর জন্য কখনও (মা চাইবেন না। আঘাত এবং অসন্তোষ ছাড়া আর কিছুই যখন অবশিষ্ট থাকে না, প্রভুর বাক্য তখন আঘাত করে, অসন্তোষ সৃষ্টি করে। যে-কোনো বিষয়, যা পরিশেষে কোনো ব্যক্তি(কে ঈ(্বরসেবার ((ত্রে নষ্ট করে দিতে যাচ্ছে, সে-সমস্ত বিষয়ের প্রতি যীশু কখনও কোমলতা দেখাননি। আমাদের প্রভুর উত্তর কোনো আকস্মিক আবেগকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠেছিল, ‘‘মানুষের অন্তরের ভাব তিনি জানতেন’’—এই জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যদি ঈ(্বরের আত্মা প্রভুর কোনো আঘাতজনক শব্দকে আপনার মনে স্মরণ করিয়ে দেন, তবে জানবেন, আপনার অন্তরে এমন কিছু আছে যাকে তিনি আঘাতের দ্বারা মৃত্যুসাৎ করতে পারেন।

লুক ৯ ৫৮। এই শব্দগুলি যীশুর সেবা করার যুক্তি(কে নস্যাৎ করে দেয়, কারণ এ কাজ করা সুখদায়ক। আমার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যানের যে-কঠোরতা তিনি দাবি করেন, তা আমার প্রভু,আমি নিজে এবং এক বেপরোয়া প্রত্যাশা ছাড়া আমার জীবনে আর কিছুই থাকতে দেয় না। তিনি বলেন, আর সকলেই আসুক বা যাক, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের হাত ধরেই আমাকে এগিয়ে যেতে হবে এবং তিনি বলেন,‘‘...মানব-পুত্রের মাথা গোঁজার স্থান নেই।’’

লুক ৯ ৫৯। এই লোকটি যীশুকে যেমন হতাশ করতে চায়নি, তেমনই তার পিতার প্রতি শ্রদ্ধার অভাবও দেখাতে চায়নি। আমরা যীশুর চেয়ে আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি বেশি দায়বদ্ধতা দেখাই, এবং যীশুকে ঠেলে দিই পিছনের সারিতে। আপনার দায়বদ্ধতা নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকলে, যে-কোনো মূল্যই দিতে হোক, যীশুর আজ্ঞা পালন ক(ন।

লুক ৯ ৬১। যে-লোকটি বলল, ‘‘প্রভু আমি আপনার অনুসরণ করব, কিন্তু...’’, সে যাবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু কোনোদিনই যাবে না। যাবার জন্য এই ব্যক্তি(র মনে কিছু শর্ত কাজ করছে। যীশুর আহ্বানের ((ত্রে কোনো বিদায় জানানোর অবকাশ নেই(আমরা যেভাবে বিদায় জানাই, তা করে বিধর্মীরাই, খ্রীস্ট-বি(্বাসীরা নয়, কারণ তা আমাদের যীশুর আহ্বান থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আপনার কাছে ঈ(্বরের আহ্বান এলে, কখনও থামবেন না, এগিয়ে চলুন।

২৮ সেপ্টেম্বর

শর্তহীন একাত্মীকরণের ‘‘যাও’’

‘‘...যীশু বললেন, তোমার একটি জিনিসের অভাব রয়েছে। যাও, যা কিছু তোমার আছে, সমস্ত বিত্রি(করে গরিবদের বিলিয়ে দাও... তার পর এস, আমার অনুগামী হও’’ (মার্ক ১০ ২১)।

ধনী যুবকটি সিদ্ধ হবার জন্য তার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। সে যখন যীশুখ্রীস্টকে দেখল, সে-ও তাঁরই মতো হতে চাইল। আমাদের প্রভু যখন একজন শিষ্যকে আহ্বান করেন, তিনি কখনও সবকিছুর ঊর্ধ্বে একজনের ব্যত্তি(গত পবিত্রতাকে স্থান দেন না। আমার নিজের প্রতি আমার অধিকারের বিলোপসাধন এবং তাঁর সঙ্গে একাত্মতাই যীশুর কাছে একমাত্র ধর্তব্য। এর অর্থ, তাঁর সঙ্গে আমার এমন সম্পর্ক স্থাপিত হবে, যার মধ্যে আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। লুক ১৪ ২৬ পদের সঙ্গে পরিত্রাণ বা পবিত্রীকরণের কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে শুধু যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে শর্তহীন একাত্মীকরণের কথা বলা হয়েছে। আমরা অতি অল্প জনই জানি, যীশুর সঙ্গে শর্তহীন একাত্মতা, ও তাঁর প্রতি ত্যাগ ও সমর্পণের ‘‘যাও’’-এর অর্থ কী।

‘‘যীশু সস্নেহে তার দিকে চেয়ে দেখলেন...’’ (মার্ক ১০ ২১)। অন্য কোনো ব্যত্তি(বা বস্তুর প্রতি আপনার বশ্যতাকে আপনার হৃদয় থেকে চিরদিনের মতো দূর করার জন্য যীশুর এই দৃষ্টির প্রয়োজন। যীশু কি আপনার দিকে কখনও এইভাবে চেয়ে দেখেছেন? যীশুর এই দৃষ্টি রূপান্তর ঘটায়, অন্তর ভেদ করে যায় এবং মোহিত করে। প্রভু যেখানে আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন, সেখানেই আপনি ঈ(েরের সঙ্গে কোমল ও নমনীয়। আপনি যদি কঠোর এবং ন্যায্য দাবিদার হন, একবগ্গা হয়ে নিজের পথে চলেন এবং সব সময়েই নিজের তুলনায় অন্যদের নিশ্চিতভাবে ভুল বলে মনে করেন, তা হলে বলতে হয়, তাঁর দৃষ্টির দ্বারা আপনার স্বভাবের কোনো (ে ত্রই কখনও পরিবর্তিত হয়নি।

‘‘... তোমার একটি জিনিসের অভাব রয়েছে...।’’ যীশুখ্রীস্টের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সঙ্গে একাত্মতা, দুজনের মধ্যে আর কোনো কিছুই নয়, একমাত্র উত্তম বিষয়।

‘...যা কিছু তোমার আছে, সমস্ত বিত্রি(করে...বিলিয়ে দাও।’’ যত(ণ পর্যন্ত না আমি শুধুই একজন জীবিত ব্যত্তি(, আমি নিজেকে নতনম্র করব। আমাকে সমস্ত রকমের সম্পত্তি ত্যাগ করতে হবে, পরিত্রাণের জন্য নয় (কারণ একমাত্র যীশুখ্রীস্টের প্রতি বি(াস-নির্ভরতা একজন মানুষকে উদ্ধার করতে পারে,) কিন্তু যীশুর অনুগামী হবার জন্য।

‘‘....এস, আমার অনুগামী হও।’’ এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করাই সেই পথ।

২৯ সেপ্টেম্বর

আহ্বান সম্পর্কে সচেতনতা

“...আমি তা করতে বাধ্য। ধিক্ আমাকে, যদি আমি সুসমাচার প্রচার না করি” (১ করিন্থীয় ৯ ১৬)।

আমাদের প্রকৃতিই হল, আমরা ঈ(্বরের সুগভীর আত্মিক এবং অতিলৌকিক স্পর্শ ভুলে যেতে চাই। আপনি যখন ঈ(্বরের আহ্বান লাভ করেছিলেন, সেই সময়ে আপনি কোথায় ছিলেন, তা যদি সঠিকভাবে বলতে এবং এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারেন, আমার সন্দেহ জাগে, আপনি সত্যিসত্যিই আহ্বান লাভ করেছিলেন কি না। ঈ(্বরের আহ্বান এইভাবে আসে না(এ আরও অনেক বেশি অতিলৌকিক। একজন ব্যত্তি(র জীবনে আহ্বানের উপলব্ধি আসে বিদ্যুৎ চমকের মতো অথবা ধীরে-ধীরে, ত্র(মশ। কিন্তু যতই ত্বরিতে বা ধীরগতিতে এই সচেতনতা আসুক, সর্বদা এর মধ্যে থাকে অতিলৌকিকতার এক অন্তঃপ্রবাহ—এমন কিছু যা অবর্ণনীয় এবং এক “ভাবাবেগ” নিয়ে আসে। যে-কোনো মুহূর্তে, এই অপরিমেয়, অতিলৌকিক, আশ্চর্যজনক আহ্বানের আকস্মিক সচেতনতা, যা আপনার জীবনকে ধরে রেখেছে, তা আপনার সামনে পথ করে আসতে পারে—“...আমি মনোনীত করেছি তোমাদের...” (যোহন ১৫ ১৬)। ঈ(্বরের আহ্বানের সঙ্গে পরিত্রাণ ও পবিত্রীকরণের কোনো সম্পর্ক নেই। আপনাকে সুসমাচার প্রচারের জন্য আহ্বান করা হয়নি, কারণ আপনি পবিত্রীকৃত(সুসমাচার প্রচারের আহ্বান একেবারেই আলাদা। পৌলের উপর যে দায়ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাকে তিনি বাধ্যতামূলক বলে বর্ণনা করেছেন।

আপনি যদি অবজ্ঞা করে আপনার জীবনের ঈ(্বরের মহান অতিলৌকিক আহ্বানকে সরিয়ে দিয়ে থাকেন, আপনার পরিস্থিতিগুলি বিচার করে দেখুন। ল(ক(ন, কোথায় কোথায় সেবা সম্পর্কে আপনার নিজস্ব ধারণা বা ঈ(্বরের আহ্বানের পূর্বে আপনার বিশেষ যোগ্যতাকে স্থান দিয়েছেন। পৌল বলেছেন, “...ধিক্ আমাকে, যদি আমি সুসমাচার প্রচার না করি।” ঈ(্বরের আহ্বান সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন এবং তাঁর বাধ্যতামূলক “সুসমাচার প্রচার” এতই প্রবল ছিল যে, তার প্রাবল্যের কাছে আর কোনো শত্তি(ই দাঁড়াতে পারেনি।

কোনো পু(ষ বা নারী যদি ঈ(্বর কর্তৃক আহূত হয়, পরিস্থিতি কত কঠিন, তাতে কিছু যায়-আসে না। পরিশেষে, ঈ(্বর তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমস্ত সত্রি(য় শত্তি(কে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। ঈ(্বরের উদ্দেশ্যর সঙ্গে আপনি যদি সহমত হন, তিনি শুধু আপনার চেতন স্তরকেই নয়, কিন্তু আপনার জীবনের সমস্ত গভীরতর স্তরকেও নিখুঁত ঐক্যে নিয়ে আসবেন, যেখানে আপনি নিজে থেকে পৌঁছাতে পারেন না।

৩০ সেপ্টেম্বর

আহ্বানের কর্মভার

“.... তোমাদের জন্য আমাকে যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, তাতে আমি আনন্দিত। খ্রীস্টের দেহরূপী মণ্ডলীর জন্য খ্রীস্টের ক্লেশবরণের পরও যা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, নিজের দেহপাত করে আমি তা-ই পূর্ণ করছি” (কলসীয় ১ ২৪)।

আমরা আমাদের নিজস্ব আত্মিক পবিত্রতা নিয়ে একে ঈ(্বরের আহ্বানে পরিণত করার চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের সঙ্গে যখন তাঁর সঠিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তিনি এ সমস্ত একপাশে সরিয়ে রাখন। এর পর কোনো কিছুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য তিনি আমাদের এক তীব্র যন্ত্রণা দেন, যাকে আমরা তাঁর আহ্বান হতে পারে বলে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। এবং উজ্জ্বল, এক মুহূর্তের জন্য চকিতে আমরা তাঁর উদ্দেশ্য দেখতে পাই। তখন আমরা বলি, “আমি যাব, আমাকে পাঠান” (যিশাইয় ৬ ৮)।

ব্যত্তি(গত পবিত্রীকরণের সঙ্গে এই আহ্বানের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু সম্পর্ক আছে ভগ্ন-(টি ও ঢেলে-ফেলা দ্রা(ারস হওয়ার মধ্যে। আমাদের নিষ্পেষণ করার জন্যে যে-আঙুলগুলি তিনি ব্যবহার করেন, তাতে যদি আমরা আপত্তি করি, তিনি আমাদের কখনও দ্রা(ারসে পরিণত করতে পারেন না। আমরা বলি,“ঈ(্বর যদি কেবল তাঁর নিজের আঙুলগুলিই ব্যবহার করতেন এবং বিশেষ পদ্ধতিতে আমাকে ভগ্ন-(টি ও ঢেলে-ফেলা দ্রা(ারসে পরিণত করতেন, তা হলে আমি আপত্তি করতাম না।” কিন্তু তিনি যখন আমাদের অপছন্দের কোনো লোককে বা যে-পরিস্থিতির কাছে নতিস্বীকার করব না বলেছিলাম, সেই রকম কোনো পরিস্থিতিকে আমাদের নিষ্পেষণের জন্য ব্যবহার করেন, আমরা আপত্তি করি। তবু, আমরা আত্মবলিদানের স্থান পছন্দ করতে কখনও চেষ্টা করব না। যদি আমরা কখনও দ্রা(ারসে পরিণত হতে চাই, আমাদের নিষ্পেষিত হতে হবে—আপনি দ্রা(াফল পান করতে পারেন না। নিষ্কাশিত হবার পরেই দ্রা(াফল দ্রা(ারসে পরিণত হয়।

আমি ভাবি, আপনাকে নিষ্পেষণ করার জন্য ঈ(্বর তাঁর কোন আঙুল এবং তালু ব্যবহার করছেন! আপনি কি এখনও এমনই শত্ত(কঠিন যে, নিষ্পেষণ করা যাচ্ছে না? আপনি যদি এখনও পক্ক না-হয়ে থাকেন, এবং ঈ(্বর আপনাকে নিষ্পেষণ করেন, যে-দ্রা(ারস উৎপাদিত হবে, তা খুবই তিত্ত(কষায় হবে। একজন পবিত্র মানুষ হওয়ার অর্থ, আমাদের প্রাকৃতিক জীবনের উপাদানগুলি তাঁর সেবায় ভগ্ন-চূর্ণ হওয়ায় ঈ(্বরের উপস্থিতির অভিজ্ঞতা লাভ করে। তাঁর হাতে ভগ্ন-(টিতে পরিণত হবার আগে আমাদের নিজেদের ঈ(্বরের মধ্যে স্থাপিত ও তাঁর সঙ্গে সহমত হতে হবে। ঈ(্বরের সঙ্গে যথার্থ সম্পর্ক বজায় রাখুন এবং তাঁর ইচ্ছা মতো কাজ করতে দিন। আপনি দেখতে পাবেন যে, তিনি এমন ধরনের (টি ও দ্রা(ারস উৎপাদন করছেন যে, সেগুলি তাঁর অন্য সন্তানদের (ে ত্রে লাভজনক হবে।

১ অক্টোবর

মহিমান্বয়ের স্থান

"...যীশু পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিয়ে নিরালায় এক উঁচু পাহাড়ে গেলেন..." (মার্ক ৯ ২)।

আমরা সকলেই পর্বতের উপরে অবস্থান করার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তখন আমরা বিভিন্ন বিষয়কে ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি এবং সেখানে থেকে যেতে চেয়েছি। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সেখানে থাকার অনুমতি কখনও দেবেন না। পর্বত থেকে অবতরণের ক্ষমতার প্রকাশের মধ্যে আমাদের আত্মিক জীবনের আসল পরীক্ষা। আমাদের যদি শুধু উপরে আরোহণ করার ক্ষমতা থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, ত্রুটি আছে। পর্বতের উপর ঈশ্বরের সঙ্গে অবস্থান করা খুবই সুখকর বিষয়, কিন্তু একজন ব্যক্তি সেখানে থাকে যেন সে পরে নিচে নামতে পারে এবং ভূতগ্রস্ত লোকদের উপত্যকায় তুলে নিয়ে যেতে পারে (৯ ১৪-১৮ দেখুন)। পর্বতমালা, সূর্যোদয় বা জীবনের অন্য রমণীয় আকর্ষণের জন্য আমাদের সৃষ্টি হয়নি—যেগুলি শুধু অনুপ্রেরণাময় মুহূর্তউপলব্ধির জন্য প্রদত্ত হয়েছে। উপত্যকা এবং জীবনের সাধারণ বিষয়গুলির জন্য আমাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং ঠিক এখানেই আমাদের উদ্যম ও শক্তিকে প্রমাণ করতে হবে। তবু আমাদের আত্মিক স্বার্থপরতা সর্বদা পর্বতের উপরের মুহূর্তগুলির পুনরাবৃত্তি চায়। আমরা অনুভব করি, আমরা যদি কেবল পর্বতের উপরেই থাকতে পারতাম, তা হলে, সিদ্ধ স্বর্গদূতদের মতোই কথা বলতে এবং জীবনযাপন করতে পারতাম। পর্বতের উপরের ওই সময়গুলি ব্যতিক্রমী এবং ঈশ্বর-সহবর্তী আমাদের জীবনে সেগুলির অর্থ আছে, কিন্তু আমাদের আত্মিক স্বার্থপরতাকে একমাত্র সময় হিসাবে পরিণত করার বাসনা থেকে সাবধান হব।

আমরা এই রকম মনে করতেই ভালোবাসি যে, আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে, তা উপযোগী শিক্ষায় রূপান্তরিত হবে। বাস্তবে, শিক্ষার চেয়ে আরও মহত্তর কিছুতে পরিণত হতে হবে, যেমন চরিত্র। পাহাড়চূড়া আমাদের কিছু *শিক্ষাদানের* জন্য নয়, আমাদের কিছুতে *পরিণত* করার জন্য। "এই অভিজ্ঞতার উপযোগিতা কী?"—এই প্রশ্নের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর ফাঁদ লুকিয়ে রয়েছে। আত্মিক বিষয়গুলিকে আমরা কখনও এইভাবে পরিমাপ করতে পারি না। পর্বত চূড়ার মুহূর্তগুলি দুলর্ভ মুহূর্ত এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যর প্রেক্ষিতে সেগুলির কিছু একটা অর্থ আছে।

২ অক্টোবর

অপমানের স্থান

“...আপনি যদি কিছু করতে পারেন দেখুন, দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন” (মার্ক ৯ ২২)।

প্রতিবার উঁচুতে ওঠার পর আমরা অকস্মাৎ এমন এক স্থানে নেমে আসি, যেখানে বিষয়গুলি সুন্দর, বাহ্যিক বা লোমহর্ষক নয়। উপত্যকার নিরাশজনক নীরসতা দিয়ে পর্বতশীর্ষের উচ্চতা পরিমাপ করা হয়, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমার জন্যই আমাদের উপত্যকাতেই বাস করতে হবে। আমরা পর্বতের উপর তাঁর মহিমা *দেখি*, কিন্তু তাঁর মহিমার জন্য আমরা সেখানে কখনও *বাস* করি না। অপমানের স্থানেই আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রকৃত মূল্য খুঁজে পাই—অর্থাৎ যেখানে আমাদের বিশ্বস্ততা প্রকাশিত হয়। শুধু আমাদের অন্তরের স্বাভাবিক স্বার্থপরতার জন্য তীব্রতার কোনো বীরোচিত স্তরে থাকতে পারি, আমাদের অধিকাংশই কাজ করতে পারি। কিন্তু ঈশ্বর চান, আমরা যেন প্রতিদিন নীরসতার স্তরে থাকি, যেখানে তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনুসারে উপত্যকায় বাস করি। পিতর মনে করেছিলেন, পর্বতে অবস্থান করলে সেটা তাঁদের পক্ষে সুন্দর বিষয় হবে, কিন্তু যীশুখ্রীস্ট শিষ্যদের পর্বত থেকে নিচে উপত্যকায় নিয়ে এনেছিলেন এবং সেখানেই সেই দর্শনের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছিল (৯ ৫-৬, ১৪-২৩ দেখুন)।

“আপনি যদি কিছু করতে পারেন...।” আমাদের অবিশ্বাসকে দূর করার জন্য অপমানের উপত্যকার প্রয়োজন। আপনার অতীত অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করুন এবং আপনি দেখতে পাবেন, প্রকৃতপক্ষে যীশু কে, সে-কথা যতক্ষণ না জানতে পেরেছেন, তাঁর শক্তি সম্পর্কে আপনি ঘোর অবিশ্বাসী ছিলেন। আপনি যখন পর্বতের উপরে ছিলেন, আপনি যে-কোনো বিষয় বিশ্বাস করতে পারতেন, কিন্তু যখন আপনি উপত্যকার তথ্যের সামনাসামনি হয়েছিলেন, তখন কী ঘটেছিল? আপনার পবিত্রীকরণ সম্পর্কে হয়তো আপনি সাক্ষ্য দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু যে-বিষয়টি এই মুহূর্তে আপনার কাছে অপমানজনক, সে-বিষয়ে কী বলবেন? আগের বার আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে পর্বতের উপরে ছিলেন, আপনি দেখেছিলেন, স্বর্গ-মর্ত্যের সমস্ত ক্ষমতা যীশুর কর্তৃত্বাধীন—আপনি অপমানের উপত্যকায় আছেন বলে কি এখন অবিশ্বাস করবেন?

৩ অক্টোবর

সেবাকার্যের স্থান

“যীশু তাঁদের বললেন, এই ধরনের আত্মা প্রার্থনা ছাড়া তাড়ানো যায় না” (মার্ক ৯ ২৯)।

তাঁর শিষ্যরা তাঁকে গোপনে জিজ্ঞাসা করলেন, “কেন আমরা এই আত্মাটাকে ছাড়াতে পারলাম না” (৯ ২৯)? যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে ব্যক্তি(গত সম্পর্কের মধ্যে এর উত্তর নিহিত আছে। তাঁর উপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করা ছাড়া “এই ধরনের আত্মা...তাড়ানো যায় না।” এমনকী, তাঁর উপর দ্বিগুণ, কি তারও দ্বিগুণ পরিমাণে দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে হবে। ঈ(্বরের (মতার প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ না-করে ঈ(্বরের কাজ করার চেষ্টা করলে, এই পরিস্থিতিতে শিষ্যদের (মতা যেমন খর্ব হয়েছিল, আমরাও চিরদিনের মতো শক্তি(হীন থাকতে পারি। ঈ(্বরকে না-জেনেই তাঁকে সেবা করার আগ্রহের দ্বারা আমরা আসলে তাঁর বদনাম ও অসম্মান করি।

যখন আপনাকে কোনো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় এবং বাহ্যিকভাবে কিছুই ঘটে না, আপনি তখনও জানবেন যে, যীশুখ্রীস্টের প্রতি অবিরত মনোযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে স্বাধীনতা ও মুক্তি(দেওয়া হবে। সেবাকার্যে আপনার দেখা কর্তব্য যে, আপনার এবং যীশুর মধ্যে যেন আর কিছু না আসে। আপনার এবং যীশুর মাঝে এখনও কি কিছু আছে? যদি থাকে, তাকে বিরক্তি(কর মনে করে অবহেলার দ্বারা নয়, এর উপরে উঠে নয়, কিন্তু এর মুখোমুখি হয়ে যীশুর উপস্থিতিতে মোকাবিলা ক(ন। তখন সেই বিশেষ সমস্যাটি এবং এর সঙ্গে সম্পর্কের ফলে আপনি যে-সমস্তর মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তা এমনভাবে যীশুখ্রীস্টের মহিমাকীর্তন করবে যে, যীশুকে সামনাসামনি না-দেখা পর্যন্ত আপনি কখনই জানতে পারবেন না।

আমাদের “ঈগল প(ীর ন্যায় প(সহকারে ঊর্ধ্বে” (যিশাইয় ৪০ ৩১) ওঠার সামর্থ্য থাকতে হবে। কিন্তু কীভাবে নিচে নামতে হয়, তা-ও আমাদের জানতে হবে। পবিত্রজনের শক্তি(অবতরণের এবং উপত্যকার জীবনযাপনের মধ্যে নিহিত। পৌল বলেছিলেন, “যিনি আমাকে শক্তি(জোগান, তাঁর শক্তি(তে আমি সব কিছু করতে পারি” (ফিলিপীয় ৪ ১৩)। এবং যে-বিষয়ে তিনি বলছেন, তা সবচেয়ে বেশি অপমানজনক। তবু অপমানকে প্রত্যাখ্যান করার এবং এ কথা বলার আমাদের (মতা আছে যে, “না, তোমাকে ধন্যবাদ, যীশুর সঙ্গে পর্বতের উপর থাকতেই আমি বেশি পছন্দ করি।” যীশুখ্রীস্টের বাস্তবতার আলোকে আমি কি প্রকৃত বিষয়ের মুখোমুখি হতে পারি? অথবা যে-বিষয়গুলি যীশুখ্রীস্টের প্রতি আমার বি(্বাসকে ধ্বংস করে এবং উদ্বেগের মধ্যে রাখে, আমি তার মোকাবিলা করতে পারি?

৪ অক্টোবর

দর্শন এবং বাস্তবতা

“যীশুখ্রীস্টের নামে পবিত্রীকৃত আহূত ভক্ত(বৃন্দ...তাদের সকলের কাছে (১ করিন্থীয় ১ ২)।

আপনি এখনও পর্যন্ত যা দেখতে পাননি, তা দেখতে পাওয়ার জন্য ঈ(্বরকে ধন্যবাদ। আপনি দর্শন লাভ করেছিলেন, কিন্তু কোনো প্রকারেই আপনি এর বাস্তবতায় পৌঁছতে পারেননি। আমরা যখন উপত্যকায় থাকি, যেখানে আমরা পছন্দের হব কি না প্রমাণ করি, সেখান থেকেই আমরা অধিকাংশ পিছু হটে যাই। আমরা যখন দর্শন অনুসারে পরিবর্তিত হতে যাচ্ছি, যে বাধা, বিঘ্ন-আঘাত আসবে, তার জন্য আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত নই। আমরা কী নই, তা দেখেছি এবং ঈ(্বর আমাদের নিয়ে কী করতে চান, তাও দেখেছি, কিন্তু ঈ(্বর কর্তৃক ব্যবহৃত হবার জন্য আমরা কি দর্শন অনুসারে গড়ে উঠতে ইচ্ছুক? সবচেয়ে সাধারণ, প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় এবং প্রতিদিনের সাধারণ মানুষের মাধ্যমে আঘাত আসবে।

এমন অনেক সময় আসে, যখন আমরা জানি, ঈ(্বরের উদ্দেশ্য কী(প্রকৃত চরিত্র অনুসারে দর্শনকে পরিবর্তিত হতে দেব কি না তা, আমাদের উপর নির্ভর করে, ঈ(্বরের উপর নয়। আমরা যদি পাহাড়চূড়ায় বসে আরাম করতে এবং দর্শনের সুখস্বপ্ন নিয়ে বাস করতে পছন্দ করি, তা হল যেসমস্ত সাধারণ বিষয় নিয়ে মানবজীবন গঠিত, তার প্রকৃত কোনো কাজেই লাগব না আমরা। শুধু ভাবাবেশজনিত আনন্দ এবং ঈ(্বরের প্রতি সজাগ চিন্তন নয়, আমরা দর্শনে যা দেখেছি, তার উপর নির্ভর করে আমাদের জীবনযাপন করতে শিখতে হবে। এর অর্থ, আমরা যত(ণ না দর্শনের প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারছি, দর্শনের আলোকে আমাদের জীবনের বাস্তবতায় জীবন অতিবাহিত করতে হবে। আমাদের প্রশি(ণের প্রতিটি মুহূর্ত এই পথেই এগিয়ে চলেছে। ঈ(্বর আমাদের তাঁর দাবি জানতে দিয়েছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ দিন।

ঈ(্বর যখন আমাদের বলেন, *কর,* আমাদের (ুদ্র অহং অসন্তুষ্ট ও ত্রু(দ্ধ হয়। আপনার (ুদ্র অহং-কে ঈ(্বরের ত্রে(াধে বিবর্ণ হতে দিন, যখন তিনি বলেন, “**আমি যে আছি, সেই আছি,** তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন” (যাত্রাপস্তক ৩ ১৪)। তিনি নিশ্চয়ই প্রভুত্ব করবেন। এ কথা উপলব্ধি করলে আমাদের অন্তর কি বিদীর্ণ হয় না যে, আমরা কোথায় বাস করছি, ঈ(্বর শুধু তা-ই জানেন না, কোন গর্তে আমরা হামাগুড়ি দিচ্ছি, তা-ও তিনি জানেন! বিদ্যুতের গতিতে তিনি আমাদের কবজা করবেন। ঈ(্বর যেমন জানেন, কোনো মানুষ আর একজন মানুষকে সেভাবে জানে না।

৫ অক্টোবর

পতনের প্রকৃতি

"...একজন মানুষের দ্বারাই জগতে পাপ প্রবেশ করেছিল এবং পাপের দ্বারাই মৃত্যুর প্রবেশ ঘটেছিল ও মৃত্যু সকলের মধ্যে সংত্র(ামিত হয়েছিল, কারণ সকলেই পাপ করেছিল" (রোমীয় ৫ ১২)।

বাইবেল বলে না যে, একজন মানুষের পাপের জন্য ঈ(র মানবজাতিকে শাস্তি দিয়েছিলেন। বাইবেল বলে, পাপের প্রকৃতি, অর্থাৎ আমার নিজের উপর আমার অধিকারের দাবি একজন মানুষের মধ্য দিয়ে মানবজাতিতে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু বাইবেল এ কথাও বলে যে, আর একজন **মানব** নিজের উপর মানবজাতির পাপ গ্রহণ করেছিলেন এবং তা দূর করেছিলেন যা অশেষভাবে আরও বেশি নিগূঢ় প্রকাশ (হিব্রু ৯ ২৬ দেখুন)। পাপের প্রকৃতি অনৈতিকতা বা ত্রুটিপূর্ণ কাজ নয়, কিন্তু আত্মোপলব্ধির প্রকৃতি, যেজন্য আমরা বলি, 'আমি নিজেই আমার দেবতা।' এই প্রকৃতি যথার্থ নৈতিকতা বা অনুচিত অনৈতিকতার মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু সব সময়েই এর ভিত্তি হবে সাধারণ—আমার নিজের প্রতি আমার অধিকারের দাবি। আমাদের প্রভু যখন সব রকমের মন্দ শত্তি(র দ্বারা প্রভাবিত লোকদের বা শুদ্ধ, নৈতিক বা ঋজু প্রকৃতির লোকদের সম্মুখীন হতেন, তিনি যেমন একজনের নৈতিক অধঃপতনের দিকে মনোযোগ দিতেন না, তেমনই অন্যের নৈতিকতার দিকেও মনোযোগ দিতেন না। তিনি এমন কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করতেন যা আমরা দেখাতে পাই না, যেমন মানব-প্রকৃতি (যোহন ২ ২৫ দেখুন)।

পাপ এমন একটি বিষয় যা নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, কিন্তু যা আমি স্পর্শ করতে পারি না—কেবল উদ্ধারণের দ্বারা ঈ(র পাপকে স্পর্শ করতে পারেন। ঈ(র খ্রীস্টের ত্রু(শের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করার সম্ভাবনা থেকে মুত্ত(করেছেন—যা এসেছিল বংশানুত্র(মিক পাপ থেকে। বংশানুত্র(মিক পাপের জন্য ঈ(র কোনো মানুষকে দায়ী করেন না, এবং এই কারণে তিনি কাউকে দোষী করেন না। যখন আমি উপলব্ধি করি যে, আমাকে এই বংশানুত্র(মিক পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য যীশুখ্রীস্টের আগমন, তবু তাঁকে আমি উদ্ধার করার সুযোগ দিতে রাজি হই না। তখনই আমি অপরাধী সাব্যস্ত হই। সেই মুহূর্ত থেকে আমার উপর আমার অপরাধের ছাপ সেঁটে যায়। "এই হচ্ছে বিচার জ্যোতির্ময়ের হয়েছে অর্বিভাব, কিন্তু মানুষের কাছে জ্যোতি অপে(া তমসাই হয়েছে প্রিয়তর। কারণ তাদের কর্ম মন্দ (যোহন ৩ ১৮)।

৬ অক্টোবর

নবজন্মের প্রকৃতি

“...তাঁরই অনুগ্রহে...তিনি স্থির করলেন, তাঁর পুত্রকে আমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবেন...” (গালাতীয় ১ ১৫-১৬)।

যীশুখ্রীস্ট যদি আমাকে নবজন্ম দিতে চান, তা হলে তাঁকে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ? তা শুধু এই—আমার এক বংশগতি আছে, যা নিয়ে আমার কোনো বলার বা সিদ্ধান্ত নেবার অবকাশ ছিল না। আমি পবিত্র নই, — আমার পবিত্র হবার কোনো সম্ভাবনাও নেই(এবং যদি যীশুখ্রীস্ট আমাকে বলেন যে, আমাকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে, তা হলে, তাঁর শি(া আমাকে শুধুই হতাশ করে। কিন্তু যীশুখ্রীস্ট যদি সত্যিই একজন নবজন্মদাতা হন, তাঁর পবিত্রতার বংশগতিকে যদি আমার মধ্যে স্থাপন করতে পারেন, তা হলে, তিনি যখন বলেন, আমাকে পবিত্র হতে হবে, আমি তার অর্থ উপলব্ধি করতে পারব। মুক্তি(র অর্থ, যীশুখ্রীস্ট যে-কোনো মানুষের মধ্যে তাঁর নিজস্ব প্রকৃতির বংশগতিকে স্থাপন করতে পারেন এবং সেই প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই তিনি আমাদের সমস্ত মানদণ্ড দেন—*আমাদের মধ্যে তিনি যে-জীবন দান করেন, তাঁর শি(া সেই জীবনের উপর প্রয়োগ করার জন্য।* আমার দিক থেকে শুধুই একটু সত্রি(য়তা দেখাতে হবে যে, খ্রীস্টের ত্রু(শের উপর পাপ সম্পর্কে ঈ্বর যে-রায় দিয়েছেন, আমাকে তার সঙ্গে সহমত হতে হবে।

নবজন্ম সম্পর্কে নতুন নিয়ম শি(া দিয়েছে যে, একজন ব্যক্তি(যখন তার নিজস্ব প্রয়োজন বোধকে বুঝতে পারে, তার আত্মার মধ্যে ঈ্বর তাঁর পবিত্র আত্মাকে স্থাপন করবেন, এবং তার ব্যক্তি(গত আত্মা ঈ্বর-পুত্রের আত্মা দ্বারা সত্রি(য় হবে—“খ্রীস্ট যতদিন না...মূর্ত হবেন” (গালাতীয় ৪ ১৯)। মুক্তি(র নৈতিক অলৌকিকতা হল, ঈ্বর আমার মধ্যে এক নতুন প্রকৃতি স্থাপন করতে পারেন, যার মাধ্যমে আমি এক সম্পূর্ণ নতুন জীবন যাপন করতে পারি। যখন আমি আমার প্রয়োজনের শেষ সীমায় পৌঁছাই এবং আমার সীমাবদ্ধতাকে জানি, যীশু তখন বলেন, “ধন্য তোমরা...” (মথি৫ ১১)। কিন্তু আমাকে এই পর্যায়ে অবশ্যই পৌঁছতে হবে। যীশুখ্রীস্টের যে-প্রকৃতি ছিল, তা পাবার জন্য আমি সচেতন না হওয়া পর্যন্ত আমি দায়িত্বশীল নৈতিক ব্যক্তি(হলেও, আমার মধ্যে ঈ্বর তা স্থাপন করতে পারেন না।

একজন মানুষের মাধ্যমে পাপ-প্রকৃতি যেমন মানবজাতির মধ্যে প্রবেশ করেছিল, তেমনই আর একজন মানুষের মাধ্যমে মানবজাতির মধ্যে পবিত্র আত্মা প্রবেশ করেছিলেন (রোমীয় ৫ ১২-১৯ দেখুন)। এবং মুক্তি(র অর্থ হল, আমি পাপের বংশগতি থেকে মুক্ত(হতে পারি, এবং যীশুখ্রীস্টের মাধ্যমে আমি এক পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক বংশগতি পেতে পারি, যেমন, পবিত্র আত্মা।

৭ অক্টোবর

পুনর্মিলনের প্রকৃতি

“যিনি অপাপবিদ্ধ, ঈশ্বর তাঁরই উপর আমাদের পাপের দায়ভার ন্যস্ত করলেন যেন তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আমরা ঈশ্বরের মর্যাদার অংশীদার হই” (২ করিন্থীয় ৫ ২১)।

পাপ এক মৌল সম্পর্ক—এ ভুল *কাজ করা* নয়, ভুল *হয়ে ওঠা*—এ স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বাধীন হবার সিদ্ধান্ত। খ্রীস্টীয় বিশ্বাস চরম, পাপের আত্ম-বিশ্বাসী প্রকৃতিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। অন্যান্য ধর্ম *বিভিন্ন পাপ* নিয়ে আলোচনা করে, বাইবেল আলোচনা করে শুধু *পাপ* সম্পর্কে। যীশু খ্রীস্ট মানুষের মধ্যে প্রথম যে-বিরোধিতার সম্মুখীন হন, তা হল পাপের বংশগতি, এবং এই কারণে, আমাদের সুসমাচার উপস্থাপনায় একে অবহেলা করেছি এবং সুসমাচারের বার্তা তার তীক্ষ্ণতা এবং বিস্ফোরক শক্তি হারিয়েছে।

বাইবেলের প্রকাশিত সত্য হল, যীশু খ্রীস্ট তাঁর উপর আমাদের জৈবিক পাপ গ্রহণ করেননি, তিনি নিজের উপর পাপের বংশগতি তুলে নিয়েছিলেন যা কোনো মানুষই কখনও স্পর্শ করতে পারে না। ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে “পাপস্বরূপ” করেছিলেন, যেন তিনি পাপীকে পবিত্র করে তুলতে পারেন। সমগ্র বাইবেলে প্রকাশিত হয়েছে যে, *আমাদের জন্য সহমর্মিতার* মাধ্যমে নয়, *আমাদের সঙ্গে একাত্মতার* মাধ্যমে আমাদের প্রভু নিজের উপর জগতের পাপ তুলে নিয়েছিলেন। মানবজাতির পুঞ্জীভূত পাপ তিনি স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং নিজের দেহে সহ্য করেছিলেন। “যিনি অপাপবিদ্ধ, ঈশ্বর তাঁরই উপর আমাদের পাপের দায়ভার ন্যস্ত করলেন...।” এবং এর দ্বারা তিনি একমাত্র মুক্তির ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতিকে দিলেন পরিত্রাণ। যীশুখ্রীস্ট মানবজাতিকে পুনর্মিলিত করলেন, ঈশ্বরের পরিকল্পিত স্থানে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। ঈশ্বর ক্রুশের উপর যে-কার্য সাধন করেছেন, তার ভিত্তিতে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতায় এখন যে-কোনো ব্যক্তি সেই পুনর্মিলনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

মানুষ নিজেকে উদ্ধার করতে পারে না—উদ্ধারণ ঈশ্বরের কর্ম এবং তা চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত ও সম্পূর্ণ হয়েছে। ব্যক্তিগত লোকের ব্যক্তিগত সক্রিয়তা বা উদ্ধারণের প্রতি তার প্রত্যুত্তরের উপর এর প্রয়োগ নির্ভর করে। উদ্ধারণের প্রকাশিত সত্য এবং একজন ব্যক্তির জীবনে পরিত্রাণের যথার্থ সচেতন অভিজ্ঞতার মধ্যে সর্বদা অবশ্যই পার্থক্য করতে হবে।

৮ অক্টোবর

যীশুর কাছে আসা

"... আমার কাছে এস..." (মথি ১১ ২৮)।

আমাদের যদি বলা হয়, আমাদের যীশুর কাছে আসতেই হবে, তা কি অপমানজনক নয়! যেসমস্ত বিষয়ের জন্য আমরা যীশুখ্রীস্টের কাছে আসব না, সেগুলি নিয়ে চিন্তা ক(ন। আপনি যদি জানতে চান, আপনি কতটা আন্তরিক, তা হলে এই শব্দগুলির সাহায্যে নিজেকে যাচাই ক(ন—"...আমার কাছে এস...।" যে-সমস্ত মাত্রায় আপনি বাস্তব নন, যীশুর কাছে আসার পরিবর্তে আপনি বিষয়টি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করবেন অথবা এড়িয়ে যাবেন, আসার পরিবর্তে আপনি দুঃখের মধ্য দিয়ে অতিত্র(ম করবেন(যে-দৌড়কে আপনার আপাতভাবে মূর্খামি বলে মনে হয়, সেই দৌড়ের শেষ পর্যন্ত না পৌঁছে আপনি অন্য যে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত—আপনি বলেন, "আমি যেমন, তেমনই ভাবেই এসেছি।" যত(ণ পর্যন্ত আপনার মধ্যে সামান্যতম আত্মিক অশ্রদ্ধা থাকবে, তা সর্বদা এই ঘটনায় প্রকাশ পাবে যে, আপনি প্রত্যাশা করছেন, ঈ(ের আপনাকে মহান কিছু কাজ করতে বলবেন, অথচ তিনি আপনাকে বলছেন, এস।"

"...আমার কাছে এস...।" এই কথাগুলি যখন আপনি শোনেন, আপনি জানবেন, আপনি আসার আগেই আপনার মধ্যে কিছু একটা অবশ্যই ঘটবে। আপনাকে কী করতে হবে, পবিত্র আত্মা দেখিয়ে দেবেন, এবং যা-কিছু আপনাকে যীশুর কাছে আসতে বাধা দিচ্ছে, সব কিছুর মূলোৎপাটন করবেন। আপনি সেই বিশেষ কাজটি করতে ইচ্ছুক না-হওয়া পর্যন্ত আপনি এগিয়ে যেতে পারবেন না। আপনার মধ্যে যে অটল দুর্গ রয়েছে, পবিত্র আত্মা তার সন্ধান করবেন, কিন্তু আপনি তাঁকে সেই কাজ করতে দিতে ইচ্ছুক না-হওয়া পর্যন্ত তিনি তা নড়াতে পারেন না।

আপনি কতবার ঈ(রের কাছে মিনতি নিয়ে এসেছেন এবং এই চিন্তা করে ফিরে গেছেন যে, "এই সময় আমি যা চেয়েছিলাম, সত্যিই তা পেয়েছি!" ঈ(ের আপনাকে গ্রহণ করার ও আপনার কাছে নিজেকে ধরা দেবার জন্য সর্বদা হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তবু আপনি শূন্যহাতে ফিরে গেছেন। যীশুর অজেয়, অক্লান্ত ধৈর্যের কথা চিন্তা ক(ন, যিনি ভালোবাসায় ভরপুর হয়ে বলেন, "...আমার কাছে এস।"

৯ অক্টোবর

প্রায়শ্চিত্তের উপর নির্মাণ

“...আপন আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধার্মিকতার অস্ত্ররূপে ঈ(্বরের কাছে সর্মপণ কর” (রোমীয় ৬ ১৩)।

আমি নিজেকে উদ্ধার এবং পবিত্রীকৃত করতে পারি না(আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি না(আমি জগৎকে উদ্ধার করতে পারি না(যা ভুল, তাকে সঠিক, যা অশুদ্ধ, তাকে শুদ্ধ বা যা অপবিত্র তাকে আমি পবিত্র করতে পারি না। এ সবই ঈ(্বরের সার্বভৌম কাজ। যীশুর সাধিত কর্মের প্রতি কি আমার বি(্বাস আছে? তিনি পাপের জন্য নিখুঁত প্রায়শ্চিত্ত সাধন করেছেন। আমি কি অবিরত এ উপলব্ধি করার মতো অভ্যাস গড়ে তুলেছি? আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন *কাজ* করা নয়, প্রয়োজন *বি(্বাস* করার। খ্রীস্টে মুক্তি(একটি অভিজ্ঞতা নয়, এ ঈ(্বরের মহৎ কর্ম যা তিনি খ্রীস্টের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন এবং এরই উপর আমার বি(্বাসকে গড়ে তুলতে হবে। আমার বি(্বাসকে যদি আমার অভিজ্ঞতার উপর গড়ে তুলি, আমার জীবন নির্মিত হবে সবচেয়ে অশাস্ত্রীয়ভাবে— এক বিচ্ছিন্ন জীবন, আমার নিজস্ব পবিত্রতার দিকেই শুধু আমার দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত। প্রভুর প্রায়শ্চিত্তবিহীন সেই মানবিক পবিত্রতা সম্পর্কে সাবধান। নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন জীবন ছাড়া এর আর কোনো মূল্য নেই—এ ঈ(্বরের কাছে অকেজো এবং মানুষের কাছে নির্বুদ্ধিতা। স্বয়ং প্রভুর কাছ থেকে যে-অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তার প্রত্যেকটি পরিমাপ ক(ন। খ্রীস্টের ত্রু(শীয় প্রায়শ্চিত্তের উপর ভিত্তি না-গড়া পর্যন্ত আমরা ঈ(্বরের সন্তোষজনক কিছুই করতে পারি না।

আমার জীবনে খ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই বাস্তবভাবে প্রকাশিত হবে, তা নিজেকে জাহির করবে না। যখনই আমি আজ্ঞা পালন করি, ঈ(্বরের চরম ঈ(্বরত্ব আমার পাশে থাকে, যেন ঈ(্বরের অনুগ্রহ এবং আমার স্বাভাবিক আজ্ঞানুবর্তিতা নিখুঁত সামঞ্জস্য র(া করে চলে। আজ্ঞানুবর্তিতার অর্থ, আমি প্রায়শ্চিত্তের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছি এবং আমার আজ্ঞানুবর্তিতা তৎ(ণাৎ ঈ(্বরের অতিলৌকিক অনুগ্রহের আনন্দের সঙ্গে মিলিত হয়।

যে-মানবিক পবিত্রতা প্রাকৃতিক জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে, তা থেকে সাবধান — এ জাল। অবিরত আপনাকে প্রায়শ্চিত্তের পরী(ার মধ্যে নিয়ে আসুন এবং প্র(্ন ক(ন, “এর মধ্যে, না ওর মধ্যে, প্রায়শ্চিত্তের অভিজ্ঞতা কোথায়?”

১০ অক্টোবর

আমি কীভাবে জানব?

"...যীশু তখন এই কথাগুলি বললেন, হে পিতা,...আমি তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই, কারণ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের কাছে তুমি এ সমস্ত বিষয় গোপন রেখেছ ,প্রকাশ করেছ অবোধদের কাছে" (মথি ১১ ২৫)।

আমরা আত্মিক সম্বন্ধর (ত্রে এক-পা এক-পা করে বেড়ে উঠি না—হয় আমাদের সম্পর্ক থাকবে , না হলে থাকবে না। পাপ থেকে আমাদের আরও—আরও শুচি করার জন্য ঈ(্বর তাঁর প্রত্রি(য়া চালিয়ে যান না—কিন্তু "...আমরা যদি জ্যোতির মাঝে বিচরণ করি", আমরা "সর্বপাপ থেকে" শুচিশুদ্ধ হই (১ যোহন ১ ৭)। এ বাধ্যতার বিষয়, এবং একবার যখন আমরা বাধ্য হই, সম্পর্ক তখনই নিখুঁত হয়ে যায়। কিন্তু আমরা যদি এক মুহূর্তের জন্য আজ্ঞা লঙঘন করি, সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকার ও মৃত্যু আবার সত্রি(য় হয়ে ওঠে।

আজ্ঞাপালনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত না-হওয়া পর্যন্ত ঐ(্বরিক সমস্ত সত্য আমাদের কাছে গোপন থাকে। দর্শন বা চিন্তার মাধ্যমে আপনি সেগুলি কখনই উন্মুক্ত(করতে পারবেন না। কিন্তু যখনই আপনি বাধ্য হন, তৎ(ণাৎ আলো ঝলসে ওঠে। দুশ্চিন্তার দ্বারা নয়, বরং এর মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে ঐ(্বরিক সত্যকে আপনার মধ্যে কাজ করতে দিন। ঐ(্বরিক সত্যকে জানার একটি মাত্র পথ পড়ে রয়েছে—এর সন্ধান করার চেষ্টা বন্ধ ক(ন এবং নবজন্ম লাভ ক(ন। ঈ(্বর প্রদর্শিত প্রথম বিষয়টিতে যদি আপনি আনুগত্য দেখান, তিনি তৎ(ণাৎ পরবর্তী সত্যটি আপনার সামনে উন্মুক্ত(করে দেবেন। পবিত্র আত্মার কাজ সম্পর্কে জানার জন্য আপনি বহু পুস্তক পাঠ করেন, অথচ আপনার পাঁচ মিনিটের পরিপূর্ণ, আপসহীন আনুগত্য সমস্ত বিষয়কে সূর্যালোকর মতো স্বচ্ছ করে তুলবে। "আমার মনে হয়, কোনো একদিন এ সমস্ত বিষয় আমি বুঝতে পারব"— এ কথা বলবেন না। আপনি এখনই সেগুলি উপলব্ধি করতে পারেন। পুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমে আপনার উপলব্ধি আসবে না, উপলব্ধি আসে আনুগত্যের মাধ্যমে। এমনকী, সামান্যতম আনুগত্যও স্বর্গকে উন্মুক্ত(করে দেয় এবং তৎ(ণাৎ ঐ(্বরিক গভীর সত্য আপনার কাছে ধরা দেয়। তবু আপনি ইতিমধ্যেই যা জানেন, সেগুলির প্রতি অনুগত না-হলে, ঈ(্বর তাঁর সম্পর্কিত সত্যকে আরও বেশি করে আপনার কাছে কখনই প্রকাশ করবেন না। "জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান" লোক হওয়া থেকে সাবধান। "যে ঈ(্বরের ইচ্ছা পালন করতে চায়, সে-ই বুঝবে..." (যোহন ৭ ১৭)।

১১ অক্টোবর

ঈশ্বরের নীরবতা—তার পর কী?

"...লাসারের অসুস্থতার কথা শুনে যীশু যেখানে ছিলেন, সেইখানে আরও দুদিন দেরি করলেন" (যোহন ১১ ৬)।

ঈশ্বর কি নীরবতার সঙ্গে আপনার উপর আস্থা স্থাপন করেছেন—যে-নীরবতার মহান অর্থ আছে? ঈশ্বরের নীরবতা আসলে তাঁর উত্তর। বেথানির গৃহে সেই চরম নীরবতার দিনগুলির কথা একবার চিন্তা করে দেখুন! সেই দিনগুলির সঙ্গে তুলনীয় এমন কিছু কি আপনার জীবনে আছে? ঈশ্বর কি এইভাবে আপনার উপর ভরসা করতে পারেন, অথবা কোনো দৃশ্য উত্তরের জন্য আপনি কি এখনও তাঁকে অনুরোধ করে চলেছেন? ঈশ্বর আপনাকে আপনার চাহিদা মতো আশীর্বাদ দান করবেন, যদি আপনি সেগুলি ছাড়া আর এক কদমও এগিয়ে যেতে রাজি না হন। কিন্তু তিনি যে তাঁর সম্পর্কে আরও বিস্ময়কর বোধের মধ্যে আপনাকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, নীরবতা তারই চিহ্ন। শ্রুতিগ্রাহ্য উত্তর পাননি বলে আপনি কি ঈশ্বরের সামনে শোক করছেন? যখন আপনি ঈশ্বরের রব শুনতে পান না, আপনি দেখতে পাবেন যে, তিনি সম্ভবপর সবচেয়ে গভীরভাবে আপনার উপর আস্থা রেখেছেন—চরম নীরবতার সঙ্গে, হতাশার নীরবতা নয়, সেই নীরবতা আনন্দের, কারণ তিনি দেখেছেন যে, বৃহত্তর প্রকাশেও আপনি অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। ঈশ্বর যদি আপনাকে নীরবতা দিয়ে থাকেন, তা হলে, তাঁর প্রশংসা করুন—তিনি আপনাকে তাঁর উদ্দেশ্যের মূলস্রোতে নিয়ে আসছেন। যথাসময়ে উত্তরের আসল প্রমাণ হল ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের বিষয়। ঈশ্বরের কাছে সময় কিছুই নয়। কিছু সময়ের জন্য আপনি বলে থাকতে পারেন, "আমি ঈশ্বরকে আমাকে রুটি দিতে বলেছিলাম, কিন্তু পরিবর্তে তিনি আমাকে দিয়েছিলেন একখণ্ড পাথর" (মথি ৭ ৯ দেখুন)। তিনি আপনাকে প্রস্তরখণ্ড দেননি এবং আজ আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, তিনি আপনাকে জীবন-খাদ্য দিয়েছেন (যোহন ৬ ৩৫)।

ঈশ্বরের নীরবতা সম্পর্কে একটি আশ্চর্যজনক বিষয় হল, তাঁর নীরবতা সংক্রামক—এ আপনার মধ্যে প্রবেশ করে, এমনভাবে আপনার যথার্থ আস্থার কারণ হয়ে ওঠে যে, আপনি সততার সঙ্গে বলতে পারেন, "আমি জানি যে, ঈশ্বর আমার রব শুনেছেন।" তাঁর নীরবতাই প্রমাণ দেয় যে, তিনি শুনেছেন। যতদিন আপনার ধারণা থাকবে যে, প্রার্থনার উত্তর দিয়ে ঈশ্বর আপনাকে সর্বদা আশীর্বাদ করবেন, তিনি তা করবেন, কিন্তু তিনি কখনই আপনাকে তাঁর নীরবতার অনুগ্রহ দেবেন না। যীশুখ্রীস্ট যদি আপনাকে এই বোধের মধ্যে নিয়ে আসেন যে, প্রার্থনা তাঁর পিতার মহিমাকীর্তনের জন্য, তা হলে তিনি আপনাকে তাঁর অন্তরঙ্গতা—নীরবতার প্রথম অভিজ্ঞান দান করবেন।

১২ অক্টোবর

ঈ(্বরের পদাঙ্ক অনুসরণ

"...হনোক ঈ(্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন..." (আদিপুস্তক ৫ ২৪)।

একজন মানুষ তার জীবনের অসাধারণ মুহূর্তে যে-কাজ করে, তার মধ্য দিয়ে তার আত্মিক জীবন ও চরিত্রের পরী(া হয় না, পরী(া হয়, সে সাধারণ মুহূর্তে যা করে, যখন কোনো ভয়ঙ্কর বা উত্তেজক ঘটনা থাকে না। কোনো মানুষ যখন আলোর বৃত্তে থাকে না, জীবনের সাধারণ বিষয়ের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে তার যোগ্যতা প্রকাশিত হয় (যোহন ১ ৩৫-৩৭ এবং ৩ ৩০ দেখুন)। ঈ(্বরের সঙ্গে সমান তালে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা কষ্টকর কাজ—এর অর্থ, আত্মিকভাবে আপনাকে নতুন শত্তি(আহরণ করতে হবে। ঈ(্বরের সঙ্গে পথচলা শেখার (ে ত্রে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা সব সময়েই কষ্টকর হয়ে ওঠে, কিন্তু একবার যখন আমরা তা করতে পারি, তার মধ্যে একমাত্র যে-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হয়, তা হল স্বয়ং ঈ(্বরের জীবন। প্রাতিস্মিক ব্যত্তি(ঈ(্বরের সঙ্গে ব্যত্তি(গত একাত্মতায় মিশে যায় এবং কেবল ঈ(্বরের পদাঙ্ক এবং তাঁর পরাত্র(ম প্রদর্শিত হয়।

ঈ(্বরের সঙ্গে সমান তালে চলা কষ্টকর, কারণ আমরা যখনই তাঁর সঙ্গে পথচলা শু(করি, আমরা তিন পদ(ে প গ্রহণ করার আগেই তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যবধান আরও বেড়ে গেছে। তাঁর কাজ করবার পদ্ধতিই আলাদা এবং তাঁর পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের প্রশি(ণ নিতে এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। যীশুর সম্পর্কে বলা হয়েছে, "সাহস হারাবেন না তিনি, হবেন না নিরাশ.." (যিশাইয় ৪২ ৪), কারণ তিনি কখনই তাঁর নিজস্ব ব্যত্তি(গত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে কাজ করেন না। তিনি সর্বদা তাঁর পিতার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে কাজ করেন এবং আমাদেরও একই রকম কাজ করা শিখতে হবে। আত্মিক সত্য শেখা যায় চারপাশের আবহাওয়ার মাধ্যমে, বুদ্ধিদীপ্ত যুত্তি(-তর্কের মধ্য দিয়ে নয়। ঈ(্বরের আত্মা আমাদের বিভিন্ন বস্তুকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায় এবং যে সমস্ত বিষয় আগে অসম্ভব ছিল, এখন সেগুলি সম্ভব হতে শু(করে। ঈ(্বরের পদাঙ্ক অনুসরণ করার অর্থ, তাঁর সঙ্গে একাত্মতা। সেখানে পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যায়, কিন্তু লেগে থাকুন। এই মুহূর্তে যন্ত্রণা অত্যন্ত তীব্র—এই কারণে হতাশ হবেন না—এগিয়ে চলুন, এবং অচিরেই আপনি দেখতে পাবেন, আপনি এক নতুন দর্শন ও এক নতুন উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

১৩ অক্টোবর

প্রাতিস্মিক নিরাশা ও ব্যক্তি(গত বৃদ্ধি

“...মোশি বড়ো হবার পর একদিন তাঁর ভাইদের কাছে গেলেন এবং তাদের ভারবহন দেখতে লাগলেন...” (যাত্রাপুস্তক ২ ১১)।

মোশি তাঁর স্বজাতির লোকদের উপর অত্যাচার দেখলেন এবং নিশ্চিতভাবে অনুভব করলেন যে, তাঁকেই ওই লোকদের উদ্ধার করতে হবে। এবং তাঁর আপন অন্তরের ধার্মিক ত্রে(াধে তাদের অপরাধকে ন্যায়ে পরিণত করতে শু(করে দিলেন। ঈ(্বরের জন্য এবং সত্যের জন্য প্রথম বার এগিয়ে এলেন, ঈ(্বর মোশিকে গভীর হতাশা-তাড়িত হতে দিলেন—তিনি তাঁকে চল্লিশ বছরের জন্য প্রান্তরে ভেড়া চরাতে পাঠালেন। নির্ধারিত সময়ের শেষে, ঈ(্বর মোশির কাছে আবির্ভূত হয়ে বললেন, “...তুমি...আমার প্রজা ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে আন।” কিন্তু মোশি ঈ(্বরকে বললেন, “কিন্তু আমি এমন কে যে...উদ্ধার করে আনব...?” (যাত্রাপুস্তক ৩ ১১)। শু(তেই মোশি উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁকেই ইস্রায়েলীদের উদ্ধার করে আনতে হবে, কিন্তু প্রথমেই তাঁকে ঈ(্বরের প্রশি(ণ ও শৃঙ্খলার অধীনে থাকতে হবে। তাঁর এই ব্যক্তি(গত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সঠিক, কিন্তু তিনি যত(ণ না ঈ(্বরের সঙ্গে প্রকৃত সহভাগিতা এবং একাত্ম হবার শি(া গ্রহণ করছেন, তিনি সেই কাজের উপযুক্ত(নন।

আমরা ঈ(্বরের দর্শন পেতে পারি এবং তিনি কী চান, সে-সম্পর্কে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকতে পারে, কিন্তু যখন আমরা কাজ শু(করি, মোশি চল্লিশ বছর প্রান্তরে বসবাস করার সময় যে-উপলব্ধি করেছিলেন, আমাদের মনেও সেই রকম একটা উপলব্ধি আসে। মনে হয়, ঈ(্বর যেন সমস্ত বিষয়কে উপে(া করেছেন এবং আমরা যখন পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়ি, ঈ(্বর ফিরে আসেন এবং তাঁর আহ্বানকে নতুন করে জাগিয়ে তোলেন। তখন আমরা সকম্পিত স্বরে বলি, “...আমি এমন কে যে...উদ্ধার করে আনব...?” আমাদের শিখতে হবে যে, ঈ(্বরের মহান পদ(প এই শব্দগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে **আমি যে আছি, সেই আছি**...তোমাদের কাছে আমাকে প্রেরণ করেছেন (যাত্রাপুস্তক ৩ ১৪)। আমাদের আরও শিখতে হবে, ঈ(্বরের জন্য আমাদের ব্যক্তি(গত প্রচেষ্টা তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছুই নয়—ঈ(্বরের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তি(গত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আমাদের ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য দীপ্যমান হতে হবে, যেন তিনি “পরম প্রীত” (মথি ৩ ১৭) হতে পারেন। আমরা বিষয়ের ব্যক্তি(গত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করি(আমরা দর্শন লাভ করেছি এবং আমরা বলতে পারি, “আমি জানি, ঈ(্বর আমাকে দিয়ে কী করাতে চান।” কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত ঈ(্বরের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শিখিনি। আপনি যদি নৈরাশ্যময় সময়ের মধ্য দিয়ে দিনযাপন করছেন, জানবেন, আগামী দিনে আপনার সামনে মহান ব্যক্তি(গত বৃদ্ধির দিন অপে(া করে আছে।

১৪ অক্টোবর

মিশনারি কর্মের চাবিকাঠি

"....যীশু তাঁদের কাছে এসে বললেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তোমরা গিয়ে সকল জাতিকে শিষ্য কর..." (মথি ২৮ ১৮-১৯)।

যীশুর কর্তৃত্বই মিশনারি কর্মের চাবিকাঠি, হারিয়ে-যাওয়া মানুষদের প্রয়োজন নয়। আমাদের প্রভুকে আমরা এইভাবে দেখতে সচেষ্ট যে, আমাদের ঈ(েরের কাজে তিনি আমাদের সাহায্য করেন। তবু আমাদের প্রভু নিজেকে তাঁর শিষ্যদের উপর একচ্ছত্র সার্বভৌম প্রভু হিসেবে স্থাপন করেন। তিনি বলেন না যে, আমরা যদি না-যাই নি(দিষ্ট লোকেরা কখনও উদ্ধার পাবে না—তিনি শুধু বলেন, "তোমরা গিয়ে সকল জাতিকে শিষ্য কর।" তিনি বলেন, "আমার সার্বভৌমত্বের প্রকাশিত সত্য অনুসারে যাও, আমার সম্পর্কে তোমাদের জীবন্ত অভিজ্ঞতা অনুসারে শি(া দাও, প্রচার কর।"

"যীশু তাঁর এগারো জন শিষ্যকে যে গালীল পর্বতে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেখানে তাঁরা চলে গেলেন" (২৮ ১৬)। আমি যদি খ্রীস্টের বি(েজনীন সার্বভৌমত্বকে জানতে চাই, তবে তাঁকে জানতেই হবে আমাকে। যাঁর নাম আমি বহন করে চলেছি, সেই তাঁর উপাসনার জন্য আমাদের সময় দিতে হবেই। যীশু বলেন, " আমার কাছে এস..." —ঠিকএই স্থানেই যীশুর সঙ্গে আমরা মিলিত হব—"হে পরিশ্রান্ত ও ভারাত্র(ান্ত জন" (মথি ১১ ২৮)। কত জন মিশনারি এই রকম অবস্থায় আছেন! জগতের বি(েজনীন সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত এই সব সুন্দর শব্দগুলি আমরা পুরোপুরি বাতিল করতে পারি, কিন্তু এগুলি শিষ্যদের প্রতি উদ্দিষ্ট যীশুর বাক্য, যা এখানের এবং এখানকার জন্য।

"সুতরাং যাও...।" "যাওয়ার" সাধারণ অর্থ, জীবনধারণ করা। প্রেরিত. ১ ৮ পদে বর্ণনা করা হয়েছে, *কীভাবে* যেতে হবে। এই পদে যীশু বলেননি যে, "জে(শালেম, যীহূদিয়া এহং শমরিয়ায় যাও," কিন্তু বলেছিলেন, "পৃথিবার প্রান্ত পর্যন্ত আমার [এই সব স্থানে] *সা(ী* হবে।" আমাদের প্রেরণ করার ভার তিনি নিজের উপর তুলে নিয়েছেন।

"যদি তোমরা আমাকে আশ্রয় কর এবং আমার বাণী যদি তোমাদের অন্তরে বিরাজ করে..." (যোহন ১৫ ৭)—এই হল অবিরত যাওয়ার পথ। ঈ(ের আমাদের কোথায় স্থাপন করেছেন—সেটা আমাদের কাছে ধর্তব্যের বিষয় নয়, কারণ ঈ(ের সার্বভৌমভাবে আমাদের *যাওয়াকে* নিয়ন্ত্রণ করেন।

"আমার নিজের বিচারে আমার জীবন নগণ্য। প্রভু যীশুর কাছ থেকে ঈ(েরের অনুগ্রহের সুসমাচার প্রচার করার যে-দায়িত্ব আমি পেয়েছি ও সেবাব্রত গ্রহণ করেছি, তা যদি পালন ও উদ্‌যাপন করতে পারি, তা হলেই আমার কর্তব্য সুসম্পন্ন হবে" (প্রেরিত ২০ ২৪)। এই জীবন থেকে আমরা যত(ণ না বিদায় নিচ্ছি, তত(ণ আমাদের এইভাবেই চলতে এবং জীবন ধারণ করতে হবে।

১৫ অক্টোবর

মিশনারির বার্তার অপরিহার্য বিষয়

“...তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতেরও পাপার্থক” (১ যোহন ২ ২)।

যীশুখ্রীস্টের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্তই মিশনারির বার্তার অপরিহার্য বিষয়—আমাদের জন্য তাঁর আত্মোৎসর্গ, যা ঈ(্বরের রোষকে সম্পূর্ণভাবে তুষ্ট করেছিল। খ্রীস্টের কাজের অন্য যে কোনো (ে ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করুন—তা আরোগ্যসাধন, উদ্ধারণ বা শুচিকরণ যা-ই হোক, আপনি দেখতে পাবেন যে, এদের মধ্যে অপরিসীম বলে কিছু নেই। কিন্তু “ঈ(্বরের—মেষশাবক, যিনি জগতের পাপরাশি হরণ করেন”—সেটাই সীমাহীন (যোহন ১ ২৯)। আমাদের পাপের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্তরূপে যীশুখ্রীস্টের অনন্ত গু(ত্বই মিশনারির বার্তা। একজন মিশনারি তিনিই যিনি এই প্রকাশিত সত্যের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত রাখেন।

খ্রীস্টের জীবনের “পাপমোচনার্থক” দিকটিই মিশনারির বার্তার মুখ্য বিষয়, তাঁর দয়া, তাঁর মাধুর্য, এমনকী আমাদের কাছে তাঁর ঈ(্বরের পিতৃত্বের প্রকাশও নয়। “তাঁর নামে পাপমোচনার্থক মন পরিবর্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত হবে” (লুক ২৪ ৪৭)। সীমাহীন গু(ত্বপূর্ণ মহত্তম বার্তা হল, “তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত...।” মিশনারির উপদেশ-বাণী কোনো দেশ, জাতি বা ব্যক্তি(-মানুষের জন্য নয়, “সমস্ত জগতের” জন্য। পবিত্র আত্মা যখন আমার অন্তরে আসেন, তিনি আমার পছন্দ-অপছন্দ বা প(পাতিত্ব দেখেন না(তিনি শুধু আমাকে প্রভু যীশুর একাত্মতায় নিয়ে আসেন।

একজন মিশনারি তিনিই যিনি তাঁর প্রভু ও মালিকের ল(্য ও উদ্দেশ্যর সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ। তিনি তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করবেন না, তিনি প্রচার করবেন শুধু “ঈ(্বরের মেষশাবককে।” যীশুখ্রীস্ট আমার জন্য কী করেছেন, এমন মুহূর্তের মধ্যে থাকা এবং ঐ(্বরিক আরোগ্য, বা বিশেষ প্রচারের পবিত্রীকরণ, অথবা পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম লাভ সহজতর। কিন্তু পৌল বলেননি, ‘খ্রীস্ট আমার জন্য যা করেছেন, তা যদি প্রচার না-করি, তবে ধিক্ আমাকে,’ কিন্তু তিনি বলেছিলেন, “ধিক্ আমাকে, যদি আমি সুসমাচার প্রচার না করি (১ করিন্থীয় ৯ ১৬)। এবং “ঈ(্বরের মেষশাবক জগতের পাপরাশি হরণ করেন”—এটাই সুসমাচার।

১৬ অক্টোবর

প্রভুর আদেশের অপরিহার্য বিষয়

“...ফসলের মালিকের কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন তাঁর ফসল সংগ্রহ করার জন্য আরও কাজের লোক পাঠিয়ে দেন...”(মথি ৯ ৩৮)।

মিশনারির পরিশ্রমসাধ্য কাজের চাবিকাঠি ঈ(্বরের হাতে, এবং সেই চাবিকাঠি হল, প্রার্থনা, কাজ নয়—অর্থাৎ আজকের জগৎ সাধারণভাবে যেমন অভ্যস্ত, সেরকম কাজ নয়, যা প্রায়ই ঈ(্বরের দিক থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। আবার, মিশনারির পরিশ্রমসাধ্য কাজের চাবিকাঠি সাধারণবুদ্ধির চাবিকাঠিও নয়(ওষুধ, সভ্যতা, শি(া, এবং এমনকী সুসমাচার প্রচারের চাবিকাঠিও নয়। চাবিকাঠি হল, মালিকের আদেশের অনুবর্তী হওয়া— সেই চাবিকাঠি হল প্রার্থনা। “ফসলের মালিকের কাছে মিনতি জানাও...।” স্বাভাবিক ((ত্রে, প্রার্থনা ব্যবহারিক নয়, নৈর্ব্যক্তি(ক। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, প্রার্থনা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

যীশুখ্রীস্টের দৃষ্টিকোণ অনুসারে, কোনো দেশ নয়, শুধুই জগৎ। আমরা কতজন লোকদের জন্য প্রার্থনা করি না, কিন্তু করি একজন ব্যক্তি(—যীশুখ্রীস্টের জন্য ? পাপচেতনা এবং দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের মালিক তিনি। এই ফসলের জন্যই আমাদের প্রার্থনা করতে হবে, যেন কাটবার জন্য শ্রমিক পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমরা নিজেরা কর্মব্যস্ত, অথচ আমাদের চারপাশের লোকেরা পুষ্ট হয়ে উঠেছে এবং চয়নের জন্য প্রস্তুত(আমরা তাদের একজনকেও চয়ন করি না, কিন্তু অতিরিক্ত(কর্মসূচি এবং সক্রি(য়তায় ব্যস্ত থেকে আমরা শুধুই প্রভুর সময়ের অপচয় করি। মনে ক(ন, আপনার পিতার বা ভাইয়ের জীবনে একটা সংকট আসতে চলেছে—যীশুখ্রীস্টের জন্য ফসল সংগ্রহের কাজে আপনি কি সেখানে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে প্রস্তুত ? আপনার কি উত্তর হবে, “কিন্তু আমাকে যে একটা বিশেষ কাজ করতে হবে!” কোনো খ্রীস্টবি(্বাসীরই করার মতো বিশেষ কাজ নেই। একজন বি(্বাসী খ্রীস্টের নিজস্ব হবার জন্য আহূত, “...ভৃত্য প্রভুর চেয়ে বড়ো নয়” (যোহন ১৩ ১৬)। এবং তিনি যা করতে চান, সে-জন্য যীশুখ্রীস্টকে আদেশ করবেন না। আমাদের প্রভু কোনো বিশেষ কাজের জন্য আহ্বান করেননি— তিনি আমাদের তাঁর নিজের কাছে আহ্বান করেছেন। “ফসলের মালিকের কাছে মিনতি” জানান এবং তিনি তা হলে আপনাকে শ্রমিক হিসাবে প্রেরণ করার জন্য আপনার পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন।

১৭ অক্টোবর

মহত্তর কাজের চাবিকাঠি

“.... তোমাদের আমি বলছি, আমার প্রতি যদি কারও বিশ্বাস থাকে, তা হলে আমি যেসব কাজ করছি, সে-ও করবে, এমনকী, এর চেয়েও মহৎ কাজ করবে” (যোহন ১৪ ১২)।

প্রার্থনা আমাদের মহত্তর কাজের জন্য যোগ্য করে তোলে না—প্রার্থনাই মহত্তর কর্ম। তবু প্রার্থনাকে আমরা আমাদের উচ্চতর শক্তির কিছু সাধারণবুদ্ধির অনুশীলন বলে মনে করি, যা আমাদের ঐশ্বরিক কাজের জন্য প্রস্তুত করে। যীশুখ্রীস্টের শিক্ষায় দেখি, প্রার্থনা আমার অন্তরে মুক্তির অলৌকিক কর্ম, যা ঈশ্বরের পরাক্রমের মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে মুক্তির অলৌকিকতা উৎপন্ন করে। প্রার্থনার মাধ্যমে ফল স্থির থাকে, কিন্তু মনে রাখবেন যে, সেই প্রার্থনা আমার যন্ত্রণার উপর নয়, মুক্তিতে খ্রীস্টের যন্ত্রণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমাদের তাঁর কাছে যেতে হবে, কারণ কেবল একজন শিশুই তার প্রার্থনার উত্তর পায়, “জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান” লোকেরা পায় না (মথি ১১ ২৫ দেখুন)।

প্রার্থনাই যুদ্ধ, এবং আপনি কোথায় অবস্থান করছেন, তা বিচার্য নয়। ঈশ্বর আপনার পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, আপনার কর্তব্য প্রার্থনা করা। “আমার এই অবস্থায় আমি কোনো কাজে লাগছি না”—এই চিন্তাকে কখনও মনে স্থান দেবেন না, কারণ আপনি এখনও সেখানে স্থাপিত হননি, আপনাকে অবশ্যই ব্যবহার করা যেতে পারে না। ঈশ্বর আপনাকে যেখানেই স্থাপন করুন, বা আপনার পরিস্থিতি যা-ই হোক, আপনার প্রার্থনা করা উচিত, অবিরত তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করুন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, “তোমরা আমার নামে যা কিছু চাইবে, তা আমি পূরণ করব...”(১৪ ১৩)। প্রার্থনা আমাদের রোমাঞ্চিত বা উত্তেজিত না-করা পর্যন্ত আমরা প্রার্থনা করতে চাই না—এ আত্মিক স্বার্থপরতার সবচেয়ে জবরদস্ত রূপ। ঈশ্বরের নির্দেশ মতো আমাদের কাজ করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, এবং তিনি বলেন, প্রার্থনা কর—“ফসলের মালিকের কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন তাঁর ফসল সংগ্রহ করার জন্য আরও কাজের লোক পঠিয়ে দেন” (মথি ৯ ৩৮)।

একজন পরিশ্রমী লোকের কাজে রোমাঞ্চিত হবার মতো কিছু নেই, কিন্তু পরিশ্রমী ব্যক্তিই একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির ভাবনা-চিন্তাকে সম্ভবপর করে তোলে। এবং পরিশ্রমী সাধুজনই তাঁর মালিকের ভাবনা-চিন্তাকে সম্ভবপর করে তোলেন। যখন আপনি প্রার্থনায় পরিশ্রম করেন, ঈশ্বরের দর্শনানুপাত থেকে সব সময় ফল আসে। শেষে, যখন যবনিকা উত্তোলিত হবে, যীশুখ্রীস্টের নির্দেশ অনুসারে চলতে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে আপনি যেসমস্ত আত্মাকে চয়ন করেছিলেন, তাদের দেখে কতই না আশ্চর্য হবেন।

১৮ অক্টোবর

মিশনারির ভক্তি(র চাবিকাঠি

"...সেই নামের অনুরোধে তাঁহারা বাহির হইয়াছেন" (৩ যোহন ৭)।

আমাদের প্রভু যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কি আমাকে ভালোবাস?" (যোহন ২১ ১৭), তিনি বলেছিলেন, কীভাবে তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা দেখাতে হবে। এবং এর পর তিনি বলেছিলেন, "আমার মেষদের চরাও।" কার্যত, তিনি বলেছিলেন, "অন্য লোকদের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, তার সঙ্গে তুমি নিজেকে এক করে দাও।" তিনি বলেননি যে, "অন্য লোকদের সঙ্গে *তোমার* যে স্বার্থ-সম্পর্ক, তার সঙ্গে তুমি নিজেকে আমার সঙ্গে এক করে দাও।" প্রথম করিন্থীয় ১৩ ৪-৮ পদে এই ভালোবাসার বৈশিষ্ট্যগুলি দেখান হয়েছে—আসলে, এ ঈ(রের ভালোবাসা, যা আপনা-আপনিই ব্যক্ত(হচ্ছে। যীশুর জন্য আমার ভালোবাসার পরী(া খুবই ব্যবহারিক এবং বাকি সব কিছু ভাবপ্রবণতা-উদ্রেককর কথা।

যীশুখ্রীস্টের প্রতি বি(স্ততা মুক্তি(র অতিলৌকিক কর্ম, যা পবিত্র আত্মার দ্বারা আমার মধ্যে সাধিত হয়েছে—"...সেই পবিত্র আত্মাই আমাদের হৃদয়কে ঐ(রিক প্রেমে প্-াবিত করেছেন..." (রোমীয় ৫ ৫)। এবং আমার মধ্যেকার সেই ভালোবাসা আমার মাধ্যমে কার্যকরভাবে সক্রি(য় হয় ও আমার চারপাশের পরিচিত মানুষদের সংস্পর্শে আসে। তাঁর নামের প্রতি আমি বি(স্ত থাকি, যদিও আমার জীবনের সহজবুদ্ধি অনুসারে দেখলে আমি আপাতভাবে তাকে অস্বীকার করি, এবং মনে হতে পারে যে, সকালের (ণস্থায়ী কুয়াশার চেয়ে তাঁর বেশি কিছু মূল্য নেই।

মিশনারির ভক্তি(র চাবিকাঠি হল, স্বয়ং আমাদের প্রভু ছাড়া তিনি আর কোনো বিষয় বা ব্যক্তি(র সঙ্গে জড়িত থাকবেন না। এর অর্থ নয় যে, আমাদের চারপাশের বাহ্যিক বিষয় থেকে আমরা সম্পর্কহীন অবস্থায় থাকব। আমাদের প্রভু আশ্চর্যজনকভাবে জীবনের সাধারণ বিষয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, কিন্তু ঈ(র ছাড়া আর অন্য সব কিছুর সঙ্গে ভিতরে-ভিতরে একটা সম্পর্কহীনতা ছিল। বাহ্যিক বিচ্ছিন্নতা প্রায়ই এক গোপন, বর্ধনশীল এবং যেসমস্ত বিষয় থেকে আমরা বাহ্যিকভাবে দূরে থাকি, তার সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে।

প্রভু যীশুখ্রীস্টের প্রকৃতির প্রতি অবিরত এবং সম্পূর্ণভাবে হৃদয়কে উন্মুক্ত(রাখা ও মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করাই একজন মিশনারির কর্তব্য। প্রভু যীশু সাধারণ নর-নারীকে তাঁর অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা যীশুর প্রতি ভক্তি(র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা পবিত্র আত্মার কার্যের দ্বারা ঘটেছিল।

১৯ অক্টোবর

যে-রহস্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়নি

“...যীশু বললেন, আমার রাজ্য এ জগতের নয়...” (যোহন ১৮ ৩৬)।

নতুন নিয়মে যে ব্যবহারিক কর্মের কোনো ভিত্তি নেই, এবং যা আসে জাগতিক প্রণালী থেকে, সেই ধারণাই আজ প্রভু যীশুখ্রীস্টের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। এই কাজ অনন্ত শক্তি(এবং সক্রি(য়তার উপর জোর দেয়, কিন্তু ঈ(্বরাশ্রিত ব্যক্তি(গত জীবনের প্রতি জোর দেয় না। ভুল বিষয়ের উপর গু(ত্ব দেওয়া হয়। যীশু বলেছিলেন, “...প্রত্যে(কোনো চিহ(সহযোগে ঈ(্বরের রাজ্যের আবির্ভব ঘটবে না। ...ঈ(্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যেই রয়েছে” (লুক ১৭ ২০-২১)। এ এক গোপন, অদৃশ্য বিষয়। একজন সক্রি(য় খ্রীস্টীয় কর্মীর জীবনযাপন অন্যরা দেখতে পায়, যখন অন্তরতম সত্তা, ব্যক্তি(গত ((ত্র তার জীবনের (মতাকে প্রকাশ করে।

আমরা যে যুগধর্মের মধ্যে বাস করছি, সেই যুগের আত্মার মহামারি থেকে আমাদের মুক্তি(পেতেই হবে। আজকের দিনে প্রবল চাপ ও তীব্র সক্রি(য়তা আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করলেও আমাদের প্রভুর জীবনে এ রকম কোনো চাপ ছিল না এবং একজন শিষ্যকে তাঁর মালিকের মতোই হতে হবে। অন্যদের কাছে সর্বজনীন উপযোগিতা নয়, যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে ব্যক্তি(গত সম্বন্ধই তাঁর রাজ্যের মূলকেন্দ্র।

ব্যবহারিক সক্রি(য়তা এই বাইবেল প্রশি(ণ কলেজের শক্তি(নয়—এর সমস্ত শক্তি(এই তথ্যের মধ্যে নিহিত আছে যে, ঈ(্বরের সামনে ঐ(্বরিক সত্যকে আকণ্ঠ পান করার জন্য আপনি এখানে সেই সত্যে নিমজ্জিত হয়েছেন। আপনার আগামী দিনের পরিস্থিতিকে ঈ(্বর কোথায় এবং কীভাবে নিয়নত্রণ করতে চলেছেন, সে-বিষয়ে আপনার কোনো ধারণা নেই। দেশে বা বিদেশে, কোন চাপ ও পীড়ন আপনার উপর আসতে চলেছে, তা-ও আপনি জানেন না। ঐ(্বরিক মুক্তি(র মহান প্রাথমিক সত্যে নিমজ্জিত না-হয়ে আপনি যদি অতি-সক্রি(য়তায় আপনার সময়ের অপচয় করেন, যখন পীড়ন ও চাপ আসবে, আপনি ভেঙে পড়বেন। কিন্তু ঈ(্বরের সামনে আকণ্ঠ পান করার এই সময়ে আপনি যদি তাঁর মধ্যে দৃঢ় মূলবদ্ধ হন, যা অবাস্তব বলে মনে হতে পারে, তখন যা কিছুই ঘটুক, ঈ(্বরের কাছে বি(্বাসযোগ্য থাকবেন।

২০ অক্টোবর

ঈশ্বরের ইচ্ছাই কি আমার ইচ্ছা

"…. ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, তোমরা পবিত্র হও।…" (১ থেসালোনিকীয় ৪ ৩)।

ঈশ্বরের আমাকে পবিত্র করতে ইচ্ছুক কি না, পবিত্রীকরণের প্রশ্ন তা নয়— এ কি *আমার* ইচ্ছা? খ্রীস্টের ক্রুশের প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে যা কিছু সম্ভব হয়েছে, তার সবকিছু আমার মধ্যে ঈশ্বরকে করতে দিতে আমি কি ইচ্ছুক? যীশুকে কি আমার কাছে পবিত্রীকরণ হতে দিতে প্রস্তুত? আমার মানবদেহে তাঁর জীবনকে প্রদর্শিত হতে দিতে ইচ্ছুক? (১করিন্থীয় ১ ৩০ দেখুন)। "আমি পবিত্রীকৃত হবার জন্য ব্যগ্র"—সাবধান, এ কথা বলবেন না। না, আপনি আকাঙ্ক্ষী নন। আপনার কী প্রয়োজন জানুন। আকাঙ্ক্ষা করা বন্ধ করুন, একে সক্রিয়তায় পরিণত করুন। চরম, প্রশ্নাতীত বিশ্বাসে, আপনার জন্য পবিত্রীকরণ হবার জন্য যীশুখ্রীস্টকে গ্রহণ করুন। এবং তখন যীশুখ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্তের মহান অলৌকিকতা আপনার মধ্যে বাস্তব হয়ে উঠবে।

যীশু যা কিছু সম্ভবপর করে তুলেছেন, ক্রুশের উপর খ্রীস্টের সাধিত কর্মের ভিত্তিতে, ঈশ্বরের বিনামূল্যের ও প্রেমপূর্ণ বরদানের মাধ্যমে সব কিছু আমারই হয়ে উঠেছে। মুক্তিপ্রাপ্ত ও পবিত্রীকৃত আত্মা হিসাবে আমার দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠেছে প্রগাঢ়, বিনম্র পবিত্রতা (গর্বোদ্ধত পবিত্রতা বলে কোনো কিছু নেই)। এই পবিত্রতার মূলে আছে যন্ত্রণাদায়ক অনুতাপ, অনির্বচনীয় লজ্জাবোধ, ও মর্যাদাহানি। এবং আর এক বিস্ময়কর উপলব্ধি যে, তাঁর সম্পর্কে আমি কিছুই গ্রাহ্য না-করলেও ঈশ্বরের ভালোবাসা আমার মধ্যে স্বতঃই প্রকাশিত হয়েছে (রোমীয় ৫ ৮ দেখুন)। আমার পরিত্রাণ ও পবিত্রীকরণের জন্য তিনি সবকিছুই সম্পূর্ণ করেছিলেন। "বিশ্বের কোনো কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীস্ট যীশুতে নিহিত ঈশ্বরের প্রেম থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না" (রোমীয় ৮ ৩৯)—পৌলের এই কথায় বিস্ময়ের কিছু নেই।

পবিত্রীকরণ আমাকে যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে একাত্ম করেছে এবং তাঁর আশ্রয়ে আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়েছি, এবং খ্রীস্টের বিস্ময়কর প্রায়শ্চিত্তের গুণে তা সাধিত হয়েছে। পরিণামের সঙ্গে কারণকে কখনও গুলিয়ে ফেলবেন না। পরিণাম স্বরূপ আমার মধ্যে এসেছে আজ্ঞানুবর্তিতা, সেবা এবং প্রার্থনা। খ্রীস্টের ক্রুশের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্তের কারণে আমার মধ্যে যে অলৌকিক পবিত্রীকরণ সাধিত হয়েছে, তা আমাকে অবর্ণনীয় কৃতজ্ঞতা ও আরাধনার স্তরে নিয়ে গেছে।

২১ অক্টোবর

আবেগময়তা, না শিষ্যত্ব ?

"...প্রিয় বন্ধুগণ, তোমরা পরম পবিত্র বি(াসের ভিত্তির উপর নিজেদের জীবন গড়ে তোল..." (যিহুদা ২০)।

আমাদের প্রভু সম্পর্কে আবেগময় প্রকৃতি বা চিন্তাশূন্য সত্রি(য়তা বলে কিছু ছিল না, ছিল শুধু প্রশান্তিময় শক্তি(যা কখনও ভীতি সৃষ্টি করে না। আমাদের অধিকাংশ আমাদের নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে আমাদের খ্রীস্টধর্মকে গড়ে তুলি, ঈ(রের প্রকৃতি অনুসারে নয়। আবেগময়তা প্রাকৃতিক জীবনের একটি প্রল(ণ, এবং প্রভু সবর্দা একে অগ্রাহ্য করেছেন, কারণ একজন শিষ্যর জীবনের বিকাশের পথে এ বাধাসৃষ্টি করে। ল(ক(ন, ঈ(র অকস্মাৎ আমাদের মধ্যে আত্মসচেতন মূর্খতার অনুভূতি নিয়ে এসে কীভাবে আমাদের আবেগময়তা নিয়ন্ত্রণের চেতনা দেন, যা আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে নিজেদের প(সমর্থন জানাতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। শিশুর (ে ত্রে আবেগময়তা দোষাবহ নয়, কিন্তু একজন পু(ষ বা নারীর কাছে তা বিপর্যয়ের কারণ হয়ে ওঠে—একজন আবেগপূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি(সর্বদা বিনষ্ট ব্যক্তি(। আবেগময়তাকে শৃঙ্খলার মাধ্যমে স্বজ্ঞায় পরিণত করা দরকার।

ঈ(রের অতিলৌকিক অনুগ্রহের উপর ভিত্তি করে শিষ্যত্ব গড়ে ওঠে। আবেগময় দৃঢ়তা নিয়ে কারও প(জলের উপর হাঁটা সহজ, কিন্তু যীশুখ্রীস্টের শিষ্যরূপে শুষ্ক ভূমির উপর দিয়ে হাঁটার মধ্যে পুরোপুরি পার্থক্য আছে। যীশুর কাছে যাবার জন্য পিতর জলের উপর দিয়ে হেঁটেছিলেন, কিন্তু তিনি শুষ্ক ভূমির উপর দিয়ে "দূরে থেকে যীশুর অনুসরণ" করেছিলেন (মার্ক ১৪ ৫৪)। সংকটে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য আমাদের ঈ(রের অনুগ্রহের প্রয়োজন নেই—স্বচ্ছন্দে চাপের সম্মুখীন হবার জন্য মানবিক প্রকৃতি এবং গর্বই আমাদের প(যথেষ্ট। কিন্তু একজন পুণ্যজন হিসাবে প্রতিদিনের চব্বিশ ঘণ্টাই জীবনযাপন করতে হলে, এক সাধারণ, অলি(ত, অবহেলিত শিষ্যরূপে থাকতে হলে আমাদের ঈ(রের অতিলৌকিক অনুগ্রহের প্রয়োজন। ঈ(রের জন্য আমাদের ব্যতিত্র(মী কাজ করতে হবে—কিন্তু আমরা তা করি না। জীবনের সাধারণ বিষয়ে আমাদের অসাধারণ হতে হবে, এবং সাধারণ সরণিতে, সাধারণ মানুষের মধ্যে আমাদের পবিত্র হতে হবে—এবং পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে তা শেখা যায় না।

২২ অক্টোবর

আত্মার সা(্য

“... আত্মা নিজেও আমাদের আত্মার সঙ্গে সা(্য দিচ্ছেন...” (রোমীয় ৮ ১৬)।

আমরা যখন ঈ(্বরের কাছে আসি, আমরা এক বিপদের সম্মুখীন হই— আমরা ঈ(্বরের সঙ্গে দর-কষাকষি করি(ঈ(্বর আমাদের যা করতে বলেন, তা করার আগে আমরা আত্মার সা(্য পেতে চাই।

ঈ(্বর আপনার কাছে কেন নিজেকে প্রকাশ করেন না? তিনি করতে পারেন না। এমন নয় যে, তিনি প্রকাশ করবেন না, কিন্তু যতদিন না আপনি তাঁর কাছে নিজেকে পরিপূর্ণ সমর্পণ করছেন, ততদিন আপনি তাঁর রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। তবু, যখন আপনি সমর্পিত হন, ঈ(্বর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর নিজের কাছে সা(্য দেন—তিনি আপনার কাছে সা(্য দিতে পারেন না, কিন্তু তিনি তৎ(ণাৎ আপনার অন্তরে অবস্থিত তাঁর নিজস্ব প্রকৃতির কাছে সা(্য দেন। আপনি যদি আজ্ঞানুবর্তিতা থেকে উৎপন্ন সত্য ও বাস্তবতার সামনে আত্মার সা(্য লাভ করেন, তা হলে আবেগ ছাড়া তার ফল আর কিছুই হবে না। কিন্তু যখন আপনি মুক্তি(র প্রে(তে কাজ করেন এবং ঈ(্বরের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করার মতো অশ্রদ্ধেয় মনোভাব বন্ধ করেন, ঈ(্বর তৎ(ণাৎ তাঁর সা(্য দান করেন। যখনই আপনি তর্ক-বিতর্ক করা বন্ধ করে দেন, ঈ(্বর কী করেছেন, তার সা(্য দেন এবং আপনি আশ্চর্য হয়ে দেখতে পাবেন, আপনার অশ্রদ্ধার জন্য আপনি তাঁকে এতদিন অপে(ায় রেখেছেন। ঈ(্বর পাপ থেকে মুক্ত(করতে পারেন কি না, তা নিয়ে যদি সন্দেহ দেখা দেয়, তবে তাঁকে হয় উদ্ধার করতে দিন, অথবা তাঁকে জানিয়ে দিন যে, তিনি উদ্ধার করতে পারেন না। অন্য কারও উদাহরণ তাঁকে দেবেন না। শুধু মথি ১১ ২৮— ‘‘হে পরিশ্রান্ত, ভারাত্র(ান্ত জন, আমার কাছে এস’’— মেনে চলুন। আপনি যদি ভারাত্র(ান্ত হন, *আসুন* এবং যদি আপনি জানেন যে, আপনি মন্দ প্রকৃতির, তবে আপনি *চান* (লুক ১১ ৯-১৩ দেখুন)।

ঈ(্বরের আত্মা আমাদের প্রভুর মুক্তি(র বিষয়ে সা(্য দেয়, আর অন্য কিছু বিষয়ে নয়। তিনি আমাদের যুক্তি(র প(সা(্য দিতে পারেন না। আত্মার সা(্যের জন্য আমাদের স্বাভাবিক সহজবুদ্ধির সিদ্ধান্ত থেকে যে সরলতা পাওয়া যায়, সে-বিষয়ে আমরা ভুল করে বসি। কিন্তু আত্মা শুধু নিজস্ব প্রকৃতির এবং মুক্তি(-কর্মের প্রতি সা(্য দেন, আমাদের যুক্তি(র প(কখনই নয়। আমাদের যুক্তি(র প(তাঁকে যদি আমরা সা(ী করতে চেষ্টা করি, তা হলে আমরা অন্ধকার এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছি। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সবকিছু ছুড়ে ফেলে দিন। তাঁর উপর নির্ভর ক(ন। তিনি আপনাকে আত্মার সা(্য দান করবেন।

২৩ অক্টোবর

পুরাতন জীবনের কিছুই নয়।

“...কেউ যদি খ্রীস্টের সঙ্গে সংযুক্ত(হয়, তবে সে হবে এক নূতন সৃষ্টি। পুরাতন যা কিছু সবই আজ বিগত, নূতনের হয়েছে আবির্ভাব...”(২ করিন্থীয় ৫ ১৭)।

আমাদের প্রভু আমাদের পূর্ব-ধারণা বা সংস্কারকে সহ্য করেন না—তিনি সরাসরি সেগুলির বি(দ্ধতা করেন ও মৃত্যু ঘটান। আমরা ভাবতে পছন্দ করি যে, আমাদের বিশেষ বিশেষ সংস্কারের প্রতি ঈ(্বরের বিশেষ আগ্রহ আছে এবং আমরা সুনিশ্চিত যে, অন্যদের সঙ্গে তাঁকে যেরকম আচরণ করতে হয়, আমাদের সঙ্গে তিনি কখনও সে-রকম করবেন না। এমনকী, আমরা মনে মনে ভাবি, “অন্যদের সঙ্গে ঈ(্বরকে কঠোর আচরণ করতে হবে, কিন্তু তিনি অবশ্যই জানেন যে, আমার সংস্কার ঠিকই আছে।” কিন্তু আমাদের শিখতে হবে যে, ঈ(্বর পুরাতন জীবনের কিছুই স্বীকার করেন না! বরং আমাদের সংস্কারকে সমর্থন করার পরিবর্তে তিনি আমাদের কাছ থেকে সেগুলি সেচ্ছাকৃতভাবে দূর করছেন। ঈ(্বরের ক(ণায় আমাদের সংস্কারগুলির মৃত্যু হচ্ছে, এ দেখা আমাদের নৈতিক শি(ার একটি অঙ্গ, এবং আমরা ল(করব, তিনি কীভাবে সেগুলির মৃত্যুসাধন করেন। আমরা ঈ(্বরের কাছে যা কিছুই আনি, তিনি সেগুলির আদর করেন না। ঈ(্বর আমাদের কাছ থেকে শুধু একটি বিষয়ই চান, তা হল, আমাদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

আমরা যখন নবজন্ম লাভ করি, পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে তাঁর নবসৃষ্টির কাজ শু(করে দেন, এবং একটা সময় আসবে, যখন পুরাতন জীবনের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আমাদের পুরাতন নিরাশজনক দৃষ্টিভঙ্গি অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং “ এ সবই ঈ(্বরের কীর্তি” (৫ ১৮)। আমরা এমন এক জীবন কীভাবে লাভ করব, যে-জীবনে থাকবে না কোনো লালসা, কোনো স্বার্থ এবং অন্যদের উপহাসও যাকে স্পর্শ করতে পারবে না? আমরা কীভাবে সেই ধরনের ভালোবাসা লাভ করব যা “ধৈর্য হারায় না, অপকারের কথা মনে রাখে না” (১ করিন্থীয় ১৩ ৪-৫)? এর একমাত্র পথ, পুরাতন জীবনের কিছুমাত্র অবশিষ্ট রাখব না, থাকবে শুধু ঈ(্বরের প্রতি সরল, যথার্থ আস্থা—এমন আস্থা, যা আর ঈ(্বরের আশীর্বাদ চায় না, শুধু চায় স্বয়ং ঈ(্বরকে। আমরা কি এমন অবস্থায় পৌঁছেছি, যেখানে ঈ(্বর আমাদের কাছ থেকে তাঁর আশীর্বাদ প্রত্যাহার করলেও তাঁর প্রতি আমাদের আস্থার কোনো রকম হেরফের হবে না? আমরা যখন সত্যিই ঈ(্বরকে সত্রি(য় অবস্থায় দেখি, যা ঘটে, সে-সব নিয়ে আমরা আর কখনই চিন্তা করব না। কারণ আমরা আসলে আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতার উপরেই আস্থা স্থাপন করছি, জগৎ যাঁকে দেখতে পায় না।

২৪ অক্টোবর

যথার্থ দৃষ্টিকোণ

“ধন্য ঈশ্বর, তিনি সর্বদা আমাদের নিয়ে খ্রীস্টে বিজয়-যাত্রা করেন ... (২ করিন্থীয় ২ ১৪)।

ঈশ্বরের একজন সেবকের দৃষ্টিকোণ শুধু তিনি যতদূর উঁচুতে উঠতে পারেন, ততদূর পর্যন্ত হলে চলবে না, তাঁর দৃষ্টিকোণ হবে সর্বোচ্চ উঁচুতে। সতর্ক হোন, আপনি জোরদারভাবে ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ বজায় রাখুন এবং মনে রাখবেন যে, এই কাজ করতে হবে প্রতিদিন, একটু-একটু করে। এক সীমিত স্তরের বিষয়ে চিন্তা করবেন না। কোনো বাইরের শক্তিই যথার্থ দৃষ্টিকোণকে স্পর্শ করতে পারে না।

আমাদের যে-যথার্থ দৃষ্টিকোণ বজায় রাখতে হবে, তা হল, শুধু একটি উদ্দেশ্যের জন্য আমরা এই জগতে আছি — খ্রীস্টের বিজয়-উৎসবের শোভাযাত্রায় বন্দি হবার জন্য। ঈশ্বরের শো-কেসে প্রদর্শিত হবার জন্য নয় — আমরা এখানে শুধু একটি বিষয় প্রদর্শন করার জন্য আছি — “সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া খ্রীস্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি” (২ করিন্থীয় ১০ ৫)। অন্য আর সব দৃস্টিভঙ্গি কত ক্ষুদ্র! উদাহরণস্বরূপ, যে লোক বলে, “আমি একলা দাঁড়িয়ে যীশুর জন্য যুদ্ধ করছি”, বা “যীশুর উদ্দেশ্যকে আমায় বজায় রাখতে হবে, এবং তাঁর জন্য এই দুর্গের পতন আটকাতে হবে।” কিন্তু পৌল বলেন, “আমি এক বিজয়ীর শোভাযাত্রায় শামিল হয়েছি। আমার সামনে যা কিছু বিপদ আছে, সব তুচ্ছ, কারণ আমাকে সর্বদা জয়ের পথে চালিত করা হচ্ছে।” এই চিন্তা কি আমাদের মধ্যে বাস্তবভাবে কাজ করছে? পৌলের গোপন আনন্দ ছিল যে, ঈশ্বর তাঁকে যীশুখ্রীস্টের বিরোধী এক বিদ্রোহী হিসাবে গ্রহণ এবং তাঁকে বন্দি করেছিলেন — এবং সেটাই তাঁর উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছিল। প্রভুর বন্দি হওয়া পৌলের কাছে ছিল আনন্দের বিষয়, এবং স্বর্গ-মর্তে তাঁর আর কোনো স্বার্থ ছিল না। বিজয় লাভ করার কথা বলা একজন খ্রীস্ট-বিশ্বাসীর কাছে লজ্জার বিষয়। আমাদের এত সম্পূর্ণতায় সেই মহান বিজয়ীর সঙ্গে থাকতে হবে যে, তা হবে তাঁর সর্বসময়ের বিজয়, এবং “তাঁরই দ্বারা আমরা...বিজয়ী অপেক্ষা অধিক বিজয়ী হই” (রোমীয় ৮ ৩৭)।

“... আমরা ঈশ্বরের পক্ষে খ্রীস্টের সুগন্ধস্বরূপ” (২ করিন্থীয় ২ ১৫)। আমরা যীশুর মধুর সুগন্ধে পরিবেষ্টিত এবং আমরা যেখানেই যাই, সেখানেই আমরা ঈশ্বরের কাছে এক বিস্ময়কর তেজশক্তি।

২৫ অক্টোবর

ঈ্বরের উদ্দেশ্যর কাছে বশ্যতা স্বীকার

"... কিছু লোক যাতে আমার দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করতে পারে, তার জন্য আমি সকলের কাছে সম্ভাব্য সবরকম উপায়ই গ্রহণ করেছি"(১ করিন্থীয় ৯ ২২)।

ল(ল(হীন, অযোগ্য বিষয়ের মধ্যে একজন খ্রীস্টীয় কর্মীকে কীভাবে মহামূল্যবান ও উৎকৃষ্ট হয়ে উঠতে হয়, তা শিখতে হবে। এ কথা বলে কখনও প্রতিবাদ করবেন না যে, "আমি যদি আর অন্য কোথাও থাকতে পারতাম!" ঈ্বরের সকল আপনজনই সাধারণ মানুষ(ঈ্বরদত্ত উদ্দেশ্যর দ্বারা তারা অ-সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছে। যত(ণ না সঠিক উদ্দেশ্য আমাদের মনে বৌদ্ধিকরূপে এবং অন্তরে প্রেমময় রূপে থাকবে, আমরা অচিরেই ঈ্বরের কাছে আমাদের প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলে পথচ্যুত হব। আমরা আমাদের পছন্দ অনুসারে ঈ্বরের কর্মী হইনি। অনেক মানুষই স্বেচ্ছায় ঈ্বরের কর্মী হওয়াকে বেছে নেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে ঈ্বরের সর্বশক্তি(মান উদ্দেশ্যর কোনো অনুগ্রহ বা তাঁর পরাত্র(ান্ত বাক্য থাকে না। যে-মহান উদ্দেশ্যে প্রভু যীশুর আগমন হয়েছিল, পৌলের সমগ্র মন-প্রাণ-আত্মায় সেই উদ্দেশ্য ছেয়ে ছিল। এবং এ থেকে তাঁর দৃষ্টি কোনো দিনই অপসারিত হয়নি। আমাদের অবিরত এক কেন্দ্রীয় তথ্যের মুখোমুখি হতে হবে — "... কেবল যীশুখ্রীস্ট, ত্রু(শবিদ্ধ খ্রীস্ট .." (১করিন্থীয়২ ২)।

"... আমিই মনোনীত করেছি তোমাদের ..." (যোহন ১৫ ১৬)। এই শব্দগুলিকে আপনার ধর্মভাবনায় এক মধুর স্মরণিকারূপে স্থান দিন। আপনি ঈ্বরকে লাভ করেননি, কিন্তু ঈ্বর পেয়েছেন আপনাকে। ঈ্বর তাঁর পছন্দমতো বাঁকাচ্ছেন, ভাঙছেন, নতুন রূপ দিচ্ছেন। কেন তিনি এ কাজ করছেন? শুধু একটি উদ্দেশ্যে তিনি এ কাজ করছেন — তিনি যেন বলতে পারেন, "এই পু(ষ আমার, এই নারী আমার।" আমাদের নিজেদের ঈ্বরের হাতে তুলে দিতে হবে, যেন তিনি প্রস্তররূপী যীশুখ্রীস্টের উপর অন্যদের স্থাপন করতে পারেন, যেমন তিনি আমাদের স্থাপন করেছেন।

কখনও একজন কর্মী হওয়াকে বেছে নেবেন না, কিন্তু ঈ্বর একবার যখন আপনাকে আহ্বান করেন, আপনি যদি "দ(ণে, কি বামে" ফেরেন (দ্বিতীয় বিবরণ ২৮ ১৪), তবে ধিক্ আপনাকে। আপনার কাছে তাঁর আহ্বান আসার পূর্বে তিনি যা কখনও করেননি, এখন তিনি আপনার সঙ্গে তা-ই করবেন। অন্যদের সঙ্গে তিনি যা করছেন না, আপনার সঙ্গে তা-ই করবেন। তাঁকে তাঁর নিজের পথেই চলতে দিন।

২৬ অক্টোবর

একজন মিশনারি কী?

“যীশু তাঁদের আবার বললেন, ... পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, তেমনই আমিও তোমাদের পাঠাচ্ছি” (যোহন ২০ ২১)।

ঈশ্বর যেমন যীশুকে প্রেরণ করেছিলেন, একজন মিশনারিও তেমনই যীশু কর্তৃক প্রেরিত হন। মানুষের প্রয়োজন মহান নিয়ন্ত্রক উপাদান নয়, কিন্তু যীশুর আজ্ঞা। ঈশ্বরের সেবায় আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস থাকে পিছনে, আমাদের সামনে নয়। অনুপ্রেরণাকে সামনে রাখি এবং আমাদের সাফল্যের সংজ্ঞার্থ অনুসারে একে উপয়োগী করে তুলি। কিন্তু নতুন নিয়মে অনুপ্রেরণাকে আমাদের পশ্চাতে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং সেই প্রেরণা হলেন প্রভু যীশু স্বয়ং। তাঁর আস্থার যোগ্য হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য — তাঁর পরিকল্পনাকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রভু যীশু এবং তাঁর দৃষ্টিকোণের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগকে অবহেলা করলে চলবে না। মিশনারি কাজে সবচেয়ে বড়ো বিপদ হল, ঈশ্বরের আহ্বানের চেয়ে মানুষের প্রয়োজনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া — সেই সমস্ত প্রয়োজনের জন্য মানবিক সহানুভূতি যীশু কর্তৃক প্রেরণের অর্থের চেয়েও বড়ো হয়ে দেখা দেবে। প্রয়োজন এত অসংখ্য এবং পরিস্থিতি এত কঠিন যে, মনের সমস্ত শক্তি হোঁচট খায় এবং ব্যর্থ হয়। আমরা ভুলে যাই যে, সমস্ত মিশনারি কাজের অন্তরালে এক মহান কারণ রয়েছে — প্রাথমিকভাবে মানুষের উন্নতি, তাদের শিক্ষা, বা তাদের প্রয়োজন নয়, তার প্রথম এবং প্রধান কারণ হল, যীশুখ্রীস্টের আজ্ঞা — “ তোমরা গিয়ে সকল জাতিকে শিষ্য কর ...” (মথি ২৮ ১৯)।

ঈশ্বরভক্ত নর-নারীর জীবনের দিকে যখন আমরা ফিরে তাকাই, আমরা বলতে পছন্দ করি, “তাঁদের প্রজ্ঞা কত অদ্ভুত, কত বুদ্ধিদীপ্ত, এবং খ্রীস্টের আকাঙ্ক্ষাকে তাঁরা কত নিখুঁতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।” কিন্তু তাঁদের তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত মনের পশ্চাতে ছিল ঈশ্বরের মনন, আদৌ মানবিক প্রজ্ঞা নয়। আমরা মানবিক প্রজ্ঞাকে বাহবা দিই, অথচ আমাদের বাহবা দেওয়া উচিত ঐশ্বরিক নির্দেশনাকে যা শিশুসুলভ লোকদের মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে, যারা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এবং তাঁর অতিলৌকিক উপাদানের উপর “মূর্খের” মতো আস্থা স্থাপন করেছিলেন।

২৭ অক্টোবর

মিশনের কার্যবিধি

"তোমরা গিয়ে সকল জাতিকে শিষ্য কর ..." (মথি ২৮ ১৯)।

"যাও এবং আত্মার মুক্তি(সাধন কর" — যীশুখ্রীস্ট এ কথা বলেননি (আত্মার মুক্তি(ঈ(্বরের অতিলৌকিক কর্ম), তিনি বলেছিলেন, "তোমরা গিয়ে সকল জাতিকে শিষ্য কর ...।" কিন্তু আপনি নিজে শিষ্য না হলে অন্যদের শিষ্য করতে পারেন না। শিষ্যরা যখন তাঁদের প্রথম অভিযান-শেষে ফিরে এলেন, তাঁদের মন আনন্দে ভরপুর, কারণ অপদেবতারাও তাঁদের বশীভূত হয়েছে। কিন্তু কার্যত, যীশু বললেন, "তোমাদের সাফল্যের জন্য উৎফুল্ল হোয়ো না — আমার সঙ্গে তোমাদের সঠিক সম্পর্কই আনন্দের আসল রহস্য" (লুক ১০ ১৭-২০ দেখুন)। যীশুখ্রীস্টের আহ্বানের প্রতি অটল থাকা এবং যীশুর জন্য নর-নারীকে শিষ্যে পরিণত করাই তাঁর এক এবং একমাত্র ল(্য — এই উপলব্ধি একজন মিশনারির অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য। মনে রাখবেন, আত্মার জন্য এই আকাঙ্(া ঈ(্বরের কাছ থেকে আসে না, আসে মানুষকে পরিবর্তন করার বাসনা থেকে।

লোকদের কাছে পরিত্রাণ নিয়ে আসা কষ্টকর, পথভ্রান্তদের পূর্ব পথে ফিরিয়ে আনা কঠিন বা উদাসীনতার কোনো প্রাচীর — মিশনারির কাছে এগুলি চ্যালেঞ্জ নয়। যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে মিশনারির নিজস্ব ব্যক্তি(গত সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আসে চ্যালেঞ্জ — "... আমি এ কাজ করতে পারি, তা কি তোমরা বি(্বাস কর... ?" (মথি ৯ ২৮)। আমাদের প্রভু দৃঢ়ভাবে আমাদের সেই প্র(্ন করেন, এবং এই প্র(্ন আমাদের প্রত্যেক পরিস্থিতিতে আমাদের চ্যালেঞ্জ জানায়। আমাদের কাছে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ — আমার পুন(ত্থিত প্রভুকে কি আমি জানি ? তাঁর অন্তর্বাসী আত্মার পরাত্র(মকে কি আমি জানি ? ঈ(্বরের দৃষ্টিতে আমি কি যথেষ্ট বুদ্ধিমান, অথবা জগতের বুদ্ধি অনুসারে আমি কি এমনই মূর্খ যে, যীশুর কথা অনুযায়ী আমি তাঁর উপর ভরসা করেছি ? অথবা যীশুতে অনন্ত আস্থার মহান অতিলৌকিক মর্যাদা কি আমি পরিত্যাগ করছি, যা একজন মিশনারির জন্য ঈ(্বরের একমাত্র প্রকৃত আহ্বান ? আমি যদি অন্য কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করি, আমি যীশুর নির্দেশিত পদ্ধতি থেকে দূরে সরে যাই — "... সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তোমরা *যাও* ..." (মথি ২৮ ১৮-১৯)।

২৮ অক্টোবর

বিশ্বাসহেতু ধার্মিকতা

“তাঁর পুত্রের মৃত্যুবরণের ফলশ্রুতিতে আমরা যখন শত্রু হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছি, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা খ্রীস্টের জীবনের দ্বারা আরও কত না সুনিশ্চিতভাবে পরিত্রাণ লাভ করব” (রোমীয় ৫ ১০)।

আমি বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করিনি — বিশ্বাসের দ্বারা আমার এই উপলব্ধি আসে যে, আমি পরিত্রাণ লাভ করেছি। অনুতাপের দ্বারাও আমি পরিত্রাণ লাভ করি না, খ্রীস্ট যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বর আমার মধ্যে কী সাধন করেছেন, অনুতাপ তারই চিহ্ন। কারণের পরিবর্তে পরিণামের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে — বিপদ এখানেই। আমার আজ্ঞানুবর্তিতা, পবিত্রতা এবং আত্মনিবেদনই কি ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সঠিক সম্বন্ধ রচনা করেছে? তা কখনই নয়! ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সঠিক সম্বন্ধ রচিত হওয়ার কারণ, এ সবকিছুর পূর্বে, খ্রীস্ট মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমি যখন ঈশ্বরের দিকে ফিরি এবং ঈশ্বরের প্রকাশিত সত্যকে বিশ্বাসে গ্রহণ করি, খ্রীস্টের ক্রুশের দ্বারা সাধিত অলৌকিক প্রায়শ্চিত্ত তৎক্ষণাৎ আমাকে ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্বন্ধে নিয়ে আসে। এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের অতিলৌকিক অলৌকিকতার কারণে আমি ধার্মিক প্রতিপন্ন হই — আমার পাপ সম্পর্কে দুঃখবোধের কারণে নয়, বা আমি অনুতপ্ত বলে নয়, কিন্তু যীশুর সাধিত কর্মের কারণে। ঈশ্বরের আত্মা উজ্জ্বল আলোর প্রকাশ ঘটিয়ে ধার্মিকতা নিয়ে আসেন, এবং আমি জানি যে, আমি পরিত্রাণ লাভ করেছি, যদিও আমি জানি না, কীভাবে তা সাধিত হয়েছে।

মানবিক যুক্তির উপর নয়, যীশুর আত্মোৎসর্গমূলক মৃত্যুর উপর ভিত্তি করে আসে ঈশ্বরদত্ত পরিত্রাণ। আমাদের প্রভুর প্রায়শ্চিত্তের কারণে আমরা পরিপূর্ণ নবজন্ম লাভ করতে পারি। পাপী মানুষ তাদের অনুতাপ বা বিশ্বাসের কারণে নয়, যীশুখ্রীস্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের অলৌকিক কর্মের দ্বারা নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হতে পারে, যা আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে যায় (২ করিন্থীয় ৫ ১৭-১৯ দেখুন)। স্বয়ং ঈশ্বরেরই ধার্মিকতা এবং পবিত্রতার প্রশ্নাতীত নিরাপত্তা। আমাদের নিজেদের এই সমস্ত বিষয় সাধন করতে হবে না, খ্রীস্টের ক্রুশীয় প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে সেগুলি ইতোপূর্বেই সাধিত হয়েছে। ঈশ্বরের অলৌকিকতার মাধ্যমে অতিলৌকিক আমাদের কাছে উঠেছে লৌকিক। এবং ইতোপূর্বেই যীশুর সাধিত কর্ম সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি আসে — “সমাপ্ত হল!” (যোহন ৯ ৩০)।

২৯ অক্টোবর

পরিবর্ততা

“যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা-স্বরূপ হই” (২ করিন্থীয় ৫ ২১)।

যীশুর মৃত্যু সম্পর্কে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি হল, আমাদের প্রতি সহানুভূতির কারণে তিনি আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কিন্তু নতুন নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গি হল, সহানুভূতির কারণে তিনি আমাদের পাপ নিজের উপর তুলে নেননি, তিনি নিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য। তিনি *পাপস্বরূপ হয়েছিলেন।* যীশুর মৃত্যুতে আমাদের পাপ দূরীভূত হয়েছে এবং তাঁর মৃত্যুর পক্ষে একমাত্র ব্যাখ্যা—আমাদের প্রতি সহানুভূতিতে নয়, তাঁর পিতার প্রতি বাধ্যতার কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমাদের বাধ্যতা, বা কিছু বিষয়কে ত্যাগ করার প্রতিশ্রুতিতে আমরা ঈশ্বরের কাছে মান্যতা পাইনি — খ্রীস্টের মৃত্যুর কারণে, অন্য কোনো কারণে নয়, তিনি আমাদের গ্রহণ করেছেন। আমরা বলে থাকি, ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও তাঁর দয়ার্দ্র করুণাকে প্রকাশ করার জন্য যীশুখ্রীস্ট আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু নতুন নিয়ম বলে, তিনি “জগতের পাপরাশি হরণ” করার জন্য এসেছিলেন (যোহন ১ ২৯)। এবং যারা পরিত্রাতারূপে যীশুর পরিচয় লাভ করেছে, একমাত্র তাদের কাছেই তিনি ঈশ্বরের পিতৃত্বকে প্রকাশ করবেন। জগতে কথা বলার সময়, যীশু কখনই বলেননি যে, তিনি পিতাকে প্রকাশ করেছেন, বরং তিনি নিজেকে একজন বিঘ্নকারী প্রস্তর হিসাবে আখ্যা দিয়েছিলেন (যোহন ১৫ ২২-২৪ দেখুন)। যোহন ১৪ ৯, যেখানে যীশু বলেছেন, “যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেই দেখেছে”, তিনি বলেছিলেন তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশে।

নতুন নিয়মে কখনই শিক্ষা দেওয়া হয়নি যে, খ্রীস্ট আমার জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং সেই কারণে আমি দণ্ড থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়েছি। নতুন নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, “তিনি সকলের জন্য মরিলেন” (২ করিন্থীয় ৫ ১৫) — এমন নয় যে, “তিনি আমার মৃত্যুতে মরলেন” — এবং তাঁর মৃত্যুতে একীভূত হওয়ার কারণে আমি পাপমুক্ত হতে পারি এবং আমার উপহার স্বরূপ তাঁর সেই ধার্মিকতা আমি লাভ করেছি। নতুন নিয়মে যে পরিবর্ততা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা দ্বিমুখী — “যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন *আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা-স্বরূপ হই।*” যতক্ষণ না খ্রীস্টকে আমার *মধ্যে* মূর্ত করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, ততক্ষণ শিক্ষা হল, খ্রীস্ট আমার *জন্য* নন।

৩০ অক্টোবর

বিশ্বাস

"*... বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব ...*" (হিব্রু ১১ ৬)।

বিশ্বাস সাধারণ বুদ্ধির বিপরীত কাজ করে, তাই একে উদ্যম এবং সংকীর্ণমনা বলে মনে করা হয়, এবং সাধারণ বুদ্ধি বিশ্বাসের বিপরীত কাজ করে, তাই মনে করা হয় যে, এ সত্যের ভিত্তি হিসাবে যুক্তির উপর নির্ভর করে, যা ভ্রান্ত। বিশ্বাসের জীবন এই দুটিকে যথার্থ সম্বন্ধে নিয়ে আসে। প্রাকৃতিক জীবন ও আত্মিক জীবন এবং আবেগময়তা ও প্রেরণার মধ্যে যেমন পার্থক্য, সাধারণ বুদ্ধি ও বিশ্বাসের মধ্যে তেমনই পার্থক্য। যীশুখ্রীস্ট যা কিছু বলেছেন, তা সাধারণ বুদ্ধি নয়, কিন্তু তা প্রকাশ বুদ্ধি, এবং তা সম্পূর্ণ, অথচ সাধারণ বুদ্ধি খর্ব হয়ে যায়। কিন্তু আপনার জীবনে বাস্তব হয়ে ওঠার আগে বিশ্বাসকে অবশ্যই পরীক্ষিত হতে হবে। "আমরা জানি, ... সমস্ত পরিস্থিতিতেই ঈশ্বর ... কল্যাণ সাধন করেন" (রোমীয় ৮ ২৮)। তাই যা-ই ঘটুক, ঈশ্বরের দূরদর্শিতার রূপান্তরকারী শক্তি সিদ্ধ বিশ্বাসকে বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে। বিশ্বাস সর্বদা ব্যক্তিগতভাবে কাজ করে, কারণ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল, সিদ্ধ বিশ্বাস যেন তাঁর সন্তানদের মধ্যে বাস্তব হয়ে ওঠে।

জীবনে সাধারণ বুদ্ধির ছোটো ছোটো বিষয়ে, ঈশ্বর এক সত্য প্রকাশ করেছেন যার দ্বারা আমরা আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস প্রমাণ করতে পারি। বিশ্বাস এক প্রবল সক্রিয় নীতি যা সর্বদা যীশুখ্রীস্টকে অগ্রাধিকার দেয়। বিশ্বাসের জীবন বলে, "প্রভু, তুমি আমাকে এ কথা বলেছ। একে বিরক্তিকর মনে হলেও আমি তোমার বাক্যের উপর আস্থা রেখে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাব।" (উদাহরণ স্বরূপ, মথি ৬ ৩৩ দেখুন।) বৌদ্ধিক বিশ্বাসকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করতে হলে, কখনও কখনও নয়, আমাদের *অবিরত* যুদ্ধ করতে হয়। ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাস শেখানোর জন্য আমাদের বিশেষ পরিস্থিতিতে নিয়ে আসেন, কারণ বিশ্বাসের প্রকৃতি হল, আমাদের বিশ্বাসের পাত্রকে আমাদের কাছে বাস্তব করে তোলে। আমরা যতক্ষণ না যীশুকে জানছি, ঈশ্বর তখন শুধু একটি ধারণা, এবং আমরা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখতে পারি না। কিন্তু একবার যখন আমরা যীশুকে বলতে শুনি, "যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকে দেখেছে" (যোহন ১৪ ৯), সঙ্গে - সঙ্গে আমরা এমন কিছু পাই, যা বাস্তব, এবং আমাদের বিশ্বাস অতলান্ত হয়ে যায়। যীশুখ্রীস্টের আত্মার শক্তিতে ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্বন্ধ রক্ষাকারী সমগ্র সত্তাই হল বিশ্বাস।

৩১ অক্টোবর

বিশ্বাসের পরীক্ষা

"... তোমাদের যদি এক সরষে-পরিমাণ বিশ্বাস থাকে, ... তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকবে না" (মথি ১৭ ২০)।

আমাদের ধারণা আছে যে, আমাদের বিশ্বাসের জন্য ঈশ্বর আমাদের পুরস্কার দেন, এবং প্রাথমিক স্তরে এ রকম হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাসের দ্বারা আমরা কিছুই অর্জন করি না — বিশ্বাস ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সঠিক সম্বন্ধ রচনা করে এবং ঈশ্বরকে কাজ করার সুযোগ দেয়। তবু, আপনাকে তাঁর পবিত্রজন হিসাবে সরাসরি তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ঈশ্বরকে বার বার আপনার অভিজ্ঞতার উপর আঘাত করতে হয়। ঈশ্বর চান, আপনি যেন বুঝতে পারেন যে, এ এক *বিশ্বাসের* জীবন, তাঁর আশীর্বাদের আবেগময় উপভোগের জীবন নয়। আপনার প্রারম্ভিক বিশ্বাসের জীবন ছিল সংকীর্ণ এবং প্রবল, স্বল্প পরিমাণ অভিজ্ঞতায় পরিবেষ্টিত, যার মধ্যে যেমন আবেগ ছিল, তেমনই ছিল বিশ্বাস এবং এ ছিল আলোকময় ও মধুরতায় পূর্ণ। এর পর ঈশ্বর আপনার "বিশ্বাস দ্বারা চলতে" (২ করিন্থীয় ৫ ৭) শেখাবার জন্য তাঁর সচেতন আশীর্বাদকে প্রত্যাহার করলেন। আপনার রোমাঞ্চকর সাক্ষ্যের আনন্দময় দিনগুলির চেয়ে এখন আপনি তাঁর কাছে আরও অনেক বেশি মূল্যবান।

বিশ্বাসের প্রকৃতি এমনই যে, তাকে পরীক্ষা এবং যাচাইয়ের মধ্য দিতে যেতে হবে। বিশ্বাসের আসল পরীক্ষা এমন নয় যে, ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখা আমাদের কাছে কঠিন হয়ে পড়ছে, কিন্তু আসল পরীক্ষা হল, আমাদের নিজেদের মনে বিশ্বাসযোগ্য-রূপে ঈশ্বরের চরিত্রকে প্রমাণিত হতে হবে। যখন বিশ্বাসকে বাস্তব করে তোলার কাজ চলছে, তাকে নিরবচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। বিশ্বাসের পরীক্ষার সঙ্গে জীবনের সাধারণ অনুশাসনকে গুলিয়ে ফেলবেন না, কারণ যাকে আমরা বিশ্বাসের পরীক্ষা বলি, তা জীবিত থাকার অপরিহার্য পরিণাম। বিশ্বাস, বাইবেল যেমন আমাদের শিক্ষা দেয়, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, যা ঈশ্বরবিরুদ্ধ, সেই রকম সবকিছুর বিরুদ্ধতা করে — যে-বিশ্বাস বলে, "ঈশ্বর যা-ই করুন, তাঁর চরিত্রের প্রতি আমি বিশ্বস্ত থাকব।" সমগ্র বাইবেলের মধ্যে বিশ্বাসের উচ্চতম ও মহত্তম অভিব্যক্তি ঘটেছে এই বাক্যটিতে — "যদিও তিনি আমাকে বধ করেন, তথাপি আমি তাঁহার অপেক্ষা করিব" (ইয়োব ১৩ ১৫)।

১ নভেম্বর

তোমরা আর নিজের নও

"...তোমরা কি জান যে...তোমরা আর নিজের নও ?" (১ করিন্থীয় ৬ ১৯)।

যে-মানুষ যীশুখ্রীস্টের দুঃখভোগ সম্পর্কে সচেতন বা তার শরিক, তার কাছে ব্যক্তিগত জীবনের মতো কোনো বিষয় বা এ জগতে লুকোবার মতো কোন স্থান নেই। ঈশ্বর তাঁর পবিত্রজনের জীবনকে বিভক্ত করেন, এবং এক ভাগকে তিনি জগতের জন্য রাজপথে পরিণত করেন এবং অন্য ভাগকে রাখেন নিজের জন্য। যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে একাত্ম না-হলে কোনো মানুষ তা সহ্য করতে পারে না। আমরা নিজেদের জন্য পবিত্রীকৃত হইনি। সুসমাচারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য আমরা আহূত হয়েছি, এবং এমন সব বিষয় ঘটে, মনে হয়, যাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতায় এনেছেন। তাঁকে তাঁর নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে দিন। আপনি যদি প্রত্যাখ্যান করেন, জগতে ঈশ্বরের উদ্ধারণ কাজে তাঁর কাছে আপনার কোনো মূল্য থাকবে না। কিন্তু তা বাধা বা বিঘ্নের কারণ হয়ে উঠবে।

ঈশ্বর প্রথম যে কাজটি করেন, তিনি আমাদের কঠিন বাস্তব এবং সত্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। ঈশ্বর মুক্তির উদ্দেশ্যে যে-পন্থা অবলম্বন করেছেন, আমাদের নিজেদের জন্য আমাদের সমস্ত চিন্তাভাবনাকে সেখানে যতক্ষণ না সমর্পণ করছি, ঈশ্বর ততক্ষণ এই কাজ করে যাবেন। আমরা মর্ম-যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা কেন লাভ করব না ? সেই সমস্ত দ্বারের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর পুত্রের সঙ্গে সহভাগিতার পথ উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন। আমাদের অধিকাংশ যন্ত্রণার প্রথম পর্যায়েই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের দ্বারপ্রান্তে বসে থাকি এবং আত্মাদরের মাধ্যমে এক শ্লথগতি মৃত্যুতে প্রবেশ করি। এবং অন্যদের তথাকথিত খ্রীস্টীয় সহানুভূতি আমাদের মৃত্যুশয্যায় সাহায্য করে। কিন্তু ঈশ্বর এ রকম করেন না। তিনি তাঁর পুত্রের শলাকাবিদ্ধ হাত-সহ এগিয়ে আসেন, যেন বলতে চান, "আমার সঙ্গে সহভাগিতায় প্রবেশ কর, ওঠ, বিকশিত হও।" ঈশ্বর যদি এক ভগ্নচিত্ত হৃদয়ের দ্বারা এই জগতে তাঁর উদ্দেশ্যকে সম্পন্ন করতে পারেন, তা হলে আপনার হৃদয়কে ভগ্ন করার জন্য কেন তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবেন না ?

২ নভেম্বর

আনুগত্য, না স্বাধীনতা

‘‘... তোমরা যদি আমাকে ভালোবেসে থাক, তা হলে আমার সমস্ত আদেশ তোমরা পালন করবে’’ (যোহন ১৪ ৫)।

আমাদের প্রভু কখনও জোর করে আমাদের আনুগত্য পেতে চান না। আমাদের যা করা উচিত, তিনি নিশ্চিতভাবে তারই উপর জোর দেন, কিন্তু তিনি কখনও আমাদের সে-কাজ করতে বাধ্য করেন না। তাঁর সঙ্গে একাত্মতায় আমাদের তাঁর আজ্ঞা পালন করতে হবে। সেই কারণেই, আমাদের প্রভু যখনই শিষ্যত্ব সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন, তিনি তার আগে একটি ‘‘যদি’’ শব্দ জুড়ে দিয়েছেন। এর অর্থ, ‘‘তোমাদের করতে ইচ্ছে না-হলে, এ কাজ করার প্রয়োজন নেই।’’ ‘‘কেউ যদি আমার অনুসরণ করতে চায়, তবে সে নিজেকে অস্বীকার ক(ক’’ (লুক ৯ ২৩)। অন্যভাবে বলা যেতে পারে ‘‘আমার শিষ্য হতে চাইলে তার নিজের প্রতি অধিকারকে আমার কাছে বিলিয়ে দিক।’’ আমাদের প্রভু অনন্তকালীন মর্যাদার কথা বলছেন না, কিন্তু এই জীবনে এখানে এবং এখনই তাঁর কাছে আমাদের মূল্য সম্পর্কে বলছেন। সেই জন্যই তিনি এত কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন (লুক ১৪ ২৬ দেখুন)। বত্ত(ার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এদের অর্থ বোঝাবার চেষ্টা করেন না।

ঈ(্বর আমাকে নিয়ম-বিধি দেন না, কিন্তু তাঁর মানদণ্ডকে তিনি স্পষ্ট করে দেন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যদি ভালোবাসার হয়, আমি নির্দ্বিধায় তাঁর কথা অনুসারে চলব। যদি আমি দ্বিধা করি, এর অর্থ, আমি আর একজনকে ভালোবাসি এবং সে যীশুর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে, যেমন আমি নিজে। যীশু আমাকে তাঁর অনুগত হতে বাধ্য করবেন না, কিন্তু আমি অবশ্যই তাঁর অনুগত হব, এবং আমি যখনই তাঁর অনুগত হব, আমি আমার আত্মিক পূর্বনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূর্ণ করব। আমার ব্যত্তি(গত জীবন প্রায় তাৎপর্যহীন ছোটো-ছোটো ঘটনায় ছেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু যদি আমি জীবনের সাধারণ পরিস্থিতিতে যীশুর আজ্ঞা পালন করি, সেগুলির মধ্য দিয়ে আমি ঈ(্বরের শ্রীমুখ দর্শন করি। তার পর, যখন আমি ঈ(্বরের মুখোমুখি দাঁড়াই, আমি আবিষ্কার করব যে, আমার আনুগত্যের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছে। ঈ(্বরের মুত্তি(যখন এক মানবাত্মাকে আনুগত্যে নিয়ে আসে, তা সর্বদা ফল উৎপন্ন করে। আমি যদি যীশুখ্রীস্টের আজ্ঞাবহ হই, আমার মাধ্যমে অন্যদের জীবনে ঈ(্বরের মুত্তি(বাহিত হবে। কারণ আনুগত্য-কর্মের পশ্চাতে থাকে সর্বশত্তি(মান ঈ(্বরের বাস্তবতা।

৩ নভেম্বর

যীশুর বন্দি দাস

“খ্রীস্টের সহিত আমি ত্রু(শারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীস্টই আমাতে জীবিত আছেন...” (গালাতীয় ২ ২০)।

এ কথার অর্থ, আমার নিজের হাতে আমার স্বাধীনতাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং প্রভু যীশুর সার্বভৌমত্বের কাছে আমার জীবনকে বিলিয়ে দেওয়া। আমার জন্য আর কেউ এ কাজ করতে পারেন না, আমাকে নিজেকেই সে-কাজ করতে হবে। ঈ(্বর আমাকে বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি বার এই স্তরে নিয়ে আসতে পারেন, কিন্তু এর মধ্যে তিনি আমাকে জোর করে প্রবেশ করাতে পারেন না। এর অর্থ, ঈ(্বরের কাছ থেকে পাওয়া আমার ব্যক্তি(গত স্বাধীনতার বাইরের কঠিন স্তরকে ভেঙে ফেলতে হবে এবং তাঁর সঙ্গে একাত্মতায় আমার নিজেকে এবং আমার প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র করতে হবে। আমার নিজস্ব ধারণাকে আমি অনুসরণ করব না, বরং যীশুর প্রতি চরম আনুগত্যকে আমি স্বীকার করে নেব। আমি যখন একবার এই স্তরে পৌঁছাই, তখন আর ভুল বোঝাবুঝির কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই জানি, যীশুর প্রতি আনুগত্যের অর্থ কী, বা তিনি যখন বলেছিলেন, “...আমার জন্য” (মথি ৫ ১১)— তার অর্থ উপলব্ধি করি। এই উপলব্ধিই একজন পবিত্রজনকে সুদৃঢ় করে তোলে।

আমার স্বাধীনতার ভগ্নতা কি এসেছে? আর সবকিছুই ধর্মীয় ভণ্ডামি। একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—আমি কি হার মেনে নেব? কীভাবে ভগ্নতা আসবে, সে-বিষয়ে কোনো রকম শর্ত আরোপ না-করেই আমি কি যীশুর কাছে আত্মসমর্পণ করব? আমার নিজের সম্পর্কিত ধারণাকে আমাকে অবশ্যই ভেঙে ফেলতে হবে। আমি যখন সেই স্তরে পৌঁছাই, সঙ্গে-সঙ্গে যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে অলৌকিক একতার বাস্তবতায় পৌঁছে যাই। এবং ঈ(্বরের আত্মার সা(্য বুঝতে ভুল হয় না—“খ্রীস্টের সহিত আমি ত্রু(শারোপিত হইয়াছি...।”

স্বেচ্ছায় আমার নিজস্ব অধিকার ত্যাগ এবং যীশুখ্রীস্টের বন্দি দাসে পরিণত হওয়ার মধ্যে দিয়ে আসে খ্রীস্টধর্মের আবেগ। যত(ণ আমি তা না করি, তত(ণ আমি পবিত্রজন হতে শু(করব না।

একজন শি(ার্থী যদি ঈ(্বরের আহ্বান শোনে এবং তাকে বাইবেল প্রশি(ণ কলেজে নিয়ে আসাই ঈ(্বরের প(ে যথেষ্ট হবে। একটা সংস্থা ও শি(াকেন্দ্র হিসাবে এই কলেজের কোনো মূল্য নেই। এর অস্তিত্বের একমাত্র মহত্ত্ব হল, ঈ(্বর নিজের জন্য জীবনকে সাহায্য করতে পারেন। তিনি যেন আমাদের সাহায্য করতে পারেন, এ জন্য কি তাঁকে অনুমতি দেব, বা আমরা ভবিষ্যতে কী হতে চলেছি, এই নিজস্ব চিন্তাতেই আরও বেশি মশগুল থাকব?

৪ নভেম্বর

সত্যের কর্তৃত্ব

“ঈ(রের সান্নিধ্যে এস। তা হলে তিনিও তোমাদের সান্নিধ্যে আসবেন।...” (যাকোব ৪ ৮)।

ঐ(রিক সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আপনি লোকদের কাজ করার সুযোগ দেবেন—এটাই অবশ্যপ্রয়োজনীয় কাজ। এর দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে প্রত্যেক ব্যক্তি(র উপর—তার পরিবর্তে আপনি কাজ করতে পারেন না। এ কাজ হবে তার স্বেচ্ছাকৃত, কিন্তু সুসমাচারের বার্তা সর্বদা তাকে সত্রি(য়তার পথে চালিত করবে। কাজ করতে অস্বীকার করলে একজন ব্যক্তি(কে পঙ্গু করে দেয়, সে যেখানে ছিল, সেখানেই অবস্থান করবে। কিন্তু যখন সে একবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সে আর কখনই একই রকমের থাকবে না। যে-সত্যকে আপাতভাবে মূর্খতা বলে মনে হচ্ছে, ঈ(রের আত্মার দ্বারা দোষীকৃত শত শত মানুষের পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমি নিজে যখন একবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি, আমি তখনই প্রাণধারণ করতে শু(করি। যা কিছু এর চেয়ে কম, তা অস্তিত্বমাত্র। যে-মুহূর্তে আমি আমার সমগ্র ইচ্ছা দিয়ে কাজ করছি, বলা যায়, আমি সত্যিসত্যিই সেই মুহূর্তে বেঁচে আছি।

আপনার প্রাণে যখন কোনো ঐ(রিক সত্যের উন্মেষ ঘটে, আপনার ইচ্ছায় অভ্যন্তরীণভাবে কাজ করতে না-দিয়ে চলে যেতে দেবেন না, আপনার শারীরিক জীবনে বাহ্যিকভাবে কাজ নাও করতে দিতে পারেন। স্থায়ীভাবে কালি ও রক্তে(র অ(রে তা লিখে নিন—আপনার জীবনে একে সত্রি(য় করে তুলুন। দুর্বলতম পবিত্রজনও যিনি যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে লেনদেন করেন, তিনি কাজ করার সময় মুক্ত(হয়ে যান এবং ঈ(রের অমিত শক্তি(লাভ করেন। আমরা ঈ(রের সত্য পর্যন্ত আসি, আমাদের ভুল স্বীকার করি, কিন্তু আবার আমরা পূর্বস্থানে ফিরে যাই। তার পর আবার আমরা এগিয়ে আসি এবং পিছু হটে যাই। এই রকম চলতেই থাকে, যত(ণ না আমরা শিখছি যে, পশ্চাদপসরণ করার কোনো অধিকারই নেই আমাদের। আমরা যখন আমাদের মুক্তি(দাতা প্রভুর এই রকম কোনো সত্যময় বাক্যের মুখোমুখি হই, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রচনার জন্য আমাদের সরাসরি তাঁর কাছে এগিয়ে যেতে হবে। “আমার কাছে এস...” (মথি ১১ ২৮)। তাঁর ‘এস’ শব্দের অর্থ, “কাজ কর”। তবু আমরা তাঁর কাছে পারতপ(আসতে চাই না। কিন্তু যারা তাঁর কাছে আসে, তারা জানে যে, সেই মুহূর্তে ঐ(রিক জীবনের অতিলৌকিক শক্তি(তাকে অধিকার করে। জগতের দমনকারী শক্তি(, জৈব প্রকৃতি এবং শয়তান এখন পঙ্গু হয়ে গেছে(আপনার কাজের দ্বারা নয়, কিন্তু এর কারণ, আপনার কাজ ঈ(রের এবং তাঁর মুক্তি(দায়ী (মতার সঙ্গে আপনাকে সংযুক্ত(করেছে।

৫ নভেম্বর

তাঁর দুঃখভোগের শরিক

"...যে পরিমাণে তোমরা খ্রীস্টের দুঃখ-ক্লেশের শরিক হচ্ছ, সেই পরিমাণে আনন্দ কর..." (১ পিতর ৪ ১৩)।

আপনি যদি ঈ(্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হতে চলেছেন, তিনি আপনাকে এমন সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবেন, যা ব্যক্তি(গতভাবে আদৌ আপনার জন্য নয়। ঈ(্বরের হাতে আপনাকে উপযোগী করার জন্য এবং অন্যদের জীবনে কী ঘটছে, তা উপলব্ধি করার যোগ্য করে তোলার জন্য সেগুলি পরিকল্পিত । এই প্রণালীর কারণে আপনার চলার পথে যা কিছুই আসুক, আপনি কখনও বিস্মিত হবেন না। আপনি বলেন, "ওই লোকটির সঙ্গে আমি ঠিকমতো আচরণ করতে পারছি না।" কেন পারছেন না? তার কাছ থেকে সেই সমস্যা সম্পর্কে শোনার জন্য ঈ(্বর আপনাকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন(কিন্তু আপনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, আপনি শিখতে চাননি, কারণ সেইভাবে সময় অতিবাহিত করাকে আপনি মূর্খতা বলে মনে করেছেন।

খ্রীস্টের দুঃখ-ক্লেশ সাধারণ মানুষের দুঃখ-ক্লেশ ছিল না। তিনি "ঈ(্বরের সংকল্প অনুযায়ী নির্যাতন ভোগ করেছিলেন (১ পিতর ৪ ১৯)। দুঃখ-ভোগ সম্পর্কিত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। শুধু যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের সঙ্গে তাঁর আচরণে ঈ(্বর কী হাসিল করতে চাইছেন। যখন দুঃখবরণের কথা আসে, আমাদের খ্রীস্টীয় সংস্কৃতির এটাই অঙ্গ যে, আমরা প্রথমেই ঈ(্বরের উদ্দেশ্য জানতে চাই। খ্রীস্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাসে, যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে দুঃখভোগ করাকে এড়িয়ে যাবার প্রবণতা দেখা গেছে। লোকেরা তাদের পছন্দ মতো সং(প্ত রাস্তায় ঈ(্বরের আদেশ পালন করতে চেয়েছে। ঈ(্বরের পথ সর্বদা দুঃখভোগের পথ—ঘরে পৌঁছবার দীর্ঘ পথ।

আমরা কি খ্রীস্টের দুঃখভোগের সহভাগী? আমরা কি ঈ(্বরের জন্য আমাদের ব্যক্তি(গত উচ্চাশাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত? আমাদের ব্যক্তি(গত সিদ্ধান্তকে অতিলৌকিকভাবে রূপান্তরিত করে আমরা কি ঈ(্বরের জন্য সেগুলি ধ্বংস করতে প্রস্তুত? এর অর্থ, ঈ(্বর কেন আমাদের এই পথে নিয়ে চলেছেন, তার কারণ জানলে, আমরা আত্মিকভাবে গর্ববোধ করব। সেই সময়ে আমরা কখনই উপলব্ধি করি না যে, ঈ(্বর আমাদের কোন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—আমরা অল্পবিস্তর না-বুঝেই এর মধ্য দিয়ে যাই। তার পর হঠাৎ আমরা এক আলোকোজ্জ্বল স্থানে পৌঁছে যাই, এবং আমরা উপলব্ধি করি—"ঈ(্বর আমাকে শক্তি(যুক্ত(করেছেন, কিন্তু আমি তা জানতেও পারিনি।"

৬ নভেম্বর

অন্তরঙ্গ ঈশতত্ত্ব

"...এ কথা কি তুমি বিশ্বাস কর?" (যোহন ১১ ২৬)।

যীশুলব্ধ শক্তির উপর মার্থার বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাস করত যে, যীশু যদি সেখানে উপস্থিত থাকতেন, তিনি তার ভাইকে সুস্থ করতে পারতেন। সে আরও বিশ্বাস করত যে, ঈশ্বরের সঙ্গে যীশুর এক বিশেষ অন্তরঙ্গতা আছে এবং তিনি ঈশ্বরের কাছে যা কিছু চাইবেন, ঈশ্বর তাঁকে তা-ই দেবেন। কিন্তু যীশুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতর এক বিশেষ অন্তরঙ্গ তার প্রয়োজন ছিল। মার্থার ঈশতত্ত্বের পূর্ণতা হবে ভবিষ্যতে, কিন্তু তার বিশ্বাস এক ঘনিষ্ঠ সম্পদে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত যীশু তাকে অবিরত আকর্ষণ করতে থাকলেন। এ তখন ধীরে-ধীরে ব্যক্তিগত উত্তরাধিকারে নিমজ্জিত হয়—"হ্যাঁ প্রভু। ...আমি বিশ্বাস করি, আপনিই সেই মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র" (১১ ২৭)।

প্রভু কি আপনার সঙ্গে একইভাবে আচরণ করছেন? যীশু কি তাঁর সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ রচনা করার জন্য শিক্ষা দিচ্ছেন? তাঁকে আপনাকে প্রশ্ন করতে দিন—"*এ কথা কি তুমি বিশ্বাস কর?*" আপনার জীবনের কোনো ক্ষেত্রে কি সন্দেহ বাসা বেঁধেছে? আপনি কি মার্থার মতোই এমন এক পরিস্থিতির সন্ধিস্থলে উপস্থিত হয়েছেন, যেখানে আপনার ঈশতত্ত্ব ব্যক্তিগত বিশ্বাসে পরিণত হতে চলেছে? যখন কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, কেবল তখনই এমন ঘটে।

বিশ্বাস করার অর্থ, দায়িত্ব স্বীকার করা। বৌদ্ধিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি নিজেকে মানসিকভাবে অর্পণ করি, এবং সেই বিশ্বাসের সঙ্গে যা সম্পর্কিত নয়, তার সবকিছু আমি প্রত্যাখ্যান করি। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমি নৈতিকভাবে আমার প্রত্যয়ের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করি এবং আপস করতে অস্বীকার করি। কিন্তু অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত বিশ্বাসে আমি নিজেকে আত্মিকভাবে যীশুর কাছে সমর্পণ করি এবং একমাত্র তাঁরই অধীনতা স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিই।

এর পর, আমি যখন যীশু খ্রীস্টের মুখোমুখি দাঁড়াই, তিনি আমাকে বলেন, "...এ কথা কি তুমি বিশ্বাস কর?" সেই বিশ্বাসকে আমার তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক মনে হয়। এর আগে তাঁকে বিশ্বাস না-করে আমি কত নিবুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছি, ভেবে আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাই।

৭ নভেম্বর

পরিস্থিতির অজানা ধার্মিকতা

‘‘*আমরা জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে...সমস্ত পরিস্থিতিতেই ঈশ্বর তাদের কল্যাণ সাধন করেন*’’ (রোমীয় ৮ ২৮)।

এক পবিত্রজনের জীবনের পরিস্থিতি ঈশ্বর কর্তৃক অভিষিক্ত। পবিত্রজনের জীবনে আকস্মিকতা বলে কিছু নেই। ঈশ্বর তাঁর সদা তত্ত্বাবধান অনুসারে আপনাকে এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে আসেন, যা আপনি আদৌ বুঝতে পারেন না, কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা তা বোঝেন। আপনার অন্তর্বাসী পবিত্র আত্মার বিনতির মাধ্যমে এক সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর আপনাকে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে নিয়ে আসেন। আপনি নিজেকে কখনও পরিস্থিতির আগে রাখবেন না, এবং বলবেন না, ‘‘এখানে আমিই আমার প্রভু হতে চলেছি, আমি এর উপর সতর্কদৃষ্টি রাখব, অথবা তা থেকে নিজেকে রক্ষা করব।’’ আপনার সমস্ত পরিস্থিতি ঈশ্বরের হাতে, তাই কখনও ভাববেন না, সেগুলি অস্বাভাবিক বা অনন্য। বিনতি প্রার্থনায় আপনার কাজ হল, কীভাবে বিনতি করতে হয় ভেবে যন্ত্রণাভোগ না-করা, কিন্তু প্রত্যেক পরিস্থিতিকে এবং ঈশ্বর তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানে তাঁর সিংহাসনের সামনে নিয়ে আসার জন্য যে-সমস্ত মানুষকে আপনার চারপাশে জড়ো করেছেন, তাদের কাজে লাগান এবং তাদের নিমিত্ত বিনতি করার জন্য আপনার অন্তর্বাসী পবিত্র আত্মাকে সুযোগ দিন। এইভাবে, ঈশ্বর তাঁর পবিত্রজনদের দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্পর্শ করতে চলেছেন।

আমি কি অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত হওয়ার দ্বারা, বা তাঁর পক্ষে তাঁর কাজ করার প্রচেষ্টায় পবিত্র আত্মার কাজকে কঠিন করে তুলছি? আমাকে বিনতির মানবিক দিকটিতে কাজ করতে হবে— যে-পরিস্থিতির মধ্যে আমি নিজেকে খুঁজে পাই এবং আমার চারপাশের লোকদের আমাকে কাজে লাগাতে হবে। আমার চেতন জীবনকে পবিত্র আত্মার পবিত্র স্থান হিসাবে রক্ষা করতে হবে। এর পর, প্রার্থনার দ্বারা আমি যখন বিভিন্ন লোককে ঈশ্বরের সামনে নিয়ে আসি,পবিত্র আত্মা তখন তাদের জন্য বিনতি করেন।

আপনার বিনতি কখনও আমার হতে পারে না, এবং আমার বিনতি কখনও আপনার হতে পারে না। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ‘‘...আত্মা স্বয়ং আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন’’ (রোমীয় ৮ ২৬)। এবং সেই বিনতি ছাড়া অন্যদের জীবন দারিদ্রময় এবং ধ্বংস হয়ে যাবে।

৮ নভেম্বর

প্রার্থনার অতুলনীয় শত্তি(

“...যথাযথরূপে প্রার্থনা করতে আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের অব্যত্ত(আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আত্মা স্বয়ং আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন” (রোমীয় ৮ ২৬)।

আমরা উপলব্ধি করি যে, প্রার্থনার জন্য পবিত্র আত্মা আমাদের শত্তি(দান করেন(এবং পবিত্র আত্মার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রার্থনা করার অর্থ কী, আমরা জানি(কিন্তু আমরা প্রায়ই উপলব্ধি করি না যে, আমরা নিজেরা যা ব্যত্ত(করতে পারি না, পবিত্র আত্মা প্রার্থনায় সেই প্রার্থনাই করেন। আমরা যখন ঈ(্বর কর্তৃক নবজন্ম লাভ করি, এবং ঈ(্বরের আত্মার দ্বারা বসতি করি, আমাদের অব্যত্ত(প্রার্থনাকে তিনি ব্যত্ত(করেন।

“তিনি”, আপনার মধ্যস্থিত পবিত্র আত্মা, “ঈ(্বরের ইচ্ছানুযায়ী ঈ(্বরের প্রজাবৃন্দের প(ে আবেদন করেন” (৮ ২৭)। আপনার সচেতন প্রার্থনাগুলি কী, তা জানার জন্য নয়, পবিত্র আত্মার প্রার্থনাটি কী, তার সন্ধান করার জন্য ঈ(্বর আপনার অন্তর অনুসন্ধান করেন।

ঈ(্বরের আত্মা বি(্বাসীর স্বভাবকে মন্দিররূপে ব্যবহার করেন, যার মধ্যে তাঁর বিনতি প্রার্থনাকে উৎসর্গ করতে হবে। “...তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির...” (১ করিন্থীয় ৬ ১৯)। যীশুখ্রীস্ট যখন মন্দির শুদ্ধ করেছিলেন, তিনি “মন্দিরের ভিতর দিয়ে বিত্রি(র কোনো জিনিস কাউকে নিয়ে যেতে দিলেন না” (মার্ক ১১ ১৬)। আপনার নিজের সুবিধার জন্য পবিত্র আত্মা আপনার দেহকে ব্যবহার করতে দেবেন না। ত্রে(তা-বিত্রে(তা সকলকেই যীশু সেখান থেকে রূঢ়ভাবে বিতাড়িত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমার গৃহ সমস্ত জাতির প্রার্থনা ভবন বলে অভিহিত হবে,’ কিন্তু তোমরা একে করে তুলেছ ‘দস্যুর আস্তানা’ (মার্ক ১১ ১৭)।

আমরা কি উপলব্ধি করেছি যে, আমাদের “দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির?” যদি তা-ই হয়, তাঁর জন্য আমাদের এই দেহকে সযত্নে অকলঙ্কিত অবস্থায় রাখব। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সচেতন জীবন আমাদের সমগ্র সত্তার একটি (ুদ্র অংশ হলেও আমাদের তাকে “পবিত্র আত্মার মন্দির” বলে মনে করতে হবে। যে-অচেতন অঙ্গ সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ, তার জন্য তাঁকে দায়ী হতে হবে, কিন্তু যে-চেতন অঙ্গের জন্য আমরা দায়ী, তার দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে ও তাকে র(া করতে হবে।

৯ নভেম্বর

পবিত্র সেবা

“তোমাদের জন্য আমাকে যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, তাতে আমি আনন্দিত। ...খ্রীস্টের ক্লেশ বরণের পরও যা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, নিজের দেহপাত করে আমি তা-ই পূর্ণ করেছি” (কলসীয় ১ ২৪)।

খ্রীস্টীয় কর্মীকে এক পবিত্র ‘মধ্যস্থ’ হতে হবে। তাঁর প্রভুর সঙ্গে এবং প্রভুর মুত্তি(র বাস্তবতার সঙ্গে তাঁকে এত নিবিড়ভাবে একাত্ম হতে হবে যে, খ্রীস্ট যেন তাঁর মধ্যে থেকে অবিরত তাঁর সৃজনশীল জীবনের প্রকাশ ঘটাতে পারেন। আমি বলছি না যে, এক ব্যত্তি(-বিশেষের ব্যত্তি(ত্বের শত্তি(অন্যজনের উপর আরোপিত হচ্ছে, কিন্তু কর্মীর জীবনের প্রত্যেক (ে ত্রের মাধ্যমে খ্রীস্টের বাস্তব উপস্থিতি প্রকট হচ্ছে। নতুন নিয়মে বর্ণিত আমাদের প্রভুর জীবন ও মৃত্যুর ঐতিহাসিক তথ্যগুলি যখন আমরা প্রচার করি, আমাদের বলা কথাগুলি পবিত্র হয়ে ওঠে। শ্রোতাদের মনে কিছু একটা সৃষ্টি করার জন্য ঈ(্বর তাঁর মুত্তি(র ভিত্তিতে এই শব্দগুলি ব্যবহার করেন, না হলে কখনই তা সৃষ্টি হত না। স্বয়ং যীশু সম্পর্কিত প্রকাশিত, ঐ(্বরিক সত্যকে প্রচার করার পরিবর্তে আমরা যদি শুধুই মানবজীবনে মুত্তি(র প্রতিত্রি(য়া সম্পর্কে প্রচার করি, শ্রোতাদের মনে তা নতুন জন্মের উন্মেষ ঘটাতে পারে না। এর পরিণাম হয় এক পরিশীলিত ধার্মিক জীবনশৈলী এবং ঈ(্বরের আত্মা এর প(ে সা(্য দিতে পারেন না, কারণ এই ধরনের প্রচার তাঁর (ে ত্র বাদ দিয়ে অন্য (ে ত্রে হয়। আমাদের সুনিশ্চিত হতে হবে যে, ঈ(্বরের সঙ্গে এমন একাত্মতায় আমরা জীবনযাপন করছি যে, তাঁর সত্যকে আমরা যখন প্রচার করি, অন্যদের মধ্যে তিনি এমন সব বিষয়ের সৃষ্টি করতে পারেন, যা একমাত্র তাঁরই দ্বারা সম্ভব।

আমরা যখন বলি, “কী অপূর্ব ব্যত্তি(ত্ব, কী মনোরম ব্যত্তি(এবং কী অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি!”, তখন এই সব বাক্যের মধ্য দিয়ে ঈ(্বরের সুসমাচারের কোন সুযোগ মেলে? এর কোনো উদ্দেশ্য সফল হয় না, কারণ আকর্ষণ থাকে বার্তাবহর প্রতি, বার্তার প্রতি নয়। কোনো ব্যত্তি(যদি তাঁর ব্যত্তি(ত্বের মাধ্যমে আকর্ষণ করেন, সেটা হয়ে ওঠে তাঁর আবেদন। কিন্তু তিনি যদি স্বয়ং প্রভুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকেন, তখন যীশুখ্রীস্ট যা করতে পারেন, আবেদন তা-ই হয়ে ওঠে। মানুষকে মহিমা দেওয়া বিপজ্জনক, তবু যীশু বলেন, একমাত্র তাঁকেই উন্নীত করতে হবে (যোহন ১২ ৩২ দেখুন)।

১০ নভেম্বর

সুসমাচারের সহভাগিতা

"*...আমাদের ভ্রাতা এবং খ্রীস্টের সুসমাচারে ঈশ্বরের পরিচারক...*" (১ থেসালোনিকীয় ৩ ২)।

পবিত্রীকরণের পরে, আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কী, বলা কঠিন, কারণ ঈশ্বর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আপনাকে তাঁর উদ্দেশ্যর মধ্যে শামিল করেছেন। আমাদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর পুত্রকে তিনি যেভাবে ব্যবহার করেছিলেন, এখন সারা জগতে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি আপনাকে কাজে লাগাচ্ছেন। "ঈশ্বর আমাকে এ জন্য বা ওই জন্য আহ্বান করেছেন"—এ রকম চিন্তা করে আপনি যদি নিজের জন্য মহান বিষয়ের সন্ধান করেন, তা হলে আপনাকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনি ঈশ্বরকে বাধা দেবেন। আপনি যতদিন আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং উচ্চাশার পিছনে ছুটে বেড়াবেন, আপনি ঈশ্বরের স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে পারবেন না। আপনার ব্যক্তিগত পরিকল্পনাকে যদি চিরদিনের মতো ত্যাগ করতে পারেন, এবং জগতের জন্য আপনাকে সরাসরি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে অনুমতি দিতে পারেন, তবেই এ সাধিত হতে পারে। আপনার নিজস্ব পন্থাকেও সমর্পণ করতে হবে। কারণ সেগুলি এখন প্রভুর পন্থা।

আমাকে শিখতে হবে যে, আমার জীবনের যে-উদ্দেশ্য, তা ঈশ্বরের, আমার নয়। ঈশ্বর তাঁর মহান দৃষ্টিকোণ থেকে আমাকে ব্যবহার করছেন এবং আমার কাছে তাঁর একমাত্র চাওয়া হল, আমি যেন তাঁর উপর নির্ভর করি। আমি কখনই বলব না, "প্রভু এ আমার মর্মযন্ত্রণার কারণ হচ্ছে।" আমার এই ধরনের আচরণ বিঘ্নের সৃষ্টি করবে। আমার চাওয়ার কথা আমি যেন ঈশ্বরকে জানানো বন্ধ করে দিই। তিনি কোনো রকম বাধাবিঘ্ন ছাড়াই আমার মধ্যে স্বাধীনভাবে তাঁর ইচ্ছাকে কাজে লাগাতে পারেন। তিনি আমাকে ভগ্ন-চূর্ণ করতে পারেন, উন্নীত করতে পারেন, বা তাঁর ইচ্ছা মতো যা কিছু করতে পারেন। তিনি শুধু চান, আমরা যেন তাঁর এবং তাঁর করুণার উপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা রাখি। আত্মাদর আসে শয়তানের কাছ থেকে এবং আমি যদি এর মধ্যে বাস করতে থাকি, জগতে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর আমাকে ব্যবহার করতে পারেন না। এই রকম করলে, আমি নিজের জন্য "জগতের মধ্যে আর এক আরামদায়ক জগৎ" গড়ে তুলি এবং আমার "তুষার-পীড়িত" হবার ভীতির কারণে আমাকে সেখান থেকে বের করে আনার জন্য আমি ঈশ্বরকে অনুমতি দেব না।

১১ নভেম্বর

শীর্ষে আরোহণ

"...ঈশ্বর বললেন, তোমার একমাত্র পুত্র ইস্‌হাক, যাকে তুমি ভালবাসো, তাকে নিয়ে তুমি মোরিয়া দেশে যাও..." (আদিপুস্তক ২২ ২)।

ঈশ্বরের আদেশের সারমর্ম ছিল, *এখনই* যাও, পরে নয়। আমরা যে এ নিয়ে কত বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি, তা অবিশ্বাস্য! কোনো একটি বিষয়কে আমরা সঠিক বলে জানি, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তা কার্যকর না-করার জন্য আমরা কত অজুহাত খুঁজে বেড়াই। ঈশ্বর আমাকে যে-উচ্চতা দেখাচ্ছেন, আমরা যদি সেই উচ্চতায় আরোহণ করতে চাই, তা কখনই পরে হতে পারে না—সে-কাজ তখনই করতে হবে। বাস্তবে কোনো কাজ সম্পাদন করার পূর্বে, আমাদের স্বেচ্ছায় বলিদান করতে হবে।

"অব্রাহাম ভোরে উঠে...ঈশ্বর যে-স্থানের কথা তাঁকে বলেছিলেন, সেই স্থান অভিমুখে যাত্রা করলেন" (২২ ৩)। অব্রাহামের কী বিস্ময়কর সারল্য! ঈশ্বর যখন তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, তিনি "রক্তমাংসের কোনো মানুষের কাছে পরামর্শ করলেন না (গালাতীয় ১ ১৬)। "রক্ত-মাংসের মানষের সঙ্গে" পরামর্শ বা আপনার নিজস্ব ধ্যান ধারণা, অন্তর্দৃষ্টি বা উপলব্ধি—যা কিছু, ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক যার ভিত্তি নয়, তা থেকে সাবধান হোন। এই সমস্ত বিষয় প্রতিযোগী হয়ে ওঠে এবং ঈশ্বরানুগত্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

বলিদান কী হবে, অব্রাহাম তা বেছে নেননি। সাবধান, ঈশ্বর-সেবায় কখনও নিজের পছন্দমতো পথ বেছে নেবেন না। আত্ম-বলিদান একটা রোগ হিসাবে দেখা দিতে পারে, যা আপনার সেবাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ঈশ্বর যদি আপনার পেয়ালাকে মিষ্টতায় ভরিয়ে দেন, তবে শালীনতার সঙ্গে পান করুন। বা তিনি যদি আপনার পেয়ালাকে তিক্ততায় ভরিয়ে দেন, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে পান করুন। ঈশ্বরের সদয় ইচ্ছা যদি আপনার কাছে কঠিন ও কষ্টকর সময় হয়ে ওঠে, তবে তার মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত করুন। কিন্তু আপনার আত্ম-বলিদানের স্থান কখনও নিজে স্থির করবেন না। আপনি বলবেন না, "আমি শুধু ওই পর্যন্ত যাব, তার বেশি নয়।" ঈশ্বর অব্রাহামকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং অব্রাহাম বিলম্ব বা প্রতিবাদ করলেন না। তিনি অটলভাবে তাঁর আজ্ঞাপালন করলেন। আপনি যদি ঈশ্বরের সাহচর্যে জীবনযাপন না করেন, তাঁর প্রতি অভিযোগ বা দোষারোপ করা সহজ। দোষারোপ করার আগে আপনাকে অবশ্যই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, কারণ অগ্নিদহনের মধ্য দিয়েই আপনি ঈশ্বরকে আরও ভালোভাবে জানতে পারবেন। তাঁর এবং আমাদের উদ্দেশ্য মিলেমিশে এক হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ঈশ্বর তাঁর শীর্ষতম লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছে দেবার জন্য আমাদের মধ্যে কাজ করে চলেছেন।

১২ নভেম্বর

পরিবর্তিত জীবন

"...কেউ যদি খ্রীস্টের সঙ্গে সংযুক্ত(হয়, তবে সে হবে এক নূতন সৃষ্টি। পুরাতন যা কিছু সবই আজ বিগত, নূতনের হয়েছে আবির্ভাব" (২ করিন্থীয় ৫ ১৭)।

আপনার আত্মার পরিত্রাণ সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? পরিত্রাণ-কর্মের অর্থ, আপনার বাস্তব জীবনের বিষয়গুলি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বিষয়গুলিকে আপনি আর একইভাবে দেখেন না। আপনার বাসনাগুলি এখন নূতন হয়ে গেছে এবং পুরাতন বিষয়গুলি আপনাকে আকর্ষণ করার (মতা হারিয়ে ফেলেছে। আপনার জীবনের পরিত্রাণ-কর্ম সঠিক কি না, তা স্থির করার অন্যতম একটি পরী(া হল, যে-বিষয়গুলি আপনার কাছে সত্যিই গু(ত্বপূর্ণ, ঈ(রের কি সেগুলি পরিবর্তিত করেছেন? পুরাতন বিষয়ের জন্য যদি আপনার মনে এখনও আকাঙ্(া থেকে যায়, তা হলে, ঊর্ধ্ব থেকে নবজন্ম লাভের কথা বলা অবাস্তব—আপনি নিজেকেই ঠকাচ্ছেন। আপনি যদি নবজন্ম লাভ করে থাকেন, ঈ(রের আত্মা আপনার বাস্তব জীবনে এবং চিন্তায় পরিবর্তনগুলি প্রকট করে তুলবেন। এবং যখন কোনো সংকট আসে, আপনার নিজের মধ্যে বিস্ময়কর পার্থক্য দেখে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। কল্পনা করার কোনো সম্ভাবনাই নেই যে, এ কাজ *আপনিই* করেছেন। এ সেই পরিপূর্ণ ও বিস্ময়কর পরিবর্তন, যা প্রমাণ দেয় যে, আপনি পরিত্রাণ লাভ করেছেন।

আমার পরিত্রাণ এবং পবিত্রীকরণ কোন পার্থক্য সৃষ্টি করেছে? উদাহরণস্বরূপ, আমি কি ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ের আলোকে অটল থাকতে পারি, না বিষয়টিকে আমি কৌশলে এড়িয়ে যাই? প্রকৃত পরিত্রাণ, পবিত্র আত্মার দ্বারা আমার মধ্যে কার্যকর হয় এবং আমাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত(করে। যত(ণ আমি "তিনি যেমন জ্যোতির মাঝে বিরাজ করেন, তেমনই...জ্যোতির মাঝে বিচরণ করি" (১ যোহন ১ ৭), ঈ(রের তিরস্কার করার মতো কিছুই খুঁজে পাবেন না, কারণ আমার সত্তার প্রত্যেক অংশে তাঁর জীবন কাজ করে চলে—চেতন স্তরে নয়, কিন্তু আমার চেতনার চেয়েও গভীরতর স্তরে।

১৩ নভেম্বর

বিশ্বাস, না অভিজ্ঞতা

"...ঈশ্বরের পুত্রে,...যিনি আমাকে ভালোবেসে আমার জন্য আত্মদান করেছেন" (গালাতীয় ২ ২০)।

প্রভু যীশুর প্রতি চরম অনুরাগ নিয়ে আমাদের মেজাজ, অনুভূতি এবং আবেগের সঙ্গে লড়াই করা উচিত। আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্র জগৎকে ভেঙে বেরিয়ে এসে প্রভুর প্রতি ত্যাগপূর্ণ অনুরাগে আসতে হবে। নতুন নিয়ম যীশুখ্রীস্ট সম্পর্কে কী বলে, চিন্তা করে দেখুন এবং তার পর চিন্তা করুন, "আমার এই অভিজ্ঞতা বা ওই অভিজ্ঞতা হয়নি"—এ কথা বলে আমরা হীন বিশ্বাসের কী জঘন্য পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছি। ভেবে দেখুন, যীশুখ্রীস্টেতে বিশ্বাস কী দাবি করে, এবং কী দেয়—ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে তিনি আমাদের নির্দোষরূপে উপস্থিত করতে পারেন, অনির্বচনীয় পবিত্রতা, চরম ধার্মিকতা দিতে এবং তিনি আমাদের একান্তভাবে ধার্মিক প্রতিপন্ন করতে পারেন। আরাধনামূলক বিশ্বাস নিয়ে যীশুর সামনে দাঁড়ান, যিনি "আমাদের কাছে ঈশ্বরের দেওয়া প্রজ্ঞা" এবং যাঁর "কাছ থেকে আমরা লাভ করি ন্যায়পরতা, পবিত্রতা ও পরিত্রাণ" (১ করিন্থীয় ১ ৩০)। কোন দুঃসাহসে আমরা ঈশ্বরের পুত্রের জন্য আত্মত্যাগ করার কথা বলি! আমরা নরক এবং সম্পূর্ণ বিনাশ থেকে রক্ষা পেয়েছি এবং তার পর আমরা আত্মদান করার কথা বলি।

আমরা অবিরত যীশুখ্রীস্টের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করব এবং তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করব—"প্রার্থনা-সভার" বা কোনো "গ্রন্থের" যীশুর প্রতি নয়, কিন্তু নতুন নিয়মের যীশুর প্রতি, যিনি দেহায়িত ঈশ্বর এবং যিনি চাইলে, আমাদের আঘাত করে তাঁর পায়ের নিচে আমাদের মৃত অবস্থায় ফেলতে পারেন। তাঁরই প্রতি আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, যাঁর কাছ থেকে আমাদের পরিত্রাণ উৎসারিত হয়। যীশুখ্রীস্ট তাঁর প্রতি আমাদের চরম, বাঁধনহারা ভক্তি পেতে চান। আমরা কখনই যীশুখ্রীস্টকে অভিজ্ঞতায় পেতে পারি না, বা স্বার্থপর হয়ে আমাদের হৃদয়ের কারাগারে তাঁকে বন্দি করে রাখতে পারি না। তাঁর প্রতি দৃঢ় আস্থায় আমাদের বিশ্বাসকে গড়ে উঠতে হবে।

আমাদের অভিজ্ঞতার উপর আস্থার কারণে আমরা অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে পবিত্র আত্মার অস্থিরতা দেখতে পাই। আমাদের সকল ভীতিই পাপ নয়, এবং আমাদের বিশ্বাসে নিজেদের পরিপুষ্ট করতে অস্বীকার করায় আমরা আমাদের নিজস্ব ভয়কে সৃষ্টি করি। যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে একাত্ম ব্যক্তি কীভাবে সন্দেহ ও ভয়কে স্থান দিতে পারে! সিদ্ধ,অদম্য, জয়দীপ্ত বিশ্বাসের পরিণামস্বরূপ আমাদের জীবন একান্তভাবেই হয়ে উঠুক ঈশ্বরের স্তুতিগান।

১৪ নভেম্বর

ঐ(্বরিক পরিকল্পনার আবিষ্কার

"...প্রভু পরমে(্বরেই আমাকে পথ দেখিয়ে...এনে উপস্থিত করেছেন" (আদিপুস্তক ২৪ ২৭)।

ঈ(্বরের সঙ্গে আমাদের এমনইভাবে একাত্ম হওয়া উচিত যে, অবিরত তাঁর নির্দেশনা জানার প্রয়োজন হবে না। পবিত্রীকরণের অর্থ, আমরা ঈ(্বরের সন্তানে পরিণত হয়েছি। একজন শিশুর জীবন সাধারণত বাধ্যতার জীবন, যদি না সে অবাধ্যতাকে বেছে নেয়। কিন্তু যখনই সে অবাধ্যতাকে বেছে নেয়, তখনই তার মনের মধ্যে এক সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব শু(হয়। আত্মিক স্তরে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অর্থ, ঈ(্বরের আত্মা সতর্ক করছেন। যখনই তিনি এইভাবে আমাদের সতর্ক করেন, আমরা তৎ(ণাৎ থেমে পড়ব এবং ঈ(্বরের ইচ্ছাকে জানার জন্য আমাদের মনের গভীরে নূতনীকৃত হব (রোমীয় ১২ ২ দেখুন)। আমরা যদি ঈ(্বরের আত্মায় নবজন্ম লাভ করে থাকি, অবিরত তাঁর কাছে নির্দেশনা চাইলে, ঈ(্বরের প্রতি আমাদের ভক্তি(বাধা পায়, এমনকী বন্ধ হয়ে যায়। "...প্রভু পরমে(্বরেই আমাকে পথ দেখিয়ে....এনে উপস্থিত করেছেন," এবং পিছন ফিরে তাকিয়ে আমরা এক বিস্ময়কর পরিকল্পনার উপস্থিতি দেখতে পাই। আমরা যদি ঈ(্বর থেকে জন্মলাভ করে থাকি, আমরা তাঁর নির্দেশক অঙ্গুলি দেখতে পাব এবং আমরা তাঁকে কৃতিত্ব দেব।

ব্যতিত্র(মী বিষয়ের মধ্যে আমরা সকলেই ঈ(্বরের দর্শন পেতে পারি, কিন্তু বিশদভাবে ঈ(্বরকে দেখতে হলে আত্মিক শৃঙ্খলার পরিপক্কতার প্রয়োজন। কখনও বি(্বাস করবেন না যে, জীবনের তথাকথিত এলোমেলো ঘটনাগুলি ঈ(্বরের নির্ধারিত ব্যবস্থার চেয়ে কিছুটা কম। তাঁর ঐ(্বরিক পরিকল্পনাকে আবিষ্কার করার জন্য যে-কোনো স্থানে এবং সর্বত্র প্রস্তুত থাকুন।

ঈ(্বরের কাছে নিবেদিত হওয়ার পরিবর্তে আপনার নিজস্ব বি(্বাসের সঙ্গতিতে আচ্ছন্ন হওয়া সম্পর্কে সাবধান হোন। যদি আপনি এক পবিত্রজন হন এবং বলেন , "আমি কখনই এই কাজ বা ওই কাজ করব না", তা হলে প্রবল সম্ভাবনা থাকে যে, ঈ(্বর ঠিক এই কাজের জন্যই আপনাকে চান। এই পৃথিবীতে আমাদের প্রভুর চেয়ে আর কিছু সঙ্গ তিহীন, অস্থির সত্তা ছিল না, কিন্তু তিনি পিতার সঙ্গে কখনও সঙ্গতিহীন হননি। এক পবিত্রজনের নীতির প্রতি সঙ্গতি গু(ত্বপূর্ণ নয়, গু(ত্বপূর্ণ ঐ(্বরিক জীবনের প্রতি। ঐ(্বরিক জীবনই অবিরত ঐ(্বরিক মন সম্পর্কে আরও বেশি—আরও বেশি আবিষ্কার করে। সঙ্গ তিপূর্ণভাবে বি(্বস্ত হওয়ার পরিবর্তে মাত্রাতিরিত্ত(গোঁড়া হওয়া সহজ। আমরা যখন ঈ(্বরের প্রতি বি(্বস্ত থাকি, তিনি আমাদের ধর্মীয় আত্মগর্বকে এক বিস্ময়কর নম্রতায় পরিণত করেন।

১৫ নভেম্বর

“তাতে তোমার কী?”

“...পিতর যীশুকে বললেন, প্রভু, এর কী হবে? যীশু তাঁকে বললেন, আমি যদি ইচ্ছা করি, এ আমার আগমন পর্যন্ত থাকে, তাতে তোমার কী?” (যোহন ২১ ২১-২২)।

অন্যদের জীবনে জোরজবরদস্তি নাক গলানোর মানসিকতা থেকে অন্যতম কঠিনতম একটি শি(া গ্রহণ করতে পারি। এক অপেশাদার বিধাতা হবার অর্থাৎ অন্যদের জন্য ঈ(্বরের পরিকল্পনায় হস্ত(প করার বিপদ উপলব্ধি করতে আমাদের বহু সময় লেগে যায়। কাউকে কষ্ট ভোগ করতে দেখে আপনি বলেন, “সে দুঃখভোগ করবে না, আমি নিশ্চিত করব, যেন সে দুঃখভোগ না করে।” ঈ(্বরের অনুমতিদায়ক ইচ্ছাকে বন্ধ করার জন্য আপনি তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ান, এবং তখন ঈ(্বর বলেন, “তাতে তোমার কী?” আপনার অধ্যাত্মজীবনে কি স্থবিরতা এসেছে? এই অবস্থা চলতে দেবেন না, কিন্তু ঈ(্বরের সান্নিধ্যে আসুন এবং এর কারণ অনুসন্ধান ক(ন। সম্ভবত আপনি দেখতে পাবেন যে, এর কারণ, আপনি অন্যদের জীবনে হস্ত(প করছেন—প্রস্তাব রাখার অধিকার না-থাকলেও আপনি প্রস্তাব পেশ করছেন, অথবা আপনার যখন পরামর্শ দেবার অধিকার নেই,আপনি পরামর্শ দিচ্ছেন। ঈ(্বর তাঁর আত্মার সরাসরি উপলব্ধির দ্বারা আপনার মাধ্যমে অন্যদের উপদেশ দেবেন। আপনার কর্তব্য হল, ঈ(্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখা, যেন অন্যদের আশীর্বাদ দানের উদ্দেশ্যে আপনার মাধ্যমে তাঁর উপলব্ধি অবিরত আসতে পারে।

আমাদের অধিকাংশই সচেতন স্তরে জীবনযাপন করি—সচেতনভাবে ঈ(্বরের সেবা করি এবং সচেতনভাবে তাঁকে ভক্তি(করি। এ আমাদের অপরিপক্কতারই পরিচয় দেয় এবং ঘটনা হল, আমরা এখনও পর্যন্ত প্রকৃত খ্রীস্টীয় জীবন যাপন করছি না। একজন ঈ(্বর-সন্তানের জীবনে পরিপক্কতা উৎপাদিত হয় অবচেতন স্তরে, যত(ণ না আমরা ঈ(্বরের কাছে এমন সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত হচ্ছি যে, আমরা জানতেই পারি না যে, আমরা ঈ(্বর কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছি। যখন আমরা সচেতনভাবে বুঝতে পারি যে, আমরা ভগ্ন-(টি এবং সেচিত দ্রা(ারসের মতো ব্যবহৃত হচ্ছি, আমাদের তখনও আর একটি স্তরে পৌঁছতে হবে—এমন একটি স্তর যেখানে আমাদের সমস্ত চেতনা এবং ঈ(্বর আমাদের মাধ্যমে যা করছেন, তা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ(হয়ে যায়। এক পবিত্রজন কখনও সচেতনভাবে পবিত্রজন নন—এক পবিত্রজন সচেতনভাবে ঈ(্বরের উপর নির্ভরশীল।

১৬ নভেম্বর

এখনও মানব!

"…. যা কিছু কর না কেন, সবই যেন ঈশ্বরের গৌরবের জন্য হয়…" (১ করিন্থীয় ১০ ৩১)।

পবিত্র শাস্ত্রে, দেহায়নের মহান অলৌকিক কর্ম এক শিশুর সাধারণজীবনে নেমে এসেছে; রূপান্তরের মহান অলৌকিক কর্ম নিচে মন্দ আত্মা অধ্যুষিত উপত্যকায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে; পুনরুদ্ধারের মহিমা সমুদ্রতীরের প্রাতরাশে শেষ হয়েছে। এ কোনো ভাবাবরোহ নয়, এ ঈশ্বরের এক মহান প্রকাশ।

আমাদের একটি প্রবণতা হল, আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা বিস্ময়কর ঘটনাকে পেতে চাই এবং বীরোচিত কাজকে আমরা প্রকৃত বীর ভেবে ভুল করে বসি। চমৎকারভাবে সংকটের মধ্য দিয়ে যাওয়া এক কথা, কিন্তু যেখানে কোনো সাক্ষ্য নেই, কোনো আলোকবৃত্ত নেই, আমাদের দিকে কেউ সামান্যতম মনোযোগও দিচ্ছে না, সেখানে প্রতিদিন প্রভুর গৌরব কীর্তন করে যাওয়া, অন্য কথা। আমরা জ্যোতিশ্চক্রের সন্ধান না-করতে পারি, কিন্তু আমরা অন্তত এমন কিছু চাই, যার ফলে লোকে বলবে, "এই লোকটি কত অদ্ভুত রকমের প্রার্থনাশীল মানুষ!" অথবা, "ওই নারীর ঈশ্বরের প্রতি কত ভক্তি!" আপনি যদি যথার্থই প্রভু যীশুর প্রতি নিবেদিত হন, তা হলে আপনি এমন উচ্চতায় পৌঁছে যাবেন যে, ব্যক্তিগতভাবে কেউ আপনার দিকে লক্ষ্যই করবে না। শুধু দেখা যাবে, আপনার মধ্য দিয়ে সর্বদা ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশিত হচ্ছে।

আমরা যেন বলতে পারি, "আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে এক বিস্ময়কর আহ্বান পেয়েছি!" কিন্তু ঈশ্বরের মহিমার জন্য সবচেয়ে বিনম্র কাজেও আমাদের অন্তরে দেহায়িত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সক্রিয়তা প্রয়োজন। সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে থাকার জন্য আমাদের মধ্যে ঐশ্বরিক আত্মার প্রয়োজন, যা মানবীয়ভাবে একান্তরূপে তাঁরই করে নিচ্ছে। সফলতা এক পবিত্রজনের জীবনের প্রকৃত প্রমাণ নয়, কিন্তু জীবনের মানবিক স্তরে তাঁর বিশ্বস্ততাই তার প্রমাণ। খ্রীস্টীয় কর্মে সাফল্য লাভই হয়ে ওঠে আমাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু মানব-জীবনে ঈশ্বরের মহিমাপ্রকাশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; প্রতিদিনের মানবিক পরিস্থিতিতে "খ্রীস্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত" (কলসীয় ৩ ৩) জীবন যাপন করতে হবে। আমাদের মানবিক সম্পর্কগুলিই সেই পরিস্থিতি যার মধ্যে ঈশ্বরের আদর্শ জীবন প্রকাশিত হতে হবে।

১৭ নভেম্বর

চিরন্তন ল(্য

“...তুমি যেহেতু এই কাজ করলে,....আমি আমারই নামে শপথ করে বলছি, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে প্রচুর বরদান করব...”(আদিপুস্তক ২২ ১৬-১৭)।

এই মুহূর্তে, অব্রাহাম এমন এক স্থানে পৌঁচেছেন, যেখানে তিনি ঈ(্বরের একান্ত প্রকৃতির স্পর্শ লাভ করেছেন। এখন তিনি ঈ(্বরেরর বাস্তবতা উপলব্ধি করছেন।

স্বয়ং ঈ(্বরেরই আমার ল(্য....
যে- কোনো মূল্যে, প্রিয় প্রভু, যে কোনো পথে।

“যে কোনো মূল্যে... যে কোনো পথে”—এ কথার অর্থ, ল(্যে পৌঁছবার জন্য ঐ(্বরিক পথের অধীনতা স্বীকার করা।

ঈ(্বর যদি আমার মধ্যে বিরাজিত তাঁর আপন প্রকৃতির সঙ্গে কথা বলেন, সেই সময়ে ঈ(্বর সম্পর্কে সন্দিহান হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তরিত আনুগত্যই এর একমাত্র পরিণাম। যীশু যখন বলেন, “এস”, আমি আসি(তিনি যখন বলেন, “যেতে দাও” আমি যেতে দিই(তিনি যখন বলেন, “এই বিষয়ে ঈ(্বরের উপর আস্থা রাখ”, আমি তাঁর উপর নির্ভর করি। আনুগত্যের এই কাজগুলি প্রমাণ দেয় যে, আমার মধ্যে রয়েছে ঐ(্বরিক প্রকৃতি।

ঈ(্বর নিজেকে আমার কাছে প্রকাশ করেছেন, এবং সেই প্রকাশ আমার চরিত্রের দ্বারা, ঈ(্বরের চরিত্র দ্বারা নয়, প্রভাবিত।

এর কারণ আমি সাধারণ,
তোমার পথ আমার কাছে প্রায়ই সাধারণ বলে মনে হয়।

আজ্ঞাপালনের অনুশাসনের দ্বারা অব্রাহাম যেখানে ছিলেন, আমি সেখানে পৌঁছাই এবং আমি দেখি, ঈ(্বর কে। আমি যত(ণ না যীশু খ্রীস্টের আশ্রয়ে ঈ(্বরের মুখোমুখি হচ্ছি, তত(ণ ঈ(্বর আমার কাছে বাস্তব হয়ে উঠবেন না। তখন আমি জানব এবং নির্ভয়ে বলতে পারি, “সমগ্র জগতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই প্রভু, আর কেউ নেই।” আজ্ঞাপালনের মাধ্যমে তাঁর প্রকৃতিকে উপলব্ধি না-করা পর্যন্ত আমাদের কাছে ঈ(্বরের প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য নেই। আমরা এক বছর ধরে প্রতিদিন কিছু বিষয় পাঠ করতে পারি, তবু সেগুলি আমাদের কাছে অর্থহীন উঠতে পারে। তখন কিছু ছোটো বিষয়ে ঈ(্বরের আজ্ঞাপালন করার কারণে আমরা অকস্মাৎ ঈ(্বর কী অর্থপ্রকাশ করছেন, দেখতে পাই এবং তৎ(ণাৎ তাঁর প্রকৃতি আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়। “ঈ(্বরের সমস্ত প্রতিশ্রুতি তাঁর মাঝে পূর্ণতা পায়। তাই...তাঁর মাধ্যমে আমরা ‘আমেন’ বলি” (২ করিন্থীয় ১ ২০)। আমাদের হ্যাঁ-এর সূচনা হয় আজ্ঞাপালন থেকে(আমরা যখন আজ্ঞাপালনের দ্বারা “আমেন” বা “তথাস্তু” বলে ঈ(্বরের প্রতিশ্রুতিকে সমর্থন করি, সেই প্রতিশ্রুতি তখন আমাদের হয়ে যায়।

১৮ নভেম্বর

স্বাধীনতার মধ্যে জয়লাভ

"...পুত্র যদি তোমাদের মুক্তি(দান করেন, তা হলে তোমরা হবে প্রকৃতই মুক্ত(" (যোহন ৮ ৩৬)।

আমাদের মধ্যে যদি ব্যক্তি(গত আত্মতৃপ্তির কণামাত্র সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তা অহরহ আমাদের বলে, 'আমি সমর্পণ করতে পারি না'',বা ''আমি মুক্ত(হতে পারি না।'' কিন্তু আমাদের সত্তার আত্মিক অংশ কখনই বলে না, ''আমি পারি না('' এ শুধু তার চারপাশের সবকিছুকে শুষে নেয়। আমাদের আত্মা আরও, আরও অনেক কিছুর জন্য লালায়িত। এইভাবেই আমরা নির্মিত হয়েছি। আমরা ঈ(্বরের জন্য অনেক পরিকল্পনাসহ সৃষ্ট হয়েছি, কিন্তু পাপ—আমাদের নিজ ব্যক্তি(-স্বাতন্ত্র্য, এবং ভ্রান্ত চিন্তা আমাদের তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ঈ(্বর আমাদের পাপ থেকে মুক্ত(করেন—আমাদের ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য থেকে আমাদের নিজেদেরই মুক্ত(হতে হবে। এর অর্থ, তাঁর কাছে আমাদের প্রাকৃতিক জীবনকে উৎসর্গ করতে হবে। আমাদের আজ্ঞানুবর্তিতার মাধ্যমে তিনি যেন আমাদের প্রাকৃতিক জীবনকে অধ্যাত্মজীবনে রূপান্তরিত করতে পারেন।

আমাদের আত্মিক জীবনের বিকাশের ((ত্রে ঈ(্বর আমাদের প্রাকৃতিক ব্যক্তি(-স্বাতন্ত্র্যের দিকে মনোনিবেশ করেন না। আমাদের প্রাকৃতিক জীবনে তাঁর পরিকল্পনা শু(থেকে শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে। আমাদের দেখতে হবে যে, আমরা যেন ঈ(্বরের সহায়তা করতে পারি, এবং ''ওই কাজটা আমি করতে পারি না''—এ কথা বলে যেন তাঁর বি(দ্ধতা না-করি। ঈ(্বর আমাদের নিয়ন্ত্রণ করেন না, আমাদের নিজেদেরই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ঈ(্বর আমাদের সমস্ত ''যুক্তি(তর্ক...এবং সমস্ত ভাবনাচিন্তার মোড় ফিরিয়ে খ্রীস্টের বশে'' (২ করিন্থীয় ১০ ৫) আনবেন না—আমাদেরই তা করতে হবে। এ কথা বলবেন না, ''প্রভু, এলোমেলো চিন্তায় আমি কষ্ট পাচ্ছি।'' এলোমেলো চিন্তায় কষ্ট ভোগ করবেন না। আপনার ব্যক্তি(গত প্রাকৃতিক জীবনের শাসন-বাণী শোনা বন্ধ ক(ন এবং প্রাকৃতিক জীবনে স্বাধীনতাকে জয় ক(ন।

''পুত্র যদি তোমাদের মুক্তি(দান করেন...।'' এই অংশে *পুত্রের* স্থানে *পরিত্রাতাকে* স্থান দেবেন না। *পরিত্রাতা* আমাদের পাপ থেকে মুক্ত(করেছেন, কিন্তু এই স্বাধীনতা আসে *পুত্রের দ্বারা* নিজের থেকে মুক্ত(হওয়ার মাধ্যমে। কলসীয়২ ২০ পদে পৌল ঠিক এ কথাই বলতে চেয়েছেন, ''আমি খ্রীস্টের সঙ্গে ক্রু(শবিদ্ধ হয়েছি...।'' তাঁর ব্যক্তি(-স্বাতন্ত্র্য ভগ্ন হয়েছে এবং তাঁর আত্মা তাঁর প্রভুর সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে(শুধু তাঁর মধ্যে মিশে যাননি, তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। ''...তোমরা হবে প্রকৃতই মুক্ত(''—আপনার সত্তার গভীরতম স্তর পর্যন্ত মুক্ত((অন্তরে এবং বাইরে মুক্ত(। খ্রীস্টের সঙ্গে একাত্মতায় মুক্তি(র দ্বারা প্রাণবন্ত করার পরিবর্তে আমরা আমদের নিজস্ব শক্তি(র উপর নির্ভর করতে চাই।

১৯ নভেম্বর

“তিনি এসে...।”

“...তিনি এসে এ জগতের পাপের সম্পর্কে জগৎকে দোষী করবেন” (যোহন ১৬ ৮)।

পাপে দোষী সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে আমরা অতি অল্প জনই জানি। ভুল কাজ করার জন্য অশান্ত চিত্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। পবিত্র আমাদের পাপে দোষী সাব্যস্ত করলে পৃথিবীতে আমাদের সকল সম্বন্ধ নিশ্চিহ্(হয়ে যায় এবং শুধু একটি বিষয়েই আমাদের সচেতন করে তোলে—“তোমার বি(দ্ধে, একমাত্র তোমারই বি(দ্ধে আমি পাপ করেছি” (গীতসংহিতা ৫১ ৪)। কোনো ব্যক্তি(যখন এইভাবে পাপ সম্পর্কে দোষী সাব্যস্ত হন, তিনি তাঁর চেতনার প্রত্যেক স্তরে জানেন যে, ঈ(্বর তাঁকে (মা করতে সাহসী হবেন না। ঈ(্বর যদি তাঁকে (মা করে দেন, তবে ওই ব্যক্তি(র ঈ(্বরের চেয়ে ন্যায়পরতার ভাবনাই শক্তি(শালী হয়ে উঠবে। ঈ(্বর (মা করে দেন, কিন্তু এ জন্য খ্রীস্টের মৃত্যু-যন্ত্রণা তাঁর হৃদয়কে ভেঙে দেয়। ঈ(্বরের অনুগ্রহের মহান অলৌকিকতা হল, তিনি পাপ (মা করেন এবং শুধু যীশুর মৃত্যুই ঐ(্বরিক প্রকৃতিকে (মা করার সামর্থ্য দান করে এবং এর দ্বারা তিনি নিজের কাছে বি(্বাসযোগ্য থাকেন। ঈ(্বর প্রেম, তাই তিনি আমাদের ভালোবাসেন—এ কথা বললে আমরা মূর্খতার পরিচয় দেব। আমরা যখন একবার পাপে দোষী সাব্যস্ত হই, আমরা আর কখনও এ কথা বলব না। ঈ(্বরের ভালোবাসার অর্থ কালভেরি—আর কিছুই নয়! ঈ(্বরের ভালোবাসা ত্রু(শের উপর অভিব্যক্ত(হয়েছে, আর কোথাও নয়! একমাত্র খ্রীস্টের ত্রু(শের ভিত্তিতেই ঈ(্বর আমাকে (মা করতে পারেন। সেখানেই তাঁর বিবেক পরিতৃপ্তি লাভ করে।

(মার অর্থ শুধু এই নয় যে, আমি নরক থেকে র(া পেয়েছি এবং স্বর্গের জন্য আমাকে প্রস্তুত করা হয়েছে (ওই স্তরে কেউ (মা স্বীকার করতে পারে না।)। (মার অর্থ, এক নতুনভাবে সৃষ্ট সম্বন্ধে আমি (মা লাভ করেছি, যা খ্রীস্টের আশ্রয়ে আমাকে ঈ(্বরের সঙ্গে একাত্ম করে। মুক্তি(র আলৌকিকতা হল যে, আমাকে, এক অপবিত্র ব্যক্তি(কে, ঈ(্বর এক পবিত্র পু(যের, স্বয়ং তাঁরই মানদণ্ডে রূপান্তরিত করেন। আমার মধ্যে এক নতুন প্রকৃতি, যীশুখ্রীস্টের প্রকৃতিকে স্থাপন করে তিনি এই কাজ করেন।

২০ নভেম্বর

ঈশ্বরের ক্ষমা

"...ঈশ্বরের অনুগ্রহের ঐশ্বর্য এত বিপুল যে,...আমাদের সকল অপরাধের ক্ষমা লাভ করেছি" (ইফিসীয় ১ ৭)।

সাবধান, ঈশ্বরের পিতৃত্ব সম্পর্কে কোনো সুখকর চিন্তাকে মনে স্থান দেবেন না ঈশ্বর এত দয়ালু এবং প্রেমময় যে, তিনি অবশ্যই আমাদের ক্ষমা করবেন। আবেগের উপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা এই চিন্তা নতুন নিয়মের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। একমাত্র খ্রীস্টের ক্রুশের বিষাদান্তক ঘটনাকে ভিত্তি করেই ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করতে পারেন। অন্য কোনো কিছুকে যদি ঈশ্বরের ক্ষমালাভের ভিত্তি করি, তা হলে আমরা অজ্ঞাতসারেই ঈশ্বরনিন্দা করে চলেছি। একমাত্র খ্রীস্টের ক্রুশের মাধ্যমেই ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করতে ও পুনরায় তাঁর করুণার বৃত্তে নিয়ে আসতে পারেন। নান্যো পন্থাঃ! যে-ক্ষমা গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে এত সহজ, তার জন্য মূল্য হিসাবে দিতে হয়েছে কালভেরির যন্ত্রণা। পাপের ক্ষমা, পবিত্র আত্মার বরদান এবং পবিত্রীকরণকে সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করার পর, এ জন্য ঈশ্বরকে যে অপরিসীম মূল্য দিতে হয়েছিল, সে-কথা আমরা কখনই ভুলে যাব না, যা এ সমস্তই আমাদের করে তুলেছে।

ক্ষমা, অনুগ্রহের ঐশ্বরিক অলৌকিক কাজ। মূল্য স্বরূপ ঈশ্বরকে দিতে হয়েছে খ্রীস্টের ক্রুশকে। পাপ-ক্ষমার জন্য পবিত্র ঈশ্বরকে এই মূল্য দিতেই হবে। প্রায়শ্চিত্তহীন ঐশ্বরিক পিতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গিকে কখনও আমল দেবেন না। ঈশ্বরের প্রকাশিত সত্য হল যে, প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত তিনি ক্ষমা করতে পারেন না—তা করে থাকলে, তিনি তাঁর প্রকৃতিরই বিরুদ্ধতা করবেন। একমাত্র যে-পন্থায় আমরা ক্ষমা লাভ করতে পারি— ক্রুশের প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে হবে। একমাত্র অতিলৌকিক ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের ক্ষমা সম্ভব।

পাপ-ক্ষমার অলৌকিকতার তুলনায় পবিত্রীকরণের অভিজ্ঞতা ক্ষুদ্র। পবিত্রীকরণ— মানবজীবনে পাপ-ক্ষমার প্রমাণ বা বিস্ময়কর অভিব্যক্তি। কিন্তু ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করেছেন—এই বোধ মানবিক সত্তায় কৃতজ্ঞতার গভীরতম প্রস্রবন উৎসারিত করে। পৌল এ থেকে কখনও দূরে সরে যাননি। আপনাকে ক্ষমা করার জন্য ঈশ্বরকে কী মূল্য দিতে হয়েছিল, যখনই তা উপলব্ধি করবেন, ঈশ্বরের ভালোবাসায় আপনি বিবশ হয়ে যাবেন।

২১ নভেম্বর

‘‘সমাপ্ত হল’’

‘‘... যে কর্তব্যভার তুমি আমার উপর ন্যস্ত করেছ, সেই কর্তব্য সমাধা করে আমি এ জগতে তোমাকে মহিমান্বিত করেছি...’’ (যোহন ১৭ ৪)।

যীশুখ্রীস্টের মৃত্যু ঈশ্বরের মনন ও উদ্দেশ্যর ইতিহাসকে পূর্ণতা দান করেছে। যীশুখ্রীস্টকে শহিদরূপে দেখার কোনো অবকাশ নেই। তাঁর মৃত্যু এমন কিছু ছিল না, যা তাঁর *প্রতি* ঘটেছিল—এমন কিছু ঘটনা যা বাধা দেওয়া যেতে পারত। তাঁর মৃত্যুর পশ্চাতে নিহিত আছে তাঁর আগমনের কারণ।

ঈশ্বর আমাদের পিতা এবং তিনি আমাদের ভালোবাসেন বলে আমাদের ক্ষমা করবেন—এই ধারণার উপর আপনার ক্ষমার ভিত্তি গড়ে তুলবেন না। এ যীশুখ্রীস্টের মধ্যে প্রকাশিত ঐশ্বরিক সত্যের বিরুদ্ধতা করে। এ ক্রুশকে অপ্রয়োজনীয় করে দেয় এবং মুক্তিকে ‘‘মাথা নেই তার মাথা ব্যথায়’’ পরিণত করে। একমাত্র খ্রীস্টের মৃত্যুর কারণেই ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করেন। তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে যে-পথ প্রস্তুত হয়েছে, সেই পথ ছাড়া আর অন্য কোনোভাবে ঈশ্বর মানুষকে ক্ষমা করতে পারেন না, এবং তাঁর মৃত্যুর কারণেই যীশু পরিত্রাতারূপে উন্নীত হয়েছেন। ‘‘...আমরা যীশুকে দেখেছি, ...এখন তিনি মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করার দরুন গৌরব ও মহিমায় ভূষিত হয়েছেন’’ (হিব্রু ২ ৯)। ভয়চকিত বিশ্বের কানে যদি কোনো মহত্তম বিজয়ের উল্লাসধ্বনি পৌঁছে থাকে, তা উচ্চারিত হয়েছিল খ্রীস্টের ক্রুশ থেকে— ‘‘*সমাপ্ত হল*’’ (যোহন ১৯ ৩০)। মানবজাতির মুক্তির ক্ষেত্রে এটাই শেষ কথা। ঈশ্বরের ভালোবাসা সম্পর্কে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে যা কিছু ঈশ্বরের পবিত্রতাকে খর্ব বা নিশ্চিহ্ন করে দেয়, তা যীশুখ্রীস্টের দ্বারা প্রকাশিত সত্যের বিরুদ্ধতা করে। নিজেকে কখনও বিশ্বাস করতে দেবেন না যে, করুণা ও সহানুভূতির কারণে যীশুখ্রীস্ট ঈশ্বরের বিরুদ্ধতা ও আমাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। অথবা আমাদের প্রতি সহমর্মিতার কারণে আমাদের জন্য তিনি অভিশপ্ত হয়েছেন। যীশুখ্রীস্ট ঐশ্বরিক অনুশাসন দ্বারা আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হয়েছেন। তাঁর অভিশাপের অর্থ উপলব্ধি করতে হলে আমাদের কাজ হবে পাপের প্রতি দোষী সাব্যস্ত হওয়া। আমাদের কাছে দোষী সাব্যস্তকরণ দেওয়া হয়েছে লজ্জা এবং অনুতাপের বরদান হিসাবে। এ ঈশ্বরের মহান করুণা। যীশুখ্রীস্ট মানুষের মধ্যেকার পাপকে ঘৃণা করেন এবং কালভেরি তাঁর ঘৃণার পরিচয়।

২২ নভেম্বর

অগভীর এবং প্রগাঢ়

“...তোমরা পান-ভোজন কিংবা যা কিছু কর না কেন, সবই যেন ঈ(্বরের গৌরবের জন্য হয়...”(১ করিন্থীয় ১০ ৩১)।

সাবধান, নিজেকে কখনও চিন্তা করতে দেবেন না যে, জীবনের অগভীর বিষয়গুলি ঈ(্বর কর্তৃক অভিষিত্ত(নয়(ঈ(্বর গভীর, প্রগাঢ় বিষয়গুলি যেভাবে অভিষিত্ত(করেছেন, অগভীর বিষয়গুলিও একই রকমভাবে অভিষিত্ত(হয়েছে। কখনও কখনও আমরা অগভীর বিষয়গুলি প্রত্যাখ্যান করি—ঈ(্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভত্তি(তে নয়(এর কারণ, আমরা যে অগভীর নই, অন্য লোকের মনে সেই ছাপ রাখতে চাই। এ আত্মিক গর্বের একটি নিশ্চিত চিহ(। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, কারণ এতে আমাদের জীবনে অন্যদের জন্য অপমান সৃষ্টি হয়। এই কারণে অন্যদের কাছে আমরা চলমান তিরস্কার হয়ে উঠি, কারণ আমাদের চেয়ে তারা আরও বেশি অগভীর। গভীর, প্রগাঢ় ব্যত্তি(হিসাবে ভান করা থেকে সাবধান—ঈ(্বর একজন শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অগভীরতা পাপময়তার চিহ(নয়, আপনার জীবনে আদৌ কোনো গভীরতা নেই, তারও নির্দেশ করে না—সমুদ্রেরও বেলাভূমি আছে। এমনকী, পান-আহার, চলন-বলনের মতো অগভীর বিষয়গুলিও ঈ(্বর কর্তৃক অভিষিত্ত(। এই সমস্ত কাজই আমাদের প্রভু করেছিলেন। ঈ(্বরের পুত্র হিসাবেই তিনি সেই কাজ করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, “ গু(র চেয়ে শিষ্য বড়ো নয়...” (মথি ১০ ২৪)।

জীবনের অগভীর বিষয়গুলির দ্বারা আমরা সুর(ত। আমাদের উপরিতলে, সাধারণ বুদ্ধি পদ্ধতিতে সাধারণ বুদ্ধি জীবনে জীবনযাপন করতে হবে। এর পর, ঈ(্বর যখন আমাদের গভীরতর বিষয়গুলি দেন, সেগুলি স্পষ্টতই অগভীর বিষয় থেকে পৃথক হয়ে যায়। ঈ(্বর ব্যতীত আর কাউকে আপনার জীবনের গভীরতা দেখাবেন না। আমাদের চরিত্র ও মর্যাদার প্রতি এত জঘন্য রকমের আগ্রহ দেখাই যে, জীবনের অগভীর বিষয়ে খ্রীস্টানোচিত আচরণ করি না।

একটা সিদ্ধান্ত নিন—ঈ(্বর ছাড়া আর কাউকে গু(ত্ব দেবেন না। আপনি হয়তো দেখতে পাবেন, প্রথম যে-ব্যত্তি(র সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, তিনি হলেন স্বয়ং আপনি, কারণ আপনার জানা সবচেয়ে বড়ো প্রতারক আপনি নিজেই।

২৩ নভেম্বর

অপমানের কারণে বি(প

“.... কৃপা কর হে প্রভু পরমে্বর, কৃপা কর আমাদের প্রতি, আমরা নিতান্ত অবহেলিত, অবজ্ঞার পাত্র”.... (গীতাসংহিতা ১২৩ ৩)।

ঈ্বরের প্রতি আমাদের বি্বাসভঙ্গতা নয়, খ্রীস্টীয় মর্যাদা বা মানসিক অবস্থার বি্বাসভগ্নতার প্রতি সাবধান থাকতে হবে। “তোমরা আপন আপন আত্মার বিষয়ে সাবধান হও, বি্বাসঘাতকতা করিও না” (মালাখি ২ ১৬)। আমাদের মানসিক অবস্থা সত্যই শক্তি(শালী। এ শত্রুরূপে সরাসরি আমাদের প্রাণে প্রবেশ করতে এবং আমাদের মনকে ঈ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিছু মানসিকতা আছে, যেগুলিকে প্রশ্রয় দিতে আমরা কখনই সাহস করব না। যদি আমরা প্রশ্রয় দিই, আমরা দেখব, যেগুলি আমাদের ঈ্বর-বি্বাস থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। আমরা যত(ণ না শান্ত মনে তাঁর সামনে ফিরে আসছি, আমাদের বি্বাসের কোনো মূল্য নেই, এবং আমাদের জৈবিকতা এবং মানবিক উদ্ভাবনী দ(তার উপর নির্ভরতা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

“জাগতিক চিন্তা-ভাবনা ...”(মার্ক ৪ ১৯) সম্পর্কে সাবধান হোন। এই বিষয়গুলি আমাদের প্রাণে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। আমাদের মনোযোগ ঈ্বরের কাছ থেকে সরিয়ে নেবার জন্য এই সমস্ত সরল বিষয়ের কী প্রবল (মতা আছে, তা আমাদের কাছে অবি্বাস্য। “জাগতিক চিন্তাভাবনায়” নিজেকে নিমজ্জিত হতে দেবেন না।

আর একটি বিষয় আমাদের মনকে বি(প্ত করে, তা হল, নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য আমাদের আগ্রহ। সন্ত অগাস্টিন প্রার্থনা করেছিলেন, “হে প্রভু, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার বাসনা থেকে তুমি আমাকে মুক্ত(কর।” অবিরত নির্দোষ প্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তা আমাদের অন্তরের ঈ্বর-বি্বাসকে ধ্বংস করে। কখনও বলবেন না, “আমাকে নিজের জন্য সাফাই দিতে হবে,” বা “আমাকে লোকদের বোঝাতে হবে।” আমাদের প্রভু কখনও কোনো বিষয়ে কৈফিয়ত দেননি—তিনি ভুল বোঝাবুঝি বা ভুল সংশোধনের ভার অন্যদের উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আমরা যখন বুঝতে পারি, অন্যেরা আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে না, বা সেই উপলব্ধিকে সমালোচনায় পরিণত হতে দিই, ঈ্বরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতাকে রোধ করি। সমালোচনা করার জন্য ঈ্বর আমাদের বোধশক্তি(দেননি, তিনি এইজন্যই দিয়েছেন যে, আমরা যেন মিনতি করতে পারি।

২৪ নভেম্বর

ল(্যবিন্দু

“দেখ, গৃহকর্তার উপর দাস যেমন নির্ভরশীল, ... তেমনই আমাদের নির্ভরতা আমাদের আরাধ্য ঈ(রের প্রভু পরমে(রের উপরে” (গীতসংহিতা ১২৩ ২)।

এই পদটি ঈ(রের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতার একটি চিত্র। একজন দাসের দৃষ্টি যেমন তার প্রভুর প্রতি নিবদ্ধ থাকে, তেমনইভাবে আমাদের দৃষ্টিকে ঈ(রের উপর কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এইভাবেই আমরা ঈ(রের অনুগ্রহের জ্ঞান অর্জন করি এবং এইভাবেই ঈ(র আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন (যিশাইয় ৫৩ ১ দেখুন)। আমরা যখন ঈ(রের দিক থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিই, আমাদের আত্মিক শক্তি(নিঃশেষ হতে শু(করে। আমাদের চারপাশের বাহ্যিক অসুবিধার জন্য যত না হোক, আমাদের চিন্তাধারার সমস্যার কারণে আমাদের প্রাণশক্তি(নিঃশেষ হয়ে যায়। আমরা ভুলভাবে চিন্তা করি, “একজন সাধারণ, নম্র ব্যক্তি(হবার পরিবর্তে আমি হয়তো নিজেকে আরও কিছু বেশি ছড়িয়ে দিতে পারতাম, বেশি সাহস দেখাতে এবং ঈ(রের মতো দৃষ্টিপাত করতে পারতাম।” আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, কোনো প্রয়াসই খুব বেশি উঁচু হতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ, আপনার জীবনে আপনি কোনো সংকটে পতিত হয়েছেন, ঈ(রের প(দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, এমনকী আপনার কাজের সমর্থনে পবিত্র আত্মা সা(্য দিয়েছেন। কিন্তু এখন, হয়তো কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক বৎসর অতিত্র(ম করেছে, এবং আপনি ধীরে-ধীরে উপসংহারে আসছেন, “হতে পারে, আমি যা করেছিলাম, তা অনেক বেশি গর্বের পরিচয় দিয়েছিল বা তা ছিল ভাসাভাসা। যে-বিষয়ে আমি সমর্থন করেছিলাম, তা কি আমার প(খুবই উঁচু ছিল?” আপনার “যুক্তি(বাদী” বন্ধুরা আপনার কাছে এসে বলে, “বোকার মতো কথা বোলো না। আমরা জানি, তুমি যখন প্রথম আত্মিক জাগরণের কথা বলেছিলে, আমরা তখনই জানতাম যে, এ কিছু করবার আকস্মিক ইচ্ছা, যা চাপের মুখে তুমি সহ্য করতে পারবে না। যাই হোক, ঈ(র প্রত্যাশা করেন না যে, তুমি সহ্য করতে পারবে।” আপনি এই বলে প্রত্যুত্তর দিলেন, “মনে হয়, আমি খুব বেশি আশা করছি।” এ কথার মধ্য দিয়ে বিনয় প্রকাশ পেলেও, এর অর্থ যে, ঈ(রের উপর আপনার নির্ভরতা হারিয়ে গেছে এবং এখন আপনি জাগতিক মতামতের উপর নির্ভর করছেন। যখন আপনি ঈ(রের উপর আর নির্ভর করেন না, ঈ(রের প্রতি দৃষ্টিপাত করার মধ্যে অবহেলা দেখা দিচ্ছে, তখনই বিপদ ঘনিয়ে আসে। কেবল ঈ(র যখন আপনাকে অকস্মাৎ থামিয়ে দেবেন, তখন উপলব্ধি করবেন যে, আপনি হেরে গেছেন। যখনই আপনার জীবনে আধ্যাত্মিকতা নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকবে, সঙ্গে-সঙ্গে সংশোধন ক(ন। উপলব্ধি ক(ন যে, আপনার এবং ঈ(রের মধ্যে কিছু একটা আসছে, তৎ(ণাৎ পরিবর্তন বা দূর ক(ন।

২৫ নভেম্বর

আত্মিক দৃঢ়তার রহস্য

“...আমি যেন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীস্টের ত্রু(শ ছাড়া আর কোনো কিছু নিয়ে গর্ব না করি...”(গালাতীয় ৬ ১৪)।

কোনো ব্যত্তি(যখন নতুন নবজন্ম লাভ করেন, তাঁর নিঃসম্পর্কিত আবেগ এবং বাহ্যিক বিষয় অথবা জীবনের পরিস্থিতির জন্য তাঁকে দৃঢ় বলে মনে হয় না। প্রেরিত-শিষ্য পৌলের জীবনে এক শত্তি(শালী এবং দৃঢ় অন্তঃসলিলা সঙ্গতি ছিল। ফলস্বরূপ, কোনো রকম মর্মপীড়া ছাড়াই তিনি তাঁর বাহ্যিক জীবনকে পরিবর্তিত হতে দিতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন ঈ(্বরে মূলবদ্ধ। আমরা অধিকাংশই বাহ্যিকভাবে দৃঢ় থাকতে চাই, তাই আত্মিকভাবে দৃঢ় নই। বিষয়ের বাহ্যিক অভিব্যত্তি(তে, পৌল বাস করতেন ভূগর্ভস্থ অংশে, কিন্তু তাঁর সমালোচকরা বাস করতেন উপরের স্তরে। এবং এই দুটি স্তর কখনই পরস্পরকে স্পর্শ করতে শু(করেনি। কিন্তু পৌলের দৃঢ়তা ছিল ভিত্তির গভীরে। জগতের মুত্তি(র জন্য ঈ(্বরের যন্ত্রণা, যথা খ্রীস্টের ত্রু(শ ছিল তাঁর দৃঢ়তার মহান ভিত্তি।

আপনার বি(্বাসের কথা আর একবার নিজেকে বলুন। খ্রীস্টের ত্রু(শের ভিত্তির কাছে ফিরে আসুন। এর উপর স্থাপিত হয়নি, এমন বি(্বাসকে দূর করে দিন। জগতের ইতিহাসে ত্রু(শ একটি (্রাতি(্র বিষয়, কিন্তু বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গিতে ত্রু(শ জগতের সমস্ত শাসকদের চেয়েও বেশি গু(ত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের প্রচারে ত্রু(শের উপর ঈ(্বরের যন্ত্রণার কথা যদি প্রচার না-করি, আমাদের প্রচার নিষ্ফল। এ ঈ(্বরের শত্তি(কে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে না। আমাদের প্রচার আকর্ষক হতে পারে, কিন্তু এর কোনো শত্তি(থাকবে না। কিন্তু আমরা যখন ত্রু(শের কথা প্রচার করি, ঈ(্বরের শত্তি(র প্রকাশ ঘটে। “...ঈ(্বর আপন প্রজ্ঞায় সুসমাচার প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই বি(্বাসীদের উদ্ধার করার সঙ্কল্প করেছেন।... আর আমরা প্রচার করি ত্রু(শবিদ্ধ খ্রীস্টকে” (১ করিন্থীয় ১ ২১,২৩)।

২৬ নভেম্বর

আত্মিক (মতার কেন্দ্রবিন্দু

“...যীশুখ্রীস্টের ত্রু(শ ছাড়া...” (গালাতীয় ৬ ১৪)।

আপনার মানব-জীবনে যদি ঈ(্বরের শক্তি(কে (অর্থাৎ, যীশুর পুন(ত্থিত জীবন) জানতে চান, ঈ(্বরের বিয়োগান্তক ঘটনার জন্য আপনাকে সময় দিতে হবে। আপনার নিজস্ব আত্মিক অবস্থার জন্য আপনার ব্যক্তি(গত দুশ্চিন্তাকে দূর করে দিয়ে সম্পূর্ণ মুক্ত(মনে ঈ(্বরের ট্র্যাজেডির বিষয়ে চিন্তা ক(ন। তৎ(ণাৎ ঈ(্বরের শক্তি(আপনার মধ্যে নেমে আসবে। “আমার প্রতি দৃষ্টি কর...” (যিশাইয় ৪৫ ২)। বাহ্যিক **উৎসের** দিকে মনোযোগ দিন এবং আপনার অন্তরে শক্তি(লাভ করবেন। সঠিক বিষয়ের প্রতি মনোযোগের অভাবে আমরা শক্তি(হারিয়ে ফেলি। ত্রু(শের ফলশ্রুতিতে আমরা পাই পরিত্রাণ, পবিত্রীকরণ, আরোগ্য ইত্যাদি, কিন্তু এগুলি কোনোটিই আমরা প্রচার করব না। আমাদের “যীশুখ্রীস্ট এবং ত্রু(শবিদ্ধ যীশুকে প্রচার করতে হবে (১ করিন্থীয় ২ ২)। যীশুকে ঘোষণা নিজের কাজ নিজেই করবে। আপনার প্রচারে ঈ(্বরের কেন্দ্রবিন্দুর উপর মনঃসংযোগ ক(ন, এবং আপনার শ্রোতারা আপনার প্রচারে কর্ণপাত করছে না বলে মনে হলেও, তারা আর কখনও একই রকমের থাকবে না। যদি আমি নিজের কথা বলি, আপনার কথাগুলি আমার কাছে যতটা গু(ত্বপূর্ণ, আমার কথাগুলির গু(ত্ব তার চেয়ে বেশি নয়। কিন্তু আমরা যদি ঐ(্বরিক সত্য নিয়ে পরস্পর আলোচনা করি, আমরা বার-বার এর সম্মুখীন হব। আত্মিক (মতা—ত্রু(শের মহান বিষয়ের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে হবে। আমরা যদি সেই শক্তি(র কেন্দ্রে অবস্থান করি, সেই শক্তি(আমাদের জীবনে বিকশিত হবে। পবিত্রতার আন্দোলন এবং আত্মিক অভিজ্ঞতার সভাগুলিতে খ্রীস্টের ত্রু(শের উপর মনোযোগ দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় ত্রু(শের প্রতিত্রি(য়ার উপর।

বর্তমানে মণ্ডলীর দুর্বলতা সমালোচিত হচ্ছে এবং সেই সমালোচনার ঔচিত্য নিয়ে সন্দেহ নেই। দুর্বলতার একটি কারণ, আত্মিক শক্তি(র প্রকৃত কেন্দ্রের দিকে আমরা মনোযোগ দিইনি। আমরা মুক্তি(র অর্থ, অথবা কালভেরির ট্রাজেডির অর্থ উপলব্ধির জন্য পর্যাপ্ত সময় দিইনি।

২৭ নভেম্বর

আত্মিক শক্তি(র উৎসর্গ

"... খ্রীস্টের ত্রু(শের দ্বারাই আমি সংসারের কাছে মৃত, এবং সংসার আমার কাছে মৃত..." (গালাতীয় ৬ ১৪)।

যদি আমি খ্রীস্টের ত্রু(শের কাছে থাকি, আমি শুধু অভ্যন্তরীণ ধার্মিক বা আমার নিজস্ব পবিত্রতার প্রতি আগ্রহী হই না—খ্রীস্টের আগ্রহের দিকেও আমি বেশি করে দৃষ্টি দিই। আমাদের প্রভু কোনো নির্জনবাসী সন্ন্যাসী ছিলেন না, বা কৃচ্ছসাধনরত ধর্মান্ধ পবিত্র মানুষও ছিলেন না। তিনি সমাজ থেকে দৈহিকভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি, কিন্তু এ জগতের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক কোনো যোগাযোগ ছিল না। তিনি দূরবর্তী ছিলেন না, তবু তিনি বাস করতেন অন্য জগতে। প্রকৃতপ(, প্রতিদিনের সাধারণ সংসারে তিনি এতই জড়িয়ে ছিলেন যে, তাঁর সমকালীন ধর্মীয় লোকেরা তাঁর বি(দ্ধে উদরসর্বস্বতা ও মদ্যাসক্তি(র অভিযোগ জানাত। তবু আমাদের প্রভু তাঁর আত্মিক শক্তি(র অভিষেকের নামে অন্য কিছুকেই হস্ত(প করতে দেননি।

পরবর্তীকালে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমাদের আত্মিক (মতা মজুত করার জন্য এখন ঈশ্বর কর্তৃক ব্যবহৃত হতে না চাওয়ার মনোভাব প্রকৃত অভিষেক নয়। তা এক হতাশাজনক ভুল। ঈশ্বরের আত্মা বহু মানুষকে তাঁদের পাপ থেকে উদ্ধার করেছে, তবু তাঁদের জীবনে পূর্ণতার কোনো অভিজ্ঞতা নেই—স্বাধীনতার প্রকৃত চেতনা নেই। আজকের জগতে আমাদের চারপাশে যে-ধরনের ধর্মীয় জীবন দেখতে পাই, যীশুখ্রীস্টের জীবনের তেজোময় পবিত্রতার সঙ্গে তার সম্পূর্ণ পার্থক্য আছে। "আমার নিবেদন এই নয় যে, তুমি তাদের জগৎ থেকে সরিয়ে নাও, কিন্তু অশুভ শক্তি(র প্রভাব থেকে তাদের তুমি র(া কর" (যোহন ১৭ ১৫)। আমরা এই জগতের হলেও এই জগতের নই— বাহ্যিকভাবে নয়, অভ্যন্তরীণভাবে আমাদের বিচ্ছিন্ন হতে হবে (যোহন ১৭ ১৬ দেখুন)।

আমাদের আত্মিক শক্তি(র অভিষেকে আমরা অন্য কিছুকে হস্ত(প করতে দেব না। অভিষেক (ঈশ্বরের সেবাব্রতে উৎসর্গীকৃত হওয়া) আমাদের কাজ(পবিত্রীকরণ (পাপ থেকে পৃথক হওয়া এবং পবিত্র করা) ঈশ্বরের কাজ। আমাদের স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, শুধু যে-সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের আগ্রহ, আমরাও সেই বিষয়ে আগ্রহী হব। সেই সংকল্প গ্রহণ করার সময়, যখন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হবেন, আপনার নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, "এই ধরনের বিষয়েই কি যীশু আগ্রহী, অথবা যীশু যে-বিষয়ে আগ্রহী, আমার আত্মা কি সে-বিষয়ে পুরোপুরি বি(দ্ধ?

২৮ নভেম্বর

নির্ধনের ধন

"...বিনামূল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে...ধার্মিক গণিত হয়..." (রোমীয় ৩ ২৪)।

ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচার মানব-হৃদয়ে তীব্র আকাঙ্ক্ষার জাগরণ ঘটায় এবং সেই সঙ্গে তীব্র অসন্তুষ্টিরও, কারণ যে-সত্য প্রকাশিত হয়, তা যেমন রুচিকর নয়, তেমনই সহজেই গলাধঃকরণ করা যায় না। মানুষের মধ্যে এক বিশেষ গর্ব থাকে, যা তাদের বার বার দান করতে বাধ্য করে, কিন্তু এগিয়ে এসে উপহার গ্রহণ করা অন্য বিষয়। শহিদের মৃত্যুবরণের জন্য আমি জীবন বিসর্জন দেব, সেবার জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করব—আমি যে-কোনো কাজই করব। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো নরকযোগ্য পাপীর স্তরে নিয়ে এসে আমাকে অপমান করবেন না এবং আমাকে বলবেন না যে, যীশুখ্রীস্টের মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিত্রাণের অনুগ্রহকে গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনো কিছু অর্জন বা জয় করতে পারি না। হয় আমাদের একে উপহার হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, অথবা এ ছাড়াই কাজ চালাতে হবে। যখন আমরা জানতে পারি যে, আমরা নির্ধন, কাঙালের মতো, তখনই আমরা সবচেয়ে বেশি আশীর্বাদ লাভ করি। যতক্ষণ না আমরা এই স্তরে পৌঁছতে পারব, আমাদের প্রভু শক্তিহীন হয়ে থাকবেন। আমরা নিজেরাই যথেষ্ট, এ কথা ভাবলে তিনি আমাদের জন্য কিছুই করতে পারবেন না। আমাদের নিঃস্বতার দ্বার দিয়ে তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। যতক্ষণ আমরা "ধনী", বিশেষত গর্ব এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে, ততক্ষণ ঈশ্বর আমাদের জন্য কিছুই করতে পারেন না। আমরা যখন আত্মিকভাবে ক্ষুধার্ত হই, তখনই আমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করি। পবিত্র আত্মার দ্বারাই ঈশ্বরের অত্যাবশ্যক প্রকৃতির বরদান আমাদের মধ্যে স্থাপিত ও কার্যকর হয়। তিনি আমাদের যীশুর পুনরুজ্জীবিত জীবন দান করে আমাদের সত্যিকারের প্রাণবন্ত করে তোলেন। যা আমাদের "নাগালের বাইরে" ছিল, তা গ্রহণ করে তিনি আমাদের "অভ্যন্তরে" স্থাপন করেন। এবং একবার যখন "নাগালের বাইরের" জিনিস "অভ্যন্তরে" আসে, তা সঙ্গে সঙ্গে "ঊর্ধ্বে" পৌঁছে যায়, এবং আমরা রাজ্যে উন্নীত হই, যেখানে যীশু বাস ও রাজত্ব করেন (যোহন ৩ ৫ দেখুন)।

২৯ নভেম্বর

যীশুখ্রীস্টের শিষ্যত্ব

"*... তিনি আমাকেই মহিমান্বিত করবেন...*"(যোহন১৬ ১৪)।

বর্তমান কালের পবিত্রতার আন্দোলনের মধ্যে নতুন নিয়মের রূঢ় বাস্তবতা নেই। এখানে এমন কিছুই নেই যার মধ্যে যীশুখ্রীস্টের মৃত্যুর প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন শুধু পবিত্র বাতাবরণ, প্রার্থনা এবং ভত্তি(র। এই ধরনের অভিজ্ঞতা অতিলৌকিক বা অলৌকিক নয়। এ জন্য ঈ(্বরকে দুঃখ-কষ্টের মূল্য দিতে হয়নি, "মেষশাবকের রত্তে(" (প্রকাশিত বাক্য ১২ ১১) লাঞ্ছিতও নয়। পবিত্র আত্মা একে অকৃত্রিমরূপে চিহ্নি(ত করেননি বা শিলমোহর দেননি(এর মধ্যে এমন কোনো দৃশ্য চিহ্ন(নেই, যা দেখে লোকে ভয়ে ও বিস্ময়ে বলে উঠবে, "এ সর্বশত্তি(মান ঈ(্বরেরই কাজ!" তবু নতুন নিয়মে ঈ(্বরের কাজ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি।

এক ব্যত্তি(গত, যীশুখ্রীষ্টের ব্যত্তি(-রূপের প্রতি আন্তরিক অনুরাগই নতুন নিয়মের খ্রীস্টীয় অভিজ্ঞতার উদাহরণ। অন্য যে-কোনো ধরনের তথাকথিত খ্রীস্টীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে যীশুর ব্যত্তি(-রূপের কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো নবজন্ম—যেখানে খ্রীস্ট বাস করেন এবং যেখানে তিনি একচ্ছত্রভাবে অধিকার কায়েম করেছেন, সেই রাজ্যে নতুন জন্ম বলে কিছু নেই। সেখানে শুধু একটি ধারণা আছে যে, তিনি আমাদের আদর্শ। নতুন নিয়মে, যীশু আদর্শ হবার বহু পূর্ব থেকেই পরিত্রাতারূপে পরিগণিত। আজ তাঁকে একটি ধর্মের নামমাত্র প্রধান ব্যত্তি(হিসাবে চিত্রিত করা হচ্ছে—একটি দৃষ্টান্তমাত্র। তিনি তা-ই, কিন্তু অন্তহীনভাবে তিনি এর চেয়েও বেশি। তিনি স্বয়ং পরিত্রাণ। তিনি ঈ(্বরের সুসমাচার।

যীশু বলেছিলেন, " সেই সত্যের আত্মা যখন আসবেন,...তিনি আমাকেই মহিমান্বিত করবেন" (যোহন ১৬ ১৩-১৪)। যখন আমি নতুন নিয়মের প্রকাশিত সত্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করি, আমি ঈ(্বরের কাছ থেকে পবিত্র আত্মার বরদান লাভ করি, যিনি যীশুর বলা উত্তি(র ব্যাখ্যা দিতে শু(করেন। যীশু বাহ্যিকভাবে আমার জন্য যা করেছেন, ঈ(্বরের আত্মা অভ্যন্তরীণভাবে আমার জন্য তা-ই করেন।

৩০ নভেম্বর

‘‘এখন আমি যা হয়েছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই হয়েছি’’

‘‘...এখন আমি যা হয়েছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই হয়েছি এবং আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ নিষ্ফল হয়নি...’’(১ করিন্থীয় ১৫ ১০)।

আমরা যেভাবে অবিরত আমাদের অযোগ্যতার কথা বলি, তা আমাদের সৃষ্টিকর্তার পক্ষে অপমানজনক। আমাদের অযোগ্যতার বিষয়ে অভিযোগ জানানোর অর্থ, তিনি আমাদের উপেক্ষা করেছেন বলে তাঁর উপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা। মানুষের কাছে যেসমস্ত বিষয় সাধারণ বলে মনে হয়, ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ দিয়ে সেগুলি যাচাই করার অভ্যাস করুন। আপনি অবাক হয়ে দেখবেন, সেগুলি ঈশ্বরের কাছে কত অবিশ্বাস্য রকমের অনুপযুক্ত এবং অশ্রদ্ধেয়। আমরা এই ধরনের কথা বলি, ‘‘আমি পবিত্র হবার দাবি করব না, আমি পবিত্রজন নই।’’ কিন্তু ঈশ্বরের কাছে এ কথা বলার অর্থ, ‘‘না প্রভু, আমাকে উদ্ধার ও পবিত্র করা তোমার পক্ষে অসম্ভব অনেক সুযোগই আমি পাইনি এবং আমার দেহ-মনে অনেক বিচ্যুতি রয়েছে। না প্রভু,এ সম্ভব নয়।’’ অন্যদের কাছে এগুলি আশ্চর্য রকমের বিনয়ের পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে এ দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্রোহের।

বিপরীতপক্ষে, ঈশ্বরের কাছে যে-সমস্ত বিষয় বিনয়ের পরিচায়ক, মানুষের কাছে তা একেবারে বিপরীত বলে মনে হতে পারে। ‘‘ধন্যবাদ ঈশ্বর, আমি জানি, আমি উদ্ধার পেয়েছি এবং পবিত্রীকৃত হয়েছি’’—ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এ কথা নম্রতার সবচেয়ে পবিত্র অভিব্যক্তি। এর অর্থ, ঈশ্বরের কাছে আপনার সমর্পণ এতই সম্পূর্ণ যে, আপনি জানেন, ঈশ্বর পবিত্র। আপনার কথা লোকদের কাছে নম্রতার পরিচয় দিচ্ছে কি না, তা নিয়ে চিন্তা করবেন না। কিন্তু ঈশ্বরের সামনে সর্বদা আনত হোন এবং তাঁকে আপনার সর্বস্ব হতে দিন।

শুধু একটি সম্পর্কই যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ এবং সে-সম্পর্ক হল, আপনার ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা ও প্রভুর সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক। আর সবকিছুকে উপেক্ষা করে, আপনি যদি যে-কোনো মূল্যেই এই সম্পর্ক বজায় রাখেন, তা হলে ঈশ্বর আপনার জীবনের মধ্য দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের কাছে একটি ব্যক্তিগত জীবন অমূল্য হতে পারে এবং আপনার জীবনই হতে পারে সেই জীবন।

১ ডিসেম্বর

বিধান এবং সুসমাচার

"যে ব্যক্তি(সমস্ত বিধান পালন করেও কেবল একটি পালনে ব্যর্থ হয়, সে সমগ্র বিধ্রোস লঙঘনের দায়ে দোষী" (যাকোব ২ ১০)।

নৈতিক বিধান মানুষ হিসাবে আমাদের দুর্বলতাকে বিবেচনা করে না(প্রকৃত পদ্দে, এ আমাদের বংশগতি বা দুর্বলতাকে গ্রাহ্য করে না। এ শুধু আমাদের পুরোদস্তুর নৈতিকতাকে দাবি করে। সমাজের শীর্ষপদে আসীন কোনো ব্যক্তি(বা জগতের দুর্বলতম ব্যক্তি(— কারোর জন্যই নৈতিক বিধান পরিবর্তিত হয় না। এ স্থায়ী এবং অনন্তকালের জন্য একই রকমের। ঈধ্রের-অভিষিক্ত(নৈতিক বিধান আমাদের দুর্বলতাকে (মা করে নিজেকে দুর্বলদের কাছে দুর্বল করে না। এ সর্বদা এবং অনন্তকাল ধরেই অপরিবর্তনীয়। আমরা এ বিষয়ে যদি সচেতন না হই, এই কারণে আমরা পুরোপুরি জীবিত নই। একবার যখন আমরা তা উপলব্ধি করি, আমাদের জীবন নিদা(ণ ট্রাজেডিতে পরিণত হয়। "এক সময় বিধানহীন অবস্থায় আমিও সম্পূর্ণ জীবিত ছিলাম। কিন্তু বিধানের নির্দেশ যখন এল, পাপ তখন সজীব হল, আর আমার হল মৃত্যু" (রোমীয় ৭ ৯)। যে-মুহূর্তে আমরা এ কথা উপলব্ধি করি, ঈধ্রেরের আত্মা আমাদের পাপ সম্পর্কে দোষী করে। যত(ণ না কোনো ব্যক্তি(সেখানে পৌঁচচ্ছে এবং দেখছে যে, সেখানে কোনো প্রত্যাশা নেই, খ্রীস্টের ত্রু(শ তার কাছে নিরর্থক, বাস্তবতাহীন থেকে যায়। পাপচেতনা সর্বদা এক ভীতিকর, বিধানের দ্বারা অব(দ্ধতার অনুভূতি নিয়ে আসে। এ একজন ব্যক্তি(কে আশাহীন করে তোলে— *'পাপের অধীনে বিত্র(ীত"* (রোমীয় ৭ ১৪)। আমি এক অপরাধী পাপী হিসাবে কখনই ঈধ্রেরের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি না— এ অসম্ভব। শুধু একটি উপায়ে আমি ঈধ্রেরের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারি, এবং তা হল, যীশুখ্রীস্টের মৃত্যুর মাধ্যমে। আমার আনুগত্যের কারণে আমি কখনও ঈধ্রেরের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি—আমার এই অন্তঃসলিলা ধারণা থেকে আমাকে মুক্ত(হতে হবে। কে কবে চরম সিদ্ধতা নিয়ে ঈধ্রেরের আজ্ঞাবহ হতে পেরেছে!

আমরা যখন একবার দেখি যে, নৈতিক বিধান এক শর্ত ও সংকল্প নিয়ে আসে, তখনই আমরা এর শক্তি(উপলব্ধি করতে শু(করি। কিন্তু ঈধ্রের আমাদের কখনও বাধ্য করেন না। কখনও কখনও আমরা কামনা করি, ঈধ্রের আমাদের অনুগত করবেন(আবার অন্য সময়ে আমাদের ইচ্ছা হয়, তিনি আমাদের নিজের পথেই চলতে দিন। ঈধ্রেরের ইচ্ছা যখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত, তিনি সমস্ত চাপ সরিয়ে দেন। এবং যখন আমরা স্বেচ্ছায় তাঁর আজ্ঞাবহ হই, আমাদের সহায়তা করার জন্য তিনি তাঁর সর্বশক্তি(নিয়ে দূরতম ন(ত্রে এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যান।

২ ডিসেম্বর

খ্রীস্টীয় সিদ্ধতা

''আমি যে সবকিছু পেয়েছি—এ দাবি আমি করি না, আমি এখনও সিদ্ধিলাভ করিনি ...''(ফিলিপীয় ৩ ১২)।

ঈ(্বর আমাদের তাঁর সিদ্ধ নমুনা করতে চান, এ কথা মনে করা একটি ফাঁদ স্বরূপ—তাঁর নিজের সঙ্গে আমাদের এক করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য। পবিত্রতার আন্দোলন এই বিষয়ে গু(ত্ব দিয়ে থাকে যে, ঈ(্বর তাঁর সংগ্রহশালায় রাখার জন্য পবিত্রতার নমুনা উৎপাদন করছেন। ব্যক্তি(গত পবিত্রতার এই ধারণাকে আমরা যদি স্বীকার করে নিই, আপনার জীবনের নির্ধারিত উদ্দেশ্য ঈ(্বরের জন্য হবে না, হবে আপনার জীবনে যাকে ঈ(্বরের প্রমাণ বলেন, তার জন্য। আমরা কীভাবে বলতে পারি, ''আমার অসুস্থতা কখনও ঈ(্বরের ইচ্ছা হতে পারে না?'' তাঁর আপন পুত্রকে 'চূর্ণ' করা যদি ঈ(্বরের ইচ্ছা ছিল (যিশাইয় ৫৩ ১০), তা হলে কেন তিনি আপনাকে চূর্ণ করবেন না? এক পবিত্রজনের কী রকম হওয়া উচিত, আপনার এই আপে(ক দৃঢ় ধারণাকে ঈ(্বর আপনার জীবনে বিচ্ছুরিত ও বিকশিত করেন না, কিন্তু যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে আপনার নিখুঁত ও প্রাণবন্ত সম্বন্ধ এবং আপনি সুস্থ বা অসুস্থ যা-ই হোন, তাঁর প্রতি আপনার অদম্য অনুরাগকে তিনি প্রকট করেন।

খ্রীস্টীয় সিদ্ধতা মানবিক সিদ্ধতা নয়, এবং কখনও তা হতেও পারে না। খ্রীস্টীয় সিদ্ধতা ঐ(্বরিক সম্বন্ধের সিদ্ধতা যা জীবনের আপাত গু(ত্বহীন (ত্রের মধ্যেও নিজেকে সত্যরূপে প্রতিভাত করে। যখন আপনি যীশুখ্রীস্টের আহ্বানের অনুবর্তী হন, আপনার ভবিষ্যৎ কর্মের নিরর্থকতা আপনাকে প্রথমেই আঘাত করে। পরবর্তী যে-চিন্তাটি আপনাকে আঘাত করে, তা হল, মনে হচ্ছে, লোকেরা নিখুঁতভাবে অপরিবর্তনশীল জীবনযাপন করছে। এই সব জীবন আপনাকে ধারণা দিতে পারে যে, ঈ(্বর অপ্রয়োজনীয় —এবং আপনার নিজস্ব মানবিক প্রচেষ্টায় ও ভক্তি(তে আপনার জীবনের জন্য ঐ(্বরিক মানদণ্ড অর্জন করতে পারেন। এক পতিত জগতে এ কখনও সাধিত হতে পারে না। আমি ঈ(্বরের সঙ্গে এমন এক নিখুঁত সম্পর্কে জীবনযাপন করার জন্য আহূত যে, আমার জীবন অন্যদের জীবনে ঈ(্বরের জন্য ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে, আমার প্রশংসার জন্য নয়। আমার সম্পর্কিত নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ঈ(্বরের কাছে আমার উপযোগিতার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাঁর শো-কেসে আমাকে সাজিয়ে রাখার জন্য আমাকে সিদ্ধ করা ঈ(্বরের উদ্দেশ্য নয়(তিনি আমাকে সেই স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে তিনি আমাকে ব্যবহার করতে পারেন। ঈ(্বর যা করতে চান, তাঁকে তা-ই করতে দিন।

৩ ডিসেম্বর

‘‘বল দ্বরা নয়, শক্তি(দ্বারা নয়’’

‘‘তোমাদের কাছে আমি যা বলেছি ও যে-সুসমাচার প্রচার করেছি, তা জাগতিক জ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত নয়। কিন্তু পবিত্র আত্মার প্রকাশে ও ঈ(্বরের পরাত্র(মে প্রমাণিত হয়েছে’’ (১ করিন্থীয় ২ ৪)।

সুসমাচার প্রচারের সময়, সুসমাচারের শক্তি(র উপর আস্থা না-রেখে পরিত্রাণের পথে আপনি যদি নিজস্ব জ্ঞানের উপর আস্থা রাখেন, তা হলে আপনি লোকদের সত্যের পথে পৌঁছতে বাধা দেন। সতর্ক হয়ে ল(রাখুন, আপনি যখন পরিত্রাণের পথে আপনার জ্ঞানকে ঘোষণা করেন, আপনাকে নিজেকে ঈ(্বর-বি(্বাসে দৃঢ় মূলবদ্ধ হতে হবে। আপনার প্রচারের স্বচ্ছতার উপর কখনও নির্ভর করবেন না, কিন্তু সুসমাচার ব্যাখ্যা করার সময় আপনাকে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে, আপনি নির্ভর করেছেন একমাত্র পবিত্র আত্মার উপর। ঈ(্বরের উদ্ধারকারী শক্তি(র নিশ্চয়তার উপর আস্থা রাখুন, এবং ঈ(্বর লোকদের অন্তরে তাঁর নিজস্ব জীবন সৃষ্টি করবেন।

আপনি যখন বাস্তবের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন, কোনো কিছুই আপনাকে নড়াতে পারবে না। আপনার বি(্বাস যদি অভিজ্ঞতা-নির্ভর হয়, আপনার জীবনে যা কিছু ঘটে, তা সেই বি(্বাসকে ওলটপালট করে দিতে পারে। কিন্তু ঈ(্বর বা উদ্ধারণের বাস্তবতাকে কোনো কিছুই পরিবর্তন করতে পারে না। এর উপর আপনার বি(্বাস স্থাপন ক(ন, এবং স্বয়ং ঈ(্বরের মতোই আপনি চিরকাল সুর(িত থাকবেন। যখন যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে আপনার একবার সম্বন্ধ গড়ে উঠবে, আপনি আর কখনই আলোড়িত হবেন না। এটাই পবিত্রীকরণের অর্থ। পবিত্রীকরণ শুধুই এক অভিজ্ঞতা—আমাদের এই ধারণায় বদ্ধমূল হয়ে থাকার মানবিক প্রচেষ্টাকে ঈ(্বর সমর্থন করেন না।

৪ ডিসেম্বর

বি(দ্ধতার নিয়ম

"...যে জয়ী হবে, তাকে..."(প্রকাশিত বাক্য ২ ৭)।

প্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত ￼(ত্রে যুদ্ধ ছাড়া জীবন অসম্ভব। এ কথা সত্য যে, জীবনের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক এবং আত্মিক ￼(ত্রে অবিরত সংগ্রাম হয়ে চলেছে।

আমার দেহের বাহ্যিক অংশ এবং সমস্ত বিষয়বস্তু ও আমার চারপাশের শক্তি(র মধ্যে স্বাস্থ্য ভারসাম্য র(া করে। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে বাহ্যিক বিষয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য আমার অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত শক্তি(থাকতে হবে। আমার দৈহিক জীবনের বাইরের সবকিছু আমার মৃত্যুর কারণ হবার জন্য পরিকল্পিত। জীবিত থাকার সময় যেসমস্ত উপাদান আমাকে বাঁচিয়ে রাখে, মৃত্যুর পর সেগুলিই আমার দেহকে (য়িত ও খণ্ডখণ্ড করতে সত্রি(য় হয়ে ওঠে। আমার যদি লড়াই করার মতো পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ শক্তি(থাকে, স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ভারসাম্য উৎপাদন করতে পারি। মানসিক জীবনের ￼(ত্রেও এ কথা সমান সত্য। আমি যদি শক্তি(শালী ও সত্রি(য় মানসিক জীবন বজায় রাখতে চাই, আমাকে লড়াই করতে হবে। এই সংগ্রাম চিন্তা নামে অভিহিত মানসিক ভারসাম্য উৎপাদন করে।

নৈতিক ￼(ত্রেও একই কথা। যা কিছু আমাকে নৈতিকভাবে শক্তি(যুক্ত(করে না, তা আমার অভ্যন্তরীণ সদ্‌গুণের শত্রু। আমি বিজয়ী হব কি, তার দ্বারা সদ্‌গুণ উৎপাদন করব, তা আমার জীবনের নৈতিক উৎকর্ষতার স্তরের উপর নির্ভর করে। কিন্তু নৈতিক হবার জন্য আমাদের লড়াই করতেই হবে। নৈতিকতা আকস্মিকভাবে ঘটে না(নৈতিক সদ্‌গুণ অর্জন করতে হয়।

এবং আত্মিক ￼(ত্রেও এ কথা সমান সত্য। যীশু বলেছিলেন, "...জগৎ তোমাদের দুঃখ-যন্ত্রণা দেবে..." (যোহন ১৬ ৩৩)। এর অর্থ, যা কিছু আত্মিক নয়, তা আমাকে পতনের পথে নিয়ে যায়। যীশু আরও বলেছিলেন "...কিন্তু সাহস কর...আমিই জয় করেছি এই জগৎকে"। আমাকে বি(দ্ধ শক্তি(র সঙ্গে লড়াই করতে শিখতে হবে এবং যেসমস্ত বিষয় আমার বি(দ্ধতা করে, তাদের জয় করতে হবে। এবং এইভাবেই পবিত্রতার ভারসাম্য উৎপাদিত হয়। তখন বি(দ্ধতার সম্মুখীন হওয়া এক আনন্দের বিষয় হয়ে ওঠে।

পবিত্রতা আমার প্রকৃতি এবং যীশুখ্রীস্টের মধ্যে অভিব্যক্ত(ঈ(রের বিধানের মধ্যে ভারসাম্য রচনা করে।

৫ ডিসেম্বর

‘‘পবিত্র আত্মার মন্দির’’

‘‘...কেবল সিংহাসনের অধিকারী হওয়ার জন্য আমি তোমার চেয়ে বড়ো থাকব’’ (আদিপুস্তক ৪১ ৪০)।

ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীনে আমি কীভাবে আমার দেহকে নিয়ন্ত্রণ করি, ঈশ্বরের কাছে আমাকে তার কৈফিয়ত দিতে হবে। পৌল বলেছিলেন, ‘‘ঈশ্বরের অনুগ্রহকে আমি ব্যর্থ হতে দিইনি’’—অর্থৎ একে তিনি অকার্যকর করেননি (গালাতীয় ২ ২১)। ঈশ্বরের অনুগ্রহ চরম ও অসীম এবং যীশুর মাধ্যমে পরিত্রাণের কাজ চিরকালের মতো সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত হয়েছে। আমি পরিত্রাণ পাচ্ছি না—আমি পরিত্রাণ পেয়েছি। পরিত্রাণ ঈশ্বরের সিংহাসনের মতোই চিরকালীন, কিন্তু ঈশ্বর আমার মধ্যে যা স্থাপন করেছেন, তাকে আমায় সক্রিয় বা প্রয়োগ করতে হবে। ‘‘পরিত্রাণের জন্য সক্রিয়’’ (ফিলিপীয় ২ ১২) হওয়ার অর্থ, ঈশ্বর আমাকে যা দিয়েছেন, তা প্রয়োগ করার দায় আমারই উপর। এর আরও একটি অর্থ, আমার নিজ দেহে আমি যীশুর জীবন প্রদর্শন করব—রহস্যময় বা গোপনভাবে নয়, প্রকাশ্যে, অকুতোভয়ে। ‘‘আমি আমার দেহকে কঠিন সংযমের বশে রাখি...’’ (১ করিন্থীয় ৯ ২৭)। প্রত্যেক খ্রীস্টবিশ্বাসী ঈশ্বরের জন্য তাঁর দেহকে চরম নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। ঈশ্বর আমাদের উপর চিন্তা-ভাবনা ও বাসনাসহ সমস্ত ‘‘পবিত্র আত্মার মন্দিরের’’ উপর শাসন করার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন (১ করিন্থীয় ৬ ১৯)। আমরা এ সমস্তর জন্য দায়ী, এবং কোনো অনুচিত বিষয়ের কাছে আমরা কখনও মাথা নত করব না। কিন্তু আমরা অধিকাংশই নিজেদের বিচার করার চেয়ে অন্যদের বিচার করি কঠোরভাবে। আমাদের মধ্যেকার বিভিন্ন বিষয়ের জন্য আমরা অজুহাত দেখাই, অথচ শুধু সেই সব কাজ করার আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা না-থাকার কারণে অন্যদের জীবনের সেই সব বিষয়কে দোষী করি।

পৌল বলেছিলেন, ‘‘...আমি তোমাদের একান্তরূপে অনুরোধ করছি, ...তোমাদের দেহকে জীবন্ত ও ঈশ্বরের গ্রাহ্য বলিরূপে উৎসর্গ কর’’ (রোমীয় ১২ ১)। আমার দেহ হবে ঈশ্বরের মন্দির—আমার প্রভু ও মালিকের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে সহমত হব কি না, তার সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হবে। একবার যখন আমি সহমত পোষণ করি, শরীর সম্বন্ধীয় সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং বিধানের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি আমার জন্য এই প্রকাশিত সত্যে পরিস্ফুট হয়—আমার দেহ ‘‘পবিত্র আত্মার মন্দির।’’

৬ ডিসেম্বর

‘‘আকাশের গায়ে...আমার ধনু’’

‘‘আকাশের গায়ে আমি আমার ধনু স্থাপন করব, আর তা-ই হবে পৃথিবীর সঙ্গে স্থাপিত আমার সন্ধি-চুক্তির প্রতীক’’ (আদিপুস্তক ৯ ১৩)।

ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, মানুষ তাঁর সঙ্গে এক সঠিক সম্পর্কে আবদ্ধ হবে। এবং তাঁর চুক্তিগুলি এই উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত হয়েছে। ঈশ্বর কেন আমাকে উদ্ধার করেন না? তিনি আমার পরিত্রাণ সম্পন্ন করেছেন, আমাকে পরিত্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়নি। আমি যা কিছু চাই, ঈশ্বর কেন তা-ই করবেন না? তিনি তা করেছেন। আসল কথা হল—আমি কি সেই চুক্তির সম্পর্কে প্রবেশ করব? ঈশ্বরের মহান সমস্ত আশীর্বাদ সমাপ্ত ও সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু তাঁর চুক্তির ভিত্তিতে তাঁর সঙ্গে এক সম্বন্ধে প্রবেশ না-করা পর্যন্ত সেই সব আশীর্বাদ আমার নয়।

ঈশ্বরের সক্রিয়তার জন্য অপেক্ষা করা জৈবিকভাবে অবিশ্বাসের শামিল। এর অর্থ, তাঁর প্রতি আমার বিশ্বাস নেই। আমার আস্থার জন্য, আমার অন্তরে তাঁর কিছু কাজ করার অপেক্ষায় থাকি আমি। কিন্তু ঈশ্বর তা করবেন না, কারণ ঈশ্বর-মানুষের সম্বন্ধের ভিত্তি তা নয়। ঈশ্বর যেমন মানুষের কাছে তাঁর চুক্তি নিয়ে যাবার জন্য নিজেকে অতিক্রম করে যান, তেমনই মানুষকেও ঈশ্বরের সঙ্গে তার চুক্তিতে জৈবিক দেহ ও অনুভূতিকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। এ ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রশ্ন—খুবই দুর্লভ বিষয়। আমরা শুধু আমাদের অনুভূতিকে বিশ্বাস করি। ঈশ্বর, যতক্ষণ না ধরা-ছোঁয়া যায় এমন বস্তু আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন, যেন আমি জানতে পারি যে, আমি কিছু পেয়েছি, ততক্ষণ আমি তাঁকে বিশ্বাস করি না। তখন আমি বলি, ‘‘এখন আমি বিশ্বাস করি।’’ এর মধ্যে কোনো বিশ্বাস খুঁজে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর বলেন, ‘‘ফিরে এস আমার কাছে, লাভ কর পরিত্রাণ ...’’ (যিশাইয় ৪৫ ২২)।

সব কিছু ত্যাগ করে, আমি যখন ঈশ্বরের চুক্তির ভিত্তিতে তাঁর সঙ্গে সত্যিসত্যিই লেনদেন শুরু করি, সেখানে কোনো ব্যক্তিগত লাভের চেতনা থাকে না—এর মধ্যে আদৌ কোনো মানবিক উপাদান নেই। বরং, ঈশ্বরের একাত্মতায় আসার এক শিহরন থাকে। আমার জীবন পরিবর্তিত হয় এবং শান্তি ও আনন্দ বিচ্ছুরণ করে।

৭ ডিসেম্বর

অনুতাপ

"ঈ(রের দেওয়া দুঃখ সহ্য করলে তা অনুতাপ সৃষ্টি করে.." (২ করিন্থীয় ৭ ১০)।

পাপে দোষী সাব্যস্ত হওয়া একজন ব্যক্তি(র জীবনে একটি অন্যতম সবচেয়ে বিরল ঘটনা। এখান থেকেই শু(হয় ঈ(র-উপলব্ধি। যীশুখ্রীস্ট বলেছিলেন, যখন পবিত্র আত্মা আসবেন, তিনি মানুষকে পাপ সম্পর্কে দোষী করবেন (যোহন ১৬ ৮)। পবিত্র আত্মা যখন কোনো ব্যক্তি(র চেতনাকে উত্তেজিত করেন, এবং তাঁকে ঈ(রের সান্নিধ্যে নিয়ে আসেন, অন্যদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নয়, ঈ(রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কই তাঁকে বিব্রত করে— "তোমার বি(দ্ধে, একমাত্র তোমারই বি(দ্ধে আমি পাপ করেছি, তোমার দৃষ্টিতে যাকিছু মন্দ, তা-ই করেছি আমি" (গীতসংহিতা ৫১ ৪)। পাপ-চেতনার বিস্ময়, (মা এবং পবিত্রতা এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে বিজড়িত যে, একমাত্র (মাপ্রাপ্ত ব্যক্তি(ই প্রকৃত পবিত্র। তিনি পূর্বে যা ছিলেন, তার বিপরীতগামী হয়ে তিনি প্রমাণ করেন যে, তিনি ঈ(রের অনুগ্রহের দ্বারা (মালাভ করেছেন। অনুতাপ মানুষকে বলতে শেখায়, "আমি পাপ করেছি।" তিনি যখন অকপট মনে এ কথা বলেন, তখন সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঈ(র তাঁর জীবনে কাজ করে চলেছেন। মূর্খের মতো ভুল করার জন্য এর চেয়ে কিছু কম অভিব্যক্তি(, তা শুধুই দুঃখ—নিজের প্রতি বিরক্তি(র কারণেই এই প্রতিক্রি(য়া।

মানুষের "ভালোত্বের" বি(দ্ধ অনুতাপের তী(, আকস্মিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ঈ(রের রাজ্যের প্রবেশদ্বার খুলে যায়। তখন পবিত্র আত্মা, যিনি এই সংঘর্ষের কারণ, তিনি ব্যক্তি(র জীবনে ঈ(র-পুত্রকে মূর্ত করতে শু(করেন (গালাতীয় ৪ ১৯ দেখুন)। এই নতুন জীবন নিজেই সচেতন অনুতাপকে প্রকাশ করবে, তার পর আসবে অচেতন পবিত্রতা—যার ক্র(মপর্যায় কখনও অন্য রকমের হবে না। অনুতাপই খ্রীস্টধর্মের ভিত্তি। কঠোরভাবে বলা যায়, কোনো ব্যক্তি(চাইলেই অনুতাপ করতে পারে না—অনুতাপ ঈ(রের বরদান। অতীতে পিউরিটানরা "চোখের জলের বরদানের" জন্য প্রার্থনা করত। আপনি যদি কখনও অনুতাপের মূল্য উপলব্ধি করা থেকে দূরে সরে যান, আপনি নিজেই নিজেকে পাপে থাকতে দেন। কীভাবে প্রকৃত অনুতাপ করতে হয়, তা আপনি নিজেই যাচাই করে দেখুন।

৮ ডিসেম্বর

ঈ(্বরের নিরপে((মতা

"...যারা শুচিশুদ্ধ হয়, একবার মাত্র বলি উৎসর্গের দ্বারা তিনি তাদের চিরতরে সিদ্ধি দান করেছেন" (হিব্রু ১০ ১৪)।

আমাদের পাপের জন্য আমরা দুঃখিত বলে আমাদের মার্জনা করা হয়েছে—আমরা যদি এই রকম চিন্তা করি, তা হলে ঈ(্বর-পুত্রের রক্ত(কে আমরা পদদলিত করি। ঈ(্বর কর্তৃক আমাদের পাপ (মা হওয়ার এবং সেগুলি চিরতরে বিস্মৃত হবার তাঁর প্রতিশ্রুতির একমাত্র কারণ — যীশুখ্রীস্টের মৃত্যু। আমাদের জন্য খ্রীস্ট ত্রু(শের উপর প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন—"...খ্রীস্টই আমাদের কাছে ঈ(্বরের দেওয়া প্রজ্ঞা। তাঁর কাছ থেকে আমরা লাভ করি ন্যায়পরতা, পবিত্রতা ও পরিত্রাণ" (১ করিন্থীয় ১ ৩০)। আমাদের অনুতাপ আমাদের এই ব্যক্তি(গত উপলব্ধির ফলশ্রুতি। আমরা যখন একবার উপলব্ধি করি যে, আমাদের জন্য খ্রীস্ট এই সব হয়েছেন, আমাদের মধ্যে ঈ(্বরের সীমাহীন আনন্দ বয়ে যায়। যেখানে ঈ(্বরের এই আনন্দ থাকে না, মৃত্যুদণ্ড সেখানে তখনও বলবৎ থাকে।

আমরা কী বা কে, তা কোনো বিষয় নয়, ঈ(্বর খ্রীস্টের মৃত্যুর দ্বারা আমাদের তাঁর সঙ্গে সঠিক সম্বন্ধের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। যীশু ঈ(্বরের কাছে মিনতি করেন বলে যে তিনি তা করেন, তা নয়, এর কারণ তিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন। এ অর্জন করা যায় না, শুধু গ্রহণ করতে হয়। পরিত্রাণের জন্য যে-মিনতি ইচ্ছাকৃতভাবে খ্রীস্টের ত্রু(শকে অবজ্ঞা করে, তা মূল্যহীন। যীশু ইতোমধ্যেই যে-দ্বার উন্মুক্ত(করে দিয়েছেন, সেই দ্বারে যেন আঘাত করা। আমরা প্রতিবাদ করে বলি, "কিন্তু আমি ওই পথে আসতে চাই না। পাপী হিসাবে স্থান পাওয়া খুবই অপমানজনক।" পিতরের মাধ্যমে ঈ(্বরের উত্তর, "... পৃথিবীতে ...এ ছাড়া আর কোনো নাম নেই যার গুণে মানুষ উদ্ধার লাভ করতে পারে" (প্রেরিত. ৪ ১২)। যাকে প্রথমে ঈ(্বরের হৃদয়হীনতা বলে মনে হয়, আসলে, তা তাঁর অন্তরের যথার্থ অভিব্যক্তি(। তাঁর পথে প্রবেশ সীমাহীন। "...তাঁর প্রিয়তম পুত্রের শোণিতের বিনিময়ে আমরা মুক্ত(হয়েছি..." (ইফিসীয় ১ ৭)। যীশুখ্রীস্টের মৃত্যুর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার অর্থ, যে-সমস্ত বিষয়ে কখনই তাঁর ভূমিকা ছিল না, সেইসব বিষয়ে আমাদের মৃত্যুবরণ করতেই হবে।

মন্দ লোকদের উদ্ধার করার ((ত্রে যীশু ন্যায়পরায়ণ, কারণ তিনি তাদের ভালো মানুষে পরিণত করেন। আমরা যখন সকলে ভ্রান্তির মধ্যে আছি, যীশু তখন 'আমরা ঠিক আছি' বলে ভান করেন না। খ্রীস্টের ত্রু(শীয় প্রায়শ্চিত্তকে ঈ(্বর অপবিত্র লোককে পবিত্র করার জন্য ব্যবহার করেন।

৯ ডিসেম্বর

প্রাকৃতিক বিরোধ

"যারা খ্রীস্ট যীশুর আপনজন, তারা সমস্ত কামনা-বাসনাসহ নিজের মানবসত্তাকে ক্রু(শবিদ্ধ করেছে"(গালাতীয় ৫ ২৪)।

প্রাকৃতিক জীবন নিজে পাপময় নয়। কিন্তু আমাদের পাপকে ত্যাগ করতে হবে, আমরা এর সঙ্গে কোনো রকম সম্বন্ধ রাখব না। পাপ নরকের এবং শয়তানের। ঈ(রের সন্তান হিসাবে আমি স্বর্গের এবং ঈ(রের। এ পাপ ত্যাগ করার প্র(্ন নয়, কিন্তু আমার নিজের উপর আমার অধিকার, আমার স্বাভাবিক স্বাধীনতা এবং আমার নিজস্ব ইচ্ছা ত্যাগ করার প্র(্ন। ঠিক এইখানেই লড়াই শু(করতে হবে। প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে-সমস্ত বিষয় সঠিক, মহৎ এবং সুন্দর, সে-সমস্ত বিষয় ঈ(রের কাছে আমাদের সর্বোত্তম হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আমরা যখন উপলব্ধি করি, প্রাকৃতিক নৈতিক উৎকৃষ্টতা ঈ(রের কাছে সমর্পণ করতে বাধা দেয় বা তার বি(দ্ধতা করে, আমাদের আত্মাকে আমরা সবচেয়ে তীব্র যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসি। আমরা অল্প লোকই কোনটি নোংরা, মন্দ এবং ভুল — এ নিয়ে তর্ক করব, কিন্তু কোনটি ভালো, তা নিয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হব। একজন লোক নৈতিক মানদণ্ডের যত উঁচুতে ওঠে, যীশুখ্রীস্টের প্রতি বি(দ্ধতা তত বেশি তীব্র হয়। "যারা খ্রীস্ট যীশুর...মাংসকে...ক্রু(শে দিয়েছে।" আপনাকে প্রাকৃতিক জীবনের মূল্য পরিশোধ করতে হবে, তা একটি, কি দুটি বিষয় নয়, কিন্তু সর্বস্ব। যীশু বলেছিলেন, "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে সর্বস্ব প্রত্যাখ্যান ক(ক ..." (মথি ১৬ ২৪)। অর্থাৎ, সে তার নিজের উপর অধিকার অস্বীকার করবে, এবং অস্বীকার করার আগে তাকে উপলব্ধি করতে হবে যে, যীশুখ্রীস্ট কে। নিজের স্বাধীনতাকে মৃত্যুসাৎ করতে অস্বীকার করবেন না।

প্রাকৃতিক জীবন আত্মিক নয়। একমাত্র বলিদানের মাধ্যমে একে আত্মিক করা যেতে পারে। আমরা যদি উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে প্রাকৃতিককে বলি না দিই, আমাদের কাছে অতিলৌকিক কখনও লৌকিক হতে পারে না। কোনো উঁচু বা সহজ পথ নেই। আমাদের প্রত্যেকের হাতেই রয়েছে এ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করার উপায়। এ প্রার্থনার প্র(্ন নয়, কিন্তু বলিদানের এবং এর দ্বারা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করার প্র(্ন।

১০ ডিসেম্বর

প্রাকৃতিককে উৎসর্গ করা

"লেখা আছে, অব্রাহামের দুই পুত্র ছিল। একজনের মা ক্রীতদাসী, অন্যজনের মা স্বাধীন" (গালাতীয় ৪ ২২)।

গালাতীয় পত্রের এই অধ্যায়ে পৌল পাপ সম্পর্কে আলোচনা করছেন না, তিনি প্রাকৃতিকের সঙ্গে আত্মিকের সম্পর্কের কথা বলেছেন। প্রাকৃতিক কেবল বলিদানের মাধ্যমে আত্মিকে পরিবর্তিত হতে পারে। এ ব্যতিরেকে, একজন ব্যক্তি(বিভাজিত জীবনযাপন করবে। ঈ(্বর কেন দাবি করেছিলেন যে, প্রাকৃতিককে অবশ্যই উৎসর্গীকৃত হতে হবে? ঈ(্বর তা দাবি করেননি। এ ঈ(্বরের সিদ্ধ ইচ্ছা নয়, এ তাঁর অনুমতিদায়ক ইচ্ছা। ঈ(্বরের সিদ্ধ ইচ্ছা ছিল যে, আনুগত্যের মাধ্যমে প্রাকৃতিক আত্মিকে রূপান্তরিত হবে। প্রাকৃতিককে উৎসর্গীকৃত হবার জন্য পাপ একে প্রয়োজনীয় করে তুলেছে।

ইস্‌হাককে উৎসর্গ করার আগে অব্রাহামকে ই(্মায়েলকে উৎসর্গ করতে হয়েছিল (আদিপুস্তক ২১ ৮-১৪ দেখুন)। আমরা কেউ কেউ প্রাকৃতিককে উৎসর্গ করার আগে ঈ(্বরের কাছে আত্মিককে উৎসর্গ করার চেষ্টা করছি। কেবল আমাদের "দেহকে জীবন্ত ও ঈ(্বরের গ্রাহ্য বলিরূপে উৎসর্গ" করে (রোমীয় ১ ১), আমরা ঈ(্বরের কাছে আত্মিক বলিদান উৎসর্গ করতে পারি। পবিত্রীকরণ পাপ থেকে মুক্ত(হওয়ার চেয়েও বেশি। এর অর্থ, আমার পরিত্রাণের ঈ(্বরের কাছে নিজেকে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করা, এবং এ জন্য যে-কোনো মূল্য দেবার জন্য প্রস্তুত থাকা।

প্রাকৃতিককে যদি আত্মিকের কাছে আমরা উৎসর্গ না-করি, প্রাকৃতিক জীবন প্রতিরোধ করবে এবং আমাদের মধ্যে বসবাসকারী ঈ(্বর-পুত্রের জীবনকে অস্বীকার করবে এবং অবিরত বি(োভের সৃষ্টি করবে। অনিয়ন্ত্রিত আত্মিক প্রকৃতির পরিণাম সর্বদা এই রকমই হয়। আমরা ভুল পথে চলি, কারণ শারীরিক, নৈতিক বা মানসিকভাবে নিজেদের সুশৃঙ্খল করতে আমরা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করি। আমরা এইভাবে অজুহাত দেখাই, "শিশুকালে আমাকে শৃঙ্খলাপরায়ণ হবার শি(া দেওয়া হয়নি।" তা হলে, নিজেকে এখন সুশৃঙ্খল ক(ন! যদি না করেন, ঈ(্বরের প(আপনার সমগ্র ব্যক্তি(গত জীবন নষ্ট করবেন।

আমরা যতদিন একে প্রশ্রয় দেব এবং সন্তুষ্ট করে চলব, ঈ(্বর ততদিন আমাদের প্রাকৃতিক জীবনে সক্রি(য়তায় শামিল হবেন না। কিন্তু একবার যখন আমরা একে আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার সঙ্কল্প করব, ঈ(্বর এর শামিল হবেন। তিনি তখন কুয়া ও মরূদ্যান জুগিয়ে দেবেন এবং প্রাকৃতিক জীবনের জন্য তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন।

১১ ডিসেম্বর

ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য

“যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে সর্বস্ব প্রত্যাখ্যান ক(ক...” (মথি ১৬ ২৪)।

ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য অভ্যন্তরীণ আত্মিক জীবনকে ঘিরে-থাকা বাইরের এক কঠিন স্তর। ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য অন্যদের দূরে ঠেলে দেয়, লোকদের পৃথক ও নিঃসঙ্গ করে। আমরা একে একজন শিশুর প্রাথমিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মতোই দেখি, এবং তা সঠিক। আমরা যখন ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে আত্মিক জীবনকে গুলিয়ে ফেলি, আমরা তখন নিঃসঙ্গ হয়ে যাই। ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যের এই খোলক আত্মিক জীবনের নিরাপত্তার জন্য ঈ্বরসৃষ্ট স্বাভাবিক আবরণ। কিন্তু আমাদের ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যকে ঈ্বরের কাছে সমর্পিত হতে হবে, যেন আমাদের আত্মিক জীবন তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা গড়ে তুলতে পারে। ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য আত্মিকতার নকল করে, ঠিক যেমন লালসা নকল করে ভালোবাসার। ঈ্বর তাঁর নিজের জন্য মানব-প্রকৃতির পরিকল্পনা করেছেন, কিন্তু ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য তার নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানব-প্রকৃতিকে দূষিত করে।

স্বাধীনতা এবং স্বৈরতা ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য। আমরা অবিরত আমাদের ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যকে জাহির করে আমাদের আত্মিক বৃদ্ধিকে আরও বেশি ব্যাহত করি। আপনি যদি বলেন, “আমি বি্বাস করতে পারি না,” এর কারণ, আপনার ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য পথে বাধা সৃষ্টি করছে(ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য কখনও বি্বাস করতে পারে না। কিন্তু আমাদের আত্মা বি্বাস না-করে থাকতে পারে না। আপনার অন্তরে ঈ্বরের আত্মা যখন কাজ করে চলেন, নিজেকে নিবিড়ভাবে পর্যবে(ণ ক(ন। তিনি আপনাকে আপনার ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যের সীমা পর্যন্ত ঠেলে দেন, যেখানে একটা কিছু আপনাকে পছন্দ করতে হবে। সেই পছন্দ অনুসারে আপনি বলতে পারেন, “আমি আত্মসমর্পণ করব না”, অথবা আপনি ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যের কঠিন খোলক ভেঙে আত্মসমর্পণ করবেন, যা আত্মিক জীবনকে মিশে যেতে দেয়। পবিত্র আত্মা প্রত্যেকবার একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ করে দেয় (মথি ৫ ২৩-২৪ দেখুন)। আপনার ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আপনাকে পুনর্মিলিত হতে দেয় না (মথি ৫ ২৪ দেখুন)। ঈ্বর তাঁর নিজের সঙ্গে আপনাকে একাত্ম করতে চান, কিন্তু আপনি যত(ণ না আপনার নিজের উপর যে-অধিকার, তা ত্যাগ করছেন, তিনি আপনাকে তাঁর সঙ্গে মিলিত করতে পারেন না। “সে নিজেকে অস্বীকার ক(ক”—তার নিজের প্রতি তার নিজস্ব অধিকার ত্যাগ ক(ক। তখন প্রকৃত জীবন—আত্মিক জীবন—পরিপক্কতার সুযোগ লাভ করে।

১২ ডিসেম্বর

ব্যক্তি(ত্ব

"...যেন তারা আমাদেরই মতো একাত্ম হয়" (যোহন ১৭ ২২)।

ব্যক্তি(ত্ব আমাদের জীবনের এক অনুপম, সীমাহীন অঙ্গ, যা আমাদের সকলের থেকে আলাদা করে দেয়। ব্যক্তি(ত্ব এতই বিশাল যে, আমরা পুরোপুরি উপলব্ধি করতেও পারি না। সমুদ্রের মধ্যবর্তী দ্বীপ একটি বিশাল পর্বতের উপরাংশ হতে পারে। আমাদের ব্যক্তি(ত্ব এই দ্বীপের মতোই। আমাদের সত্তার বিপুল গভীরতাকে আমরা জানি না, তাই আমরা নিজেদের পরিমাপ করতে পারি না। আমাদের সাধ্য মতো আমরা চিন্তা শু(করি, কিন্তু অচিরেই উপলব্ধি করি যে, শুধু এক পরম সত্তা বর্তমান, যিনি আমাদের পুরোপুরি বোঝেন—তিনি আমাদের স্রষ্টা।

ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য যেমন বাইরের, প্রাকৃতিক মানুষের বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তি(ত্ব তেমনই অভ্যন্তরীণ, আত্মিক মানুষের বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্(। ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার পরিভাষায় আমাদের প্রভুকে কখনও বর্ণনা করা যায় না, তাঁর সম্পূর্ণ সত্তার পরিভাষায় তাঁকে বর্ণনা করা যায়—"আমি এবং আমার পিতা এক" (যোহন ১০ ৩০)। ব্যক্তি(ত্ব বিলীন হয়ে যায়, এবং আপনি যখন একবার অন্য ব্যক্তি(র মধ্যে বিলীন হয়ে যান, কেবল তখনই আপনি প্রকৃত অভিন্নতায় পৌঁছে যান। যখন ঈ(্বরের ভালোবাসা বা পবিত্র আত্মা কোনো ব্যক্তি(র উপর নেমে আসেন, তাঁর রূপান্তর ঘটে। তিনি তখন আর তাঁর ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য নাছোড় হয়ে থাকবেন না। আমাদের প্রভু কখনও ব্যক্তি(র ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য অথবা তাঁর বিচ্ছিন্ন অবস্থার কথা বলেননি, তিনি পূর্ণ ব্যক্তি(র কথা বলেছেন— "...যেন তারা আমাদেরই মতো একাত্ম হয়।" একবার যখন আপনি নিজের উপর আপনার অধিকারকে ঈ(্বরের কাছে সমর্পণ করেন, আপনার প্রকৃত ব্যক্তি(গত প্রকৃতি তখনই ঈ(্বরের ডাকে সাড়া দিতে শু(করে। যীশুখ্রীস্ট আপনার পূর্ণ সত্তায় স্বাধীনতা নিয়ে আসেন, এমনকী আপনার ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য পরিবর্তিত হয়। রূপান্তর ঘটে ভালোবাসার দ্বারা—যীশুর প্রতি ব্যক্তি(গত অনুরক্তি(। এক ব্যক্তি(র সঙ্গে অন্যজনের প্রকৃত সহভাগিতার ফলস্বরূপ ভালোবাসার প্-াবন দেখা যায়।

১৩ ডিসেম্বর

মধ্যস্থতামূলক প্রার্থনা

"*... তাঁদের সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত, নি(ৎসাহ হওয়া উচিত নয়*"(লুক ১৮ ১)।

আপনি যদি মুক্তি(র বাস্তবতায় বি(্বাস না করেন, তা হলে আপনি প্রার্থনার মাধ্যমে প্রকৃত মধ্যস্থতামূলক বিনতি করতে পারেন না। বরং, আপনি শুধুই বিনতিকে অন্যদের জন্য অর্থহীন সহানুভূতিতে পরিণত করবেন, যা ঈ(্বর-সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকার কারণে যে সন্তুষ্টি, তাকেই বৃদ্ধি করবে। প্রকৃত বিনতি ব্যক্তি(বা পরিস্থিতিকে ঈ(্বরের কাছে নিয়ে আসে, যা আপনাকে চূর্ণ করছে বলে মনে হয়, যত(ণ না সেই ব্যক্তি(বা পরিস্থিতির প্রতি ঈ(্বরের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আপনি পরিবর্তিত হচ্ছেন। বিনতির অর্থ, "...খ্রীস্টের ক্লেশবরণের পরও যা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে" (কলসীয় ১ ২৪) তা পূর্ণ করা এবং এই কারণেই বিনতিকারীর সংখ্যা এত অল্প। লোকে বিনতিকে এইভাবে বর্ণনা করে, "অন্য কারও স্থানে আপনাকে স্থাপন করা।" এ কথা সত্য নয়! বিনতি হল, ঈ(্বরের স্থানে আপনাকে স্থাপন করা(ঈ(্বরের মন এবং দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করা।

বিনতিকারীরূপে সতর্ক থাকবেন, যে-পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি প্রার্থনা করছেন, ঈ(্বরের কাছ থেকে সে-বিষয়ে খুব বেশি তথ্য পাবার চেষ্টা করবেন না। কারণ আপনি তাতে বিহ্বল হয়ে যেতে পারেন। ঈ(্বর আপনাকে যে-পর্যন্ত জানতে দিয়েছেন, তার চেয়েও বেশি যদি জানেন, আপনি প্রার্থনা করতে পারেন না(লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে, আপনি তার অন্তঃসলিলা সত্যে পৌঁছনোর যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন।

ঈ(্বরের সঙ্গে এমনই নিবিড় সম্পর্ক রেখে আমাদের কাজ করতে হবে যে, সর্ববিষয়ে আমরা যেন তাঁর মনের সমর্থন পাই, কিন্তু বিনতির জন্য বিকল্পের দ্বারা আমরা সেই দায়িত্বকে সংকুচিত করি। তবু বিনতি-প্রার্থনাই একমাত্র জিনিস যার কোনো ঘাটতি নেই, কারণ এ ঈ(্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে উন্মুক্ত(রেখে দেয়।

বিনতি-প্রার্থনায় প্রার্থনা করার সময় কারও জন্য শুধু সাময়িকভাবে "মিটমাট" করে দেবার মানসিকতাকে এড়িয়ে চলতে হবে। সেই ব্যক্তি(ঈ(্বরের জীবনের সংস্পর্শে না-আসা পর্যন্ত আমাদের অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে। সেই সব অসংখ্য লোকের কথা চিন্তা ক(ন, ঈ(্বর যাদের আমাদের পথে নিয়ে এসেছেন, আমরা শুধু তাদের চলে যেতে দেখেছি! আমরা যখন মুক্তি(র ভিত্তিতে প্রার্থনা করি, তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করেন, যা বিনতি-প্রার্থনা ছাড়া অন্য কোনোভাবে সৃষ্টি হতে পারত না।

১৪ ডিসেম্বর

মহান জীবন

"শান্তি আমি রেখেগেলাম তোমাদের জন্য(দিয়ে গেলাম আমারই শান্তি। সংসার যে শান্তি দেয়, আমার এ দান তার মতো নয়। শান্ত কর তোমাদের উদ্বিগ্ন হৃদয়..." (যোহন ১৪ ২৭)।

আমাদের ব্যক্তি(গত জীবনে আমরা যখন কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হই, আমরা ঈ(্বরের প্রতি দোষারোপ করি। কিন্তু দোষ করেছি আমরা, ঈ(্বর নন। ঈ(্বরের প্রতি দোষারোপ প্রমাণ করে যে, আমাদের জীবনের কোথাও যে অবাধ্যতা রয়েছে, তাকে আমরা বিদায় করতে চাই না। কিন্তু যখনই আমরা সেই অবাধ্যতাকে ত্যাগ করি, আমাদের কাছে দিনের আলোর মতোই সবকিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা যতদিন নিজেদের এবং ঈ(্বরের—দুই প্রভুর সেবা করার চেষ্টা করব, ততদিন সন্দেহ ও বিভ্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে বাধার সম্মুখীন হব। ঈ(্বরের প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরতাই হওয়া উচিত আমাদের। যখন আমরা এই পর্যায়ে পৌঁছাই, পবিত্রজনের জীবনযাপন করার চেয়ে আর কোনো কাজই এত সহজ হয়ে ওঠে না। আমরা যখন আমাদের নিজস্ব উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পবিত্র আত্মার অধিকারে হস্ত(েপ করি, আমরা বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হই।

যখনই আপনি ঈ(্বরের আজ্ঞাবহ হন, ঈ(্বরের স্বীকৃতি স্বরূপ আপনি লাভ করেন শান্তি। তিনি এক অপরিমেয়, গভীর শান্তি দান করেন(প্রাকৃতিক শান্তি নয়—"সংসার যে শান্তি দেয়", কিন্তু যীশুর শান্তি। শান্তি না-আসা পর্যন্ত তার অপে(ায় থাকুন, বা তা না-আসার কারণ অনুসন্ধান ক(ন। আপনি যদি আবেগে ভর দিয়ে চলেন, বাহাদুরির জন্য বা লোক-দেখানো কাজ করেন, যীশুর শান্তি প্রকাশ পাবে না। এ ঈ(্বরের সঙ্গে একাত্মতা বা তাঁর প্রতি নির্ভরতার পরিচয় নয়। সরলতা, স্বচ্ছতা এবং একাত্মতার আত্মা সৃষ্টি হয় পবিত্র আত্মার মাধ্যমে, আপনার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নয়। আমাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তের পরিবর্তে ঈ(্বর চান সারল্য ও একাত্মতা।

যখন আমি আজ্ঞাপালন করা বন্ধ করে দিই, তখনই প্র(্ন দেখা দেয়। আজ্ঞা পালন করলে সমস্যা উপস্থিত হয়, আমার এবং ঈ(্বরের মধ্যে নয়, কিন্তু ঈ(্বরের প্রকাশিত সত্যকে বিস্ময়ে অবলোকন করার উপায় হিসাবে। কিন্তু আমার ও ঈ(্বরের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা আসে, তা আসে আমার অবাধ্যতার ফলস্বরূপ। ঈ(্বরের আজ্ঞাপালন করার সময় যখন কোনো সমস্যা আসে (এবং এ রকম অনেক সমস্যাই আসবে), তা আমার আনন্দকে বৃদ্ধি করে, কারণ আমি জানি যে, আমার পিতা ঈ(্বর জানেন ও আমার জন্য চিন্তা করেন। তিনি কীভাবে আমার সমস্যার সমাধান করবেন, আমি তা বুঝতে ও তার প্রতী(ায় থাকতে পারি।

১৫ ডিসেম্বর

''ঈশ্বরের অনুমোদন''

''ঈশ্বরের অনুমোদন লাভের জন্য তুমি এমন একজন সুযোগ্য কর্মী হবার চেষ্টা কর যে নিজের কাজের জন্য লজ্জিত হয় না, যে সত্যের বাণী যথার্থরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে'' (২ তীমথি ২ ১৫)।

আপনার সব বিশ্বাসকে যদি যথার্থভাবে প্রকাশ করতে না-পারেন, তবে না-পারা পর্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে অধ্যয়ন করুন। যদি না-করেন, সত্যলব্ধ জ্ঞান থেকে যে-আশীর্বাদ পাওয়া যায়, অন্যরা তা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। ঐশ্বরিক সত্যকে নিজের কাছে স্বচ্ছ ও বোধগম্য করার জন্য বার বার চেষ্টা করুন এবং অন্যকে যখন তার শরিক করতে চাইবেন, ঈশ্বর আপনার সেই একই ব্যাখ্যাকে ব্যবহার করবেন। কিন্তু আপনাকে ঈশ্বরের দ্রাক্ষাকুণ্ডের মধ্য দিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, যেখানে দ্রাক্ষা নিষ্কাষিত হয়। ঈশ্বরের বাক্যকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার জন্য আপনাকে লড়াই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে এবং বার বার বলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এক সময় সেই অভিব্যক্তি কোনো একজনের কাছে ঈশ্বরের শক্তির দ্রাক্ষারস হয়ে উঠবে। কিন্তু যদি আপনি অধ্যবসায়ী না হন এবং বলেন, ''আমার নিজের ভাষায় এই সত্যকে প্রকাশ করার জন্য আমি অধ্যয়ন করব না, কষ্টও করব না; আমি শুধু অন্যের বলা কথাগুলো উগ্‌রে দেব'', আপনার বা অন্যদের কাছে সেই বাক্যের কোনো মূল্য থাকবে না। ঈশ্বরের চরম সত্য বলতে আপনি কী বিশ্বাস করেন, তা নিজেকে বলার চেষ্টা করুন এবং আপনার বা অন্য কারও মাধ্যমে আপনি ঈশ্বরকে সেই সত্যকে প্রকাশ করার সুযোগ দেবেন।

আপনি সহজেই যা বিশ্বাস করেছেন, সে-বিষয়ে চিন্তা করার জন্য সর্বদা আপনার মনকে সক্রিয় করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। কষ্টভোগ এবং অধ্যয়নের মাধ্যমে যতক্ষণ না আপনি একে নিজস্ব করে নিচ্ছেন, আপনার মানসিকতা সত্যিসত্যিই আপনার হয়ে উঠবে না। যে লেখক বা বক্তার কাছ থেকে আপনি সবচেয়ে বেশি শিখেছেন, তিনি নন, যিনি আপনাকে এমনকিছু শিখিয়েছেন যা পূর্বে জানতেন না, সেই তিনিই আপনাকে সত্য গ্রহণ করতে সাহায্য করেছেন, যার জন্য আপনি নীরবে লড়াই করেছেন, একে প্রকাশ করেছেন এবং স্পষ্টভাবে ও সাহসের সঙ্গে বলেছেন।

১৬ ডিসেম্বর

ঈশ্বরের সামনে মল্লযুদ্ধ

"তোমরা ঈশ্বরদত্ত বর্মে সজ্জিত হও, ...সর্ব অবস্থায় বিনতি ও প্রার্থনা কর..." (ইফিসীয় ৬ ১৩, ১৮)।

যে-সমস্ত বিষয় ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আপনাকে বাধা দেয়, তাদের *বিরুদ্ধে* মল্লযুদ্ধ করতে শিখতে হবে, এবং অন্য লোকের *জন্য* প্রার্থনায় মল্লযুদ্ধ করুন কিন্তু প্রার্থনায় ঈশ্বরের *সঙ্গে* মল্লযুদ্ধ করা বাইবেল শাস্ত্রসম্মত নয়। যদি আপনি কখনও ঈশ্বরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেন, তবে বাকি জীবন আপনি পঙ্গু হয়ে থাকবেন। ঈশ্বরের কার্যধারা আপনার পছন্দ মাফিক হচ্ছে না, শুধু এই কারণে আপনি যদি জাকোবের মতো তাঁকে আঁকড়ে ধরে মল্লযুদ্ধ করেন, তবে আপনি তাঁকে আপনাকে সন্ধিচ্যুত করতে বাধ্য করবেন (আদিপুস্তক ৩২ ২৪-২৫ দেখুন)। ঐশ্বরিক পন্থার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে নিজেকে পঙ্গু করবেন না, বরং এমন একজন হয়ে উঠুন যিনি পার্থিব বিষয়ে ঈশ্বরের সাক্ষাতে মল্লযুদ্ধ করেন, কারণ "...তাঁহারই দ্বারা আমরা...বিজয়ী অপেক্ষাও অধিক বিজয়ী হই" (রোমীয় ৮ ৩৭)। ঈশ্বরের সামনে মল্লযুদ্ধ তাঁর রাজ্যকে প্রভাবিত করে। আপনি যদি আমাকে আপনার জন্য প্রার্থনা করতে বলেন এবং আমি যদি খ্রীস্টে সম্পূর্ণ না হই, আমার প্রার্থনায় কিছুই ঘটবে না। কিন্তু আমি যদি খ্রীস্টে সম্পূর্ণ হই, আমার প্রার্থনা সর্বদা জয় বয়ে আনে। সম্পূর্ণতার মধ্যেই প্রার্থনা ফলপ্রসূ হয়—"ঈশ্বরদত্ত বর্মে সজ্জিত হও...।"

সর্বদা ঈশ্বরের সিদ্ধ ইচ্ছা এবং অনুমতিদায়ক ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করুন, যা আমাদের জীবনের জন্য তাঁর ঐশ্বরিক ইচ্ছা পূর্ণ করতে প্রয়োগ করেন। ঈশ্বরের সিদ্ধ ইচ্ছা অপরিবর্তনীয়। তাঁর অনুমতিদায়ক ইচ্ছা, বা যে বিভিন্ন বিষয় তিনি আমাদের জীবনে আসতে দেন, তার সাহায্যে ঈশ্বরের সামনে আমাদের মল্লযুদ্ধ করতে হবে। তাঁর অনুমতিদায়ক ইচ্ছার সম্মতিতে যেসমস্ত বিষয় আমাদের জীবনে আসে, সেগুলির প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া আমাদের জন্য তাঁর সিদ্ধ ইচ্ছা দেখার পর্যায়ে আসতে সক্ষম করে তোলে। "আমরা জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, ...সমস্ত পরিস্থিতিতেই ঈশ্বর তাদের কল্যাণ সাধন করেন" (রোমীয় ৮ ২৮)। তারা ঈশ্বরের সিদ্ধ ইচ্ছা এবং খ্রীস্ট যীশুতে তাঁর আহ্বানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। ঈশ্বর তাঁর অনুমতিদায়ক ইচ্ছাকে তাঁর পুত্র-কন্যাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য পরীক্ষারূপে ব্যবহার করেন। আমরা মেরুদণ্ডহীনের মতো না বুঝে বলব না যে, "হ্যাঁ, এ প্রভুরই ইচ্ছা।" আমাদের ঈশ্বরের *সঙ্গে* লড়তে বা মল্লযুদ্ধ করতে হবে না, কিন্তু *এই সমস্ত বিষয়* নিয়ে আমরা অবশ্যই ঈশ্বরের সামনে মল্লযুদ্ধ করব। নিশ্চেষ্ট হয়ে পরিত্যাগ করা সম্পর্কে সাবধান। বরং, এক জোরদার লড়াই করুন এবং দেখবেন, আপনি ঈশ্বরের শক্তিতে তেজীয়ান হয়ে উঠেছেন।

১৭ ডিসেম্বর

মুক্তি(—প্রয়োজনকে সৃষ্টি করে যা তৃপ্ত করে নিজেকেই

"সংসারে আবদ্ধ মানুষ ঈ⁄রের আত্মার প্রসাদ গ্রহণ করতে পারে না, কারণ তার বিবেচনায় এ সবই মূর্খতা" (১ করিন্থীয় ২ ১৪)।

ঈ⁄রের সুসমাচার সুসমচারের প্রয়োজনীয়তার চেতনাকে সৃষ্টি করে। যাঁরা ইতোমধ্যেই সেবকত্ব করছেন, তাঁদের কাছ থেকে কি সুসমাচার লুকিয়ে রাখা হয়েছে? না, পৌল বলেন, "আমাদের প্রচারিত সুসমাচার যদি রহস্যাবৃত থাকে, তবে তা শুধু ধ্বংসপথযাত্রীদের কাছেই রহস্যাবৃত থাকবে। সেই অবি⁄াসীদের ভাবনাচিন্তা বর্তমান যুগধর্মের দেবতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে ..." (২ করিন্থীয় ৪ ৩-৪)। সংখ্যাধিক্য লোক নিজেদের সম্পূর্ণ নৈতিক বলে মনে করেন এবং তাঁদের মনে সুসমাচারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো বোধ থাকে না। ঈ⁄রেরই মানবসত্তায় এই প্রয়োজন-বোধের জাগরণ ঘটান, কিন্তু ঈ⁄র নিজেকে সপ্রকাশ না-করা পর্যন্ত সেই ব্যক্তি(তাঁর প্রয়োজন সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যান। যীশু বলেছেন, "চাও, তা হলে তোমাদের দেওয়া হবে..." (মথি ৭ ৭)। কিন্তু না-চাওয়া পর্যন্ত ঈ⁄র মানুষকে দিতে পারেন না। এমন নয় যে, তিনি আমাদের কাছ থেকে কিছু জিনিস নিজের কাছে রেখে দিতে চান, কিন্তু মুক্তি(-পথের জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত পরিকল্পনা এটাই। আমাদের চাওয়ার মধ্য দিয়ে ঈ⁄র তাঁর প্রণালীকে সত্রি(য় করেন(আমাদের মধ্যে এমন কিছু সৃষ্টি করেন, আমাদের চাওয়ার আগে যার অস্তিত্বই ছিল না। মুক্তি(র অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা হল, এ সব সময়েই সৃষ্টিশীল। এবং মুক্তি(যখন আমাদের মধ্যে ঈ⁄রের জীবন সৃষ্টি করে, তা আরও এমন সব বিষয় সৃষ্টি করে, যা সেই জীবনেরই অঙ্গ। যে একমাত্র বিষয়টি সম্ভবত প্রয়োজনকে সন্তুষ্ট করতে পারে, তা হল, প্রয়োজন যা সৃষ্টি করে। মুক্তি(র অর্থই তা-ই—এ সৃষ্টি করে এবং সন্তুষ্টও করে।

যীশু বলেছিলেন, "আমি যখন ঊর্ধ্বে উন্নীত হব, তখন সমস্ত মানুষকে আমার দিকে আকৃষ্ট করব" (যোহন ১২ ৩২)। আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা প্রচার করলে লোকেরা হয়তো আগ্রহী হতে পারে, কিন্তু এ প্রয়োজনের কোনো প্রকৃত বোধ জাগায় না। কিন্তু একবার যখন যীশু "উন্নীত" হন, ঈ⁄রের আত্মা তাঁর সম্পর্কে প্রয়োজনের চেতনা সৃষ্টি করেন। ঐ⁄রিক মুক্তি(র সৃজনশীল পরাত্র(ম কেবল সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে মানুষের আত্মায় কাজ করে। লোকের কাছে আপনার ব্যক্তি(গত অভিজ্ঞতা প্রচার করলেও সেই অভিজ্ঞতা লোকদের কখনও উদ্ধার করবে না, উদ্ধার করবে মুক্তি(র সত্য। "আমার মুখনিঃসৃত বাণীই একাধারে আত্মা ও জীবন" (যোহন৬ ৬৩)।

১৮ ডিসেম্বর

বিশ্বাসযোগ্যতার পরী(া

"আমরা জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, ... ঈশ্বর তাদের কল্যাণ সাধন করেন" (রোমীয় ৮ ২৮)।

কেবল একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিই প্রকৃতভাবে বিশ্বাস করেন যে, তাঁর পরিস্থিতিকে ঈশ্বরই সার্বভৌমভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। আমরা আমাদের পরিস্থিতিকে মেনে নিই, বলি, ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণ করছেন, কিন্তু সত্যিসত্যিই তা বিশ্বাস করি না। আমরা এমনভাবে আচরণ করি, যেন মনে হয়, ঘটমান বিষয়গুলি মানুষই নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে বিশ্বস্ত হওয়ার অর্থ, আমাদের আনুগত্য শুধু একজনের প্রতি বা আমাদের বিশ্বাসের বস্তু শুধু একটি—তিনি প্রভু যীশুখ্রীস্ট। ঈশ্বর আমাদের পরিস্থিতিকে অকস্মাৎ দূরে সরিতে দিতে পারেন—তিনি পরিস্থিতিকে বিন্যস্ত করেছেন, এ স্বীকার না-করার জন্য যা আমাদের অবিশ্বস্ততার উপলব্ধি নিয়ে আসতে পারে। তিনি কী সম্পন্ন করার চেষ্টা করছেন, আমরা কখনও তা দেখিনি, এবং ঠিক সেই ঘটনাটি আমাদের জীবনে আর কখনও পুনরাবৃত্ত হবে না। এখানেই আসে আমাদের বিশ্বস্ততার পরী(া। কঠিন পরিস্থিতিতেও আমরা যদি ঈশ্বরের আরাধনা করতে শিখি, তাঁর ইচ্ছা হলে, তিনি অচিরেই সেগুলি আরও উন্নত করবেন।

আজকের দিনে যীশুখ্রীস্টের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা খুবই কষ্টকর বিষয়। আমরা আমাদের কাজে, পরহিতব্রতে বা অন্য যে-কোনো বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকব(শুধু যীশুখ্রীস্টের প্রতি বিশ্বস্ত হবার কথা বলবেন না। আমরা যখন যীশুর প্রতি বিশ্বস্ততার কথা বলি, বহু খ্রীস্টবিশ্বাসী খুবই অধৈর্য হয়ে পড়ি। জগৎ যা পারেনি, খ্রীস্টীয় কর্মীরা তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের প্রভুকে মহিমাচ্যুত করেছে। আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করি, যেন আশীর্বাদের যন্ত্র হিসাবে তাঁর পরিকল্পনা করা হয়েছে, এবং আমরা যীশুখ্রীস্টকে শুধু আর একজন কর্মী হিসাবে মনে করি।

বিশ্বস্ততার ল(্য নয় যে, আমরা ঈশ্বরের জন্য কাজ করব, কিন্তু ল(্য যে, তিনি যেন আমাদের মাধ্যমে স্বচ্ছন্দে তাঁর কাজ করতে পারেন। তাঁর সেবাব্রতে ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেছেন, এবং আমাদের উপর সাংঘাতিক দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। আমাদের প(থেকে কোনো অভিযোগ তিনি প্রত্যাশা করেন না এবং তাঁর কাজের কোনো ব্যাখ্যা তিনি দেন না। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন, আমাদেরও সেইভাবে ব্যবহার করতে চান।

১৯ ডিসেম্বর

আমাদের প্রচারিত বার্তার কেন্দ্রবিন্দু

"...শান্তি নয়, আমি এসেছি খড়্গ দিতে" (মথি ১০ ৩৪)।

যে ব্যক্তি(র পরিস্থিতি আপনাকে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে আসে যে, ঈ(্বর তার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করছেন, সেই ব্যক্তি(র প্রতি কখনও সহানুভূতি দেখাবেন না। ঈ(্বর এমন কোমলতা দেখাতে পারেন, যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এবং কখনও কখনও তিনি অন্য একজনের সঙ্গে দৃঢ় আচরণ করার সুযোগ দেন যেন তিনি স্বয়ং কোমলরূপে প্রতিভাত হতে পারেন। কোনো ব্যক্তি(যদি ঈ(্বরের কাছে যেতে না-পারে, তার কারণ, তার জীবনে গোপন এমন কিছু রয়েছে, যা সে ত্যাগ করতে চায় না— সে তার পাপ স্বীকার করতে পারে, কিন্তু সে তার নিজের শক্তি(তে চলার ল(্যে কোনোদিনই সেই বিষয়টিকে ত্যাগ করতে পারে না। এই রকম লোকের সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা অসম্ভব। তাদের জীবনের গভীরে আমাদের ডুব দিতে এবং সমস্যার মূলে পৌঁছতে হবে। এর ফলে বার্তার প্রতি বি(দ্ধতা ও অসন্তোষ দেখা দেবে। মানুষ ঈ(্বরের আশীর্বাদ পেতে চায়, কিন্তু তারা সেই সব বিষয়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায় যা বিষয়ের মর্মভেদ করে যেতে পারে।

যদি আপনি ঐ(্বরিক পন্থা সম্পর্কে সংবেদী হন, তাঁর সেবক হিসাবে আপনার বার্তা হবে হৃদয়হীন এবং দৃঢ়, গভীরে মূলকে আঘাত করে। অন্যথায়, সুস্থতা আসবে না। আমাদের এমন প্রবলভাবে বার্তা প্রচার করতে হবে যে, একজন ব্যক্তি(র যেন তা থেকে লুকাবার সম্ভাবনা না থাকে, কিন্তু এর সত্যকে যেন প্রয়োগ করতে পারে। মানুষ তাদের প্রকৃত প্রয়োজন উপলব্ধি করতে শু(না-করা পর্যন্ত, তারা যে-অবস্থায় আছে, সেই অবস্থাতেই তাদের সঙ্গে আচরণ ক(ন। তার পর, তাদের জীবনের জন্য যীশুর উচ্চ আদর্শকে তুলে ধ(ন। তাদের প্রত্যুত্তর হতে পারে, "আমরা কখনই এ রকম হতে পারি না।" "যীশু বলেন, আপনারা অবশ্যই পারবেন"—এ কথা বলে তাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য ক(ন। "কিন্তু কীভাবে আমরা হতে পারি?" "নতুন আত্মা না-পাওয়া পর্যন্ত আপনারা পারেন না" (লুক ১১ ১৩ দেখুন)।

আপনার বার্তা গু(ত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার আগে, প্রথমে প্রয়োজনের একটা বোধ সৃষ্টি হতে হবে। এই পৃথিবীর হাজার হাজার মানুষ ঈ(্বরবিহীন অবস্থায় সুখে আছে। কিন্তু যীশুকে ছাড়াই আমরা যদি সুখী এবং নৈতিক হতে পারি, তা হলে কেন তিনি এসেছিলেন? তিনি এই জন্যেই এসেছিলেন যে, এই ধরনের সুখ ও শান্তি অগভীর, ভাসাভাসা। প্রত্যেক প্রকারের শান্তি, যা স্বয়ং যীশুর সঙ্গে ব্যক্তি(গত সম্পর্কের উপর স্থাপিত হয়, তার মাধ্যমে তিনি "খড়্গ দিতে" এসেছিলেন।

২০ ডিসেম্বর

সঠিক ধরনের সহায়তা

“আমি যখন ঊর্ধ্বে উন্নীত হব, তখন সমস্ত মানুষকে আমার দিকে আকৃষ্ট করব” (যোহন ১২ ৩২)।

যীশুখ্রীস্ট কেন মৃত্যুবরণ করেছিলেন—এ সম্পর্কে আমাদের খুব কম লোকেরই ধারণা আছে। মানুষের কাছে যদি শুধু সহানুভূতিই প্রয়োজনীয় হয়, তা হল খ্রীস্টের ক্রুশ অবাস্তব এবং এর কোনো প্রয়োজন নেই। জগতের শুধু ‘একটুখানি ভালোবাসার’ প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন বড় ধরনের শল্যচিকিৎসার।

আপনি যখন আত্মিকভাবে বিনষ্ট কোনো মানুষের মুখোমুখি হন, নিজেকে ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীস্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেই মানুষ যদি অন্য কোনো ভাবে ঈশ্বরকে পেতে পারে, তা হলে খ্রীস্টের ক্রুশ অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক। আপনি যদি মনে করেন, আপনার সহানুভূতি এবং সমঝোতার দ্বারা আপনি হারিয়ে-যাওয়া মানুষদের সহায়তা করছেন, তা হলে যীশুখ্রীস্টের কাছে আপনি একজন বিশ্বাসঘাতক। আপনার নিজের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধকে সঠিক হতে হবে এবং তাঁরই পথে অন্যদের সহায়তার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করুন—যে-মানবিক পন্থা ঈশ্বরকে অবহেলা করে, সে পন্থায় নয়। আজকের জগতের ধর্মের মূল কথাই হল, এক মনোরঞ্জক, বিরোধহীন পথে সেবা করা।

কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীস্টকে উপস্থাপিত করাই হবে আমাদের একমাত্র অগ্রাধিকার — তাঁকে সর্বদা উন্নীত করতে হবে (১ করিন্থীয় ২ ২ দেখুন)। যে-কোনো বিশ্বাস, যা খ্রীস্টের ক্রুশে দৃঢ়ভাবে মূলবদ্ধ নয়, তা মানুষকে বিপথে নিয়ে যাবে। স্বয়ং খ্রীস্টীয় কর্মী যদি যীশুখ্রীস্টকে বিশ্বাস করেন, এবং মুক্তির বাস্তবতায় আস্থাশীল, তবে তাঁর বাক্য অন্যদের কাছে বাধ্যতামূলক হয়ে উঠবে। একজন কর্মীর কাছে যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে সহজ সরল, শক্তিশালী ও বর্ধনশীল সম্পর্কই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের কাছে তাঁর উপযোগিতা এর উপর, শুধু এরই উপর নির্ভর করে।

পাপ এবং যীশুখ্রীস্টকে পরিত্রাতারূপে প্রকাশ করাই একজন নতুন নিয়মের কর্মীর আহ্বান। সেই সঙ্গে, তিনি সর্বদা মনোহর এবং বন্ধুত্বপূর্ণ নাও হতে পারেন, কিন্তু তাঁকে বড়ো ধরনের শল্যচিকিৎসা করার জন্য কঠোর হতে হবে। সুন্দর সুন্দর ভাষণ দেবার জন্য নয়, আমরা যীশুখ্রীস্টকে উন্নীত করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। ঈশ্বর যেভাবে আমাদের যাচাই করেছেন, সেই রকম গভীরভাবে অন্যদের পরীক্ষা করার জন্য আমাদের ইচ্ছুক হতে হবে। আরও, বাইবেলের অংশগুলি উপলব্ধি করার জন্য আমাদের গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করতে হবে, যা সত্যকে প্রকাশ করবে এবং এর পর, সেগুলি সাহসের সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে।

২১ ডিসেম্বর

অভিজ্ঞতা, অথবা ঈ(্বরের প্রকাশিত সত্য ?

"...ঈ(্বরপ্রেরিত আত্মা আমরা লাভ করেছি, যেন ঈ(্বর আপন অনুগ্রহে যা কিছু আমাদের দান করেছেন, সবই আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি" (১ করিন্থীয় ২ ১২)।

আমার অভিজ্ঞতা মুক্তি(কে বাস্তব করে তোলে না—মুক্তি(ই বাস্তব। আমার সচেতন জীবনের মাধ্যমে মুক্তি(যত(ণ না সক্রি(য় হচ্ছে, তত(ণ আমার কাছে এর কোনো অর্থ নেই। আমি যখন নবজন্ম লাভ করি, ঈ(্বরের আত্মা আমাকে আমার নিজের ও আমার অভিজ্ঞতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যান এবং যীশুখ্রীস্টের সঙ্গে আমাকে একাত্ম করে তোলেন। আমি যদি আমার ব্যক্তি(গত অভিজ্ঞতাকে আঁকড়ে থাকি, তা হলে আমি এমন কিছু আঁকড়ে থাকি, যা মুক্তি(র দ্বারা উৎপন্ন হয় না। কিন্তু মুক্তি(র দ্বারা উৎপাদিত অভিজ্ঞতা আমাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায়, যে-অভিজ্ঞতাকে আমি আর বাস্তবতার ভিত্তি হিসাবে গণ্য করি না এবং এর দ্বারাই মুক্তি(লব্ধ অভিজ্ঞতা নিজেদের সপ্রমাণ করে। বরং, আমি শুধু দেখি, বাস্তবতা স্বয়ং অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা সত্যের উৎস—যীশুখ্রীস্টের কাছে আমাকে না-নিয়ে আসা পর্যন্ত তার কোনোই মূল্য নেই।

আরও বেশি অভ্যন্তরীণ আত্মিক অভিজ্ঞতার বাসনায় আপনি যদি আপনার অন্তরস্থিত পবিত্র আত্মাকে বাধা দেন, আপনি দেখতে পাবেন যে, তিনি সেই বাধাকে তছনছ করে দিয়ে আপনাকে আবার ঐতিহাসিক যীশুর কাছে পৌঁছে দেবেন। এমন কোনো অভিজ্ঞতাকে কখনও সমর্থন করবেন না, যার উৎস ঈ(্বর নন, এবং যার পরিণাম ঈ(্বর-বি(্বাস নয়। যদি আপনি তা-ই করেন, আপনি যা কিছু দর্শন বা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে থাকুন, আপনার অভিজ্ঞতা হবে খ্রীস্ট-বিরোধী। আপনার অভিজ্ঞতার প্রভু কি যীশুখ্রীস্ট, নাকি আপনার অভিজ্ঞতাকে তাঁর ঊর্ধ্বে স্থান দেন ? প্রভুর চেয়ে অন্য কোনো অভিজ্ঞতা কি আপনার কাছে প্রিয়তর ? তাঁকে আপনার উপর প্রভুত্ব করার অনুমতি দিন, এবং যে-অভিজ্ঞতার প্রভু তিনি নন, সে-দিকে মনোযোগ দেবেন না। এর পর, এমন একটা সময় আসবে, যখন ঈ(্বর আপনার নিজস্ব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আপনাকে অধৈর্য করে তুলবেন এবং আপনি সততার সঙ্গে বলতে পারেন, "আমার অভিজ্ঞতাকে আমি গ্রাহ্য করি না—আমি ঈ(্বর সম্পর্কে সুনিশ্চিত।"

আপনার প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা করার যদি আপনার অভ্যাস থাকে, তবে নিজের বিষয়ে কঠিন ও কঠোর হোন। অভিজ্ঞতা-নির্ভর বি(্বাস বি(্বাস নয়(ঈ(্বরের প্রকাশিত সত্যকে ভিত্তি করে যে-বি(্বাস গড়ে ওঠে, তা-ই একমাত্র বি(্বাস।

২২ ডিসেম্বর

পিতার আকর্ষণ

“আমার প্রেরণকর্তা পিতা যাকে আকর্ষণ করেন, সে-ই শুধু আমার কাছে আসতে পারে...” (যোহন ৬ ৪৪)।

যখন ঈশ্বর আমাকে তাঁর কাছে আকর্ষণ করতে শুরু করেন, আমার ইচ্ছার সমস্যা সঙ্গে-সঙ্গে হাজির হয়। ঈশ্বর যে-সত্য প্রকাশ করেছেন, আমি কি তার প্রতি নিশ্চিতভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাব? আমি কি তাঁর কাছে আসব? ঈশ্বর যখন আহ্বান করেন, সেই সময় আত্মিক বিষয়ে যুক্তি-তর্ক বা বিচার-বিবেচনা করা ঠিক নয়, এবং তা ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধারই পরিচয় দেয়। ঈশ্বর যখন ডাকেন, আপনার প্রত্যুত্তরের জন্য কখনও কারও সঙ্গে পরামর্শ করবেন না (গালাতীয় ১ ১৫-১৬ দেখুন)। বিশ্বাস বৌদ্ধিক কর্মের ফলশ্রুতি নয়, বিশ্বাস আমার ইচ্ছার এক কর্মের পরিণাম, যার দ্বারা আমি স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করি। কিন্তু আমি কি ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ এবং একান্ত নির্ভরতায় নিজেকে সমর্পণ করব, এবং তিনি যা বলেন, সেই মতো কাজ করার জন্য আমি কি প্রস্তুত? যদি আমি তা-ই করি, আমি দেখতে পাব যে, ঈশ্বরের সিংহাসন যেমন নিশ্চিত, ঠিক সেইভাবেই আমি বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সুসমাচার প্রচারের সময়, সর্বদা ইচ্ছা সংক্রান্ত বিষয়ে দৃষ্টিনিবদ্ধ করুন। বিশ্বাস করার *ইচ্ছা* থেকে অবশ্যই আসবে বিশ্বাস। সেখানে থাকবে ইচ্ছার সমর্পণ, প্রবল যুক্তি-তর্কের প্রতি সমর্পণ নয়। ঈশ্বরের উপর এবং ঐশ্বরিক সত্যের উপর আস্থা স্থাপন করে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। আমার নিজস্ব কর্মের উপর আমার নির্ভরতা থাকবে না, আমার আস্থা থাকবে শুধু ঈশ্বরের উপর। আমার নিজস্ব মানসিক বোধবুদ্ধি ঈশ্বরের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমার অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করার এবং পশ্চাতে ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বিশ্বাস করার জন্য আমাকে ইচ্ছুক হতে হবে। আমার পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না-ঘটালে এবং আমার প্রবল দৃঢ় প্রচেষ্টা ব্যতীত এ কখনও সাধিত হতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে আমাকে পরিপূর্ণ আত্মসর্মপণ করতেই হবে।

প্রত্যেক মানুষ তার বোধাতীত অবস্থায় পৌঁছবার সামর্থ্য নিয়েই সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরই আমাকে তাঁর কাছে আর্কষণ করেন, এবং প্রাথমিকভাবে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অভ্যন্তরীণ, ব্যক্তিগত—বৌদ্ধিক নয়। ঐশ্বরিক অলৌকিকতা এবং আমার বিশ্বাসযুক্ত ইচ্ছার মাধ্যমে আমি সেই সম্পর্কে পৌঁচেছি। এর পর, আমার জীবনে রূপান্তরের বিস্ময়ের উপলব্ধি পেতে শুরু করি।

২৩ ডিসেম্বর

প্রায়শ্চিত্তের সহভাগী

“আমি যেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের ত্রু(শ ছাড়া আর কোনো কিছু নিয়ে গর্ব না করি...”(গালাতীয় ৬ ১৪)।

যীশুখ্রীস্টের সুসমাচার সর্বদা আমাদের ইচ্ছার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে জোর করে। খ্রীস্টের ত্রু(শের উপর পাপের যে-বিচার হয়েছিল, ঈ(্বরের সেই রায়কে আমি কি স্বীকার করেছি? যীশুর মৃত্যু সম্পর্কে আমার কি সামান্যতম আগ্রহ আছে? আমি কি তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে—পাপ, জাগতিকতা এবং নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে আগ্রহশূন্য, মৃতবৎ হতে চাই? আমি কি যীশুর সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে একাত্ম হতে চাই যে, যীশু এবং তাঁর উদ্দেশ্য ব্যতীত আর সবকিছুই আমার কাছে মূল্যহীন হয়ে ওঠে? শিষ্যত্বের মহান সুযোগ হল যে, আমি খ্রীস্টের ত্রু(শের পতাকাতলে নিজেকে সমর্পণ করতে পারি। এর অর্থ, পাপ সম্পর্কে মৃত্যু। আপনি যীশুর সঙ্গে একান্তে মিলিত হোন এবং সিদ্ধান্ত নিন, হয় আপনি চান না যে, আপনার অন্তরে পাপের মৃত্যু ঘটুক, অথবা বলুন, যে-কোনো মূল্যেই আপনি যীশুর মৃত্যুর সঙ্গে একাত্ম হতে চান। আমাদের প্রভু ত্রু(শের উপর যা করেছিলেন, আপনি যখন নিঃসংশয় বি(্বাসে তা গ্রহণ করে এগিয়ে চলেন, তৎ(ণাৎ তাঁর মৃত্যুতে এক অতিলৌকিক একাত্মতা ঘটে। এবং আপনি এক উচ্চতর জ্ঞানের দ্বারা জানতে পারেন যে, আপনার পুরাতন জীবন “তাঁর সঙ্গে ত্র(শারোপিত হয়েছে” (রোমীয় ৬ ৬)। আপনার পুরাতন জীবনের মৃত্যু ঘটেছে এবং “খ্রীস্টের সঙ্গে ত্রু(শার্পিত” হয়েছে (গালাতীয় ২ ২০)—এর প্রমাণ, আপনার মধ্যেকার ঈ(্বরের জীবন এখন আপনাকে যীশুখ্রীস্টের আজ্ঞার অনুগত হবার যোগ্য করে তুলেছে।

আমাদের উপর ঈ(্বরের কৃপা যদি না থাকত, তা হলে আমরা কী হতাম—আমাদের প্রভু কখনও কখনও আমাদের তার ঝলক দেখান। “আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না” (যোহন ১৫ ৫)—এ তারই স্বীকৃতি। সেই কারণেই খ্রীস্টধর্মের অন্তঃসলিলা ভিত্তি হল, প্রভু যীশুর প্রতি ব্যক্তি(গত, প্রবল আবেগপূর্ণ অনুরক্তি(। তাঁর উদ্দেশ্য, আমরা যেন রাজ্যে প্রবেশ করি, কিন্তু তাঁর রাজ্যে প্রথম প্রবেশের আনন্দ থেকে আমরা বঞ্চিত হই। তবু ঈ(্বরের রাজ্যে আমাদের প্রবেশের পশ্চাতে ঈ(্বরের উদ্দেশ্য হল, আমরা যেন যীশু খ্রীস্টের সঙ্গে একাত্মতার অর্থ উপলব্ধি করতে পারি।

২৪ ডিসেম্বর

লুকানো জীবন

"...তোমাদের জীবন খ্রীস্টের সঙ্গে ঈ(্বরে নিহিত রয়েছে" (কলসীয় ৩ ৩)।

ঈ(্বরের আত্মা সরল, কিন্তু সর্বশক্তি(মান, জীবনের নিরাপত্তার সা(্য ও নিশ্চয়তা দেন, যে-জীবন "খ্রীস্টের সঙ্গে ঈ(্বরে নিহিত রয়েছে।" পৌল তাঁর নতুন নিয়মেরপত্রগুলিতে বার বার এ কথা প্রকাশ করেছেন। আমরা এমনভাবে কথা বলি যেন পবিত্র জীবনযাপন করা ছিল সবচেয়ে অনিশ্চিত এবং অর(িত বিষয়, যা আমরা করতে পারি। তবু এ সবচেয়ে বেশি সম্ভবপর নিরাপদ বিষয়, কারণ এর মধ্যে এবং এর পশ্চাতে আছেন সর্বশক্তি(মান ঈ(্বর। ঈ(্বরবিহীন অবস্থায় জীবন যাপন করার প্রচেষ্টাই হল সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং অনিশ্চিত বিষয়। যদি আমরা ঈ(্বরের সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করি এবং "আলোয় বিচরণ করি" (১ যোহন ১ ৭), তা হলে একজন মানুষের কাছে বিপথগামী হওয়ার চেয়ে ঈ(্বরের সঙ্গে সঠিক সম্বন্ধ বজায় রেখে জীবন যাপন করা সহজ।

আমরা যখন পাপমুক্তি(র, "পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণতার" (ইফিসীয় ৫ ১৮) এবং "জ্যোতির মাঝে বিচরণ" করার কথা চিন্তা করি, আমরা এক সুউচ্চ পর্বতের চিত্র দেখতে পাই। আমাদের দৃষ্টিতে তা সুন্দর বলে মনে হয়, কিন্তু আমরা বলি, "আমি কখনই সেখানে উঠতে পারব না!" কিন্তু ঈ(্বরের অনুগ্রহে আমরা যখন সেখানে পৌঁছাই, আমরা দেখি, এ আদৌ কোনো পর্বতের চূড়া নয়, এ একটা উপত্যকা, যেখানে বেঁচে থাকার এবং বেড়ে-ওঠার মতো বহু স্থান রয়েছে। "তুমি প্রশস্ত করেছ আমার পথ, তাই হয়নি স্খলিত আমার চরণ" (গীতসংহিতা ১৮ ৩৬)।

আপনি যখন সত্যিই যীশুকে প্রত্য(করেন, আমি আপনাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, তাঁকে সন্দেহ করবেন না। তিনি যখন বলেন, " তোমাদের হৃদয়কে উদ্বিগ্ন হতে দিয়ো না..." (যোহন ১৭ ২৭), সেই সময় আপনি যদি তাঁকে প্রত্য(করে থাকেন, আমি আপনাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। তাঁর সান্নিধ্যে থাকার সময় তাঁকে সন্দেহ করা অসম্ভব। আপনি যখনই যীশুর সঙ্গে ব্যক্তি(গত সম্পর্কের মধ্যে থাকেন, তাঁর বাক্য আপনার কাছে বাস্তব হয়ে ওঠে। "... তোমাদের জন্য দিয়ে গেলাম আমারই শান্তি" (যোহন ১৪ ২৭)—এমন শান্তি যা নিয়ে আসে এক অবাধ নির্ভরতা এবং যা আপনাকে আপামস্তক আবৃত করে। "...তোমাদের জীবন খ্রীস্টের সঙ্গে ঈ(্বরে নিহিত রয়েছে", এবং যীশু খ্রীস্টের যে-শক্তি(আপনাকে দেওয়া হয়েছে, তা কখনোই বিঘ্নিত হতে পারে না।

২৫ ডিসেম্বর

তাঁর জন্ম এবং আমাদের নতুন জন্ম

“দেখ, সেই কন্যা গর্ভবতী হইবে এবং পুত্র প্রসব করিবে, আর তাঁহার নাম রাখা যাইবে, ইম্মানূয়েল, অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ, ‘আমাদের সহিত ঈ(ের” (মথি ১ ২৩)।

ইতিহাসে তাঁর জন্ম। “...যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন, তিনি ঈ(েরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন” (লুক ১ ২৩)। যীশুখ্রীস্ট এই *জগতে* জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই *জগৎ থেকে* নয়। ইতিহাস থেকে তাঁর উত্থান ঘটেনি, বাইরে থেকে এসে তিনি ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিলেন। যীশুখ্রীস্ট শ্রেষ্ঠ মানব নন, যার জন্য মানবজাতি গর্ব করতে পারে—তিনি এমন একজন যার জন্য মানবজাতি আদৌ কোনো কৃতিত্বের দাবি করতে পারে না। তিনি এমন মানুষ নন, যিনি ঈ(ের হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তিনি দেহায়িত ঈ(ের—ঈ(ের বাইরে থেকে মানবাকার ধারণ করলেন। তাঁর জীবন সবচেয়ে বিনম্র দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে সবচেয়ে মহান ও পবিত্রতম হয়ে উঠেছিল। আমাদের প্রভুর জন্ম ছিল একটি আবির্ভাব—মানবাকারে ঈ(েরের দেহায়ন।

আমার মধ্যে তাঁর জন্ম। “আমার বৎসগণ, খ্রীস্ট যতদিন না তোমাদের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠেন, ততদিন আমি তোমাদের নিয়ে প্রসব বেদনাতুরা জননীর মতোই কষ্ট পাচ্ছি” (গালাতীয় ৪ ১৯)। আমাদের প্রভু যেমন বাইরে থেকে এসে মানব-ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিলেন, তেমনই তিনি অবশ্যই বাইরে থেকে আমার অন্তরে আসবেন। আমি কি আমার ব্যত্তি(গত জীবনকে ঈ(ের-পুত্রের “বেথলেহেম” হয়ে ওঠার অনুমতি দিয়েছি? যত(ণ না আমি পার্থিব জন্মের সম্পূর্ণ বিপরীত এক জন্মের দ্বারা নবজন্ম লাভ করছি, আমি ঈ(েরের রাজ্যের (ে ত্রে প্রবেশ করতে পারি না। “ তোমার নতুন জন্ম হওয়া আবশ্যক” (যোহন ৩ ৭)। এ কোনো আদেশ নয়, এ ঈ(েরের কর্তৃত্বভিত্তিক একটি ঘটনা। নতুন জন্মের প্রমাণ হল যে, ঈ(েরের কাছে আমি নিজেকে এমন পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দিই যে, আমার মধ্যে খ্রীস্ট “মূর্ত হয়ে” ওঠেন। এবং খ্রীস্ট যখন একবার আমার মধ্যে “মূর্ত” হন, তাঁর প্রকৃতি তৎ(ণাৎ আমার মধ্য দিয়ে কাজ করতে শু(করে।

ঈ(েরের শরীরী প্রকাশ।

যীশুখ্রীস্টের দ্বারা মানব-মুত্তি(র মাধ্যমে আপনার এবং আমার জন্য তা এত গভীরভাবে সম্ভব হয়ে উঠেছে।

২৬ ডিসেম্বর

“জ্যোতির মাঝে বিচরণ করি”

“তিনি যেমন জ্যোতির মাঝে বিরাজ করেন, তেমনই আমরা যদি জ্যোতির মাঝে বিচরণ করি....তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত(সর্বপাপ থেকে আমাদের শুচিশুদ্ধ করে” (১ যোহন ১ ৭)।

খ্রীস্টের ত্রু(শের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সম্পূর্ণ পাপমুক্তি(র জন্য কেবল আমাদের জীবনের চেতনস্তরে পাপ থেকে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, মনে করলে সবচেয়ে বড়ো ভুল করব। নবজন্ম লাভ করার আগে কেউ পাপের প্রকৃত স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে না। যীশু কালভেরিতে যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেটাই পাপ। আমি যে পাপ থেকে মুক্ত(হয়েছি, তার প্রমাণ হল, আমি জানি, আমার মধ্যে পাপের প্রকৃত প্রকৃতি কী। কোনো ব্যক্তি(কে পাপের প্রকৃত প্রকৃতি জানতে হলে, তার জীবনে যীশু খ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্তের পূর্ণ সত্রি(য়তা এবং গভীর স্পর্শ, অর্থাৎ তাঁর চরম শুদ্ধির ভূমিকা থাকা দরকার।

পবিত্র আত্মা আমাদের গভীর অচেতন ((ত্রে এবং সেইসঙ্গে চেতন স্তরে প্রায়শ্চিত্তের কাজ প্রয়োগ করেন। আমরা যত(ণ না আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার অনন্য পরাত্র(মকে উপলব্ধি করতে পারছি, আমরা ১ যোহন ১ ৭-এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারব না, যা বলে, “*....তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত(সর্বপাপ থেকে আমাদের শুচিশুদ্ধ করে।*” এই পদটি শুধু সচেতন পাপের কথা বলে না, কিন্তু পাপ সম্পর্কে সুগভীর উপলব্ধির কথাও বলে, যা আমার অন্তরে কেবল পবিত্র আত্মাই সাধন করতে পারেন।

“তিনি যেমন জ্যোতির মাঝে বিরাজ করেন”, তেমনই আমিও “জ্যোতির মাঝে বিচরণ” করব—আমার নিজস্ব চেতনার আলোকে নয়, কিন্তু ঈ(রের জ্যোতিতে। আমি যদি দ্বিধাহীন চিত্তে বা কোনো কিছু গোপন না-করে সেখানে বিচরণ করি, তা হলে এই বিস্ময়কর সত্য আমার কাছে প্রকাশিত হয় “তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত(সর্বপাপ থেকে [আমাকে] শুচিশুদ্ধ করে,” যেন সর্বশক্তি(মান ঈ(র আমার মধ্যে ভর্ৎসনা করার মতো কিছু খুঁজে না-পান। চেতন স্তরে এ পাপের যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে এক তী(, দুঃখপূর্ণ জ্ঞান জাগিয়ে তোলে। আমার মধ্যে সত্রি(য় ঈ(রের প্রেম পাপের প্রতি পবিত্র আত্মার ঘৃণার সঙ্গে-সঙ্গে যা কিছু ঈ(রের পবিত্রতার বি(দ্ধ, তার প্রতি ঘৃণা করতে শেখায়। “জ্যোতিতে বিচরণ” করার অর্থ, যা কিছু অন্ধকারের, আসলে তা আমাকে জ্যোতির কেন্দ্রের আরও নিকটে তাড়িয়ে নিয়ে আসে।

২৭ ডিসেম্বর

যেখানে যুদ্ধে জয় বা পরাজয় হয়

"...প্রভু পরমেশ্বর বলেন, হে ইস্রায়েল, যদি তোমরা চাও, তা হলে ফিরে এস আমার কাছে" (যিরমিয় ৪ ১)।

আমাদের যুদ্ধের প্রথম জয় বা পরাজয় ঘটে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আমাদের ইচ্ছার গোপন স্থানে, জগতের সম্পূর্ণ দৃষ্টির সামনে কখনই নয়। ঈশ্বরের আত্মা আমাকে কব্জা করেন এবং তাঁর সামনে, একাকী তাঁর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হই। আমি যদি তা না-করি, প্রতিবারই আমি পরাজিত হব। লড়াই এক মিনিট, না এক বছর স্থায়ী হবে, তা নির্ভর করে আমার উপর, ঈশ্বরের উপর নয়। যত সময়ই লাগুক, ঈশ্বরের সামনে আমাকে অবশ্যই একাকী এই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, এবং তাঁর সামনে আমাকে আত্মত্যাগ বা ত্যাগের নরকের মধ্য দিয়ে যাবার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। যে-মানুষ ঈশ্বরের সামনে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছে, তার উপর কোনো শক্তি(ই কার্যকর নয়।

আমি কখনই বলব না, "আমি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন না-হওয়া পর্যন্ত অপে(া করব এবং তখন আমি ঈশ্বরকে পরী(ায় ফেলব।" এই প্রচেষ্টা সফল হবে না। আমার অন্তরের গোপন স্থানে, যেখানে আর কেউ হস্ত(েপ করতে পারে না, সেখানে প্রথমেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া ঠিক করে নিতে হবে। যুদ্ধে আমি জয়লাভ করেছি—এ কথা নিশ্চিতভাবে জেনে, তখন আমি অগ্রসর হতে পারি। ঈশ্বরের নিয়মগুলি যেমন অবশ্যম্ভাবী, সেইভাবে ঈশ্বরের সামনে পরাজয়, ক্লেশ, দুর্বিপাক আসতে পারে। পরাজয়ের কারণ, আমি প্রথমে বাহ্যিক জগতে লড়াই করেছি। ঈশ্বরের সঙ্গে একান্তে কালযাপন ক(ন, তাঁর সান্নিধ্যে সংগ্রাম ক(ন এবং চিরকালের মতো বিষয়টি ফয়সালা করে নিন।

অন্য লোকদের সঙ্গে আমাদের আচরণের সময়, তাদের ইচ্ছার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে এগিয়ে দেওয়াই হবে আমাদের সর্ব(েণর প্রচেষ্টা। ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন এইভাবেই শু(হয়। সর্বদা নয়, কিন্তু কখনও কখনও ঈশ্বর আমাদের এক গু(ত্বপূর্ণ বাঁকে—জীবনের মহাসন্ধি(েণ নিয়ে আসেন। সেই (ণ থেকে হয় আমরা আরও (-থ, অলস এবং অর্থহীন খ্রীস্টীয় জীবনযাপন করব, অথবা আমরা আরও, আরও প্রজ্বলিত হয়ে উঠব(তাঁর মহিমার জন্য আমাদের সর্বোত্তম—ঈশ্বরের সর্বোচ্চের জন্য আমাদের সর্বোত্তম দান করব।

২৮ ডিসেম্বর

নিরবচ্ছিন্ন মন-পরিবর্তন

"...তোমরা যদি ঈশ্বরের দিকে ফিরে না আস এবং শিশুদের মতো না হও, তবে তোমরা কিছুতেই স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না" (মথি ১৮ ৩)।

আমাদের প্রভুর এই উক্তিগুলি প্রাথমিক মন-পরিবর্তনের কথা বলে, কিন্তু আমাদের জীবনের প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়ে শিশুসুলভ আচরণে ঈশ্বরের কাছে অবিরত ফিরে আসতে হবে। ঈশ্বরের উপর নির্ভর না-করে আমরা যদি নিজেদের ক্ষমতার উপর আস্থা রাখি, আমরা এমন পরিণতির সৃষ্টি করব, যে-জন্য ঈশ্বর আমাদেরই দায়ী করবেন। যখন ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে আমাদের নতুন পরিস্থিতিতে নিয়ে আসেন, সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের সুনিশ্চিত হতে হবে যে, আমাদের প্রাকৃতিক জীবন ঈশ্বরের আত্মার আজ্ঞাধীন হয়ে যেন আত্মিকতায় সমর্পিত হয়। অতীতে আমরা সঠিকভাবে সাড়া দিয়েছি বলে আমরা যে আবার একই রকম করব, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। আত্মিকের প্রতি প্রাকৃতিকের প্রত্যুত্তর হওয়া উচিত নিরবচ্ছিন্ন মন-পরিবর্তন, কিন্তু এই স্থানেই আমরা প্রায়ই আজ্ঞাপালন করতে অস্বীকার করি। আমাদের পরিস্থিতি যে-রকমেরই হোক, ঈশ্বরের আত্মা অপরিবর্তিত থাকে, এবং তাঁর উদ্ধারের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আমাদের "নূতন মনুষ্যকে পরিধান..." (ইফিসীয় ৪ ২৪) করতে হবে। আমরা যতবার নিজেদের পরিবর্তন করতে অস্বীকার করি, ঈশ্বর ততবারই আমাদের জবাব দিতে বাধ্য করেন। এবং আমাদের অস্বীকৃতিকে তিনি আমাদের স্বেচ্ছাকৃত অবাধ্যতা বলে মনে করেন। আমাদের প্রাকৃতিক জীবন আমাদের শাসন করবে না—ঈশ্বরই আমাদের অন্তরকে শাসন করবেন।

নিরবচ্ছিন্ন মন-পরিবর্তনকে অস্বীকার করলে তা আমাদের আত্মিক জীবনের বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আমাদের জীবনে নিজস্ব ইচ্ছার কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যেখানে আমাদের গর্ব ঈশ্বরের সিংহাসনের উপর ঘৃণা উগরে দেয় আর বলে, "আমি অধীনতা স্বীকার করব না।" আমরা আমাদের স্বাধীনতা এবং নিজস্ব ইচ্ছার উপর দেবত্ব আরোপ করি এবং ভুল নামে তাদের অভিহিত করি। ঈশ্বর যাকে অনমনীয় দুর্বলতা হিসাবে দেখেন, আমরা তাকে বলি শক্তি। আমাদের জীবনের এমন বহু ক্ষেত্র রয়েছে, যেগুলি এখনও পর্যন্ত অধীনতার মধ্যে আনা হয়নি। শুধু নিরবচ্ছিন্ন মন-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে-কাজ সাধিত হতে পারে। ধীরে-ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে। আমরা সমগ্র অঞ্চলকে ঈশ্বরের আত্মার জন্য দাবি করতে পারি।

২৯ ডিসেম্বর

পলাতক, না শিষ্য

“এর পর যীশুর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে ত্যাগ করল, তাঁর সঙ্গে তারা আর মেলামেশা করত না” (যোহন ৬ ৬৬)।

ঈ(্বর যখন তাঁর আত্মার দ্বারা তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আপনাকে তাঁর ইচ্ছার স্পষ্ট দর্শন দেন, আপনাকে অবশ্যই সেই দর্শনের আলোকে বিচরণ করতে হবে (১ যোহন ১ ৭)। আপনার মন এবং আত্মা এর দ্বারা রোমাঞ্চিত হলেও, আপনি যদি “আলোকে বিচরণ” না করেন, আপনি অধীনতার এমন এক স্তরে নিমজ্জিত হয়ে যাবেন, যা আমাদের প্রভুও কল্পনা করেননি। “দিব্য দর্শনকে” (প্রেরিত. ২৬ ১৯) মানসিকভাবে অস্বীকার করলে তা আপনাকে এমন সব ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আবদ্ধ করে রাখবে, যা যীশুখ্রীস্টের কাছেও সম্পূর্ণভাবে অজানা। কোনো একজনকে দেখে বলবেন না, “ওই রকম দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও ওই ব্যক্তি(যদি উন্নতি করতে পারেন, তা হলে আমি পারব না কেন?” যে-আলো *আপনাকে* দেওয়া হয়েছে, আপনাকে সেই “আলোয় বিচরণ” করতে হবে। আপনার সঙ্গে অন্যদের তুলনা করবেন না, বা অন্যদের বিচার করবেন না—তা ঈ(্বর এবং তাদের মধ্যেকার ব্যাপার। যখন দেখবেন, আপনার কোনো প্রিয়জনের মতের সঙ্গে “দিব্যদর্শনের” বিরোধ বাধছে, এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শু(করবেন না। আপনি যদি তা করেন, আপনার অন্তরে এক সম্পত্তি ও অধিকারবোধ মাথা চাড়া দেবে— যে-বিষয়গুলি যীশুর কাছে একেবারেই মূল্যহীন। তিনি এ সব বিষয়ের ঘোর বিরোধী, কারণ “সম্পদের প্রাচুর্যের উপরে মানুষের জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করে না” (লুক ১২ ১৫)। যদি আমরা তা না দেখি, এবং না বুঝি, তার কারণ, আমাদের প্রভুর শি(ার নীতিগুলি আমরা অবজ্ঞা করছি।

ঈ(্বর এক সময় আমাদের কাছে তাঁর ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছিলেন— সেই অপূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতিমেদুরতায় ভোগাই হল আমাদের প্রবণতা। কিন্তু ঈ(্বরের আলোর দ্বারা নতুন নিয়মের একটি মানদণ্ড আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, এবং আমরা যদি পরিমাপ করার চেষ্টা না করি, বা তা করার মতো কোনো অনুভূতি আমাদের না থাকে, তা হলে আমাদের পদস্খলন শু(হয়। এর অর্থ, আপনার বিবেক সত্যের প্রতি সাড়া দেয় না। সত্য উন্মোচনের পর আপনি কখনই একই রকমের থাকতে পারেন না। সেই মুহূর্ত আপনার কাছে এমনভাবে আসে, হয় আপনি যীশুখ্রীস্টের শিষ্য হিসাবে আরও ভক্তি(সহ এগিয়ে চলবেন, অথবা পলাতকের মতো তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাবেন।

৩০ ডিসেম্বর

প্রত্যেকটি সদ্‌গুণ, যা আমাদের আছে

"*...আমার সমস্ত উনুই তোমার মধ্যে*" (গীতসংহিতা ৮৭ ৭)।

আমাদের প্রভু আমাদের প্রাকৃতিক সদ্‌গুণগুলি, অর্থাৎ আমাদের স্বাভাবিক প্রলক্ষণ, গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্যগুলি কখনও "জোড়াতালি" দিয়ে চালান না। তিনি একজন ব্যক্তির অন্তরকে নতুন করে সৃষ্টি করেন—"...নূতন মনুষ্যকে পরিধান কর..." (ইফিসীয় ৪ ২৪)। অন্যভাবে বলা যায়, মনে রাখবেন, আপনার প্রাকৃতিক মানব-জীবন, যা-কিছু নূতন জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সে-সব পরিধান করছে। ঈশ্বর আমাদের অভ্যন্তরে যে-জীবন স্থাপন করেন, তা এর নতুন সদ্‌গুণে বিকশিত হয়। এ আদমের বীজের সদ্‌গুণ নয়, কিন্তু যীশুখ্রীস্টের সদ্‌গুণ। ঈশ্বর যখন একবার আপনার জীবনে পবিত্রীকরণের প্রণালী শুরু করেন, আপনি নিরীক্ষণ করুন, ঈশ্বর আপনার নিজস্ব স্বাভাবিক সদ্‌গুণ এবং সামর্থ্যকে কীভাবে আত্মবিশ্বাসে পরিণত করেন। যীশুর পুনরুত্থিত জীবনের ভাণ্ডার থেকে যতদিন না আপনার জীবনকে আহরণ করতে শেখেন, ততদিন তিনি এই প্রণালী চালিয়ে যাবেন। আপনি যদি এই শুষ্ক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেন, তা হলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন।

ঈশ্বর যে আমাদের মধ্যে সক্রিয়, তার চিহ্ন হল, তিনি আমাদের স্বাভাবিক সদ্‌গুণগুলির নির্ভরতাকে ধ্বংস করছেন, কারণ আমরা ভবিষ্যতে কী হব, সেগুলি তার কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় না, বরং ঈশ্বর মানুষকে কী জন্য সৃষ্টি করেছিলেন, সেগুলি তার অর্থহীন স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে। ঈশ্বর যখন যীশুখ্রীস্টের জীবনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সর্বদা চেষ্টা করছেন,—যে-জীবন স্বাভাবিক সদ্‌গুণের পরিভাষায় কখনই বর্ণনা করা যায় না, সেই সময় আমরা আমাদের স্বাভাবিক সদ্‌গুণগুলি আঁকড়ে থাকতে চাই। যখন দেখি, ঈশ্বর যে-অনুগ্রহ তাদের কখনই দেননি, তারই উপর নির্ভর করে তারা ঈশ্বরের সেবা করার চেষ্টা করছে, সেটাই তখন সবচেয়ে দুঃখবহ ঘটনা হয়ে ওঠে। তারা বংশগতি সূত্রে যা পেয়েছে, শুধু তারই উপর তারা নির্ভর করছে। ঈশ্বর আমাদের স্বাভাবিক সদ্‌গুণ নিয়ে তাদের রূপান্তর ঘটান না, কারণ যীশুখ্রীস্ট যা চান, আমাদের স্বাভাবিক সদ্‌গুণগুলি তার ধারে-কাছে পৌঁছতে পারে না। কোনো প্রাকৃতিক ভালোবাসা, কোনো প্রাকৃতিক ধৈর্য, কোনো প্রাকৃতিক পবিত্রতা কখনও ঈশ্বরের দাবি পূরণ করতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মধ্যে যে নতুন জীবনের সূচনা করেছেন, আমরা যখন আমাদের প্রাকৃতিক শারীরিক জীবনের প্রত্যেকটি অঙ্গকে তার ঐক্যে নিয়ে আসি, তিনি আমাদের মধ্যে সেইসব গুণ প্রদর্শন করবেন, যা ছিল প্রভু যীশুরই বৈশিষ্ট্য। এবং প্রত্যেকটি সদ্‌গুণ যা আমাদের আছে, তা একমাত্র তাঁরই।

৩১ ডিসেম্বর

বিগত দিন

"এ বার তোমাদের ...ত্বরিত গতিতে করতে হবে না প্রস্থান, ...প্রভু পরমে্বর...স্বয়ং তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, সুর(া করবেন তোমাদের সব দিক দিয়ে" (যিশাইয় ৫২ ১২)।

বিগত দিনের কথা। "...যাহা চলিয়া গিয়াছে, ঈ্বর তাহার অনুসন্ধান করেন" (উপদেশক ৩ ১২)। বৎসরের শেষে, ঈ্বর আমাদের জন্য ভাবীকালের গর্ভে কী সঞ্চয় করে রেখেছেন, সে-দিকে আমরা সাগ্রহে তাকিয়ে থাকি, কিন্তু যখনই বিগত দিনগুলির কথা স্মরণ করি, তখনই আমাদের মনকে দুশ্চিন্তা ছেয়ে ফেলে। বিগত দিনের পাপ এবং ভ্রান্তির স্মৃতি আমাদের ঈ্বরের অনুগ্রহলব্ধ আনন্দকে হ্রাস করে দেয়। কিন্তু ঈ্বর আমাদের বিগত দিনের ঈ্বর, এবং অতীত স্মৃতিকে তিনি আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আত্মিক বিকাশের সেবাব্রতে পরিণত করতে সেগুলিকে আসতে দেন। বর্তমানের নিরাপত্তাহীনতা থেকে আমাদের র(া করার জন্য তিনি আমাদের বিগত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

আগামী দিনের জন্য সুর(া। "...প্রভু পরমে্বর ... স্বয়ং তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন... ।" এ এক মহিমময় প্রকাশ—আমরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছি, ঈ্বর সেখানে তাঁর শক্তি(প্রেরণ করবেন। তিনি যদি আমাদের "সুর(া" না হন, তা হলে নিঃসন্দেহে আমরা ব্যর্থ হবই(কিন্তু তা যাতে আবার না-ঘটে, সে-জন্য তিনি আমাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন, এবং ঈ্বরের হাত অতীতকে স্পর্শ করে(আমাদের বিবেক-বি(দ্ধ সকল দাবিকে তিনি সুবিন্যস্ত করেন।

আজকের দিনের জন্য সুর(া। " তোমাদের ...ত্বরিত গতিতে করতে হবে না প্রস্থান... ।" আমরা যখন আগামী বছরের দিকে এগিয়ে চলেছি, তা যেন ত্বরিত আবেগপূর্ণ বিস্মরণশীল আনন্দ, বা আবেগময় চিন্তাশূন্যতা না হয়। কিন্তু ইস্রায়েলের ঈ্বর আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, এ কথা জেনে, ধৈর্যময় সামর্থ্যের সঙ্গে আমরা যেন সামনের দিকে এগিয়ে চলি। আমাদের অতীত দিনের বিষয়গুলি এমনভাবে চূর্ণ হয়ে যায় যে, সেগুলি আমাদের কাছে অপরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে। এ কথা সত্য যে, যে-সুযোগ আমরা নষ্ট করেছি, তা আর কোনো দিনই ফিরে আসবে না, কিন্তু এই ধ্বংসাত্মক উদ্বেগকে ঈ্বর ভবিষ্যতের জন্য সৃষ্টিশীল চিন্তাশীলতায় রূপান্তরিত করতে পারেন। অতীতকে বিশ্রাম করতে দিন, কিন্তু সেই বিশ্রাম হবে খ্রীস্টের মধুর আবেষ্টনে।

ভগ্নচূর্ণ, পরিবর্তনহীন অতীতকে ঈ্বরের কাছে সমর্পণ ক(ন, এবং তাঁর সঙ্গে অজেয় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলুন।

উদ্ধৃতি সূচি

গ্রন্থ	মাস/দিন	গ্রন্থ	মাস/দিন
আদিপুস্তক		**দ্বিতীয় বিবরণ**	
৫ ২৪	১০/১২	৫ ৩২	৬/২৮
৯ ১৩	১২/৬	২৮ ১৪	১০/২৫
১২ ৮	১/৬	৩৩ ২৭	৫/২৮
১৩ ৯	৫/২৫	**যিহোশূয়**	
১৫ ১২	১/১৯	২৪ ১৫, ২২	৭/৮
১৬ ১-১৫	১/১৯	২৪ ১৯, ২১	৭/৯
১৭ ১	১/১৯, ৫/২৫, ৭/২০	**১ শমুয়েল**	
১৮ ১৭	৩/২০, ৩/২৭	৩ ৯, ১৫	১/৩০
২১ ৮-১৪	১২/১০	৩ ১০	২/১৩
২১ ১৫-১৯	১২/১০	১৫ ২২	৬/৮
২২ ২	৪/২৬, ১১/১১	**২ শমুয়েল**	
২২ ৩	১১/১১	২৩ ১৬	৯/৩
২২ ৯	১/৮	**১ রাজাবলি**	
২২ ১৬-১৭	১১/১৭	২ ২৮	৪/১৯
২৪ ২৭	১১/১৪	১৯ ৫	২/১৭
৩২ ২৪-২৫	১২/১৬	১৯ ১২	৮/১৩
৪১ ৪০	১২/৫	**২ রাজাবলি**	
যাত্রাপুস্তক		২ ১১-১২	৮/১১
২ ১১	১০/১৩	১৩-১৫, ২৩	
৩ ৪	৪/১৮	**২ বংশাবলি**	
৩ ১০-১১	১০/১৩	১৫ ১৭	৪/১৫
৩ ১৪	১০/৪, ১০/১৪	**নহিমিয়**	
১৪ ১৩	৯/৮	৮ ১০	৪/১৪
১৬ ২০	১/৬	**ইয়োব**	
২০ ১৯	২/১২	১৩ ১৫	৫/৮, ১০/৩১
৩৪ ২৯	৪/২২	৪২ ১০	৬/২০

গ্রন্থ	মাস/দিন
গীতসংহিতা	
১৮ ২৫-২৬	৪/২৬, ৬/২২
১৮ ২৯	৫/১৫
১৮ ৩৬	১২/২৪
২৫ ১২	৬/২, ৬/৩
২৫ ১৩	৬/২, ৬/৩
২৫ ১৪	৬/৩
৩৭ ৪	৩/২০
৩৭ ৫	৭/৫
৩৭ ৭	৭/৪, ৮/১
৩৭ ৮	৭/৪
৩৭ ৩৪	৮/১
৪০ ৮	১/২৯, ৮/২৫, ৮/৩১
৪৬ ১	২/২৭
৪৬ ২	৭/২০
৪৬ ১০	২/২২
৫১ ৪	১১/১৯, ১২/৭
৫৫ ২২	৪/১৩
৮৭ ৭	২/৯, ৫/১৬, ১২/৩০
৯ ১	৭/৪
৯১ ১, ১০	৮/২
৯১ ১৫	৫/১৯
৯৭ ২	১/৩
১০৬ ৬-৭	২/১১
১১৬ ১২-১৩	৫/২
১১৮ ২৭	২/৬
১২৩ ২	১১/২৪
১২৩ ৩	১১/২৩
১৩৯	১/৯
হিতোপদেশ	
৩ ৫-৬	৬/২৭
২৯ ১৮	৫/৯
উপদেশক	
৩ ১৫	১২/৩১
৯ ১০	৪/২৩
যিশাইয়	
১ ১০-১১	৩/১৫
৬ ১	৭/১৩
৬ ১, ৫	৭/১৮
৬ ৫	৭/৩
৬ ৭	৭/৩
৬ ৮	১/১৪, ১/১৬, ৯/৩০
৮ ১১	১/২৯, ১/৩০
৯ ৬	৪/১৩
২৬ ৩	২/১১
৩৫ ৭	৭/৬
৪০ ২৬	২/১০
৪০ ২৮	২/৯
৪০ ২৯	৪/১৪
৪০ ৩১	৩/১৯, ৭/২০, ১০/৩
৪২ ৪	১০/১২
৪৫ ২২	১/২২, ২/২, ২/১১, ১১/২৬, ১২/৬
৪৯ ২	১/১৯, ২/১৪
৪৯ ৫	৯/২১
৫০ ৭	৩/১৫

গ্রন্থ	মাস/দিন
৫০ ১০-১১	১/১৯
৫২ ১২	১২/৩১
৫৩ ১	১১/২৪
৫৩ ৩	৬/২৩
৫৩ ১০	১২/২
৫৫ ১	৬/১০
৫৯ ১৬	৩/৩০
৬০ ১	২/১৯
৬১ ১	৩/১৪
যিরমিয়	
১ ৮	৬/২৭
২ ২	১/২১
৪ ১	১২/২৭
৩৯ ১৮	৬/২৭
৪৫ ৫	৪/২৭, ৪/২৮
যিহিষ্কেল	
৩৭ ৩	৬/১
৩৭ ১২	৬/১
যোনা	
৪ ২	৫/৯
নহূম	
১ ৩	৭/২৯
হবক্‌কূক	
২ ৩	৩/১১, ৫/২
মালাখি	
২ ১৬	১১/২৩
মথি	
১ ২৩	১২/২৫
৩ ১১	১/২৮, ৮/২২
৩ ১৭	১০/১৩
৪ ১	৯/১৮
৪ ১৯	১/১৪, ৯/১৯
৫ ৩	৬/৯, ৭/২১
৫ ৩-১১	৭/২৫
৫ ৮	৩/২৬
৫ ৮, ১১	৭/২১
৫ ১১	১০/৬, ১১/৩
৫ ২০	৭/২৪, ৮/২৭
৫ ২৩	৯/২৬
৫ ২৩-২৪	৭/২৭, ৯/২৪, ১২/১১
৫ ২৪	৯/২৬
৫ ২৫	৬/৩০
৫ ২৫-২৬	৭/১
৫ ২৬	৬/৩০, ৭/১
৫ ২৯-৩০	১/৩০
৫ ৩০	৬/২৯
৫ ৩৯	৭/১৪
৫ ৪১	৯/১১, ৯/২৫
৫ ৪৫	৬/৯, ৮/২৪
৫ ৪৮	৬/২৯, ৯/২০
৬ ৬	৮/২৩, ৯/১৬
৬ ৭	৯/১৬
৬ ৮	৩/২০, ৪/২৭, ৮/৬
৬ ১০	৬/৩
৬ ২৩	৮/২৭
৬ ২৫	১/২৭, ৫/২১, ৫/২৩
৬ ২৬	১/২৬
৬ ২৬, ২৮	৫/১৮

গ্রন্থ	মাস/দিন
৬ ২৮	১/২৬
৬ ৩০	১/২৬, ১/২৭
৬ ৩৩	৪/২০, ৫/২১, ১০/৩০
৬ ৩৪	১/২৭
৭ ১	৬/১৭, ৬/২২
৭ ২	৬/২২
৭ ৩-৫	৬/১৭
৭ ৭	৪/২৭, ৭/১৬, ১২/১৭
৭ ৮	৫/২৬, ৮/২৪, ৯/১৬
৭ ৯	৮/২৪, ১০/১১
৭ ১১	৭/১৬
৭ ১২	৮/২৪
৭ ১৩-১৪	৭/৭
৮ ২৬	৮/১২
৯ ২৮	১০/২৭
৯ ৩৮	১০/১৬,১০/১৭
১০ ২৪	৯/২৩, ১১/২২
১০ ২৭	২/১৪
১০ ৩৪	৩/২৪, ৭/২২, ১২/১৯
১১ ১	৮/১
১১ ৬	৮/২৯
১১ ২৫	৯/১৪,১০/১০,১০/১৭
১১ ২৮	৬/১১, ৮/১৯, ৮/২০, ৯/১৩, ১০/৮, ১০/১৪ ১০/২২, ১১/৪
১১ ২৯	১/২৮, ৪/১৪
১১ ৩০	৪/১৪
১২ ১৩	২/১৬

গ্রন্থ	মাস/দিন
১৩ ২২	১/২৬, ১/২৭ ৫/১৯, ৫/২৩
১৩ ৫৮	৭/৯
১৪ ২৯	৩/২৮
১৪ ২৯-৩০	৬/১৮
১৪ ৩১	৬/১৮
১৫ ১৮-২০	৭/২৬
১৬ ২১-২৩	৮/১০
৬ ২৪	৯/১৩, ১২/৯, ১২/১১
১৭ ২০	১০/৩১
১৮ ৩	৪/২৯, ৮/২৮, ১২/২৮
১৮ ৫	৫/৩১
১৯ ২৯	৬/২০
২০ ২২	৯/১২
২০ ২৮	২/২৩
২২ ১৪	১/১৪
২৩ ৮	৯/২২
২৩ ১১	২/২৫
২৩ ২৭	৪/৩
২৫ ১৪-৩০	৪/২০
২৫ ২১	৩/৫
২৬ ৩৩-৩৫	৩/১
২৬ ৩৬, ৩৮	৪/৫
২৬ ৩৮	৯/৫
২৬ ৪২	৫/২২
২৬ ৪৬	২/১৮
২৬ ৫৬	৯/৫
২৬ ৬৯-৭৫	১/৫, ৮/১৬
২৮ ১০	৭/১০
২৮ ১৬	১০/১৪

গ্রন্থ	মাস/দিন
২৮ ১৮-১৯	১০/১৪, ১০/২৭
২৮ ২৯	৫/৬, ৯/৪, ১০/২৬, ১০/২৭
মার্ক	
৪ ১০	১/১৩
৪ ১৯	৮/৩১, ১১/২৩
৪ ৩৪	১/১২
৬ ৩১	২/২০
৬ ৪৫	৭/২৮
৬ ৪৯	৭/২৮
৯ ১-৯	৩/২২
৯ ১-২৯	৬/১৬
৯ ২	১০/১
৯ ২-৮	৭/২৯
৯ ৫-৬	১০/২
৯ ৯	৪/৭
৯ ১৪-১৮	১০/১
৯ ১৪-২৩	১০/২
৯ ২২	১০/২
৯-২৮-২৯	১০/৩
১০ ২১	৯/২৮
১০ ২৮	৩/১২
১০ ২৯	৩/১২
১০ ৩২	৩/১৫
১১ ১৬	১১/৮
১১ ১৭	১১/৮
১৪ ৩-৪	৯/২
১৪ ৬	২/২১
১৪ ৯	৯/২

গ্রন্থ	মাস/দিন
১৪ ৫৪	১০/২১
১৬ ১২	৪/৯
১৬ ১৩	৪/৯
লুক	
১ ৩৫	৮/৮, ১২/২৫
২ ৪৬, ৪৯	৮/৭
২ ৪৯	৮/৮
৪ ১৩	৪/৫
৪ ১৮	৩/১৪
৮ ১-৩	১/১১
৮ ২	৮/১৬
৯ ২৩	১১/২
৯ ২৮-৪২	৮/২৯
৯ ৩৩	৮/১
৯ ৩৪	৭/২৯
৯ ৫১	৮/৩
৯ ৫৫	১/২৯
৯ ৫৭	৯/২৭
৯ ৫৭-৬২	৩/১২
৯ ৫৮-৫৯,৬১	৯/২৭
৯ ৬১	৫/৩০
৯ ৬২	৮/১৩
১০ ১৭-২০	১০/২৭
১০ ১৮-২০	১/৭
১০ ২০	৪/২৪, ৮/৩০
১১ ১	৮/২৮
১১ ৫-৮	৯/১২
১১ ৯	৬/১০
১১ ৯-১৩	১০/২২
১১ ১০	৬/৯, ৬/১০, ৯/১২
১১ ১১-১৩	৯/১২

গ্রন্থ	মাস/দিন
১১ ১৩	১/৩০, ৬/৯, ১২/১৯
১২ ৮	৩/১
১২ ১৫	১২/২৯
১২ ২২	১/২
১২ ৪০	৩/২৯
১৪ ২৬	২/২, ৩/১৯, ৫/৭, ৫/১১, ৬/১৯, ৭/২২, ৯/২৮, ১১/২
১৪ ২৬-৩৩	৩/১২
১৪ ২৬-২৭,৩৩	৫/৭, ৭/২
১৪ ২৮	৫/৭
১৪ ৩০	৫/৭
১৫ ১০	৮/১০
১৭ ২০-২১	১০/১৯
১৮ ১	১২/১৩
১৮ ১-৮	৯/১২
১৮ ৯-১৪	৬/১২
১৮ ২২	৬/১৩, ৮/১৮
১৮ ২২-২৩	৮/১৭
১৮ ২৩	৮/১৮
১৮ ৩১	৮/৩, ৮/৪, ৯/২৩
১৮ ৩১, ৩৪	৮/৫
১৮ ৩৯, ৪১	২/২৯
১৮ ৪২	৪/৩
২১ ১৯	৫/২০
২২ ২৭	২/২৩
২২ ২৮	৯/১৯
২২ ৩৩	১/৮, ৪/২৬
২২ ৫৩	৬/২৪
২৩ ২৬	১/১১
২৩ ৩৩	৯/২৩
২৪ ২১	২/৭
২৪ ২৬	৪/৮
২৪ ৩২	৩/২২
২৪ ৪৭	১০/১৫
২৪ ৪৯	৫/২৭, ৫/৩১, ৮/১, ৯/৪
২৪ ৫১	৫/১৭
যোহন	
১ ১২	৮/১৫
১ ২৯	৯/১৮,১০/১৫,১০/২৯
১ ৩৫-৩৬	৭/২০
১ ৩৫-৩৭	১০/১২
১ ৩৮-৩৯	৬/১২
১ ৪২	৬/১২
১ ৪৮	৯/১০
২ ৫	৩/২৮
২ ২৪-২৫	৫/৩১, ৭/৩০
২ ২৫	৯/২৭, ১০/৫
৩ ৩	১/২০, ৮/১৫
৩ ৪	৮/১৫
৩ ৫	১১/২৮
৩ ৭	৮/১৫, ১২/২৫
৩ ১৬	৩/১৩, ৯/২১
৩ ১৭	৯/২
৩ ১৯	১০/৫
৩ ১৯-২১	৬/৩০, ৭/১৮
৩ ২৯	৩/২৪, ৩/২৫

গ্রন্থ	মাস/দিন	গ্রন্থ	মাস/দিন
৩ ৩০	৩/২৪, ১০/১২	১২ ২৭-২৮	৬/২৫
৪ ৭	১/১৮, ১/২১	১২ ৩২	২/১, ৭/১৭, ১১/৯
৪ ১১	২/২৬, ২/২৭		১২/১৭, ১২/২০
৪ ১৪	৯/৭	১২ ৩৫	৮/২৭
৫/১৯	৯/৯	১২ ৩৬	৪/১৬
৫ ৩০	৮/৩	১৩	২/১৯
৫ ৩৯-৪০	৫/৬	১৩ ১-১৭	৩/৬
৬ ২৯	৯/৬	১৩ ৩-৫	৬/১৫, ৭/১১
৬ ৩৫	১০/১১	১৩ ১৩	৭/১৯
৬ ৪৪	১২/২২	১৩ ১৩, ২৬	৯/২২
৬ ৬৩	১/৩, ৩/১০, ৮/২৬,	১৩ ১৪	২/১৯, ৯/১১
	১২/১৭	১৩ ১৫	৯/১১
৬ ৬৬	৩/৯, ৯/১৯, ১২/২৯	১৩ ১৬	১০/১৬
৬ ৬৭, ৭০	৩/৯	১৩ ১৭	৬/৮
৭ ১৭	৬/৮, ৭/২৭, ১০/১০	১৩ ৩৪-৩৫	৯/২০
৭ ৩৮	৫/১৮, ৮/২১, ৮/৩০	১৩ ৩৬	১/৫
	৯/২, ৯/৩, ৯/৬, ৯/৭	১৩ ৩৭-৩৮	১/৪, ৬/১৬
৭ ৩৯	৫/২৭	১৪ ১	২/২৭, ৪/২৯,
৮ ৩৬	১১/১৮		৫/২৮, ৭/৫
৯ ১-৪১	৪/৯	১৪ ১, ২৭	৪/২১, ১২/২৪
৯ ২৫	৪/৯	১৪ ৮	৪/২১
১০ ৩	৮/১৬	১৪ ৯	১/৭, ৪/২১
১০ ৩০	৭/১৯, ১২/১২		১০/২৯, ১০/৩০
১১ ৬	১০/১১	১৪ ১২, ১৩	১০/১৭
১১ ৭-৮	৩/২৮	১৪ ১৩	৬/৭
১১ ২৬-২৭	১১/৬	১৪ ১৫	২/১২, ১১/২
১১ ৪০	৮/২৯	১৪ ২৩	৬/১২
১১ ৪১	২/১৩, ৮/৯	১৪ ২৬	১/১৩
১২ ২৪	৬/১৯	১৪ ২৭	৮/২৬, ১২/১৪

গ্রন্থ	মাস/দিন
১৪ ৩১	২/২০
১৫ ১-৪	১/৭
১৫ ৪	৬/১৪
১৫ ৫	১২/২৩
১৫ ৭	৬/৭, ৯/১৬, ১০/১৪
১৫ ৮	৩/১১
১৫ ১১	৮/৩১
১৫ ১২	৫/১১
১৫ ১৩	২/২৪
১৫ ১৩-১৪	৮/২৫
১৫ ১৩, ১৫	৬/১৬
১৫ ১৪	২/১৩
১৫ ১৫	১/৭, ৮/২৫
১৫ ১৬	১/২৪, ৮/৩, ৯/২৫, ৯/২৯, ১০/২৫
১৫ ২২-২৪	১০/২৯
১৬ ৭	১/৭
১৬ ৮	১১/১৯, ১২/৭
১৬ ১২	৪/৭
১৬ ১৩-১৪	১১/২৯
১৬ ২৩	৫/২৮, ৫/২৯
১৬ ২৪	৮/২৮
১৬ ২৬	৮/৬, ৮/৯
১৬ ২৬-২৭	৫/২৯, ৮/৬
১৬ ৩০-৩২	২/২৮
১৬ ৩২	৪/৪
১৬ ৩৩	৪/৪, ৮/২, ১২/৪
১৭	৫/২২

গ্রন্থ	মাস/দিন
১৭ ২	৪/৮
১৭ ৩	৫/৮, ৫/২৭
১৭ ৪	৯/১৩, ১১/২১
১৭ ৬	৯/৪
১৭ ১৫-১৬	১১/২৭
১৭ ১৯	২/৮, ১২/৩
১৭ ২১	৫/২২
১৭ ২১-২৩	২/৮
১৭ ২২	১/২০, ৩/২০, ৪/১৮, ৪/২৭, ৫/২২, ৫/২৯, ১২/১২
১৮ ৩৬	১০/১৯
১৯ ৩০	১০/২৮, ১১/২১
২০ ১১-১৮	৮/১৬
২০ ১৪, ১৬	৮/১৬
২০ ২১	৩/৩, ৩/৫, ১০/২৬
২০ ২২	১/৫
২০ ২৪-২৯	৮/১৬
২০ ২৫	৮/১৬
২০ ২৮	১/১৮, ৮/১৬
২১ ৭	৪/১৭
২১ ১৫-১৭	৮/১৬
২১ ১৬	৬/১৯
২১ ১৭	২/৯, ৩/১, ৩/২, ৩/৩, ৩/৫, ৮/১৬, ১০/১৮
২১ ১৮-১৯	১/৫, ৯/১৩
২১ ২১-২২	১১/১৫

গ্রন্থ	মাস/দিন	গ্রন্থ	মাস/দিন
প্রেরিত		৫ ৫	২/২৪, ৪/৩০, ৫/১১, ৭/২, ১০/১৮
১ ৮	১/১৮, ২/৪, ২/১৫, ৩/১০, ৪/১, ৯/৪, ৯/৫, ৯/৬, ১০/১৪	৫ ৮	১০/২০
		৫ ১০	১০/২৮
২ ৪	৯/৫	৫ ১২	১০/৫
২ ৩৩	৫/২৭	৫ ১২-১৯	১০/৬
৪ ১২	১২/৮	৬ ৩	১/১৫
৯ ৫	৭/১৮	৬ ৪	১/১৫, ৪/৮
৯ ১৬	৩/৫	৬ ৫	৪/১১, ৯/১৩
৯ ১৭	৪/২	৬ ৬	৪/১০, ১২/২৩
১৩ ২২	৪/২	৬ ৯-১১	৪/১২
১৭ ২৮	৬/২	৬ ১১	৪/১০, ৪/১১
২০ ২৪	৩/৪, ৩/৫, ১০/১৪	৬ ১৩	১০/৯
২৪ ১৬	৫/১৩	৬ ১৬	৩/১৪
২৬ ১৪	১/১৮	৬ ১৯	৯/১৫
		৭ ৯, ১৪	১২/১
২৬ ১৫	১/২৯	৭ ১৮	৫/২৪, ৬/১
২৬ ১৬	১/২৪	৮ ১৬	১০/২২
২৬ ১৭-১৮	১/১০	৮ ২৬	১১/৭, ১১/৮
২৬ ১৯	১/২৪, ৩/১১, ১২/২৯	৮ ২৭, ৩৪	৪/১
		৮ ২৭	১১/৮
রোমীয়		৮ ২৮	১০/৩০, ১১/৭, ১২/১৬, ১২/১৮
১ ১	১/৩১, ২/২, ২/৩	৮/৩৫	৫/১৯
১ ১৪	৭/১৫	৮ ৩৭	৩/৭, ৫/১৯, ১০/২৪, ১২/১৬
২ ১	৬/২২		
২ ১৭-২৪	৬/১৭	৮ ৩৯	৩/৭, ১০/২০
৩ ২৪	১১/২৮	৯ ৩	১/৩১, ২/২৪
৪ ৩	৩/১৯		

গ্রন্থ	মাস/দিন
১২ ১	১/৮, ৬/১৩, ১২/৫, ১২/১০
১২ ১-২	৬/৮
১২ ২	৫/১৩, ৯/৯, ১১/৪
১৪ ৭	২/১৫
১ করিন্থীয়	
১ ২	১০/৪
১ ১৭	২/১
১ ২১, ২৩	১১/২৫
১ ২৬-৩১	৮/৪
১ ৩০	৭/২২, ৭/২৩, ১০/২০, ১১/১৩, ১২/৮
২ ২	১/২৪, ৩/১৩, ৪/২, ১০/২৫, ১১/২৬, ১২/২০
২ ৪	৭/১৭, ১২/৩
২ ১২	১২/২১
২ ১৪	১২/১৭
৩ ৩	৩/২৩
৩ ৯	৪/২৩
৩ ১০-১৫	৫/৭
৪ ৯-১৩	২/৩
৬ ১৯	২/১৯, ৩/৪, ৩/১৮, ৮/৯, ৯/৪, ১১/১, ১১/৮, ১২/৫
৬ ১৯-২০	৭/১৫
৯ ১৬	২/২, ৯/২৯, ১০/১৫
৯ ২২	২/২৪, ১০/২৫
গ্রন্থ	**মাস/দিন**
৯ ২৭	২/১৫, ৩/১৭, ১২/৫
১০ ১১-১৩	৪/১৯
১০ ১৩	৯/১৭
১০ ৩১	১১/১৬, ১১/২২
১২ ২৬	২/১৫
১৩	১/২৯, ১১/১২
১৩ ৪	৪/৩০
১৩ ৪-৫	৭/৫, ১০/২৩
১৩ ৪-৮	১০/১৮
১৫ ১০	১১/৩০
২ করিন্থীয়	
১ ২০	৪/২০, ১১/১৭
২ ১৪-১৫	১০/২৪
৩ ৫	২/১৫
৩ ১৮	১/২৩, ৪/২২
৪ ২	৯/১৫
৪ ৩-৪	১২/১৭
৪ ৫	২/২৩
৪ ১০	৫/১৪, ৫/১৫
৫ ৭	৫/১, ১০/৩১
৫ ৯	৩/১৭
৫ ১০	৩/১৬
৫ ১৪	২/৪
৫ ১৫	১০/২৯
৫ ১৭	১১/১২
৫ ১৭-১৮	১০/২৩
৫ ১৭-১৯	১০/২৮
৫ ২০	৭/১৭

গ্রন্থ	মাস/দিন
৫ ২১	৪/৬, ১০/৭, ১০/২৯
৬ ১	৬/২৬
৬ ৪	৩/৬
৬ ৪-৫,১০	৬/২৬
৭ ১	৩/১৮
৭ ৪	৩/৭
৭ ১০	১/২১, ১২/৭
৮ ৯	২/২৫
৯ ৮	৫/১৬
১০ ৪	৯ ৮
১০ ৫	২/১১, ৬/১৪, ৯/৮, ৯/৯, ৯/১৪, ১০/২৪, ১১/১৮
১১ ৩	৯/১৪
১২ ৯	৯/১৩
১২ ১৫	২/২৪, ২/২৫
১৩	১১/১২
গালাতীয়	
১ ১৫	১/২৫, ১/৩১
১ ১৫-১৬	১/১৭, ১০/৬, ১২/২২
১ ১৬	১/৩০, ২/৩, ৩/১৮, ৭/৮, ১১/১১
২ ২০	৩/৮, ৩/২১, ৪/১০, ১১/৩, ১১/১৩, ১১/১৮, ১২/২৩
২ ২১	১২/৫
৪ ১৯	৩/১৮, ৫/১৩, ৮/৮, ৮/৯, ৯/১৬, ৯/১৮, ১০/৬, ১০/২৯, ১২/৭, ১২/২৫

গ্রন্থ	মাস/দিন
৪ ২২	১২/১০
৫ ১	৫/৬
৫ ১৬	৩/২৩
৫ ২৪	১২/৯
৬ ১৪	১১/২৫, ১১/২৬, ১১/২৭, ১২/২৩
ইফিসীয়	
১ ৭	১১/২০, ১২/৮
১ ১৮	৫/১৫
২ ৬	২/১৫
২ ৮	৩/২১
৩ ১৯	৪/১২
৪ ১৩	৭/১২, ৯/২৩
৪ ২৩	৫/১৩
৪ ২৪	১২/২৮, ১২/৩০
৪ ৩০	৫/১৩, ৫/১৪
৫ ১৪	২/১৬
৫ ১৮	৯/৭, ১২/২৪
৬ ১৩, ১৮	১২/১৬
৬ ১৮	৫/৩
ফিলিপীয়	
১ ২০-২১	১/১
২ ৫	৩/১৮, ৩/৩০, ৩/৩১, ৫/২০
২ ১২	৫/১০, ৫/১৫, ১২/৫
২ ১২-১৩	৬/৬, ৭/৭
২ ১৭	২/৫
৩ ১০	৪/৮, ৭/১১, ৭/১২
৩ ১২	৫/২, ৬/২৮, ১২/২

গ্রন্থ	মাস/দিন
৩ ১৩-১৪	৬/২৮
৪ ১২	২/৫, ২/২৩
৪ ১৩	১০/৩
৪ ১৯	৫/১৪,৮/২৯,৯/১৩
কলসীয়	
১ ২৪	২/৩, ৭/১৪, ৮/৮, ৯/৩০, ১১/৯, ১২/১৩
১ ২৭	৭/২৩
৩ ৩	১/২৩, ৪/২৪, ৪/২৮, ৬/২, ৬/১৪, ৮/৩১, ১১/১৬, ১২/২৪
১ থেসালোনিকীয়	
৩ ২	১১/১০
৪ ৩	১/১৫,৭/২২,১০/২০
৫ ১৭	৫/২৬
৫ ১৯	৮/১৩, ৮/১৪
৫ ২৩	১/৯, ১/৩০, ২/৮
৫ ২৩-২৪	৭/২২, ৮/১৪
১ তীমথি	
১ ১৩	২/২৩
৩ ১৬	৪/৬
২ তীমথি	
২ ১৫	৩/১৭, ১২/১৫
৪ ২	৩/১০, ৪/২৫
৪ ৬	২/৬
৪ ১৬-১৭	৪/২২
ইব্রীয়	
২ ৯	১১/২১
২ ১০	৪/৮, ৭/৭, ৮/৩০, ৯/৮
২ ১৮	৯/১৭
৩ ১৪	৮/২৯
৪ ১২	৩/১
৪ ১৫	৯/১৮
৪ ১৫-১৬	৯/১৭
৫ ৮	৭/১৯, ৯/২২
৭ ২৫	৪/১
৯ ১১-১৫	৪/৫
৯ ২৬	১০/৫
১০ ৯	৫/৩১
১০ ১৪	১২/৮
১০ ১৯	৫/৪
১০ ২৪-২৫	৭/১০
১১ ৬	১০/৩০
১১ ৮	১/২, ৩/১৯
১১ ২৭	৪/৯, ৫/২
১২ ১-২	৮/২৫
১২ ২	৩/১৭, ৩/২৯, ৮/২৬, ৮/৩১
১২ ৫	৮/১৪
১২ ৬	৪/১৪
১৩ ৫	৬/৪
১৩ ৫-৬	৬/৪, ৬/৫, ৮/২৯
১৩ ১৩	৪/২৪, ৯/১৯

গ্রন্থ	মাস/দিন
যাকোব	
১ ৪	৭/৩১
১ ৫	৬/৯
১ ১৪	৯/১৮
২ ১০	১২/১
৪ ৩	৬/১০
৪ ৮	১১/৪
৪/৮-১০	৬/১০
১ পিতর	
১ ৫	৪/১৯, ৭/২৩
১ ১৬	৯/১
২ ৯	৬/২১
২ ২৪	৪/৬
৪ ১-৩	৯/১৫
৪ ১২	২/৩, ৫/১৫
৪ ১৩	১১/৫
৪ ১৭	৫/৫
৪ ১৯	৮/১০, ১১/৫
২ পিতর	
১ ৪	৫/১৬
১ ৪-৫	৬/১৫
১ ৫	৫/১০, ৬/১৫
১ ৫, ৭	৫/১১
১ ৮	৫/১২
১ ১৩	৭/১০
৩ ৯	৫/১১
১ যোহন	
১ ৬-৭	৮/১৩
১ ৭	১/৯, ১/২০,
	২/২৮, ৩/১১,
	৩/১৬, ৮/১৩,
	৮/২৪, ৮/৩০,
	৯/২০, ১০/১০,
	১১/১২, ১২/২৬,
	১২/২৯
২ ২	১০/১৫
৪ ১৮	২/২১
৩ ২	৪/২৯
৩ ৯	৮/১৫
৩ ১৬	৬/১৬
৫ ১৬	৩/৩১
৩ যোহন	
৭	১০/১৮
যিহূদা	
২০	১০/২১
প্রকাশিত বাক্য	
১ ৭	৭/২৯
১ ১৭	৫/২৪
২ ৭	৮/২, ১২/৪
৩ ১০	২/২২, ৫/৮
৪ ১	৩/২৭
৪ ১১	৭/১৯
১২ ১১	১১/২৯
১৩ ৮	৪/৬